বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

জ্যোতিষ-রত্নাকর

সর্ব্ব-জ্যোতিষ-শাস্ত্রের সার সঙ্কলন

"বিফলান্যান্য-শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলম্।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ।।"

বহু-জ্যোতির্বিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিতের সাহায্যে
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
[বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড]
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০১২

বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০১২

মূল্য—১৫·০০ টাকা

শ্রীমণীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বসুমতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

"তৃষ্ণাতরঙ্গদুস্তরসংসারাম্ভোধিলঙ্ঘনে তরণিঃ।
উদয়বসুধাধরারুণমুকুটমণিঃ পাতু বস্তরণিঃ॥"

ভূমিকা

"অন্যান্যশাস্ত্রেষু বিনোদমাত্রং, ন তেষু কিঞ্চিদ্ভুবি দৃষ্টমস্তি।
চিকিৎসিত-জ্যোতিষ-তন্ত্রবাদাঃ, পদে পদে প্রত্যয়মাবহন্তি॥"

যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে অন্তরীক্ষস্থিত গ্রহনক্ষত্রতারকাদি জ্যোতিষ্কবর্গের স্থিতি, গতি, গুণ ও ক্রিয়াদির বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে জ্যোতিঃশাস্ত্র কহে। জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রকারভেদে দ্বিবিধ,—গণিতজ্যোতিষ ও ফলিতজ্যোতিষ। গণিতভাগে গ্রহনক্ষত্রাদির আকৃতি, প্রকৃতি, পরিমাণ, ব্যবধান, অবস্থান, দূরত্ব ও তদ্বিহিত ক্রিয়ামূলক ঘটনাদি বিবৃত থাকে। আর ফলিতভাগ হইতে জ্যোতিষ্ক-প্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কনির্ণয়, নিত্য-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ বিচার, কালবিবেক ও তদ্বিহিত শুভাশুভ ফলাদির বিশদ পরিজ্ঞান জন্মে।

তমস্তোমাবৃতে বিশ্বে জগদেতচ্চরাচরম্।
রাশিগ্রহোডুসংঘাতং সৃজন্ সূর্য্যোঽভবত্তদা॥

সৃষ্টির প্রাক্কালে এই বিশ্বসংসার অন্ধতমসাবৃত ছিল। পরে স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ, মেষাদি দ্বাদশ রাশি, নবগ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিয়া পরাৎপর পরমপুরুষ ভগবান্ 'সূর্য্য' এই সংজ্ঞা ধারণ করিলেন।

আমাদিগের অধিষ্ঠানভূতা পৃথিবী পরিদৃশ্যমান সৌর-জগতের অন্তর্ব্বর্ত্তী অন্যতম গ্রহ মাত্র। তামসী নিশায় ঊর্দ্ধদেশে নির্ম্মল গগনে নেত্রপাত করিলে যেরূপ নক্ষত্রখচিত সুনীল আকাশমণ্ডল অনন্ত ব্যাপিয়া বিস্তীর্ণ ও শোভাময় দৃষ্ট হয়, সেইরূপ পাদদেশেও ন্যূনাধিক চারি সহস্র ক্রোশ নিম্নে পৃথিবীর তলভাগ ভেদিয়া দর্শন করিতে পারিলে ঠিক ঐরূপ অভিন্ন দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সর্ব্ব-শক্তিমান্ পরমেশ্বরের অব্যক্ত অচিন্ত্য শক্তিবলে নিরাধারে শূন্যমণ্ডলে থাকিয়া পৃথিবী আপন কক্ষে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য সৌরজগতে সর্ব্বপ্রধান গ্রহ ও জগচ্চক্রের কেন্দ্রস্বরূপ। অনন্ত স্থির-নক্ষত্রমণ্ডল

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বিভক্ত হইয়া মহাবিশাল চক্রাকৃতি পথে স্থিরগম্ভীর-মূর্ত্তিতে সমস্তাৎ বিরাজিত, অধস্তলে জ্যোতিষ্কগণ সূর্য্যের অবিশ্রয়ণে অবস্থিত হইয়া অস্ফুট অব্যক্ত মধুময় নিনাদে প্রণব-ঝঙ্কারে বিভুগুণ গান করিতে করিতে, তালে তালে পদ বিক্ষেপিয়া রাশিমার্গের কক্ষ অবচ্ছেদ পূর্ব্বক সেই মহাবিশাল রাশিচক্রপথে মহাবেগে অবিশ্রান্ত পরিভ্রমণ করিতেছে (গ্রহাধিপতি রবির অব্যবহিত পরবর্ত্তী বুধ, তৎপরে শুক্র, তৎপরে চন্দ্র ও পৃথিবী, তৎপরে মঙ্গল, তৎপরে বৃহস্পতি, তৎপরে শনৈশ্চর এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে গ্রহগণ নিজ নিজ কক্ষপথে অনবরত চক্রাবর্ত্তন করিতেছে।

কর্ম্মক্ষেত্রে পৃথিবী এই প্রকাণ্ড কক্ষায় বিরাট্ চক্রপথে গ্রহনক্ষত্রাদির সমাবেশ-গুণে ও সম্মিলনসংস্রবে প্রতি মুহূর্ত্তে প্রতি কলায় বিভিন্নশক্তি সংপ্রাপ্ত হইতেছে। উৎপাদিকা, অনুকূল ও প্রতিকূল এই ত্রিবিধ ভৌতিক শক্তি ইহা হইতে উৎপন্ন, এবং এই চক্রজাত আকর্ষণ-বিকর্ষণ যোগাযোগ শক্তিবিশেষ হইতেই সংসারে নৈসর্গিক অনৈসর্গিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহাকেই বিধাতার চক্র কহে।

স্থাবরজঙ্গম, ভাবাভাব, সংসারের সমস্ত পদার্থই কালের অধীন। সেই সর্ব্বসংহারক কালপুরুষের বিরাট্ মূর্ত্তি এই রাশিচক্রে সংগঠিত, দ্বাদশ রাশি হইতে আকৃতি ও সপ্তগ্রহ হইতে কালপুরুষের প্রকৃতি উৎপন্ন; আকৃতি যথা—মেষ রাশি কালপুরুষের মস্তক ও মুখ, বৃষ রাশি কণ্ঠ ও গ্রীবা, মিথুন রাশি হস্তদ্বয়, কর্কট রাশি বক্ষ ও জঠর, সিংহ রাশি হৃদয় ও পৃষ্ঠ, কন্যা রাশি উদর ও কটি, তুলা রাশি বস্তিভাগ, বৃশ্চিক গুহ্য, ধনু ঊরু, মকর জানু, কুম্ভ জঙ্ঘা ও মীন রাশি কালপুরুষের পাদদ্বয়। প্রকৃতি যথা—সূর্য্য কালপুরুষের আত্মা, চন্দ্র মনঃ, মঙ্গল শৌর্য্য বা সত্ত্ব, বুধ বাক্য, বৃহস্পতি জ্ঞান-ও সুখ, শুক্র কর্ম্ম এবং শনি দুঃখ। বিশ্বপতির অপার অচিন্ত্য মহিমা—অদ্ভুত লীলা। এই কালপুরুষ এই বিরাট্-চক্র হইতেই পর্য্যায়ভেদে বৎসর, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, বার, তিথি, নক্ষত্র, দণ্ড, মুহূর্ত্ত, হোরা, পল, কলা, কাষ্ঠা, নিমেষ প্রভৃতি অংশরূপ পরিগ্রহ করিয়া বিভিন্ন গ্রহনক্ষত্রাদির যোগাযোগগুণে বিভিন্ন মূর্ত্তিতে প্রতি মুহূর্ত্তে সংসারে অসংখ্য অভিনব বৈষম্যের উৎপাদন করিতেছে। জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি, উত্থান-পতন, সংযোগ বিয়োগ প্রভৃতি সংসারচক্রের সমুদয় রহস্য এই বিধাতৃচক্রের অধীন।

আমাদিগেরই পূর্ব্বপুরুষ বনকুটীরবাসী ফলমূলাশী মুনি ঋষিগণ এই প্রত্যক্ষফলপ্রদ জ্যোতির্ব্বিদ্যার সৃষ্টি, পরিণতি ও উন্নতি সংসাধিত করেন।

আমাদিগেরই প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষি বশিষ্ঠ, অত্রি, ভৃগু, পরাশর, গর্গ, মনু ও তত্তুল্য ত্রিকালদর্শী দার্শনিকগণ এই অনুত্তম শাস্ত্রের শ্রেণীভেদ ও বিধিবিধান করিয়া কল্পান্তস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া যান। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, বরাহমিহির, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, শ্রীনিবাস প্রভৃতি আমাদেরই আর্য্যবংশধরগণ জ্যোতির্ব্বিদ্যায় অদ্বিতীয় প্রাধান্য ও প্রভুত্ব দেখাইয়া দিগ্‌দেশ স্তম্ভিত করিয়া গিয়াছেন। আমাদেরই এই অধঃপতিত জাতির পূর্ব্বতন বংশে একদিন খনা ও লীলাবতীর ন্যায় গণিত ও ফলিতজ্যোতিষে অদ্বিতীয়া অসাধারণ প্রতিভাশালিনী কুলকামিনী জন্মগ্রহণ করিয়া সমুদয় পৃথিবী চমকিত করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! কি নিদারুণ আক্ষেপের বিষয়, আজি সেই আর্য্যকুলধুরন্ধর হতভাগ্য মূর্খ সন্তান আমরা প্রত্যক্ষসিদ্ধ এ হেন পবিত্র শাস্ত্র অসংবদ্ধ, অসম্পূর্ণ ও অসত্য বলিয়া পৈতৃক স্বর্গীয় সম্পত্তি হেলায় পদদলিত করিতেছি, ভ্রমেও কখনও সংরক্ষণে যত্ন, অস্তিত্বে আস্থা ও ফলশ্রুতিতে বিশ্বাসমাত্র প্রদর্শন করি না।

উপর্য্যুপরি রাষ্ট্রবিপ্লবে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থাদি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যবনরাজগণ আরবী ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রস্তুত করিয়া সংস্কৃত-গ্রন্থনিচয় ধ্বংস করে, পাশ্চাত্যবাসীরা ঐ আরবী অনুবাদের অনুবাদ সংগ্রহ করেন। সেই ছায়ার ছায়া অবলম্বন করিয়া অরিষ্টটল্, কেপ্লার্, সক্রেটিস্, টলেমী, বেকন্ প্রভৃতি প্রাচীন দার্শনিকগণের অভ্যুদয়; সাগুারস্, লেব, রেটার, ক্রেক, রোব্যাক, গ্রিগারি প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ তাহা হইতেই জ্যোতির্ব্বিদ্যায় জগদ্বিখ্যাত হন এবং কালমাহাত্ম্যে তাঁহারাই আজি আমাদিগের জ্যোতিষ শিক্ষা দিতে অগ্রসর হইতেছেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে?

আমরা বহু আয়াসে দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত ও ইংরেজী বহু গ্রন্থের সারসংগ্রহ করিয়া গৃহীমাত্রেরই অবশ্যপ্রয়োজনীয় বিষয়গুলি একত্র অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিলাম। অস্তোন্মুখী দিব্যবিদ্যার পুনরভ্যুদয়ের যাঁহারা পক্ষপাতী, 'জ্যোতিষ-রত্নাকর' যদি তাঁহাদিগের বিন্দুমাত্রও পরিতৃপ্তির পাত্র হয়, তাহা হইলে সমুদয় যত্ন ও পরিশ্রম আমাদিগের সার্থক হইবে ও বারান্তরে ইহার যথোপযুক্ত সংস্কারসাধন-পক্ষেও সাধ্যমত যত্নের ত্রুটি হইবে না।

প্রথম সংস্করণ,
কলিকাতা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রকাশকের নিবেদন

নিজের গ্রন্থের প্রশংসা করা নিজের পক্ষে শোভা পায় না সত্য, কিন্তু আমাদিগের "বসুমতী সাহিত্য-মন্দির" হইতে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশগুলিই গ্রাহকবৃন্দের নিকট যে ভাবে সমাদৃত, প্রশংসিত ও সংগ্রহে পরিগৃহীত হইয়াছে, তাহাতে আমরা সেই সকল গ্রন্থের প্রশংসা করিলে - সেই সকল গ্রন্থ-প্রকাশের জন্য একটু গর্ব্ব অনুভব করিলে—নিতান্ত শ্লাঘার বিষয় হয় না। অনুগ্রাহক শুভানুধ্যায়ী গ্রাহকবৃন্দের অনুগ্রহই আমাদিগের সেই গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধার অন্যতম কারণ। আমাদিগের প্রকাশিত সেই সকল শাস্ত্র-গ্রন্থমালা মধ্যে এই "জ্যোতিষ-রত্নাকর" মহাগ্রন্থখানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—লুপ্তপ্রায় জ্যোতিষশাস্ত্রসঙ্কলনের পূর্ণ ভাণ্ডার।

স্বর্গীয় পিতৃদেব যখন এই মহাগ্রন্থ কয়েক জন জ্যোতিষবিদ্যাবিশারদ মহাপণ্ডিত দৈবজ্ঞ মহাশয়গণের সাহায্যে প্রচুর অর্থব্যয় করিয়া প্রথম সঙ্কলন ও প্রকাশ করেন, তখন যে দু-একখানিমাত্র জ্যোতিষ-গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল—তাহা যেরূপ জটিল ও দুর্ব্বোধ্য, সেইরূপ উচ্চমূল্য। সেগুলি সংগ্রহ করিলেও তাহার পাঠ-উদ্ধার করা পণ্ডিতের পক্ষেও অসম্ভব। 'জ্যোতিষ-রত্নাকরে' জ্যোতিষশাস্ত্রের সারাৎসার সত্যরাশি সরলভাবে সুসঙ্কলিত, চিত্রাদির দ্বারা সুব্যাখ্যাত। এই জন্যই অনুসন্ধিৎসু পাঠক-সমাজে ইহা স্বল্পদিনেই সমাদৃত হইল এবং গুণগ্রাহী পণ্ডিত-সমাজ একবাক্যে ইহাকে অদ্বিতীয় সরল জ্যোতিষ-গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহার পরবৎসরে পুনঃসংস্করণ—দুই বৎসরে তিনবার সংস্করণ হইয়া এই জ্যোতিষ-গ্রন্থ বহুল প্রচারিত হইয়াছে। ইহার সমধিক প্রচারে ঈর্ষান্বিত হইয়া অনুকরণপ্রিয় বিভিন্ন ব্যক্তি ইহার সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া কতিপয় নিকৃষ্ট সংস্করণ বিভিন্ন নামে প্রকাশিত করেন। স্বর্গীয় পিতৃদেব ইহাদের গ্রন্থ প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা না ঘটাইয়া, 'জ্যোতিষ-রত্নাকরের' আরও বিশুদ্ধ বিভিন্ন বিষয় সংযোগে অত্যুৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশে এবং সর্ব্বোপরি ভারতের লুপ্তপ্রায়

জ্যোতিষের সহিত পাশ্চাত্যের আধুনিক মহাচিন্তাশীল মনীষী পণ্ডিতগণের জ্যোতিষ সিদ্ধান্তগুলির সম্মিলনের প্রয়াস পান।

জ্যোতিষ রত্নাকরের এই মনোমত পরিবর্দ্ধিত, সুসংস্কৃত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-সিদ্ধান্ত-সম্মিলনের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশের জন্য ভারতের নানা স্থান হইতে নানাবিধ হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি, জ্যোতিষগ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া, বিভিন্ন জ্যোতিষ-শাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিতের সাহায্য লইয়া ও বহু অর্থ-ব্যয় করিয়াও বৎসরের পর বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়াছে। কারণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য জ্যোতিষ-শাস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শী সুপণ্ডিত আমাদের দেশে বিরল। সকলের সকল সিদ্ধান্ত, সকল সত্য, সকল ঈঙ্গিত আয়ত্ত নহে—আয়ত্ত হইলেও সকলে তাহার সার-সঙ্কলন করিয়া, সহজবোধ্য করিয়া, সুসন্নিবেশিত করিতে পারেন না। এই জন্য এই বহুল প্রচারিত গ্রন্থের বিশুদ্ধ নূতন সংস্করণ প্রকাশে পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। আমাদের প্রচুর আর্থিক ক্ষতির সহিত গ্রাহকগণের আগ্রহ, বিরক্তি, লাঞ্ছনা, কঠোর তাগিদও শিরোধার্য্য করিতে হইয়াছে।

এত দিনে আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ ও আশা পূর্ণ হইয়াছে; এত দিনে আমরা অনেকাংশে পূর্ণকাম হইয়া পুনরায় সুসংস্কৃত "জ্যোতিষ-রত্নাকর" খানি প্রচারিত ও পুনর্মুদ্রিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

এক্ষণে গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে সমর্থ হইলে শ্রম, অর্থব্যয়, প্রয়াস ও উদ্যম সার্থক জ্ঞান করিব।

বসুমতী-সাহিত্য মন্দির,
১লা শ্রাবণ, ১৩২৭

বিনয়াবনত
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

—:০:—

বিষয়	পৃষ্ঠা

দিবা-পরিমাণ

সূর্য্যের উদয়াস্ত নিরূপণ

অয়নাংশনির্ণয়

সূক্ষ্ম পঞ্চাঙ্গগণনা

গ্রহসঞ্চার-গণনা।

কোষ্ঠী-প্রকরণ

পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাধন

গণক চূড়ামণি

বিষয়	পৃষ্ঠা

বদন দর্শন

পদাঙ্ক জ্ঞান

কপাল-দর্শন

কর-কোষ্ঠী

সূচীপত্র সম্পূর্ণ

জ্যোতিষ-রত্নাকর

প্রথম খণ্ড

সংজ্ঞা ও পরিভাষা

অন্তরীক্ষমণ্ডলে স্তব্ধ বায়ুর উপরে জ্যোতিশ্চক্র অবস্থান করিতেছে। ইহা সমান ৩৬০ ভাগে বিভক্ত; প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'অংশ' কহে। প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক 'রাশি' ও প্রত্যেক রাশি সপাদ (সওয়া) দুইটি করিয়া নক্ষত্র লইয়া সংগঠিত; সুতরাং সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি রাশি ও সপ্তবিংশতিটি নক্ষত্র। ইহার অপর দুই নাম রাশিচক্র ও নক্ষত্রচক্র। রাশির নাম যথা,—ক্রিয়, তাবুরি, জিতুম, কুলীর, লেয়, পাথেয়, যুক, কৌর্পাখ্য, তৌক্ষিক, আকোকের, হৃদ্রোগ ও কন্ত্যভ অথবা (১) মেষ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন, (৪) কর্কট, (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ, (১২) মীন।

রাশিগণের বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞা; যথা—

ক্রূরাদি সংজ্ঞা ঃ—মেষ ক্রূর, বৃষ সৌম্য। মিথুন ক্রূর, কর্কট সৌম্য। সিংহ ক্রূর, কন্যা সৌম্য। তুলা ক্রূর, বৃশ্চিক সৌম্য। ধনু ক্রূর, মকর সৌম্য এবং কুম্ভ ক্রূর ও মীন সৌম্য।

পুরুষাদি সংজ্ঞা।—মেষ পুরুষ, বৃষ স্ত্রী। মিথুন পুরুষ, কর্কট স্ত্রী সিংহ পুরুষ, কন্য স্ত্রী। তুলা পুরুষ, বৃশ্চিক স্ত্রী। ধনু পুরুষ, মকর স্ত্রী এবং কুম্ভ পুরুষ ও মীন স্ত্রী।

যুগ্মাদি সংজ্ঞা।—মেষ ওজ, বৃষ যুগ্ম। মিথুন ওজ, কর্কট যুগ্ম। সিংহ ওজ, কন্যা যুগ্ম। তুলা ওজ, বৃশ্চিক যুগ্ম। ধনু ওজ, মকর যুগ্ম এবং কুম্ভ ওজ ও মীন যুগ্ম

বিষমাদি সংজ্ঞা।—মেষ বিষম, বৃষ সম। মিথুন বিষম, কর্কট সম। সিংহ বিষম, কন্যা সম। তুলা বিষম, বৃশ্চিক সম। ধনু বিষম, মকর সম এবং কুম্ভ বিষম ও মীন সম।

চরাদি সংজ্ঞা।—মেষ চর, বৃষ স্থির, মিথুন দ্ব্যাত্মক। কর্কট চর, সিংহ স্থির, কন্যা দ্ব্যাত্মক। তুলা চর, বৃশ্চিক স্থির, ধনু দ্ব্যাত্মক এবং মকর চর, কুম্ভ স্থির ও মীন দ্ব্যাত্মক।

দিবাদি সংজ্ঞা।—মেষ দিবা, বৃষ রাত্রি। মিথুন দিবা, কর্কট রাত্রি। সিংহ দিবা, কন্যা রাত্রি। তুলা দিবা, বৃশ্চিক রাত্রি। ধনু দিবা, মকর রাত্রি এবং কুম্ভ দিবা ও মীন রাত্রি।

অগ্ন্যাদি সংজ্ঞা।—মেষ অগ্নি, বৃষ পৃথ্বী, মিথুন বায়ু, কর্কট জল। সিংহ অগ্নি, কন্যা পৃথ্বী, তুলা বায়ু, বৃশ্চিক জল এবং ধনু অগ্নি, মকর পৃথ্বী, কুম্ভ বায়ু ও মীন জল।

পূর্ব্বাদি সংজ্ঞা।—মেষ পূর্ব্ব, বৃষ দক্ষিণ, মিথুন পশ্চিম, কর্কট উত্তর, সিংহ পূর্ব্ব, কন্যা দক্ষিণ, তুলা পশ্চিম, বৃশ্চিক উত্তর এবং ধনু পূর্ব্ব, মকর দক্ষিণ, কুম্ভ পশ্চিম ও মীন উত্তর। তাহা হইলেই একত্র সংজ্ঞায় মেষরাশি ক্রূর, পুরুষ, ওজ, বিষম, চর, দিবা ও অগ্নিজ্ঞাপক এবং পূর্ব্বদিক্‌সূচক। বৃষরাশি সৌম্য, স্ত্রী যুগ্ম, সম, স্থির ও রাত্রিবোধক এবং দক্ষিণদিক্‌সূচক। মিথুনাদি অপরাপর রাশিও এইরূপ জানিতে হইবে।

এতদ্ভিন্ন দ্বাদশ রাশির মধ্যে মিথুন, কন্যা, ধনুর প্রথমার্দ্ধ ও কুম্ভরাশি দ্বিপদ ও সরব। মেষ, বৃষ, সিংহ, ধনুর শেষার্দ্ধ ও মকররাশি চতুষ্পদ ও অতিরব এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনরাশি কীট, সরীসৃপ, জলজ ও নীরব রাশি নামে অভিহিত হয়।

দ্বাদশ রাশি হ্রস্ব, দীর্ঘ, সম এই তিন প্রকারেও বিভক্ত হইয়া থাকে; যথা—মেষ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন হ্রস্বরাশি; সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক দীর্ঘরাশি এবং মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর সমরাশি।

রাশিদিগের বর্ণ।—মেষরাশি অরুণবর্ণ, বৃষরাশি শুক্লবর্ণ, মিথুনরাশি হরিদবর্ণ, কর্কটরাশি শ্বেতরক্ত মিশ্রিতবর্ণ, সিংহরাশি পাণ্ডুবর্ণ, কন্যারাশি বিচিত্রবর্ণ, তুলারাশি কৃষ্ণবর্ণ, বৃশ্চিকরাশি পিঙ্গলবর্ণ, ধনুরাশি অগ্নিবর্ণ, মকররাশি ধবলবর্ণ, কুম্ভরাশি কপিলবর্ণ এবং মীনরাশি কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উক্ত হয়।

পুনশ্চ—কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনরাশি বিপ্রবর্ণ; মেষ, সিংহ ও ধনু ক্ষত্রিয়বর্ণ; বৃষ, কন্যা ও মকর বৈশ্যবর্ণ এবং মিথুন, তুলা ও কুম্ভ শূদ্রবর্ণ।

মেষরাশিতে মস্তক ও মুখ, বৃষরাশিতে কণ্ঠ ও গ্রীবা, মিথুনরাশিতে হস্তদ্বয় ও পৃষ্ঠদেশ, কর্কটরাশিতে বক্ষঃস্থল ও জঠর, সিংহরাশিতে হৃদয় ও পৃষ্ঠদেশ, কন্যারাশিতে উদর ও কটিদেশ, তুলারাশিতে বস্তিদেশ, বৃশ্চিক, রাশিতে গুহ্যদেশ, ধনুরাশিতে উরুদেশ, মকররাশিতে জানুদেশ, কুম্ভরাশিতে জঙ্ঘাদেশ এবং মীনরাশিতে পাদদ্বয় প্রকাশ করিয়া থাকে।

সপ্তবিংশ নক্ষত্র।—(১) অশ্বিনী, (২) ভরণী, (৩) কৃত্তিকা, (৪) রোহিণী, (৫) মৃগশিরা, (৬) আর্দ্রা, (৭) পুনর্ব্বসু, (৮) পুষ্যা, (৯) অশ্লেষা, (১০) মঘা, (১১) পূর্ব্বফল্গুনী, (১২) উত্তরফল্গুনী, (১৩) হস্তা, (১৪) চিত্রা, (১৫) স্বাতী, (১৬) বিশাখা, (১৭) অনুরাধা, (১৮) জ্যেষ্ঠা, (১৯) মূলা, (২০) পূর্ব্বাষাঢ়া, (২১) উত্তরাষাঢ়া, (২২) শ্রবণা, (২৩) ধনিষ্ঠা, (২৪) শতভিষা, (২৫) পূর্ব্বভাদ্রপদ, (২৬) উত্তরভাদ্রপদ, (২৭) রেবতী।

অধিষ্ঠাতা দেবতাগণ যথাক্রমে অশ্বিনীকুমার, যম, অগ্নি, ব্রহ্মা, চন্দ্র, শিব, অদিতি, বৃহস্পতি, অনন্ত, পিতৃলোক, যোনি, অর্য্যমা, সূর্য্য, ত্বষ্টা, বায়ু, শক্র এবং অগ্নি, মিত্র, ইন্দ্র, নির্ঋতি, তোয়, বিশ্ব, বিষ্ণু, বসু, বরুণ, অজৈকপাদ, অহিব্রধ্ন এবং পূষা। দেবতাদিগের পর্য্যায় দ্বারাও নক্ষত্রের বোধ হইয়া থাকে।

ঊর্দ্ধমুখগণ নক্ষত্র।—রোহিণী, আর্দ্রা, পুষ্যা, মূলা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ—এই নয়টি নক্ষত্রকে ঊর্দ্ধমুখগণ নক্ষত্র কহে। (১)

পার্শ্বমুখগণ নক্ষত্র।—অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী ও পুনর্ব্বসু—ইহাদের নাম পার্শ্বমুখগণ নক্ষত্র। (২)

অধোমুখগণ নক্ষত্র।—অশ্লেষা, কৃত্তিকা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও শতভিষা। (৩) ধ্রুবগণ নক্ষত্র।—উত্তর-ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও রোহিণী। (৪)

---

(১) এই নক্ষত্রে চিত্রকর্ম্ম, রৌপ্যকর্ম্ম, আতপত্র, গৃহনির্ম্মাণ, রাজগৃহ, সৌধগৃহ, বণিক্‌পণ্যগৃহ, প্রাকার ও বিহারগৃহ, তোরণ ও নগর আরম্ভ প্রশস্ত। (২) এই নক্ষত্রে যন্ত্ররথাদিনির্ম্মাণ, নৌকাদিগঠন, গৃহপ্রবেশ ও হস্ত্যশ্বগোগর্দ্দভাদির প্রথম দমন এবং শকটাদির যোজন প্রশস্ত।

(৩) এই নক্ষত্রে বিদ্যারম্ভ, অর্ঘ্যকর্ম্ম, ভূমিখনন প্রভৃতি প্রশংসনীয়।

(৪) ইহাতে অভিষেক, শান্তি, তরু, গুল্ম ও বীজবপনাদি শুভকর; কাহারও কাহারও মতে অধোমুখ নক্ষত্রবিহিত কর্ম্মও ইহাতে প্রশস্ত।

তীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র।—মূলা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা ও অশ্লেষা। (৫)

উগ্রগণ নক্ষত্র।—পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, ভরণী ও মঘা। (৬)

লঘুগণ নক্ষত্র।—হস্তা, অশ্বিনী ও পুষ্যা। (৭)

মৃদুগণ নক্ষত্র।—অনুরাধা, চিত্রা ও মৃগশিরা। (৮)

মৃদুতীক্ষ্ণগণ নক্ষত্র।—কৃত্তিকা ও বিশাখা। (৯)

চরগণ নক্ষত্র।—শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পুনর্ব্বসু ও স্বাতী। (১০)

পুন্নাম নক্ষত্র।—হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা ও পুষ্যা। (১১)

গ্রহসংজ্ঞা।—সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিকে পুরুষগ্রহ এবং চন্দ্র (মতান্তরে), বুধ ও শুক্রকে স্ত্রীগ্রহ কহে। পুরুষ ও প্রকৃতি যথাক্রমে স্থাপন করিলে সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি—এইরূপ সংস্থাপন হয় এবং ক্রম অনুসারেই সপ্তবার সংগঠিত হইয়াছে।

বারাধিপত্য।—প্রতি বারেই এই সপ্তগ্রহের ভোগ ও আধিপত্য হইয়া থাকে। দিনমানকে অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে যামার্দ্ধ কহে। যেদিন যে বার, সেই গ্রহ সেইদিনের প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি হন। তৎপরে সেই গ্রহ হইতে গণনীয় ষষ্ঠ যে গ্রহ, তিনি দ্বিতীয় যামার্দ্ধের অধিপতি হন। এইরূপ ঐ ষষ্ঠক্রমে অন্যান্য গ্রহ অন্যান্য যামার্দ্ধের অধিপতি হইয়া থাকেন। রাত্রিমানকে অষ্ট ভাগ করিয়া তাহার প্রতি যামার্দ্ধেরও ঐরূপে বারাধিপত্য হইয়া থাকে; কেবল ষষ্ঠক্রমে না হইয়া পঞ্চমক্রমে হয়, এইমাত্র প্রভেদ। যেমন সোমবার দিবাভাগে প্রথম যামার্দ্ধের অধিপতি চন্দ্র,

---

(৫) ইহাতে অভিঘাত, মন্ত্রকার্য্য ও ভূতদানবাদিসাধন সিদ্ধ হয়।

(৬) ইহাতে উচ্চাটন, দহন, বন্ধন ও অস্ত্রাঘাতাদি কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে।

(৭) ইহাতে পুণ্যকর্ম্ম, শিল্পকর্ম্ম, রতি, জ্ঞান, ভূষণ করা ও ঔষধি পানকর্ম্মাদি সিদ্ধ হয়।

(৮) ইহাতে মিত্র, অর্থ, সুরতবিধি, বস্ত্র, ভূষণ ও গীতাদি মঙ্গলকার্য্য শুভকর হয়।

(৯) ইহাতে মৃদুগণবিহিত কর্ম্মের মিশ্রফল দান করে এবং পশ্বাদির চর্য্যা ও সেতুকার্য্য সিদ্ধ হয়।

(১০) ইহাতে পুষ্পোদ্যান ও উদ্যাননির্ম্মাণ এবং চর ও স্থির উভয় কর্ম্মই বিহিত। (১১) পুন্নাম নক্ষত্রে পুংসবনাদি কার্য্য করিবে।

দ্বিতীয়ের অধিপতি শনি, তৃতীয়ের অধিপতি বৃহস্পতি ইত্যাদি এবং নিশাভাগে প্রথমের অধিপতি চন্দ্র, দ্বিতীয়ের অধিপতি শুক্র, তৃতীয়ের অধিপতি মঙ্গল ইত্যাদি।

যেরূপ গ্রহদিগের নামানুসারে সপ্ত বারের সৃষ্টি হইয়াছে, সেইরূপ দ্বাদশটি নক্ষত্রের নামানুসারে দ্বাদশ মাসের নামকরণ হইয়াছে, যথা—বিশাখা নক্ষত্র হইতে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা হইতে জ্যৈষ্ঠ, পূর্ব্বাষাঢ়া হইতে আষাঢ়, শ্রবণা হইতে শ্রাবণ, পূর্ব্বভাদ্রপদ হইতে ভাদ্র, অশ্বিনী হইতে আশ্বিন, কৃত্তিকা হইতে কার্ত্তিক, মৃগশিরা হইতে মার্গশীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পুষ্যা হইতে পৌষ, মঘা হইতে মাঘ, উত্তরফল্গুনী হইতে ফাল্গুন এবং চিত্রা হইতে চৈত্রমাসের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

সংবৎসরে সূর্য্য একবার রাশিচক্র প্রদক্ষিণ করিয়া আইসেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাশিচক্র ৩৬০ সমান অংশে বিভক্ত ও প্রত্যেক ৩০ অংশ লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে, এই এক এক রাশিতে এক এক মাস ও এক এক অংশে ন্যূনাধিক এক এক দিন হইয়া থাকে। রাশির পর্য্যায়ক্রমে মাস যথা—মেষে বৈশাখ, বৃষে জ্যৈষ্ঠ, মিথুনে আষাঢ়, কর্কটে শ্রাবণ, সিংহে ভাদ্র, কন্যায় আশ্বিন, তুলায় কার্ত্তিক, বৃশ্চিকে অগ্রহায়ণ, ধনুতে পৌষ, মকরে মাঘ, কুম্ভে ফাল্গুন ও মীনে চৈত্র। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ রাশির উল্লেখেই মাসের প্রকাশ করিয়া থাকেন।

সপ্তবারাধিপতি যেমন প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে উদিত হয়, দ্বাদশ রাশিরও সেইরূপ প্রতিদিন পর্য্যায়ক্রমে উদয় হইয়া থাকে। এই বিভিন্ন রাশির উদয়মানকে লগ্নমান কহে। যে মাসের যে রাশি, সূর্য্যোদয়কালে সেই রাশির উদয় হইয়া থাকে; পরে পর্য্যায়ক্রমে অপরাপর রাশির উদয় হয়। সূর্য্যোদয়কালের লগ্নকে উদয়লগ্ন কহে এবং সূর্য্যের অস্ত-গমনকালীন ঐ উদয়লগ্ন হইতে যে সপ্তম রাশির উদয় হয় তাহাকে অস্তলগ্ন কহে। সূর্য্যের গতি-অনুসারে প্রতিদিন উদয় ও অস্তলগ্নের যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ক্ষয় হয়, তাহাকে উদয় ও অস্তলগ্নের রবিভুক্তি কহে। লগ্নমান ও রবিভুক্তির বিষয় বিশেষ করিয়া স্থানান্তরে আলোচিত হইবে। ষড়্‌বর্গ।—ক্ষেত্র, হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ, ইহাদের নাম ষড়্‌বর্গ। বর্গ শব্দে ইহাদের এক বা তদধিককে বুঝাইয়া থাকে। যে যে রাশিতে বা যে যে রাশির যে যে অংশে থাকিলে গ্রহগণ বিশেষ শক্তির প্রকাশ করে, তাহাই সেই গ্রহের বর্গ জানিবে।

যে রাশিতে থাকিলে যে গ্রহ আপনার সম্পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয়, সেই

রাশিকে সেই গ্রহের ক্ষেত্র এবং ঐ গ্রহকে ঐ রাশির অধিপতি কহে। সিংহরাশিতে থাকিয়া রবি স্বকীয় পূর্ণশক্তির প্রকাশ করে; এই হেতু সিংহরাশি রবির ক্ষেত্র এবং সিংহরাশির অধিপতি রবি। চন্দ্র কর্কট-রাশিতে পূর্ণশক্তি প্রাপ্ত হয়, এই হেতু কর্কটরাশি চন্দ্রের ক্ষেত্র এবং কর্কট-রাশির অধিপতি চন্দ্র। এইরূপ মেষ ও বৃশ্চিকরাশি মঙ্গলের ক্ষেত্র এবং মঙ্গল ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি। মিথুন ও কন্যা বুধের ক্ষেত্র এবং বুধ উহাদের অধিপতি। বৃষ ও তুলা শুক্রের ক্ষেত্র এবং শুক্র উহাদের অধিপতি। মকর ও কুম্ভ শনির ক্ষেত্র এবং শনি ঐ রাশিদ্বয়ের অধিপতি।

মূল-ত্রিকোণ।—গ্রহগণ যে যে রাশিতে প্রসন্ন থাকে, সেই সেই রাশি তাহাদের আনন্দের স্থান বা "মূল-ত্রিকোণ" বলিয়া কথিত হয়। রবির সিংহরাশি, চন্দ্রের বৃষরাশি, মঙ্গলের মেষরাশি, বুধের কন্যারাশি, বৃহস্পতির ধনু রাশি, শুক্রের তুলারাশি এবং শনির কুম্ভরাশিকে আনন্দের স্থান বা মূল-ত্রিকোণ কহে।

হোরা।—রাশিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে, প্রত্যেক ভাগকে "হোরা" কহে। প্রতি হোরার পরিমাণ ত্রিশ অংশের অর্দ্ধ অর্থাৎ ১৫ অংশ। গ্রহগণের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্র এই দুই গ্রহই হোরার অধিপতি হইয়া থাকেন। মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভ এই বিষম রাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি সূর্য্য। দ্বিতীয় হোরার চন্দ্র এবং বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই সমরাশি সকলের প্রথম হোরার অধিপতি চন্দ্র ও দ্বিতীয় অর্থাৎ শেষ হোরার অধিপতি সূর্য্য।

দ্রেক্কাণ।—রাশির এক-তৃতীয়াংশকে দ্রেক্কাণ কহে অর্থাৎ সমান তিন ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে তাহার প্রতি ভাগে ১০ অংশে এক দ্রেক্কাণ হয়। রাশির অধিপতি গ্রহ প্রথম দ্রেক্কাণের, সেই রাশি হইতে গণনায় পঞ্চম রাশির গ্রহ দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের এবং ঐরূপ নবমাধিপতি গ্রহ তৃতীয় বা শেষ দ্রেক্কাণের অধিপতি হন। যেমন মেষরাশির প্রথম দ্রেক্কাণের অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি—মেষ হইতে গণনায় পঞ্চম—সিংহাধিপতি সূর্য্য এবং তৃতীয় দ্রেক্কাণের অধিপতি ঐরূপ—নবম রাশি ধনুর অধিপতি—বৃহস্পতি।

জল দ্রেক্কাণ।—চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটি শুভগ্রহ; ইঁহাদের অধীন দ্রেক্কাণের নাম জল দ্রেক্কাণ।

দহন দ্রেক্কাণ।—রবি, মঙ্গল ও শনি ইঁহারা অশুভ গ্রহ ইঁহাদের দ্রেক্কাণের নাম দহন দ্রেক্কাণ।

মিশ্র দ্রেক্কাণ।—শুভগ্রহের দ্রেক্কাণ পাপ গ্রহযুক্ত অথবাপাপগ্রহের দ্রেক্কাণ শুভগ্রহযুক্ত হইলে মিশ্র দ্রেক্কাণ নামে অভিহিত হয়।

সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ।—মিথুন ও মীনরাশির প্রথম দ্রেক্কাণ, কর্কট ও ধনুরাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং ধনুরাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ, এই পঞ্চ দ্রেক্কাণের নাম সৌম্যরূপ দ্রেক্কাণ।

ফলপুষ্পযুত দ্রেক্কাণ।—কর্কটের প্রথম দ্রেক্কাণ ফলপুষ্পযুত বলিয়া খ্যাত হয়।

রত্নভাণ্ডান্বিত দ্রেক্কাণ।—ধনুর দ্বিতীয় ও তুলার প্রথম দ্রেক্কাণ রত্নভাণ্ডান্বিত বলিয়া কথিত হয়।

রৌদ্র দ্রেক্কাণ।—মেষ, মকর ও বৃশ্চিকরাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, সিংহরাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, কুম্ভরাশির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, মীনরাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলা ও মিথুনরাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ, এই সকল দ্রেক্কাণকে রৌদ্র দ্রেক্কাণ বলে।

উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ।—মেষ, মিথুন, মকর ও কুম্ভের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, ধনুর প্রথম ও তৃতীয়, সিংহ ও কন্যার দ্বিতীয় এবং তুলার তৃতীয়, এই সকল দ্রেক্কাণের নাম উদ্যতাস্ত্র দ্রেক্কাণ।

নিগড় দ্রেক্কাণ।—বৃশ্চিকের প্রথম ও দ্বিতীয় এবং মীন ও কর্কটের তৃতীয় এই চারি দ্রেক্কাণের নাম "নিগড় দ্রেক্কাণ" বা "সর্প দ্রেক্কাণ" কহে।

ব্যাড় দ্রেক্কাণ।—বৃশ্চিক ও কুম্ভরাশির প্রথম ও দ্বিতীয় দ্রেক্কাণ, কর্কট, মীন ও মকররাশির তৃতীয় দ্রেক্কাণ; সিংহরাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ এবং তুলারাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম "ব্যাড় দ্রেক্কাণ।"

পাশধর দ্রেক্কাণ।—বৃষরাশির প্রথম দ্রেক্কাণ, মকররাশির প্রথম ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, ইহাদের নাম পাশধর দ্রেক্কাণ।

পক্ষি দ্রেক্কাণ।—সিংহ ও কুম্ভরাশির প্রথম দ্রেক্কাণ এবং তুলা-রাশির দ্বিতীয় ও তৃতীয় দ্রেক্কাণ, এই চারি দ্রেক্কাণকে "পক্ষি দ্রেক্কাণ" কহে। তুঙ্গ ও সুতুঙ্গ স্থান।—রবির মেশরাশি তুঙ্গস্থান এবং মেষের ১০ম অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চস্থান। চন্দ্রের বৃষরাশি তুঙ্গস্থান ও বৃষের ৩য় অংশ সুতুঙ্গস্থান। মঙ্গলের মকর তুঙ্গস্থান ও মকরের ২৮শ অংশ সুতুঙ্গস্থান। বুধের কন্যা তুঙ্গ ও কন্যার ১৫শ সুতুঙ্গস্থান। বৃহস্পতির কর্কট তুঙ্গ ও কর্কটের ৫ম অংশ সুতুঙ্গস্থান। শুক্রের মীন তুঙ্গ ও মীনের ২৭শ অংশ সুতুঙ্গস্থান। শনির তুলা তুঙ্গ ও তুলার ২০শ অংশ সুতুঙ্গ বা সুচ্চস্থান।

নীচ ও সুনীচস্থান।—যে গ্রহের যে রাশি তুঙ্গ ও তাহার যত অংশে সুতুঙ্গস্থান, * সে রাশির সপ্তম রাশি সেই গ্রহের নীচ ও তাহার তত অংশে তাহার সুনীচস্থান। যেমন, রবির তুঙ্গস্থান মেষরাশি ও সুতুঙ্গস্থান মেষের ১০ম অংশ;—ঐ মেষ হইতে গণনার সপ্তম রাশি তুলাই রবির নীচস্থান এবং সুনীচস্থান ঐ তুলার ১০ম অংশ। চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ প্রভৃতির নীচ ও সুনীচস্থান ঐরূপে অবগত হইবে। +

নবাংশ।—রাশিকে ৯ ভাগে বিভক্ত করিলে প্রত্যেক ভাগকে নবাংশ কহে। প্রত্যেক নবাংশের পরিমাণ ৩ অংশ, ২০ কলা। নবাংশের অধিপতি-নির্ণয় এইরূপে হইয়া থাকে, যথা—প্রত্যেক চর-রাশি, তাহার পঞ্চম রাশি ও নবম রাশি, এই তিন রাশির নবাংশের প্রথমাংশের অধিপতি ঐ চররাশির অধিপতি হইয়া থাকেন এবং দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থাদি অপরাংশের অধিপতি যথাক্রমে পর পর রাশির অধিপতিগণ হন। মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর, এই চারিটি চররাশি, পূর্ব্বে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে মেষ এই চররাশি, ইহার পঞ্চম সিংহরাশি ও নবম ধনুরাশি, এই তিন রাশির নবাংশের মধ্যে প্রথমাংশের অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল। তৎপর পর পর রাশির অধিপতি যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অংশসমূহের অধিপতি হয় অর্থাৎ মেষের দ্বিতীয়াংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ, চতুর্থাংশের অধিপতি কর্কটাধিপতি চন্দ্র, পঞ্চমাংশের অধিপতি সিংহাধিপতি সূর্য্য, ষষ্ঠাংশের অধিপতি কন্যাধিপতি. বুধ, সপ্তমাংশের অধিপতি তুলাধিপতি শুক্র, অষ্টমাংশের অধিপতি বৃশ্চিকাধিপতি মঙ্গল এবং নবমাংশের অধিপতি ধনুর অধিপতি বৃহস্পতি হন। এইরূপ ক্রমে সমস্ত রাশির দ্বিতীয়াদি অংশের অধিপতি নির্ণয় করিতে হইবে।

দ্বাদশাংশ।—রাশিকে দ্বাদশ ভাগে বিভাগ করিলে এক এক ভাগকে ইহার দ্বাদশাংশ কহে। প্রত্যেক দ্বাদশাংশের পরিমাণ ২।৩০ দুই অংশ, ত্রিশ কলা। যে রাশির দ্বাদশাংশ, সেই রাশির অধিপতি এই দ্বাদশাংশের প্রথমাংশের অধিপতি হন। তৎপরে পর পর রাশির অধিপতি ইহার পর পর অংশের অধিপতি হইয়া থাকেন। যেমন—মেষের

---

* গ্রহগণ সুতুঙ্গ বা সূচ্চাংশস্থানীয় হইলে বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে।

\+ গ্রহগণ নীচ বা সুনীচস্থানীয় হইলে অমঙ্গলপ্রদ বা অশুভজনক হইয়া থাকে।

দ্বাদশাংশের অধিপতি মেষাধিপতি মঙ্গল ও দ্বিতীয়াংশের অধিপতি বৃষাধিপতি শুক্র, তৃতীয়াংশের অধিপতি মিথুনাধিপতি বুধ ইত্যাদি।

ত্রিংশাংশ।—সমান ত্রিশ ভাগে রাশিকে ভাগ করিলে প্রতি ভাগের নাম ত্রিংশাংশ। পরিমাণ এক অংশ। ত্রিংশাংশের অধিপতি এইরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে। বিষম রাশিসকলের অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু ও কুম্ভের প্রথম পঞ্চাংশের অধিপতি মঙ্গল, দ্বিতীয় পঞ্চাংশের অধিপতি শনি, তৎপরে অষ্টাংশের অধিপতি বৃহস্পতি, তৎপরে সপ্তাংশের অধিপতি বুধ ও শেষ পঞ্চাংশের অধিপতি শুক্র; আর সমরাশিসকলের অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীনের অধিপতি উহার বিপর্য্যয়-নিয়মে অবধারিত হয়। যথা,—প্রথম পঞ্চমাংশের অধিপতি শুক্র; তৎপরে সপ্তমাংশের অধিপতি বুধ, পরে অষ্টমাংশের অধিপতি বৃহস্পতি; তাহার পর পঞ্চমাংশের শনি ও শেষ পঞ্চমাংশের অধিপতি মঙ্গল।

হোরাবিভাগে রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহের আধিপত্য নাই, আর এই ত্রিংশাংশবিভাগে অন্য অন্য গ্রহ ভিন্ন রবিচন্দ্রের আধিপত্য হয় না।

মুহূর্ত্তমান।—অহোরাত্রকে সমান ত্রিংশাংশ করিলে এক এক অংশকে "মুহূর্ত্ত" কহে। প্রতি মুহূর্ত্তের পরিমাণ ২ দণ্ড। ১৫ মুহূর্ত্তে দিবামান ও ১৫ মুহূর্ত্তে রাত্রিমান হয়। নক্ষত্রগণ মুহূর্ত্তের অধিপতি হইয়া থাকে। দিবামানে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমে আদ্রর্া, অশ্লেষা, অনুরাধা মঘা, ধনিষ্ঠা, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, মৃগশিরা, জ্যেষ্ঠা, বিশাখা, মূলা, শতভিষা, উত্তরফল্গুনী ও পূর্ব্বফল্গুনী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র; আর রাত্রিমানে পঞ্চদশ মুহূর্ত্তের অধিপতি যথাক্রমে আদ্রর্া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পুষ্যা, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, শ্রবণা, পুষ্যা, হস্তা, অশ্বিনী, চিত্রা ও স্বাতী এই পঞ্চদশ নক্ষত্র হয়।

নক্ষত্রবিভাগ।—যে নক্ষত্রে মানবের জন্ম হয়, তাহাকে জন্মনক্ষত্র কহে এবং ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পদ, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি বা পাপ, সাধক বা শুভ, বধ বা কষ্ট এবং মিত্র ও অতিমিত্র ত্রিরাবৃত্তিক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র এই নয় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

যেমন,—যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম, তাহার নবতারাচক্রমতে—

নবতারাচক্র

জন্ম	সম্পদ	বিপদ	ক্ষেম	পাপ	শুভ	কষ্ট	মিত্র	অতিমিত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭

জন্মতারা—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা।
সম্পদতারা—ভরণী, পূর্ব্বফল্গুনী ও পূর্ব্বাষাঢ়া।
বিপদতারা—কৃত্তিকা, উত্তরফল্গুনী ও উত্তরাষাঢ়া।
ক্ষেমতারা—রোহিণী, হস্তা ও শ্রবণা।
পাপতারা—মৃগশিরা, চিত্রা ও ধনিষ্ঠা।
শুভতারা—আর্দ্রা, স্বাতী ও শতভিষা।
কষ্টতারা—পুনর্ব্বসু, বিশাখা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ।
মিত্রতারা—পুষ্যা, অনুরাধা ও উত্তরভাদ্রপদ।
অতিমিত্রতারা—অশ্লেষা, জেষ্ঠা ও রেবতী।

যে কোন জন্মতারা হইতে এইরূপ ত্রিরাবৃত্তিক্রমে তিন তিনটি করিয়া নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে।

নাড়ীনক্ষত্র।—সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের মধ্যে জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী, জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম্মনাড়ী, ষোড়শ নক্ষত্রকে সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী, ত্রয়োবিংশ নক্ষত্রকে বিনাশনাড়ী এবং পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে মানসনাড়ী কহে। যেমন—যাহার অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম ; তাহার অশ্বিনী জন্মনাড়ী ; জন্মনাড়ী হইতে গণনায় দশম মঘা কর্ম্মনাড়ী, ষোড়শ বিশাখা সাংঘাতিকনাড়ী, অষ্টাদশ জ্যেষ্ঠা সমুদয়নাড়ী, ত্রয়োবিংশ ধনিষ্ঠা বিনাশনাড়ী ও পঞ্চবিংশ পূর্ব্বভাদ্রপদ মানসনাড়ী হইয়া থাকে। কোষ্ঠীপ্রকরণে এ সকল সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইবে। নক্ষত্রপাদ।—নক্ষত্রকে সমান চারি ভাগে বিভাগ করিলে প্রত্যেক ভাগকে এক এক 'পাদ' কহে। সপাদ দুই নক্ষত্রে রাশি, সুতরাং ৯ পাদ নক্ষত্র লইয়া এক এক রাশি হইয়াছে—যেমন অশ্বিনীর চারি পাদ, ভরণীর চারি পাদ ও কৃত্তিকার প্রথম পাদ লইয়া মেষরাশি। কৃত্তিকার অবশিষ্ট তিন পাদ, রোহিণীর চারি পাদ ও মৃগশিরার দুই পাদ লইয়া বৃষরাশি। এইরূপে নয় নয় পাদ লইয়া পর পর সকল রাশি জানিবে। নক্ষত্রের যে পাদে জন্ম হয়, সেই পাদের নির্দ্ধারিত বর্ণানুসারে আমাদের নামকরণ হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই নির্দ্ধারিত বর্ণকে আদ্যক্ষর ধরিয়া আমাদের রাশিনাম প্রস্তুত হয়। এইরূপ নাম দ্বারা সহজেই মানবের জন্মরাশি ও জন্মনক্ষত্রের নির্ণয় হইয়া থাকে। এই পাদনির্দ্ধারিত বর্ণপর্য্যায়কে 'শতপদচক্র' কহে। পরপৃষ্ঠায় শতপদচক্র প্রদর্শিত হইল। নামকরণের সময় চক্রলিখিত বর্ণপর্য্যায়ের হ্রস্বদীর্ঘভেদ ও শকারভেদ গ্রাহ্য হয় না অর্থাৎ ইচ্ছাক্রমে হ্রস্বস্থানে দীর্ঘস্বর ও শস্থানে স ব্যবহৃত হয়।

বিষুবরেখা।—পৃথিবীর বিষুবরেখার ঠিক লম্বসূত্রপাতে ঊর্দ্ধদেশে রাশিচক্রের মধ্যে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত কল্পিত রেখার নাম 'বিষুবরেখা' বা 'নিরক্ষবৃত্ত'।

শতপদচক্র

নক্ষত্র	১ম পাদ	২য় পাদ	৩য় পাদ	৪র্থ পাদ
৩	অ	ই	উ	এ
৪	ও	ব	বি	ব
৫	বে	বো	ক	কি
৬	কু	ঘ	ঙ	ছ
৭	কে	কো	হ	হি
৮	হু	হে	হো	ড
৯	ডি	ডু	ডে	ডো
১০	ম	মি	মু	মে
১১	মো	ট	টি	টু
১২	টে	টো	প	পি
১৩	পু	ষ	ণ	ঠ
১৪	পে	পো	র	রি
১৫	রু	রে	রো	ত
১৬	তি	তু	তে	তো
১৭	ন	নি	নু	নে
১৮	নো	য	সি	যু
১৯	যে	যো	ভ	ভি
২০	ভু	ধ	ফ	ঢ
২১	ভে	ভো	জ	জি
	জু	জে	জো	খ
২২	খি	খু	খে	খো
২৩	গ	গি	গু	গে
২৪	গো	শ	শি	শু
২৫	শে	শো	দ	দি
২৬	দু	থ	ঝ	ঞ
২৭	দে	দাঃ	চ	চি
১	চু	চে	চো	ল
২	জু	ল	লে	লো

অয়নমণ্ডল।—গ্রহগণ যে পথে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করে, তাহাই 'অয়নমণ্ডল' নামে পরিগণিত।

ক্রান্তিপাত।—বিষুবরেখার সহিত অয়নমণ্ডলের যে দুই স্থানে প্রতি বৎসর সংমিলন হয়, সেই দুই স্থানকে 'ক্রান্তিপাত' কহে। ৯ই বা ১০ই চৈত্র ও ৯ই বা ১০ই আশ্বিন, এক্ষণে এই দুই দিনে ক্রান্তিপাত হইতেছে; প্রথম ক্রান্তিপাতকে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত ও দ্বিতীয় ক্রান্তিপাতকে শারদীয় ক্রান্তিপাত কহে। এই দুই ক্রান্তিপাতের দিন দিবা ও রাত্রি সমান হয়; তৎপরে ক্রমশঃ দিবারাত্রির হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অয়নান্তবিন্দু।—বিষুবরেখার ২৩ অংশ, ৩০ কলা উত্তরে ও ২৩ অংশ, ৩০ কলা দক্ষিণে পৃথিবীর মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তির ঠিক ঊর্দ্ধদেশে দুই স্থানে যে দুই বিন্দু কল্পনা করা যায়, তাহাকে 'অয়নান্তবিন্দু' কহে।

অয়নান্তবৃত্ত।—ঐ দুই অয়নান্তবিন্দুর যোজক রেখাকে অয়নান্তবৃত্ত বলা যায়। **উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন**।—যে পথে সূর্য্যের উত্তরদিকে গতি হয়, তাহাকে উত্তরায়ন ও যে পথে দক্ষিণদিকে গতি হয়, তাহাকে দক্ষিণায়ণ কহে। উত্তরায়ণান্তবিন্দু সূর্য্যের উত্তরপথের শেষ সীমা ও দক্ষিণায়ন্তবিন্দু দক্ষিণপথের শেষ। উত্তরায়ণের সময় নিরক্ষবৃত্তের উত্তর-ভাগস্থ পৃথিবীর দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস হয় এবং দক্ষিণভাগে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের হ্রাস হইয়া থাকে। দক্ষিণায়নের সময় ঠিক ইহার বিপরীত হইয়া থাকে অর্থাৎ দক্ষিণভাগে এইরূপ দিনমানের বৃদ্ধি ও রাত্রিমানের হ্রাস এবং উত্তরদিকে রাত্রিমানের বৃদ্ধি ও দিনমানের হ্রাস হইয়া থাকে। **অয়ন**।—গ্রহগণ রাশিচক্রে বামাবর্ত্তে অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছে অর্থাৎ মেষের পর বৃষ, তৎপরের মিথুন ইত্যাদিক্রমে চক্র অতিক্রমণ করিতেছে। কেবল রাহু ও কেতু * দক্ষিণাবর্ত্তে অর্থাৎ মেষের পর মীন, তৎপরে কুম্ভ ইত্যাদি বিপর্য্যয়ক্রমে ভ্রমণ করে।

সায়ন ও নিরয়ন।—অচল অশ্বিনী † নক্ষত্রের প্রথম পাদে মেষের সঞ্চার হইতে রাশিচক্রের যে আরম্ভ গণনা করা হয়, তাহাকে 'নিরয়ন' গণনা কহে। নিরয়নমতে রাশিচক্র চিরকাল সমভাবে স্থির রহিয়াছে। আর

* রাহু ও কেতু বাস্তবিক গ্রহ নহে; পৃথিবী ও চন্দ্রের কর্ম্মপথের মিলনস্থান মাত্র। গ্রহণের ন্যায় ইহাদের গুণ দৃষ্ট হয় বলিয়া ইহারা গ্রহ নামে গণ্য হয়।

† নিরয়নমতে ৩ বিপলের কিঞ্চিদধিক পরিমাণে ইহার বার্ষিকগতি হয়।

বিষুবরেখা ও অয়নমণ্ডলের মিলনস্থানে অর্থাৎ ক্রান্তিপাতে যেখানে সূর্য্যের সম্পাতে দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান হয়, সেই স্থান হইতে রাশিচক্রের আরম্ভ-গণনাকে 'সায়ন'-গণনা করে। অধুনা বাসন্তিক ক্রান্তিপাত হইতে সায়ন-গণনার আরম্ভ হইয়া থাকে। এক্ষণে বাসন্তিক ক্রান্তিপাত মেষরাশি হইতে ২১ অংশ সরিয়া যাইতেছে; সুতরাং সায়ন ও নিরয়ন-গণনার মধ্যে ২২ অংশের প্রভেদ লক্ষিত হয়।

অয়নাংশ।—প্রতি বৎসর বিষুবরেখা ৫৪ কলা করিয়া পশ্চিমাংশে সঞ্চালিত হইতেছে, ইহাকে 'অয়নাংশ' কহে; সুতরাং সায়ন-গণনায় রাশিনক্ষত্র প্রতিক্ষণ সঞ্চালিত হইতেছে।

বাসন্তিক ক্রান্তিপাত প্রতি বৎসর যতদূর পশ্চিমে সরিয়া হউক না কেন, সায়নমতাবলম্বিগণ সেই স্থান হইতে মেষরাশির সঞ্চার ধরিয়া রাশিচক্রের আরম্ভ-গণনা করেন; সুতরাং সায়নমতে রাশিগণের স্থানের স্থিরতা নাই।

দিনমান ও লগ্নমান প্রভৃতি গণনার জন্য সায়নমত অবলম্বন করিতে হয়, নতুবা নিয়মমতে গণনাই সুবিধাজনক ও সহজ।

গ্রহগণের গতি ও রাশিসংক্রমণ।—গ্রহগণ রাশিচক্রে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে উহাদের গতি এবং প্রতি রাশিতে প্রবেশ ও স্থিতিকাল ইত্যাদির বিষয় বলা হইতেছে ঃ—

সূর্য্য ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ বিপল, ২৪ অনুপলে রাশিচক্রে একবার ঘুরিয়া আসিতেছে; ইহার গতি দ্রুত আর ১ অংশ, ১ কলা, ৫ বিকলা করিয়া দৈনিক গতি। একমাস করিয়া প্রতি রাশিতে সূর্য্যের অবস্থান হয়। রাশিচক্রের বক্রতাহেতু সকল গ্রহেরই গতির তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র ২৭ দিন, ১০ দণ্ড, ১৭ পল, ৪২ বিপলে একবার রাশিচক্র আবর্ত্তন করিয়া আইসে এবং প্রতিদিনে ১৩ অংশ, ১০ কলা, ১৪ বিকলা করিয়া গমন করে। ইহাকে ইহার দৈনিক গতি কহে। সপাদ দুই দিবস অর্থাৎ সওয়া দুই দিন করিয়া প্রতি রাশিতে চন্দ্রের অবস্থান হয়।

মঙ্গল ৬৮৬ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ৩০ বিপলে রাশিচক্র আবর্ত্তন করে। দৈনিক গতি ৩১ কলা। বক্রাদিভাব * না হইলে দেড় মাস করিয়া প্রতি রাশিতে ইহার অবস্থান হয়।

---

* সূর্য্য ও চন্দ্রের গতি শীঘ্র, রাহু ও কেতুর গতি বক্র ও অন্যান্য গ্রহগণ কখনও বক্র, কখনও বা অতিবক্র, সরল, মন্দ, অতিচার ও মহাতিচার, এই কয় গতির যে-কোন গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বুধ ৮৭ দিন, ৫৮ দণ্ড, ৯ পল, ১৭ বিপলে চক্র আবর্ত্তন করে। ইহার গতি একরূপ নহে, শীঘ্রগামী বুধ প্রতি রাশিতে ১৮ দিন করিয়া অবস্থান করে।

বৃহস্পতি ১১ বৎসর, ১০ মাস, ১৫ দিন, ৩৬ দণ্ড, ৮ পলে চক্রাবর্ত্তন করে। গতির স্থিরতা নাই অর্থাৎ একরূপ গতি নহে। অল্পাধিক ১ বৎসরকাল ধরিয়া প্রতি রাশিতে ইহার অবস্থিতি হয়।

শুক্র ৭ মাস, ১৪ দিন, ৪২ দণ্ড, ৩ পলে রাশিচক্রে একবার আবর্ত্তন করে। ইহা কতকদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে পূর্ব্বাকাশে ও কতকদিন সূর্য্যাস্তের পরে পশ্চিমাকাশে উদিত হয়, সেইজন্য ইহাকে 'শুকতারা' ও 'সন্ধ্যাতারা' কহে। ইহার দৈনিক গতি ১ অংশ, ১৬ কলা, ৭ বিকলা, কিন্তু সর্বদা সমান নহে। ইহার স্থিরগতি ৪ দিন আছে।

শনি ২৯ বৎসর, ৫ মাস, ১৭ দিন, ১২ দণ্ড, ৩০ পলে রাশিচক্রে একবার ঘুরিয়া থাকে। ইহার মধ্যগতি ১২ বিকলা। ১০ দিন করিয়া স্থিরস্থিতি। প্রতি রাশিতে শনি ন্যূনাধিক ২ বৎসর, ৬ মাস করিয়া অবস্থান করে।

রাহু ও কেতু ১৮ বৎসর, ৭ মাস, ১৮ দিন, ১৫ দণ্ডে রাশিচক্রে আবর্ত্তন করিয়া আইসে। বৎসরে ১৯ অংশের অধিক করিয়া ইহা রাশিচক্রে সঞ্চালিত হয়। ১ বৎসর, ৬ মাস, ২০ দিন করিয়া প্রত্যেক রাশিতে অবস্থান করে।

এতদ্ভিন্ন গ্রহগণের সূক্ষ্ম সংক্রমণ আছে। কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তে প্রত্যেক গ্রহ পুনর্ব্বার পূর্ব্বপ্রস্থানের নিরূপিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্য ২৮ বৎসর পরে পুনর্ব্বার সমান দিনে, সমান বারে, সমান অংশে প্রত্যাগমন করে। বার, তারিখ, সংক্রান্তি ও মাসসংখ্যা আবার তখন ২৮ বৎসর পূর্ব্বের মত হইতে থাকে।

চন্দ্র ১৯ বৎসর পরে পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হয়। তখন তিথিনক্ষত্রাদি ১৯ বৎসর পূর্ব্বের মত পুনর্ব্বার একরূপ হইতে থাকে।

এইরূপ ৭৯ বৎসর পরে মঙ্গল, ৪৬ বৎসর পরে বুধ, ৮৩ বৎসর পরে বৃহস্পতি, ৮৭ বৎসর পরে শুক্র, ৫০ বৎসর পরে শনি এবং ১৩ বৎসর পরে রাহু ও কেতু সমান অংশে আসিয়া উপস্থিত হয়।

দীপ্তাংশ।—রবির ১৫ অংশ, চন্দ্রের ১২ অংশ, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের ৭ অংশ এবং বৃহস্পতি ও শনির ১ অংশ করিয়া 'দীপ্তাংশ' বলিয়া কথিত। গ্রহগণ যে রাশিতে যে স্থানে অবস্থান করে, তথা হইতে অর্দ্ধপূর্ব্ব অর্দ্ধ পশ্চাৎ এই দীপ্তাংশের বিক্ষেপ করে।

দগ্ধিত বা অস্তমিত গ্রহ।—রবির দীপ্তাংশমধ্যে পতিত অপর গ্রহকে 'দগ্ধিত' বা 'অস্তমিত' গ্রহ কহে। *

পরাজিত গ্রহ।—তুঙ্গগত গ্রহের দীপ্তাংশমধ্যে পতিত গ্রহকে পরাজিত গ্রহ কহে।

মার্গগত।—যে গ্রহ বর্গগত নহে অর্থাৎ ষড়্‌বর্গের কোন বর্গপ্রাপ্ত নহে এবং যাহার প্রতি অন্য গ্রহের দৃষ্টি নাই, তাহার নাম মার্গগত গ্রহ।†

গ্রহের মিত্রামিত্র ও সমসংজ্ঞা।—গ্রহগণের মধ্যে একটি অপরটির সহিত মিত্র, শত্রু বা সমভাবাপন্ন হইয়া থাকে, যথা,—

রবির মিত্র—চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি; শত্রু—শুক্র ও শনি এবং সম—বুধ।

চন্দ্রের মিত্র—বুধ ও রবি; শত্রু—০ এবং সম—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি।

মঙ্গলের মিত্র—রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি; শত্রু—বুধ এবং সম—শুক্র ও শনি।

বুধের মিত্র—রবি ও শুক্র; শত্রু—চন্দ্র এবং সম—মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি।

বৃহস্পতির মিত্র—রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল; শত্রু—বুধ ও শুক্র এবং সম—শনি।

শুক্রের মিত্র—বুধ ও শনি; শত্রু—রবি ও চন্দ্র এবং সম—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

শনির মিত্র—বুধ ও শুক্র; শত্রু রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল এবং সম—বৃহস্পতি।

প্রত্যেক রাশির অধিপতি গ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতি গ্রহ তাহার মিত্র এবং সপ্তম রাশির অধিপতি তাহার শত্রু, সুতরাং রাশির অধিপতি ধরিয়াও গ্রহগণের শত্রুমিত্রাদির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরপৃষ্ঠা-লিখিত তালিকায় তাহা প্রদর্শিত হইল:—

* অস্তমিত গ্রহ দুর্ব্বল ও অশুভকর।

† পরাজিত ও মার্গগত গ্রহ দুর্ব্বল ও অশুভকর।

গ্রহমিত্রচক্র

রাশি	অধিপতি গ্রহ	পঞ্চম রাশি	অধিপতির মিত্র গ্রহ	নবম রাশি	অধিপতির মিত্রগ্রহ	সপ্তম রাশি	অধিপতির শত্রুগ্রহ
মেষ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	তুলা	শুক্র
বৃষ	শুক্র	কন্যা	বুধ	মকর	শনি	বৃশ্চিক	মঙ্গল
মিথুন	বুধ	তুলা	শুক্র	কুম্ভ	শনি	ধনু	বৃহ
কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	মকর	শনি
সিংহ	রবি	ধনু	বৃহ	মেষ	মঙ্গল	কুম্ভ	শনি
কন্যা	বুধ	মকর	শনি	বৃষ	শুক্র	মীন	বৃহ
তুলা	শুক্র	কুম্ভ	শনি	মিথুন	বুধ	মেষ	মঙ্গল
বৃশ্চিক	মঙ্গল	মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃষ	শুক্র
ধনু	বৃহ	মেষ	মঙ্গল	সিংহ	রবি	মিথুন	বুধ
মকর	শনি	বৃষ	শুক্র	কন্যা	বুধ	কর্কট	চন্দ্র
কুম্ভ	শনি	মিথুন	বুধ	তুলা	শুক্র	সিংহ	রবি
মীন	বৃহ	কর্কট	চন্দ্র	বৃশ্চিক	মঙ্গল	কন্যা	বুধ

তাৎকালিক মিত্রতা।—এতদ্ভিন্ন লগ্নমতে গ্রহগণের শত্রুমিত্রভাব পরিদৃষ্ট হয়; যথা—লগ্ন হইতে দ্বিতীয় ও দ্বাদশ রাশির গ্রহগণ যদি পরস্পর শত্রু হয়, তাহা হইলে তাহা সম এবং সম হইলে তাহা মিত্র ও মিত্র হইলে তাহা অতিমিত্র সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে তৃতীয় ও একাদশ রাশিস্থ এবং চতুর্থ ও দশম রাশিস্থ গ্রহগণের ঐরূপ তাৎকালিক মিত্রাদিভাব গৃহীত হয়। অপরাপর রাশিস্থে ইহার ঠিক বিপরীত হয়।

চিরপঞ্জিকা

বার-গণনা

যে বারে বৎসর আরম্ভ হয়, বৎসরের শেষ দিনেও সেই বার হইয়া থাকে ; সুতরাং তাহার পরের বার হইতে বৎসরের আরম্ভ হয়।

যে কোন বৎসর কোন্ বারে আরম্ভ হইয়াছে বা হইবে অর্থাৎ সেই বৎসর বৈশাখ মাসের ১ম দিন কি বার, তাহা জানিতে হইলে নিম্ন-লিখিতমতে গণনা করিলেই জানা যাইবে।

যে শতাব্দীর* ১ম বৈশাখের বার জানিতে হইবে, সেই শকের অঙ্ক হইতে ১৫১৩ বিয়োগ কর ; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ৩৯,৪৪৭৯৪৫৭কে গুণ কর ; গুণফলে ১৭৯৮,২০০ যোগ কর ; পরে ঐ যোগফলকে ১০,৮০,০০০ দিয়া ভাগ কর ; ইহাতে যে অঙ্ক লব্ধ হইল, তাহাকে লব্ধাঙ্ক বলে। এই লব্ধাঙ্ক ৭ দিয়া হরণ করিলেই বার প্রাপ্ত হইবে। ১ থাকিলে সোমবার, ২ থাকিলে মঙ্গলবার, ৩ থাকিলে বুধবার, ৪ থাকিলে বৃহস্পতিবার, ৫ থাকিলে শুক্রবার, ৬ থাকিলে শনিবার ও শূন্য থাকিলে রবিবার জানিবে। এই লব্ধ বার শকাব্দার বৈশাখ মাসের ১ম দিনের বার হইল ; সুতরাং ইহাতে যে কোন মাসের যে কোন তারিখের (মধ্যগত দিনসংখ্যা যোগ করিয়া পরে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া) বার অবগত হওয়া যায়।

উদাহরণ ঃ—১২৯৬ সালের প্রথম বৈশাখ কি বার গিয়াছে ?

এখানে ১২৯৬ সাল শকাব্দা ১৮১১, এই শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে প্রথম ১৫১৩ বিয়োগ করিলাম ; তাহাতে ২৯৮ হইল ; ইহাকে 'অব্দপিণ্ড' কহে। এই অব্দপিণ্ড দ্বারা ধ্রুবাঙ্ক ৩৯, ৪৪, ৭৯, ৪৫৭কে গুণ করিলাম ; গুণফল ১৩৭, ৫৫, ৪৮, ৭৮, ১৭৬ হইল ; ইহার সহিত ১৭, ৯৮, ২০০ যোগ করিলাম ; তাহাতে ১১৭, ৫৫, ৬৬, ৭৮, ৩৮৬ যোগফল হইল। পরে ঐ যোগফলকে ১০৮০,০০০ দ্বারা হরণ অর্থাৎ ভাগ করিয়া ১০৮,৮৪৮ লব্ধ হইল ; ইহাকে লব্ধাঙ্ক কহে। এই লব্ধাঙ্ককে ৭ দিয়া ভাগ করিলে ভাগশেষ ৬ থাকিল। সোমবার ১ হইলে, সুতরাং ৬ সংখ্যায় শনিবার ; জানিলাম, ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রথম দিন শনিবার হইয়াছে।

---

* বাঙ্গালা সনে ৫১৫ সংখ্যা যোগ করিলে শকাব্দা হয়। [সন-তারিখ গণনা দেখ]

যে কোন মাসের যে কোন তারিখের বার ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যাইবে। মধ্যের দিনসংখ্যা ইহাতে যোগ ও পুনরায় ৭ দিয়া ভাগ দিলেই ইষ্টবার লব্ধ হয়।

প্রকারান্তর

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	৩
আষাঢ়	৬
শ্রাবণ	৩
ভাদ্র	০
আশ্বিন	৩
কার্ত্তিক	৫
অগ্রহায়ণ	০
পৌষ	১
মাঘ	২
ফাল্গুন	৪
চৈত্র	৬

(শকাব্দামতে)

সাধারণ বার-গণনার সহজ সঙ্কেত।

যে শকাব্দার যে মাসের যে তারিখের বার জানিতে হইবে, সেই শকাঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ এবং পার্শ্বলিখিত সেই মাসের মাসাঙ্ক, যত তারিখ হইয়াছে, তাহার অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ২, এইগুলি একত্র যোগ করিয়া সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। ১ রবি, ২ সোম ইত্যাদিক্রমে অভীষ্ট উত্তর পাওয়া যাইবে।

যে শকাঙ্ক চতুর্থাংশে ভগ্নাংশ উৎপাদন করে অর্থাৎ চারিভাগ করিতে মিলিয়া না যায়, তাহার ভগ্নাঙ্কস্থলে পূর্ণ ১ ধরিয়া লইবে। যেমন, শকাব্দা ১৮১১এর চতুর্থাংশে ৪৫২৳ স্থলে ৪৫৩। যে শকাঙ্ক চতুর্থাংশে ভগ্নাঙ্ক না হইয়া মিলিয়া যায়, সেই শকের ভাদ্র ও আশ্বিনের গণনার সময় উহাদের মাসাঙ্ক ০ ও ৩এর পরিবর্ত্তে ৬ ও ২ ধরিতে হইবে; কিন্তু অন্যান্য মাসের সময় নহে।

উদাহরণ ঃ—১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমী-পূজা হইল, সে দিন কি বার?

এখানে ১৮১১ শকাঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ ভগ্নাঙ্কস্থলে পূর্ণ ১ লইয়া ৪৫৩; আশ্বিন মাসের মাসাঙ্ক ৩; তারিখ ১৭ এবং অতিরিক্ত ২; একত্রে ২,২৮৬ সমষ্টি হইল। তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৪ অবশিষ্ট রহিল। ৪ সংখ্যায় বুধবার; সুতরাং ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন অষ্টমী-পূজার দিন বুধবার জানিলাম।

(বাঙ্গালা সনমতে)

বাঙ্গালা সনের বার-গণনাতেও ঐরূপ প্রক্রিয়া করিয়া ফল প্রাপ্ত হইবে;—কেবল প্রভেদ এই যে, যে সনের চতুর্থাংশ করিতে ১ অবশেষ

থাকে, যেমন ১২৯১।৯৫, তাহারই ভাদ্র ও আশ্বিনের মাসাঙ্ক যথাক্রমে ৬।২ হইবে।

উদাহরণ ঃ—উপরের শকাব্দার উদাহরণটি সনে আনিলে অর্থাৎ ১৮১১ শকের স্থানে ১২৯৬ সন ধরিলে, ঐ ১৭ই আশ্বিনের অষ্টমী-পূজায় বুধবার পাওয়া যায় কি না? পূর্ব্বপ্রক্রিয়ামতে সনাঙ্ক ১২৯৬, চতুর্থাংশ ৩২৪, মাসাঙ্ক ৩, দিনাঙ্ক ১৭, অতিরিক্ত ২, সমষ্টি ১,৬৪২ হইল। ৭ দ্বারা ঐ ১,৬৪২কে হরণ করিলে পূর্ব্ববৎ ইহাতে ৪ অবশেষ রহিল; সুতরাং ইহাতেও ঐ বুধবার নির্ণীত হইল। (ইংরাজী সনমতে)

ইংরাজী সনমতে বার-গণনা করিতে হইলেও প্রায় পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়া দ্বারা উত্তরলাভ হয়; কেবল মাসাঙ্ক ও অতিরিক্ত অঙ্কের বিভিন্ন সংখ্যা ধরিতে হয় ও ঐ অতিরিক্ত সংখ্যা লিপ্‌ইয়ারের কয়েক মাসে যোগ করিতে হয় না। নিম্নে নিয়ম প্রদত্ত হইল ঃ—

মাসাঙ্ক	
জানুয়ারী	০
ফেব্রুয়ারী	৩
মার্চ্চ	৩
এপ্রিল	৬
মে	১
জুন	৪
জুলাই	৬
আগষ্ট	২
সেপ্টেম্বর	৫
অক্টোবর	০
নভেম্বর	৩
ডিসেম্বর	৫

ইংরাজী সালের অঙ্ক ও তাহার চতুর্থাংশ, পার্শ্ব-লিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত সংখ্যা ৬, একত্র করিয়া তাহার সমষ্টিকে ৬ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতে ১ থাকিলে রবি, ২ থাকিলে সোম ইত্যাদিক্রমে বার অবগত হইবে।

যে ইংরাজী সালে চতুর্থাংশে মিলিয়া যায়, তাহাকে 'লিপ্‌ইয়ার' কহে। লিপ্‌ইয়ারের মার্চ্চ হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ১০ মাসের বার-গণনায় অতিরিক্ত সংখ্যা ৬ যোগ করিতে হইবে না।

উদাহরণ ঃ—খৃঃ ১৮৮৯, ৫ই অক্টোবর কি বার?

এখানে ইংরাজী সনের অঙ্ক ১৮৮৯ চতুর্থাংশ,—ভগ্নাঙ্কস্থানে পূর্ণ ১ লইয়া ৪৭৩, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক অক্টোবরের ০, তারিখের সংখ্যা ৫ ও অতিরিক্ত ৬, একত্রে সমষ্টি হইল ২৩৭৩; ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে অবশিষ্ট কিছুই রহিল না, সুতরাং ০ শূন্য সংখ্যায় শনিবার জানা গেল। অতএব উত্তর, খৃঃ ১৮৮৯ সালের ৫ই অক্টোবর শনিবার।*

* এই কয় প্রক্রিয়াতেই যদি কদাচিৎ উত্তর না মিলে, তাহা হইলে ১ যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলেই নিশ্চিত মিলিবে।

তিথি-গণনা

যে তিথিতে বৎসর আরম্ভ হয়, তাহার ১১ তিথি অন্তরে সেই বৎসর শেষ হয়। সূর্য্য যখন যে রাশিতে যে অংশে অবস্থান করে, তাহার দ্বাদশ অংশের মধ্যে চন্দ্র উপস্থিত হইলেই 'অমাবস্যা' হয়। সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ে এক রাশির একাংশগত হইলে তাহাকে প্রকৃত অমাবস্যা কহে। এতদ্-বিপরীতে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ঠিক অর্দ্ধ-পথ ব্যবধানে ১৬৮ হইতে ১৮০ অংশমধ্যে উপস্থিত হইলে, তাহাকে 'পূর্ণিমা' কহে এবং সমসূত্রপাতে ঠিক ১৮০ অংশে উপস্থিত হইলে প্রকৃত পূর্ণিমা হইয়া থাকে।

সূর্য্যের দৈনিক গতি ৫৯ কলা ৮ বিকলা ও ১০ অনুকলা; আর চন্দ্রের দৈনিক গতি ১৩ অংশ, ১০ কলা ও ১৪ বিকলা। সুতরাং উভয়ে একাংশগত হইবার পর অর্থাৎ প্রকৃত অমাবস্যার পর প্রতিদিন চন্দ্র সূর্য্যাপেক্ষা ১২ অংশ, ১১ কলা ও ৬ বিকলা করিয়া অগ্রে গমন করে। চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতির নামই 'তিথি'। এক অমাবস্যার পর হইতে অপর অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে 'মুখ্য চান্দ্রমাস' এবং এক পূর্ণিমার পর হইতে অপর পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস, তাহাকে 'গৌণ চান্দ্রমাস' কহে। যে মাসের তারিখের সংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা বেশী হয়, তাহাকে তৎপূর্ব্ব চান্দ্রমাস কহে। গ্রহগণের গতি একরূপ নহে, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং চন্দ্রের এই আপেক্ষিক গতি বা তিথি সকল দিন ৬০ দণ্ডব্যাপী হয় না; প্রায়ই ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

প্রতি ১৯ বৎসরান্তে চন্দ্র পূর্ব্বস্থানে উপস্থিত হয় এবং অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতি তিথি পূর্ব্ববৎ আবার প্রকাশ হইতে থাকে।

বৎসরের প্রথম দিনের তিথি হইতে ১১শ তিথিতে বৎসরের শেষ হয়, সুতরাং পরবৎসর তাহার দ্বাদশ তিথিতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

যে কোন বৎসরের বৈশাখ মাসের প্রথম দিনের তিথি, নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ামতে অবগত হইতে পারা যায়।

প্রশ্নের তিথির শক বা সাল ও শক ১৮০৫ বা সন ১২৯০, এই উভয়ের বিয়োগফলকে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পৃথক্ এক স্থানে রাখ। প্রথম রাশিকে ১৭০ দিয়া হরণ করিয়া অপর রাশিতে যোগ কর। যদি ১৭০ দিয়া হরণ না করা যায়, তবে ঐ একটি রাশিকে ৩০ দিয়া হরণ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা "৬" এই ধ্রুবাঙ্ক হইতে বিয়োগ করিবে, যদি ৬ হইতে বিয়োগ করা অসম্ভব হয়, তবে ঐ ৬এ ৩০ যোগ করিয়া

তাহা হইতে বিয়োগ করিবে ; কিন্তু স্মরণ রাখিবে, প্রশ্নের বৎসর যদি ১৮০৫ শক বা ১২৯০ সনের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তবেই এই বিয়োগ করিতে হইবে, নতুবা পরবর্ত্তী হইলে ৫ এর সহিত যোগ করিবে। এই বিয়োগ বা যোগফলই অভীষ্ট তিথি জানিবে অর্থাৎ ঐ সংখ্যায় যে তিথি হয়, তাহাই উত্তর। যদি এই উত্তর-রাশি ৩০এর অধিক হয়, তবে তাহা হইতে ৩০ বিয়োগ করিয়া লইবে।

উদাহরণ ঃ—শক ১৮১১ বা সন ১২৯৬ সালের বৈশাখ মাসের ১ম তারিখে কোন্ তিথি ?

এখানে শক ১৮১১ ও শক ১৮০৫ এই উভয়ের বিয়োগফল ৬ ; ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হইল। ইহাকে ১৭০ দিয়া হরণ করা যায় না, সুতরাং ৩০ দিয়া ইহাকে হরণ করিয়া ভাগশেষ ৬ পাইলাম ; প্রশ্নের শক ১৮১১, ধ্রুব শক ১৮০৫ উহার পরবর্ত্তী হওয়ায়, ধ্রুবাঙ্ক ৬এর সহিত ঐ ৬কে যোগ করিলাম। ১২ সংখ্যা লব্ধ হইল। অতএব ১৮১১ শকের বৈশাখের প্রথম তিথি ১২ সংখ্যায় শুক্ল-দ্বাদশী স্থির হইল।

১ম বৈশাখের তিথি অবগত হইলে, যে কোন মাসের যে কোন দিনের তিথি সহজেই গণনা করিয়া লইতে পারা যায়। (শকাব্দামতে)

শকের অঙ্ককে চন্দ্রের হারকাঙ্ক ১৯ দিয়া হরণ করিয়া তাহাকে ১১ দিয়া পূরণ (গুণ) কর ; ইহাতে উপরিলিখিত মাসাঙ্ক, তারিখের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ৬ যোগ করিয়া সমষ্টিকে ৩০ দিয়া হরণ কর। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই অঙ্কের তিথিই* ঐ দিনের তিথি হইবে।

উদাহরণ ঃ—শক ১৮১১ অব্দের ১৭ই আশ্বিন কি তিথি ?

এখানে শকের অঙ্ক ১৮১১, ইহাকে ১৯ দিয়া হরণ করিয়া ৬ অবশিষ্ট থাকিতেছে, ইহাকে ১১ দিয়া পূরণ করিলে ৬৬ হয়। এই ৬৬, উপরিলিখিত মাসাঙ্ক ৯, দিনাঙ্ক ১৭ এবং অতিরিক্ত ৬, এই কয়েকের

* তিথির অঙ্ককে অমাবস্যার পরদিন অর্থাৎ শুক্ল-প্রতিপদ্ হইতে '১' ধরিয়া পুনরমাবস্যাবধি ৩০ হইবে।

সমষ্টি হইল ১০০ ; ইহাকে ২০ দিয়া হরণ করিয়া ১০ অবশিষ্ট থাকে সুতরাং ১৮১১ শকের ১৭ই আশ্বিন ১০ সংখ্যায় দশমী তিথি উত্তর হইল।

মাসাঙ্ক	
বৈশাখ	০
জ্যৈষ্ঠ	১
আষাঢ়	৪
শ্রাবণ	৬
ভাদ্র	৮
আশ্বিন	১০
কার্ত্তিক	১০
অগ্রহায়ণ	১০
পৌষ	১০
মাঘ	১০
ফাল্গুন	১০
চৈত্র	১০

(বাঙ্গালা সনমতে)

যে সালের যে মাসের যে তারিখের তিথি জানিতে হইবে, সেই তারিখের অঙ্ক পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ও সেই সালের ১ম বৈশাখের তিথির অঙ্ক, এই কয় সমষ্টিকে ১০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই সংখ্যার তিথিই সেই তারিখের উত্তরের তিথি হইবে। সমষ্টি ৩০এর অনধিক হইলে ঐ সংখ্যাতেই উত্তরের তিথি জানিবে।

উদাহরণ ঃ—বাঙ্গালা ১২৯৬ সালের ২৫এ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কোন্ তিথি ?

১২৯৬ সালের ১ম বৈশাখের তিথি শুক্লা দ্বাদশী, ইহা অগ্রে গণনা করিয়া লইলাম ; পরে ঐ শুক্লা দ্বাদশীর রাশি ১২, পার্শ্বলিখিত মাসাঙ্ক ১ এবং তারিখের সংখ্যা ২৫, ইহাদের সমষ্টি হইল ৩৮ ; ইহা ৩০এর অধিক বলিয়া ৩০ দিয়া হরণ করিয়া অবশিষ্ট ৮ লইলাম। ৮এ শুক্ল-অষ্টমী হয় ; সুতরাং ইহাই প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের ইষ্ট তিথি।

(ইংরাজীমতে)

মাসাঙ্ক	
জানুয়ারী	০
ফেব্রুয়ারী	২
মার্চ	১
এপ্রিল	৩
মে	৩
জুন	৫
জুলাই	৫
আগষ্ট	৭
সেপ্টেম্বর	৮
অক্টোবর	৯
নবেম্বর	১০
ডিসেম্বর	১১

খৃষ্টাব্দে ১ যোগ করিয়া ঐ যোগফলকে ১৯ দিয়া হরণ করিলে ভাগশেষে যে সংখ্যা উৎপন্ন হয়, ইংরাজীতে তাহাকে গোল্ডন নম্বর (Golden number) কহে।

গোল্ডন নম্বর (Golden number) হইতে ১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে ১১ দ্বারা পূরণ করিবে। এইরূপে যে অঙ্ক

লব্ধ হইবে, সেই অঙ্ক একত্র করিয়া তাহাকে ৩০ দিয়া হরণ করিবে, যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ইষ্টদিনের তিথি হইবে।

ইংরাজী প্রত্যেক চতুর্থ বৎসরকে লিপ্-ইয়ার (Leap-year) কহে। যে অব্দকে চারিভাগ করিলে কিছুই অবশেষ না থাকে, তাহাই এই চতুর্থ বৎসর বা লিপ্-ইয়ার। লিপ্-ইয়ারের তিথি-গণনায় জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী ভিন্ন অপর ১০ মাসের মাসাঙ্কের পরিবর্ত্তন হইবে, যথা—মার্চ্চ মাসে ০ শূন্য, এপ্রিল মাসে ২, মে মাসে ২, জুন মাসে ৪, জুলাই মাসে ৪, আগষ্ট মাসে ৬, সেপ্টেম্বর মাসে ৭, অক্টোবর মাসে ৮, নবেম্বর মাসে ৯, ডিসেম্বর মাসে ১০ মাসাঙ্ক ধরিতে হইবে। ১ম উদাহরণ ঃ—ইং ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কোন্ তিথি?

প্রথমে ১৮৮৯ অব্দের গোল্ডন নম্বর স্থির করিতে হইবে। ইহা উপরি-লিখিত নিয়মে স্থিরীকৃত করিলাম ৯. ৯ হইতে ১ বিয়োগ করিয়া ৮ হইল, ৮কে ১১ দ্বারা পূরণ করিয়া হইল ৮৮; ঐ ৮৮, পূর্ব্বলিখিত মাসাঙ্ক ৮ ও তারিখের অঙ্ক ১৬, ইহাদের সমষ্টি ১০৯কে ৩০ দিয়া হরণ করিলাম। ভাগশেষ থাকিল ১৯। ১৯ সংখ্যায় কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথি হয়; অতএব ১৮৮৯ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণা চতুর্থী তিথি উত্তর স্থির হইল। ২য় উদাহরণ ঃ—ইং ১৮৮৪ সালের ১০ই এপ্রিল কোন্ তিথি? পূর্ব্বমতে গোল্ডন নম্বর স্থির হইল ৪। ইহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া থাকিল ৩। ৩কে ১১ দিয়া পূরণ করিয়া পাইলাম ৩৩। এই ৩৩ দিন সংখ্যা ১০ ও লিপ্-ইয়ার বলিয়া মাসাঙ্ক ৩এর পরিবর্ত্তে ২, ইহাদের সমষ্টি হইল ৪৫। ত্রিশ দিয়া হরণ করিয়া ১৫ থাকিল। অতএব—উত্তর ১৫ সংখ্যায় পূর্ণিমা তিথি স্থিরীকৃত হইল।

বিখ্যাত জ্যোতিষী পোপ গ্রিগারির বার-গণনা-প্রণালী এই ;—খৃঃ অঃ সংখ্যা, তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, খৃষ্টাব্দের শেষ দুই অঙ্ক ত্যাগ করিলে যাহা থাকে, তাহার চতুর্থাংশের সংখ্যা, মাসাঙ্কের সংখ্যা ও তারিখের সংখ্যা এই সমস্ত একত্র করিয়া তাহা হইতে খৃষ্টাব্দের শেষের দুই অঙ্ক বাদ দিয়া যাহা থাকে, তাহা বিযুক্ত কর; যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলে পূর্ব্ববৎ বারের অঙ্ক লব্ধ হইবে। চতুর্থাংশে যদি ভগ্নাঙ্ক হয়, তাহা ত্যাগ করিবে। যেমন—ইং ১৮৮৮ সালের ২৫এ জুলাইয়ের বার নিরূপণ করিতে খৃঃ অঃ ১৮৮৮, খৃঃ অব্দের চতুর্থাংশ ৪৭২, অব্দের শেষ দুই অঙ্ক (৮৮) বাদ দিয়া ১৮এর চতুর্থাংশ ৪, মাসাঙ্ক ৬, তারিখের অঙ্ক ২৫, ইহাদের সমষ্টি ২,৩৯৫, ইহা হইতে ১৮ বিযুক্ত করিয়া, অবশিষ্ট ২,৩৭৭কে ৭ দিয়া হরণ করিয়া ৪ সংখ্যায়—বুধবার স্থির হইল।

নক্ষত্র-গণনা

কোন নির্দ্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্র-গণনার প্রয়োজন হইলে, অগ্রে সেই দিবসের তিথি নির্ণয় কর। তাহার পর বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ দিনের তারিখের অঙ্ক অপেক্ষা ঐ তিথির অঙ্ক অধিক কি না? যদি অধিক না হয়, তবে ঐ তিথির অঙ্কে উপরিলিখিত মাসাঙ্ক যোগ কর। যদি অধিক হয়, তবে পূর্ব্বমাসের মাসাঙ্ক লইয়া যোগ কর, এই যোগফলের সংখ্যাই নির্দ্দিষ্ট দিবসের নক্ষত্রসংখ্যা হইবে অর্থাৎ ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী ও ৩ কৃত্তিকা ইত্যাদিক্রমে ঐ সংখ্যায় যে নক্ষত্র হয়, তাহাই উক্ত দিনের নক্ষত্র জানিবে।

যদি যোগফলের সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক হয়, তবে ২৭ বাদ দিয়া সংখ্যা গ্রহণ করিবে।

উদাহরণ ঃ—১২৯৬ সালের ২৩এ কার্ত্তিক কি নক্ষত্র?

প্রথমে উক্ত তারিখের যে তিথি, তাহা গণনা করিয়া লইলাম;— তিথি কৃষ্ণা প্রতিপদ। কৃষ্ণা প্রতিপদের অঙ্ক ১৬, মাসের তারিখ ২৩, সুতরাং তারিখের সংখ্যা হইতে তিথির সংখ্যা অধিক নহে, তাহা হইলেই কার্ত্তিকের মাসিকাঙ্ক ১৪, ইহার সহিত তিথির অঙ্ক ১৬ যোগ করিলাম; সমষ্টি হইল ৩০। ৩০ সংখ্যা ২৭ হইতে অধিক বলিয়া ২৭ উহা হইতে বাদ দিলাম। ৩ থাকিল। ১ অশ্বিনী, ২ ভরণী, ৩ কৃত্তিকা; অতএব ৩ সংখ্যায় কৃত্তিকা নক্ষত্র স্থির হইল।

২য় উদাহরণ ঃ—১২৯৬ সালের ৩রা ভাদ্র কোন্ নক্ষত্র?

এ স্থলে উপরিকথিত মতে প্রথমে তিথি-গণনায় দেখিলাম যে, উক্ত দিবস কৃষ্ণা অষ্টমী। কৃষ্ণাষ্টমীর সংখ্যা ২৩, তারিখের সংখ্যা ৩, সুতরাং দিনসংখ্যা হইতে তিথিসংখ্যা অধিক হইতেছে; অতএব উহা পূর্ব্ব চান্দ্রমাস। এ অবস্থায় উপরের নিয়মানুসারে বর্ত্তমান মাসের মাসাঙ্ক না লইয়া পূর্ব্বমাস শ্রাবণের মাসাঙ্ক ৭ লইয়া তিথিসংখ্যা ২৩এর সহিত

যোগ করিলাম। যোগফল ৩০ হইল। ৩০ হইতে ২৭ বিয়োগ করিলাম, অবশিষ্ট ৩ সংখ্যায় কৃত্তিকা নক্ষত্র স্থির হইল।

বার-তিথি-নক্ষত্র-গণনায় যে যে প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহাতে কদাচিৎ না মিলিলে উত্তররাশিতে ১ যোগ বা উহা হইতে বিয়োগ করিলে নিশ্চিৎ মিলিবে।

মাস-পরিমাণ

অর্থাৎ

কোন্ মাস কত দিনে শেষ হয়, তাহারই বিবরণ।

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের মধ্যে কোন্ মাস কত দিনে শেষ হইয়া থাকে, তাহা বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি স্থূল তালিকা প্রদত্ত হইল :—

৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ২০ বিপল, ২১ অনুপলে বৎসর শেষ হয়। কিন্তু সাধারণ গণনায় শেষোক্ত ৩১ পল, ২০ বিপল ও ২১ অনুপল পরিত্যক্ত হইয়া নিম্নলিখিত মত গৃহীত হইয়া থাকে।

মাসমান-চক্র

মাস	দিবা	দণ্ড	পল
বৈশাখ	৩০	৫৬	৪৯
জ্যৈষ্ঠ	৩১	২৫	৩৯
আষাঢ়	৩১	৩৮	৩৫
শ্রাবণ	৩১	২৭	৫৭
ভাদ্র	৩১	০	২০
আশ্বিন	৩০	২৫	৪০
কার্ত্তিক	২৯	৫২	৫১
অগ্রহায়ণ	২৯	২০	১
পৌষ	২৯	১৯	৯
মাঘ	২৯	২৭	২৩
ফাল্গুন	২৯	৫০	৪
চৈত্র	৩০	২২	৩
সংবৎসর	৩৬৫	১৫	৩১

দিবা-পরিমাণ

অর্থাৎ

প্রত্যেক দিবা কত দণ্ডে শেষ হয়, তাহার বিবরণ।

যে মাসের যে তারিখের দিবামান জানিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাল্লিখিত তালিকা দৃষ্টে সেই মাসের পার্শ্ববর্ত্তী মাসিকাঙ্ক দণ্ড পল গ্রহণ কর। পরে প্রশ্নের তারিখ যদি ১১ই তারিখের মধ্যের কোন তারিখ হয়, তবে পূর্ব্ববর্ত্তী মাসের ১১ই হইতে উক্ত তারিখ পর্য্যন্ত যে কয় দিন হয়, তাহার সংখ্যা আর যদি ১১ তারিখের পরের তারিখ হয়, তবে ঐ বর্ত্তমান মাসের ১১ই হইতে যে কয় দিন হয়, তাহার সংখ্যা গ্রহণ কর। এই দিনসংখ্যা দ্বারা তালিকাস্থিত নির্দ্দিষ্ট মাসের পার্শ্ববর্ত্তী দৈনিকাঙ্ক পল-বিপলকে পূরণ কর। তৎপরে ঐ দৈনিকাঙ্ক যদি 'ধ' চিহ্নিত হয়, তবে পূর্ব্ব-গৃহীত মাসিকাঙ্কের সহিত যোগ কর; আর যদি 'ঋ' চিহ্নিত হয়, তবে বিয়োগ কর;—এই যোগ বা বিয়োগফলে যত দণ্ড, যত পল হইবে, প্রশ্নের দিবসের পরিমাণ তত দণ্ড, তত পল নিশ্চিত।

নিম্নপ্রদর্শিত দিবামান-চক্রের প্রথমাংশে ইষ্টদিবসের অগ্রপশ্চাদ্বর্ত্তী (১১ হইতে ১০ পর্য্যন্ত) মাস, দ্বিতীয়াংশে ঐ মাসের নিমিত্ত মাসিকাঙ্ক দণ্ড-পল এবং তৃতীয়াংশে দিবসের নিমিত্ত দৈনিকাঙ্ক পল-বিপল যথাক্রমে লিখিত হইল, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই সহজে প্রক্রিয়ার সাধন করা যাইবে।

দিবামান-চক্র

মাস		মাসাঙ্ক		দৈনিকাঙ্ক			
১১ই চৈত্র	হইতে ১০ বৈশাখ	৩০ দণ্ড	৩ পল	ধ	৩	২৪
" বৈশাখ	" " জ্যৈষ্ঠ	৩১	৪২	ধ	২	৪৮
" জ্যৈষ্ঠ	" " আষাঢ়	৩৩	৬	ধ	১	৮
" আষাঢ়	" " শ্রাবণ	৩৩	৪০	ঋ	১	১৪
" শ্রাবণ	" " ভাদ্র	৩৩	৬	ঋ	২	৪৬
" ভাদ্র	" " আশ্বিন	৩১	৪০	ঋ	৩	২০
" আশ্বিন	" " কার্ত্তিক	৩০	০	ঋ	৩	৩০
" কার্ত্তিক	" " অগ্রহায়ণ	২৮	১৭	ঋ	২	৪৬
" অগ্রহায়ণ	" " পৌষ	২৬	৫৩	ঋ	১	৪
" পৌষ	" " মাঘ	২৬	২০	ধ	১	১৪
" মাঘ	" " ফাল্গুন	২৬	৫৭	ধ	২	৪৬
" ফাল্গুন	" " চৈত্র	২৮	২৬	ধ	৩	২০

উদাহরণ ঃ—২৮এ জ্যৈষ্ঠ দিনমান কত দণ্ড কত পল ?

এখানে ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখ ১১ই তারিখের পর হওয়াতে ১১ই ও ২৮-এর অন্তর ১৭ সংখ্যা গ্রহণ করিলাম। উক্ত জ্যৈষ্ঠের পার্শ্ববর্ত্তী দৈনিকাঙ্ক ১পল ৮ বিপলকে ঐ ১৭ সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া, দৈনিকাঙ্ক 'ধ' চিহ্নিত থাকাতে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পার্শ্বলিখিত মাসিকাঙ্ক ৩৩ দণ্ড ৬ পলের সহিত ঐ গুণফল যোগ করিলাম। যোগফল ৩৬ দণ্ড ২৫ পল ১৬ বিপল হইল। সুতরাং ইহাই ২৮এ জ্যৈষ্ঠ তারিখের দিবার পরিমাণ স্থির হইল।

২য় উদাহরণ ঃ—৭ই মাঘের দিবার পরিমাণ কত ?

এখানে ৭ই মাঘ, ১১ই তারিখের মধ্যের তারিখ হওয়াতে, পূর্ব্ব-মাসের ১২ তারিখ হইতে ২৫ দিনসংখ্যা গ্রহণ করিলাম। ১১ই পৌষ হইতে ১০ই মাঘ পর্য্যন্ত মাসের পার্শ্বস্থিত দৈনিকাঙ্ক ১ পল ১৪ বিপলকে ঐ ২৫ দ্বারা গুণ করিয়া দৈনিকাঙ্ক 'ধ' চিহ্নিত হওয়াতে, মাসিকাঙ্ক ২৬ দণ্ড ২০ পলের সহিত ঐ গুণফল যোগ করিলাম। যোগফল ২৬ দণ্ড ৪০ পল ৫০ বিপল ঐ তারিখের দিনের পরিমাণ স্থিরীকৃত হইল।

সূর্য্যের উদয়াস্ত-নিরূপণ

(ঘড়ী মিলাইবার জন্য ঘণ্টা মিনিট হিসাবে)

যে দিবসের উদয় ও অস্তের সময় নির্ণয় করিতে হইবে অর্থাৎ কটা কয় মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও কটা কয় মিনিটে সূর্য্যের অস্তগমন, তাহা জানিতে হইবে, সেই দিনের দিনমান কত দণ্ড, কত পল, তাহা প্রথমে গণনা করিয়া লও। ৩০ দণ্ড হইতে ঐ দিনমান যত অধিক বা অল্প হয়, তাহার দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও পলকে ৫ দিয়া হরণ কর। ঐ গুণফল ও ভাগফল একত্র যোগ করিলে তাহা মিনিট হইবে। এই মিনিটসংখ্যা, ৬ ঘণ্টার সহিত একবার যোগ কর, অন্যবার ৬ ঘণ্টা হইতে উহা বাদ দাও ; —২টি ফল হইল। দিনমান যদি ৩০ দণ্ডের অল্প হইয়া থাকে, তবে ঐ প্রথম অর্থাৎ যোগফলে সূর্য্যের উদয় ও ভাগফলে অস্ত ; যদি অল্প না হইয়া থাকে, তবে ঐ দ্বিতীয় অর্থাৎ বিয়োগফলে সূর্য্যের উদয় ও যোগফলে সূর্য্যের অস্তগমন হইবে জানিবে।

উদাহরণঃ—২১এ শ্রাবণ তারিখে কত ঘণ্টা, কত মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও কত ঘণ্টা, কত মিনিটে সূর্য্যের অস্ত হইবে ?

প্রথমে ২১এ শ্রাবণের দিবার পরিমাণ গণনা করিয়া লইলাম,—৩১ দণ্ড ৩৫ পল। অনন্তর পূর্ব্বলিখিত নিয়মানুসারে দেখিলাম যে, ৩০ দণ্ড অপেক্ষা ২ দণ্ড ৩৫ পল দিনমান অধিক হইতেছে। ঐ ২ দণ্ডকে ১২ দ্বারা পূরণ ও ৩৫ পলকে ৫ দিয়া হরণ করিয়া যথাক্রমে ২৪ ও ৭, এই দুই সংখ্যা হইল। ইহাদের যোগফল ৩১ মিনিট হইল। এই ৩১ মিনিট এবং ৬ ঘণ্টা একবার পরস্পর যোগ ও অন্যবার অন্তর করিলাম, যোগফল হইল ৬ ঘণ্টা ৩১ মিনিট আর বিয়োগফল হইল ৫ ঘণ্টা ২৯ মিনিট। ৩০ দণ্ড অপেক্ষা তারিখের দিনমান অধিক হইতেছে বলিয়া ঐ বিয়োগফল ৫টা ২৯ মিনিটে সূর্য্যের উদয় ও যোগফল ৬টা ৩১ মিনিটে সূর্য্যের অস্তগমন স্থির হইল।

২য় উদাহরণ ঃ—৭ই মাঘের উদয় ও অস্ত কোন্ কোন্ সময় হইবে ?

পূর্ব্বের ন্যায় প্রথমে দিনমান স্থির করিলাম,—২৭ দণ্ড ৪১ পল। ৩০ দণ্ড হইতে অন্তর করিয়া লইলাম ২ দণ্ড ১৭ পল ; দণ্ডকে ১২ দিয়া পূরণ ও পলকে ৫ দিয়া হরণ করিয়া দুইটি সংখ্যা পাইলাম—প্রথমটি হইল ২৪ ; আর দ্বিতীয়টি ৩ হইয়া ২ ভাগশেষ থাকে ; ঐ ২কে বিপল করিয়া ৫ দিয়া হরণ করিলাম—২৩ হইল। ইহা সেকেণ্ড বলিয়া জানিবে। এই ২৪ ও ৩এর যোগফল ২৭ মিনিট, আর ঐ ২৪ সেকেণ্ড একত্রে ৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড হইল। ৬ ঘণ্টা এবং এই ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড একবার পরস্পর যোগ ও অন্যবার অন্তর করিয়া হইল,—৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড যোগফল ও ৫ ঘণ্টা ৩২ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড বিয়োগফল। ৩০ দণ্ড অপেক্ষা দিনমান অল্প বলিয়া যোগফল ৬ ঘণ্টা ২৭ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে সূর্য্যের উদয় এবং বিয়োগফল ৫টা ২১ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডে সূর্য্যের অস্ত নির্ণীত হইল।

অয়নাংশ-নির্ণয়

যে শকের যে মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশাদি জানিতে হইবে, সেই শকাব্দার সংখ্যা হইতে প্রথমে ৪২১ বিয়োগ কর। অবশিষ্ট সংখ্যাকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া লইবে ; ইহা দিনবোধক রাশি হইল। এই রাশিকে ২০০ দিয়া হরণ করিয়া যত দিন, যত দণ্ড, যত পল ইত্যাদি হইবে, উক্ত শকের বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ তত অয়ন, তত অংশ, তত কলা ইত্যাদি জানিবে অর্থাৎ দিনে অয়ন দণ্ডে অংশ, পলে কলা প্রভৃতি ক্রমে হইবে। এই বৈশাখ হইতে ৪৷৷০ সাড়ে চারি পল প্রতি মাসে ধরিয়া অভীষ্ট মাসাবধি যত পল হইবে, তাহা এই রাশিতে যোগ করিয়া লইলেই যে কোন মাসের সংক্রান্তির অয়নাংশ নিরূপিত হইবে।

উদাহরণ ঃ ১৮১১ (১২৯৬ সাল) শকের পৌষ-সংক্রান্তির অয়নাংশ কত ?

সঙ্কেতমতে প্রথমে ১৮১১ হইতে ৪২১ অন্তর করিয়া ১৩৯০ গ্রহণ করিলাম। ১৩৯০কে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪,১৭০ হইল। ৪,১৭০কে ২০০ দিয়া হরণ করিয়া এবং তাহাকে দিন ধরিয়া লওয়ায়, ভাগফল ২০ দিন ৫১ দণ্ড হইল। ২০ দিনে ২০ অয়ন ও ৫১ দণ্ডে ৫১ অংশ ধরিয়া লইলাম; বৈশাখী সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ও ৫১ অংশ স্থির হইল। বৈশাখ হইতে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত ৮ মাসের ৪৷৷০ পল হিসাবে ৩৬ পলে ৩৬ কলা উহাতে যোগ করাতে পৌষ সংক্রান্তির অয়নাংশ ২০ অয়ন ১৪ অংশ ৩৬ কলা উত্তর হইল।

(অন্যমতে)

পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুযায়ী শকাঙ্ক ১৮১১ হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল ১৩৯০কে দুই স্থানে রাখ। তাহার পরে উহার এক রাশিকে ১০ দিয়া হরণ করিয়া, হরণফল অন্য রাশি হইতে বিয়োগ কর; বিয়োগফলকে ৬০ দিয়া হরণ করিয়া লইলেই অভীষ্ট অয়নাংশ ২০ অয়ন ৫১ অংশ হইল। এখন ৮ মাসের ৩৬ কলা উহাতে যোগ করিলেই পূর্ব্বমত ২০ অয়ন ৫১ অংশ ৩৬ কলা উত্তর হইল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, প্রতি বৎসর রাশিচক্র ৫৪ বিকলা (প্রতিমাসে) ০।০।৪।৩০ সাড়ে চারি বিকলা ও প্রতিদিন ০।০।০।৯ অনুকলা করিয়া সরিয়া যাইতেছে। প্রতি ৬৬ বৎসর ৮ মাসে বিষুবরেখা হইতে রাশিচক্র ১ অংশ করিয়া সরিতেছে। এইরূপে সরিয়া সরিয়া প্রায় ২৪,০০০ সহস্র বৎসরের পর পুনরায় পূর্ব্বস্থানে আসিয়া মিলিত হইবে। রাশিচক্র গতিশীল বলিয়া নক্ষত্র ও রাশির ফলাফল প্রভৃতি গণনার জন্য অগ্রে সেই গতির নিরূপণ দ্বারা রাশি-নক্ষত্রের স্থাননির্ণয় অতি আবশ্যক হয়; সুতরাং অয়নাংশ-গণনা সহজে করিয়া লইবার জন্য নিম্নে তাহার চিত্ররূপ প্রদর্শিত হইল, এই চক্র দেখিয়া অতি সহজে সকলেই উহার নির্ণয় করিতে পারিবেন

৪২১ শকে রাশিচক্র বিষুবরেখা পরিত্যাগ করিয়াছে, সুতরাং যে কোন শকের অয়নাংশ জানিতে হইলে, তাহা হইতে ৪২১ বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, নিম্নোক্ত চক্রের সেই সংখ্যার ঘরে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। আবশ্যকমতে দুই তিন খণ্ডার সংখ্যা একত্র যোগ করিয়া অভীষ্ট ফল গ্রহণ করিতে হয়; যেমন ১৮১১ শকের অয়নাংশ জানিতে হইলে পূর্ব্বমত ৪২১ বাদ দিয়া ১৩৯০এর ১৩০০ ও ৯০ এই উভয় খণ্ডার অঙ্ক, নিম্নস্থ চক্র দৃষ্টে গ্রহণ করিয়া যোগফল ২০ অয়ন ২১ অংশ বা ১০ দিন ১১ দণ্ড উত্তর স্থির হয়।

অয়নাংশ-চক্র

বৎসর	অংশ	কলা	বিকলা
১	০	০	৫৪
২	০	১	৪৮
৩	০	২	৪২
৪	০	৩	৩৬
৫	০	৪	৩০
৬	০	৫	২৪
৭	০	৬	১৮
৮	০	৭	১২
৯	০	৮	৬
১০	০	৯	০
২০	০	১৮	০
৩০	০	২৭	০
৪০	০	৩৬	০
৫০	০	৪৫	০
৬০	০	৫৪	০
৭০	১	০	০
৮০	১	১২	০
৯০	১	২১	০
১০০	১	৩০	০
২০০	৩	০	০
৩০০	৪	৩০	০
৪০০	৬	০	০
৫০০	৭	৩০	০
৬০০	৯	০	০
৭০০	১০	৩০	০
৮০০	১২	০	০
৯০০	১৩	৩০	০
১০০০	১৫	০	০
১,১০০	১৬	৩০	০
১,২০০	১৮	০	০
১,৩০০	১৯	৩০	০
১,৪০০	২১	০	০

সন-তারিখ-গণনা

বাংলা ১১৮০ সালের ১০ই চৈত্র ইংরাজী কোন্ সালের কোন্ তারিখ? ১৪০৭ শকে চৈতন্যদেব বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করেন; উহা বাঙ্গালা কোন্ সাল? ইং ১৭৫৮ সালের ২৩শে জুন বাঙ্গালা কোন্ সালের কোন্ তারিখ ও কি বার? ইত্যাদিরূপ প্রশ্নের বিষয় অনেক সময় আমাদের নিকট ঘটিয়া থাকে এবং অনেকেরই ইহার মীমাংসা করা কষ্টসাধ্য অথবা অসাধ্য হইতে দেখা যায়। পরপৃষ্ঠায় শকাব্দা, বাঙ্গালা সন ও ইংরাজী সালের সামঞ্জস্যপ্রণালী ও বার-তারিখের সম্মিলন-সঙ্কেত অতি সহজ প্রক্রিয়ায় প্রদর্শিত হইল ঃ—

শকাব্দাকে বাঙ্গালা সন করিতে হইলে, শকসংখ্যা হইতে ৫১৫ বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই বাঙ্গালা সন হইবে। বাঙ্গালা সনকে শকাব্দা করিতে হইলে উহার বিপরীত অর্থাৎ সনসংখ্যায় ৫১৫ যোগ করিলেই হইবে।

শকাব্দাকে ইংরাজী সাল করিতে হইলে, শকসংখ্যায় ৭৮ সংখ্যা যোগ ও ইংরাজী সালকে শকাব্দা করিতে হইলে ইংরাজী সালের সংখ্যা হইতে ৭৮ বিয়োগ কর।

বাঙ্গালা সনকে ইংরাজী করিতে হইলে, বাঙ্গালা সালের সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ আর ইংরাজী সালকে বাঙ্গালা করিতে হইলে ইংরাজী হইতে ৫৯৩ বিয়োগ কর।

১ম উদাহরণ ঃ—১৪০৭ শক বাঙ্গালা কত?

এখানে শকাঙ্ক ১৪০৭ হইতে ৫১৫ বিয়োগ করিয়া বিয়োগফল ৮৯২— বাঙ্গালা সন উত্তর হইল। এইরূপ বাঙ্গালাকে শক করিতে হইলে ৮৯২+৫১৫=১৪০৭ শক।

২য় উদাহরণ ঃ—ঐ ১৪০৭ শক ইংরাজী কত সাল?

এখানে শকসংখ্যায় ৭৮ যোগ করিয়া ১৪৮৫ ইংরাজী সাল হইল। ইংরাজীকে শক করিতে ১৪৮৫—৭৮=১৪০৭ শক।

৩য় উদাহরণ ঃ—বাঙ্গালা ১১০৫ সাল ইংরাজী কত সাল?

এখানে ১১০৫ সংখ্যায় ৫৯৩ যোগ করিয়া ১৬৯৮ ইংরাজী সাল উত্তর হইল। ইংরাজীকে বাঙ্গালা করিতে ১৬৯৮—৫৯৩=১১০৫ বাঙ্গালা সন।

তারিখ গণনা করিতে হইলে অর্থাৎ সাল, মাস, তারিখ ও বার এই সকলগুলির মিলন গণনা করিতে হইলে পরপৃষ্ঠালিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

ইংরাজী তারিখ জানিতে হইলে, বাঙ্গালা সনসংখ্যা, মাসসংখ্যা ও দিনসংখ্যার সহিত যথাক্রমে ৫৯৩।৩।১৩ এই তিন সংখ্যা যোগ কর, আর বাঙ্গালা তারিখ জানিতে হইলে ইংরাজী সনসংখ্যা, মাসসংখ্যা ও দিন-সংখ্যা হইতে উক্ত ৫৯৩।৩।১৩ সংখ্যা বিয়োগ কর ; এই যোগ বা বিয়োগ-ফলই প্রশ্নের নিশ্চয় উত্তর জানিবে।

এই প্রকার গণনার পূর্ব্বে প্রথমে প্রশ্নের তারিখের বার-গণনা করিয়া লইতে হয়। আর গণনার শেষে উত্তরের তারিখের বার-গণনা করিতে হয়। যদি উভয় বার এক হয়, তবেই উত্তর ঠিক হইয়াছে জানিবে। যদি উভয় বার এক না হয়, তবে উত্তরের বারের সহিত ১।২।৩ এই তিন সংখ্যার যে কোন সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সঙ্গে এক হয়, তাহা করিবে এবং ইহাই উত্তরের অভ্রান্ত তারিখ জানিবে।

১ম উদাহরণ ঃ—১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরাজী কোন্ তারিখ গিয়াছে ?

তারিখ গণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রশ্নের বার-গণনা করিয়া দেখিলাম বুধবার।

পরে উপরের নিয়মমতে ১২৯৪।১০।৫ সংখ্যার সহিত ধ্রুবাঙ্ক ৫৯৩।৩।১৩ যোগ করিলাম, যোগফল ১৮৮৮।১।১৮ হইল। তাহা হইলেই ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তারিখ হইল। তারিখটি মিলিয়াছে কি না, জানিবার জন্য ইংরাজী মাসের বার-গণনার নিয়মানুসারে ১৮ই জানুয়ারীর বার গণিয়া দেখিলাম ঠিক বুধবার উঠিল ; অতএব নিশ্চয় জানিলাম যে, ১২৯৪ সালের ৫ই মাঘ ইংরাজী ১৮৮৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী গিয়াছে।

পুনশ্চ ঐ ১২৯৪ সালের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের ইংরাজী তারিখ গণনার প্রথমে প্রশ্ন তারিখের বার গণিয়া দেখিলাম, বৃহস্পতিবার হইল। উপরিকথিত নিয়মানুসারে তারিখ গণনা করিয়া ১৮৮৭—১০।৩১ অর্থাৎ ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর হইল। তারিখটি মিলাইবার জন্য ইংরাজী ঐ ১৮৮৭ সালের ৩১এ অক্টোবর তারিখে বার গণিয়া দেখিলাম —২ সংখ্যায় সোমবার উঠিল। প্রশ্নের বার বৃহস্পতি গণিয়াছি, উত্তরের বার সোম হওয়াতে জানিলাম যে, উত্তরের তারিখ ঠিক হয় নাই। ১।২।৩ এই তিন সংখ্যার কত যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রশ্নের বারের সহিত ঐক্য হয়, অল্প অনুধাবনেই বুঝিলাম, উত্তরের রাশিতে ৩ যোগ করিলেই বার মিলিয়া যাইবে। সুতরাং তাহাই করিয়া অর্থাৎ উত্তরের রাশি

১৮৮৭।১০।৩১এর ৩১ দিনসংখ্যাতে ৩ যোগ করিয়া ১৮৮৭ সালের ৩রা নবেম্বর অভ্রান্ত উত্তর নির্ণয় করিলাম।

২য় উদাহরণ।—ইং ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা কোন্ তারিখ গিয়াছে ?

সঙ্কেতমতে ১৮৮৭।৫।৭ সংখ্যা হইতে ৫৯৩।৩।১৩ সংখ্যা অন্তর করিলে ১২৯৪।১২।২৪ সংখ্যা হয়। সুতরাং ইহাই অর্থাৎ বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল, ২৪শে বৈশাখ উত্তর স্থির হইল। উত্তরাঙ্ক মিলাইবার জন্য প্রশ্নের তারিখের অর্থাৎ ১৮৮৭ সালের ৭ই মের বার গণনা করিয়া দেখিলাম, শনিবার উঠিল, আর উত্তরের তারিখের অর্থাৎ ১২৯৪ সালের বৈশাখের বার গণনা করিয়া দেখি, শুক্রবার উঠিতেছে ; সুতরাং উত্তরটি ঠিক হয় নাই ; কিন্তু ১ যোগ করিলে শনিবার হইয়া মিলিয়া যায়, তাহা হইলেই ২৪এর সহিত ১ যোগ করিয়া ২৫এ তারিখ করিলাম ; অতএব ইংরাজী ১৮৮৭ সালের ৭ই মে তারিখে বাঙ্গালা ১২৯৪ সাল, ২৫এ বৈশাখ তারিখ অভ্রান্ত উত্তর স্থির হইল।

সূক্ষ্ম পঞ্চাঙ্গ গণনা

অর্থাৎ

সঞ্চার ও স্থিতিপলাদির সহিত সংক্রান্তি, বার,
তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণ-নিরূপণ।

সংক্রান্তি-নিরূপণ

যে শকের মাসের সংক্রান্তি গণনা করিবার প্রয়োজন হইবে, পশ্চাৎপ্রদর্শিত সংক্রান্তির চক্র হইতে সেই শকের বার্ষিকাঙ্ক এবং মাসিকাঙ্ক গ্রহণ করিয়া একত্র যোগ করিয়া যোগফলের প্রথমাঙ্ক ৭এর অধিক হইলে, তাহাকে ৭ দিয়া হরণ করিয়া লও। এই প্রথমাঙ্ক সংক্রান্তির বার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কে সংক্রান্তি-সঞ্চারের দণ্ডপলাদি হইবে।

কূট-সংক্রান্তি।—দ্বিতীয় অঙ্কের দণ্ডের মান যদি ৪৭এর অধিক হয়, তবে প্রথমাঙ্কে অর্থাৎ বারাঙ্কে অতিরিক্ত ১ যোগ করিবে ; যদি ৪২এর অধিক হয় এবং ৪৭এর অনধিক হয় অর্থাৎ ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬ বা ৪৭ হয়, তাহা হইলে ঐ দিনের দিনমান নিরূপণ করিয়া তাহার অর্দ্ধেকের সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া দেখিবে, এই যোগফল হইতে পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয়াঙ্কের দণ্ড

পল অধিক হয় কি না? যদি অধিক হয়, তবে পূর্ব্ববৎ প্রথমাঙ্কে এক যোগ করিবে। এইরূপে নির্ণীত সংক্রান্তিকেই "কূট-সংক্রান্তি" বলে। কিন্তু কূট-সংক্রান্তি বাস্তবিক পর মাসের প্রথম দিন।

সংক্রান্তি-চক্র

মাসিকাঙ্ক				বার্ষিকাঙ্ক	
মাস	মাসাঙ্ক	শক	শকাঙ্ক	শক	শকাঙ্ক
বৈশাখ	১।১২।৫৫	১	১।১৫।৩২	২০০	৬।৪৫।৩
		২	২।৩১।৩	৩০০	৬।৩৭।৩৫
জ্যৈষ্ঠ	৪।৯।৫৫	৩	৩।৪৬।৩৫	৪০০	৬।৩০।৭
		৪	৫।২।৬	৫০০	৬।২২।৩৮
আষাঢ়	০।৩৫।৪২	৫	৬।১৭।৩৮	৬০০	৬।১৫।১০
		৬	০।৩৩।৯	৭০০	৬।৭।৪২
শ্রাবণ	৪।১৪।২৮	৭	১।৪৮।৪১	৮০০	৬।০।১৪
		৮	৩।৪।১২	৯০০	৫।৫২।৪৫
ভাদ্র	০।৪২।২৭	৯	৪।১৯।৪৪	১০০০	৫।৪৫।১৭
আশ্বিন	৩।৪৩।৪	১০	৫।৫৩।১৫	১,৭০০	৫।৫২।৫৯
		২০	৪।১০।৩০	১,৮০০	৪।৪৫।৩০
কার্ত্তিক	৬।০।৪৪	৩০	২।৪০।৪৬	২,০০০	৪।৩৫।৩৩
অগ্রহায়ণ	১।১।২৮	৪০	১।২১।১	৩,০০০	৩।১৫।৫০
পৌষ	২।৩০।১৯	৫০	৬।৫৬।১৬	৪,০০০	২।১৬
		৬০	৫।৩১।৩১	৫,০০০	০।৪৬।২৩
মাঘ	৩।৪৯।১৪	৭০	৪।৬।৪৬	৬,০০০	৬।৩১।৪০
ফাল্গুন	৫।১৬।২৫	৮০	২।৪২।২১	৭,০০০	৫।১৬।৫৬
		৯০	১।১৭।১৬	৮,০০০	৪।২।১৩
চৈত্র	০।৬।২২	১০০	৬।৫২।৩২	৯,০০০	২।৪৭।৩০

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের আষাঢ়-সংক্রান্তি কি বার গিয়াছে?

এখানে সন-তারিখ গণনামতে ১২৯৬ সালে ১৮১১ শকাব্দা জানিলাম। পরে সংক্রান্তিচক্রে ১৮১১ শকের বার্ষিকাঙ্ক একেবারে না পাওয়ায় ১১০০— ১০+১ যথাক্রমে তিন শকের তিন রাশি লইয়া একত্র যোগ করিলাম, সমষ্টি

হইল ১১।৩৬।১৭ ; তাহার পর ঐ চক্র হইতে আষাঢ়ের মাসিকাঙ্ক ০।৩৫।৪২ লইয়া উহাতে যোগ করিলাম, যোগফল হইত ১২।১১।৫৯ ; প্রথমাঙ্ক (১২) ৭এর অধিক বলিয়া উহা হইতে ৭ বাদ দিয়া ৫ লইলাম ; ৫ সংখ্যায় বৃহস্পতিবার হয় ; অতএব বৃহস্পতিবার ১১ দণ্ড ৫৯ পলের সময় যে আষাঢ়-সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছিল, ইহা গণনায় নিশ্চিত অবগত হইলাম।

২য় উদাহরণ। ১২৯৬ সালের বৈশাখী-সংক্রান্তি কি বারে কোন সময়ে সঞ্চার হইয়াছিল ?

পূর্ব্ববৎ শকাঙ্ক ১১।৩৬।১৭ ও বৈশাখের মাসাঙ্ক ১।১২।৫৫ যোগ করিয়া ১২।৪৯।১২ পাইলাম। প্রথমাঙ্ক ১২ হইতে ৭ পরিত্যাগ করিয়া ৫ হইল ; সুতরাং বৃহস্পতিবার ৪৯।১২ পলের সময়ে বৈশাখী-সংক্রান্তির সঞ্চার হইয়াছে নিশ্চয় জানিলাম ; কিন্তু দ্বিতীয়াঙ্ক (৪৯) ৪৭এর অধিক হওয়াতে, প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিয়া তৎপরদিবস শুক্রবার কূট-সংক্রান্তি হইতেছে, গণনা দ্বারা ইহাও অবধারিত হইল।

তৃতীয় উদাহরণ।—১২৯৬ সালের কার্ত্তিকী-সংক্রান্তি কি বারে কতক্ষণের সময় সঞ্চার হইয়াছিল ?

এখানেও পূর্ব্বমত গণনায় কার্ত্তিক মাসের মাসাঙ্ক ৬।৮।৪৪ এবং ঐ শকাঙ্ক (১৮০০) শকের ৪।৪৫।৩০, ১০ শকের ৫।৩৫।১ ও ১ শকের ১।১৫।৩২ একত্র যোগে ১১।৩৬।১৭ যোগ করিয়া ১৭।৪৫।১ পাইলাম ; ১৭ হইতে ৭ ত্যাগ করিয়া ৩ অঙ্ক অবশিষ্ট থাকায় মঙ্গলবার হইতেছে ; কিন্তু দ্বিতীয়াঙ্কে ৪২এর অধিক ৪৭এর অনধিক এরূপ সংখ্যা (৪৫) থাকায়, সুতরাং বিবেচনা করিতে হইবে, প্রথমাঙ্কে ১ যোগ হইবে কি না, জানিবার জন্য প্রশ্নের তারিখ কার্ত্তিকী-সংক্রান্তি অর্থাৎ ৩২এ আশ্বিনের দিনমান নিরূপণ করিলাম,—২৮ দণ্ড ৪৪ পল ; নিয়মানুসারে এই দিন-মানের অর্দ্ধেকের (১৪।২২) সহিত ৩০ দণ্ড যোগ করিয়া যোগফল পাইলাম ৪৪।২২ চুয়াল্লিশ দণ্ড বাইশ পল ; পূর্ব্বে বারের দণ্ড পল পাইয়াছি ৪৫।১ পঁয়তাল্লিশ দণ্ড ১ পল, সুতরাং বারের দণ্ড পল অধিক হইতেছে, অতএব দ্বিতীয়াঙ্ক ৪৫এর জন্য প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিতে হইল ; তাহা হইলেই পরদিন বুধবার কূট-সংক্রান্তি হইতেছে স্থিরীকৃত হইল।

বারগণনা

সূক্ষ্মমতে বার গণনা করিতে হইলে, সংক্রান্তি গণনার মত সমস্তই

করিতে হইবে, কেবল তারিখের সংখ্যা ধরিয়া শকাব্দ ও মাসাঙ্কের সহিত প্রথমে যোগ করিয়া লইতে হইবে, এইমাত্র প্রভেদ।

উদাহরণ।—১২৯৪ সালের ৫ই চৈত্র কি বার গিয়াছে?

পূর্ব্বমত ১২৯৪ সনে ১৮০৯ শক ধরিয়া তাহার শকাঙ্ক (১৮০০÷৯) ৯।৫।১৪ ও চৈত্রের মাসাঙ্ক ০।৬।২২ ও তারিখের অঙ্ক ৫, একত্র যোগসমষ্টি করিলাম—১৪।১১।৩৬; প্রথমাঙ্ক ১৪ হইতে ৭ পরিত্যাগ করিলে ০ শূন্য মাত্র অবশেষ রহিল, সুতরাং শূন্য সংখ্যায় শনিবার উত্তর স্থির হইল।

বিশেষ সতর্কতার সহিত ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয়াঙ্ক ৪৭ হইতে অধিক হইলে প্রথমাঙ্কে ১ যোগ করিতেই হইবে এবং আরও অধিক স্মরণ রাখিবার বিষয় এই যে, ৪২।৪৩।৪৪।৪৫।৪৬।৪৭ ইহার কোন সংখ্যা দ্বিতীয়াঙ্কে থাকিলেই প্রশ্ন তারিখের দিনমান গণিয়া লইয়া সংক্রান্তি-গণনার ন্যায় পরীক্ষাপূর্ব্বক ১ যোগ করিতে হইবে কি না, নিশ্চিত বুঝিয়া প্রশ্নের উত্তর করিবে।

তিথি, নক্ষত্র ও যোগ গণনা

তিথি ও নক্ষত্রের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই একরূপ প্রদত্ত হইয়াছে, এক্ষণে যোগের বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। যে সংখ্যায় যে যোগের প্রকাশ করিয়া থাকে, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল—

(১) বিষ্কুম্ভ, (২) প্রীতি, (৩) আয়ুষ্মান, (৪) সৌভাগ্য, (৫) শোভন, (৬) অতিগণ্ড, (৭) সুকর্ম্মা, (৮) ধৃতি, (৯) শূল, (১০) গণ্ড, (১১) বৃদ্ধি, (১২) ধ্রুব, (১৩) ব্যাঘাত, (১৪) হর্ষণ, (১৫) বজ্র, (১৬) অসৃক, (১৭) ব্যতীপাত, (১৮) বরীয়ান্, (১৯) পরিঘ, (২০) শিব, (২১) সিদ্ধ, (২২) সাধ্য, (২৩) শুভ, (২৪) শুক্র, (২৫) ব্রহ্ম, (২৬) ইন্দ্র ও (২৭) বৈধৃতি।

সূক্ষ্মরূপে যে কোন দিনের তিথি, নক্ষত্র ও যোগ নিরূপণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ার সাধন করিবে।

যে বৎসর যে মাস যে দিন প্রশ্নের তারিখ হইবে, তাহার বৎসরকে ইষ্টাব্দ, মাসকে ইষ্টমাস ও দিনকে ইষ্টদিন কহে।

সূক্ষ্মতিথি বলিলে তিথি, নক্ষত্র ও যোগ—এই তিনেরই বিষয় প্রকাশ করিবে।

সূক্ষ্ম তিথিগণনায় যে কোন অব্দের একখানি পঞ্জিকা অবলম্বন করিতে হয়। এই অব্দকে 'আশ্রিতাব্দ' কহে।

ইষ্টাব্দ ও আশ্রিতাব্দ এই উভয়ের অন্তরকে অব্দান্তর কহে এবং ইষ্টাব্দ হইতে আশ্রিতাব্দ পূর্ব্বের হইলে এই অব্দান্তরকে ধনাব্দান্ত ও পশ্চাতের হইলে এই অব্দান্তরকে ঋণাব্দান্তর কহা যায়।

১২৯২ সালের ৭ই আশ্বিনের সূক্ষ্মতিথির প্রয়োজন হইলে যদি ১২৮৫ সালের পঞ্জিকা অবলম্বনে গণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে ১২৯২ ইষ্টাব্দ, আশ্বিন ইষ্টমাস, ৭ই তারিখ ইষ্টদিন, উভয় সনের অন্তর ৭ সাত সংখ্যা 'ধনাব্দান্তর' এবং ১২৮৫ সন 'আশ্রিতাব্দ' হইবে।

সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদিবসের বার নিরূপণ করিবে। যে কোন অব্দের পঞ্জিকা একখানি অবলম্বন কর। উভয় অব্দ হইতে ধনাব্দান্তর কি ঋণাব্দান্তর হইল, তাহা দেখ। তিথিচক্রের মধ্যে এই অব্দান্তরের খণ্ডায় যে সংখ্যা আছে, তাহা ইষ্টদিনের সংখ্যাতে যোগ অথবা ইষ্টদিনের সংখ্যা হইতে উহা বিয়োগ, নিয়মমতে বিবেচনাপূর্ব্বক কর। যদি ধনাব্দান্তর হয় ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তবে এই 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্কে যোগ কর, আর যদি খণ্ডায় 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তাহা হইলে এই 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্ক হইতে বিয়োগ কর। আর যদি ঋণাব্দান্তর হয় ও তিথিচক্রে তাহার খণ্ডায় 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক থাকে, তবে এই 'ধ' চিহ্নিত অঙ্ক ইষ্টদিনের অঙ্ক হইতে বিয়োগ, আর 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক উহাতে যোগ কর। এই যোগ বা বিয়োগফলের যে সংখ্যা হইবে, ইষ্টমাসের সেই সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট তারিখ-আশ্রিত পঞ্জিকায় দেখ। যদি সেই মাসের দিনসংখ্যা হইতে যোগফলের সংখ্যা অধিক হয়, তবে পরবর্ত্তী মাসের যে তারিখে গিয়া পড়িল, সে তারিখ দেখ, আর যদি 'ধ' বা 'ঋ' চিহ্নিত অঙ্ক অপেক্ষা তারিখের সংখ্যা অল্প হয়, তবে বিয়োগ করিবার সময় ঐ তারিখের সহিত পূর্ব্বমাসের দিনসংখ্যা যে তারিখ হয়, তাহাই দেখ। আশ্রিত পঞ্জিকার এই নির্দ্দিষ্ট তারিখে যে তিথিবারাঙ্ক আছে অর্থাৎ যে বার ও তিথির পরিমাণ যত দণ্ড, যত পল, তাহা গ্রহণ কর। পরে পশ্চাৎ-প্রদর্শিত তিথিচক্রের মধ্যে ঐ অব্দান্তরের খণ্ডায় যে তিথিবারাঙ্ক (প্রথমাঙ্ক তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক বার, তৃতীয়াঙ্ক ও চতুর্থাঙ্ক তিথির দণ্ডপল) আছে, তাহা গ্রহণ কর। ধনাব্দান্তরস্থলে এই উভয় তিথিবারাঙ্কের যোগফল ও ঋণাব্দান্তর স্থলে ইহাদের বিয়োগফল

গ্রহণ কর।* এই যোগ বা বিয়োগফল যাহা হইল, তাহার প্রথমাঙ্ক তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক বার ও তিথি এবং চতুর্থাঙ্ক তিথির দণ্ড ও পল হইবে।

নক্ষত্রগণনার সময় আশ্রিত পঞ্জিকা হইতে তিথিবারাঙ্ক না লইয়া নক্ষত্রবারাঙ্ক প্রথমে নক্ষত্র, দ্বিতীয়ে বার, তৃতীয়ে ও চতুর্থে নক্ষত্রের দণ্ড-পল হইবে। তিথিচক্রের খণ্ডা হইতেও তিথিবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে বারাঙ্ক গ্রহণ করিবে।

যোগগণনার সময়েও ঐরূপ আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্র, এই উভয় হইতে তিথিবারাঙ্ক ও নক্ষত্রবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে যোগবারাঙ্ক লইতে হইবে।

সূক্ষ্মতিথিগণনার তিন স্থানে এই তিন বারাঙ্ক রাখিয়া একবারে তিথি, নক্ষত্র ও যোগের গণনা করা গিয়া থাকে।

সূক্ষ্মতিথিগণনার প্রথমে যে ইষ্টদিনের বারগণনা করা হইয়াছিল, সেই বারের সহিত উত্তরের বারের যদি ঐক্য হয়, তবেই জানিবে যে, গণনা নির্ভুল হইয়াছে; নতুবা উত্তরের বারে যত সংখ্যা যোগ বা বিয়োগ করিলে প্রথমকার বারের সহিত মিলে, আশ্রিত পঞ্জিকার গৃহীত তারিখের ততসংখ্যক পূর্ব্বের বা পশ্চাতের তারিখ লইয়া পুনরায় গণনা করিলে অভ্রান্ত উত্তর পাইবে। তিথি, নক্ষত্র বা যোগ এই তিনের যেটিতে ভুল হইবে, সেইটির পুনর্গণনা করিবে।

তিথি-চক্র

অব্দান্তরাঙ্ক	দিনান্তরাঙ্ক	তিথি বারাঙ্ক	নক্ষত্র বারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
১	ধ ৭	৪।১।২৮।১৬	৩।১।১৩।৩	৩।১।৪২।৪৭
২	ধ ১৪	৮।২।৩৬।১২	৫।২।২৬।৬	৫।২।২৮।২৫

* যোগফলের প্রথমাঙ্ক, তিথিগণনার সময় ৩০এর অধিক হইলে ৩০ আর নক্ষত্র বা যোগগণনার সময় ২৭এর অধিক হইলে ২৭ বাদ দিবে। বিয়োগ করিবার সময় উপরের রাশির প্রথমাঙ্ক নীচের রাশির প্রথমাঙ্ক অপেক্ষা লঘু হইলে তিথিগণনার সময় ৩০ ও নক্ষত্রগণনার সময় ২৭ যোগ করিয়া পরে আরম্ভ করিবে।

তিথি-চক্র

অব্দাঙ্ক		দিনাঙ্ক	তিথিধ্রুবাঙ্ক	নক্ষত্রধ্রুবাঙ্ক	যোগধ্রুবাঙ্ক
৩	ঋ	৭	১০।৩।২৮।৩১	৯।২৫।৮।২৮	১০।৩।২৯।৪
৪	ঋ	০	১৪।৪।৩৬।৪৭	১২।৪।১১।৩৩	১২।৪।১৫।২
৫	ধ	৮	১৮।৬।৫।৩	১৫।৫।২৪।৩৩	১৫।৫।৫৭।২৯
৬	ঋ	১৩	১৯।৫।৫৭।৫৮	১৮।৫।৫৬।৫৪	৩৯।৬।১।১৮
৭	ঋ	৬	২৩।০।১৬।১৪	২১।০।৯।৫৭	২২।০।৪৪।৫
৮	ধ	২	২৭।১।৩৪।৩০	২৪।১।২৩।০	২৪।১।৩০।৩
৯	ধ	৯	১।২।৫২।৪৬	০।২।৩৬।৩	০।৩।১২।৩০
১০	ঋ	১২	৩।৩।৪৪।৪৫	৪।৪।৯।২৭	৪।৩।১৬।৩৯
১১	ঋ	৫	৭।৫।৩।১	৭।৫।২২।১০	৭।৪।৫৯।৬
১২	ধ	২	১১।৬।২১।১৭	১০।৬।৩৫।১২	১০।৬।৪২।৩৩
১৩	ধ	৯	১৫।০।৩৯।৩৩	১৩।০।৪৮।১৬	১২।০।২৭।২২
১৪	ঋ	১২	১৭।১।৩১।৩২	১৬।১।২০।৩৭	১৭।১।২৮।১০
১৫	ঋ	৫	২১।২।৪৯।৪৮	১৯।২।৩৩।৪০	১৯।২।১৪।৯
১৬	ধ	৩	২৪।৩।৯।১	২২।৩।৪৬।৪৩	২২।৩।৫৬।৩৫
১৭	ধ	১০	২৮।৪।২৭।১৭	২৫।৪।৫৯।৪৬	২৪।৪।৪২।৩৩
১৮	ঋ	১১	০।৫।১৯।১৬	১।৫।৩২।৮	২।৫।৪৩।৪২
১৯	ঋ	৪	৪।৬।৩৭।২৩	৪।৬।৪৫।১০	৪।৯।২৯।৯
২০	ধ	৩	৮।০।৫৫।৪৮	৭।০।৫৮।১৪	৭।১।১১।২৩
২১	ধ	১০	১২।২।১৪।১৪	১০।২।১১।১৭	৯।১।৫৭।৩৪
২২	ঋ	১০	১৪।৩।৬।২	১৩।২।১৩।৩৮	১৪।৩।৩৮।১৩
২৩	ঋ	৪	১৮।৪।২৪।১৮	১৬।৩।৫৬।৪১	১৬।২।৪৪।১১
২৪	ধ	৪	২২।৫।৪২।৩৪	১৯।৫।৯।৪৪	১৯।৫।২৬।২৭
২৫	ধ	১১	২৬।০।০।৫০	২২।৬।২২।৪৭	২১।৬।১২।৩৬
২৬	ঋ	১০	২৭।৬।৫৩।৫৬	২৫।৬।৫৫।৯	২৬।০।১৩।১৪
২৭	ঋ	৩	১।১।১২	১।১।২৮।১২।২	২।১।৫৫।৪২
২৮	ধ	৫	৫।২।৩০।১৮	৪।২।২১।১৫	৪।২।৪১।৪০

তিথি-চক্র

অব্দাঙ্ক	দিনাঙ্ক		তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
২৯	ধ	১২	৫।৩।৫৮।৩৪	৭।৩।৩৪।১৮	৭।৪।২৪।৭
৩০	ঋ	৯	১১।৪।৪৫।৩৬	১১।৫।৭।২০	১১।৪।২৮।১৬
৩১	ঋ	২	১৫।৫।৫৮।৪৯	৩৪।৬।২০।২৩	১৩।৪।১৪।১৪
৩২	ধ	৫	১৯।০।১৭।৫	১৭।০।৩৩।২৬	১৬।৬।৫৬।৪১
৩৩	ধ	১২	২৩।১।৩৫।২১	২০।৫।৪৬।২৯	১৯।১।২৯।৩৮
৩৪	ঋ	৮	১৫।২।২৭।১৯	২৩।২।২৮।৫৯	২৩।১।৪৩।১৭
৩৫	ঋ	১	২৯।৩।৪৫।৩৫	২৬।৩।৩১।৫৩	২৬।৩।২৫।৪৪
৩৬	ধ	৬	২।৪।৪।৪৮	২।৪।৪৪।৫৬	১।৪।১২।৪২
৩৭	ধ	১৩	৬।৫।২৩।৪	১০।৫।৫৮।০	৪।৫।৫৪
৩৮	ঋ	৮	৮।৬।১৫।৩	৮।৬।০।২২	৯।৬।১৪।৪৮
৩৯	ঋ	১	১২।০।৩৩।১৯	১১।০।৪৩।২৫	১১।০।৪০।৪৬
৪০	ধ	৭	১৬।২।৫১।৩৫	১৪।১।৫৬।২৮	১৪।১।২৪।১২
৪১	ধ	১৪	২০।৩।৯।৫২	১৭।৩।৯।৩১	১৭।৪।৫।৪০
৪২	ঋ	৭	২২।৪।২।৫০	১০।৩।৪১।৫৩	২১।৪।৯।৪৯
৪৩	ঋ	০	২৬।৫।২০।৬	২৩।৪।৫৪।৫৬	১৩।৫।৫।৫৭
৪৪	ধ	৭	০।৬।৩৮।২৩	২৬।৬।৮।০	২৭।৬।৩৬।১৪
৪৫	ধ	১৪	৪।০।৫৬।৩৮	২।০।২১।০	১।০।২৪।১২
৪৬	ঋ	৭	৫।০।৫৩।২২	৫।০।৮।৩।২৩	৬।১।২৪।৫১
৪৭	ধ	১	৯।২।৩৯।২৪	৮।২।১০।৪১	৮।২।১০।৪১
৪৮	ধ	৮	১৩।৩।২৬।৬	১১।৩।৯।২৮	১১।৩।২৫।১৫
৪৯	ঋ	১৩	১৫।৪।১৮।১	১৫।৪।৫২।৩০	১৫।৩।৫৭।২৪
৫০	ঋ	৬	১৯।৫।৩৬।১৭	১৮।৬।৫।৩৪	১৮।৫।২৯।৫১
৫১	ধ	১	২৩।৬।৫৫।৩৩	২১।০।১।৩৭	২০।৬।২৫।৫০
৫২	ধ	৮	২৭।১।১৩।১২	২৪।১।১৩।৪০	২।৩।১০।১৬
৫৩	ঋ	১২	২৯।২।৪।৫১	০।২।৪।১	০।১।১।২৫
৫৪	ঋ	৬	৩।৩।২২।৭	৩।১।১৭।৪	৩।২।৩৫।৫২

তিথি-চক্র

অব্দাঙ্ক		দিনাঙ্কবার	তিথিবার	নক্ষত্রবার	যোগবার
৫৫	ধ	২	৬।৪।৪১।২৩	৬।৩।৩০।৭	৬।১০।৮।১৯
৫৬	ধ	৯	১১।৪।৪৯।৩৯	৯।৫।৪৩।১০	৮।৬।২৩।১৭
৫৭	ঋ	১১	১২।৫।৫২।৩৪	১২।৬।১৫।৩২	১৩।৬।২৩।৫৬
৫৮	ঋ	৪	১৬।০।১০।৫০	১৫।০।২৮।৩৫	১৫।০।৯।৫৪
৫৯	ধ	৩	২০।১।২৯।৬	১৮।১।৪১।৩৫	১৮।১।৫২।২১
৬০	ধ	১০	২৪।২।৪৭।২২	২১।২।৫৪।৪১	২০।২।৩১
৬১	ঋ	১১	২৬।৩।৩৯।২১	২৪।৩।২৭।২	২৫।৩।৩৮।৫৮
৬২	ঋ	৪	০।৪।৫৭।৩৭	০।৪।৪০।৫	০।৪।২৪।৫৬
৬৩	ধ	৩	৪।৬।১৫।৫৩	৩।৫।৫৩।৮	৩।৬।৭।২৩
৬৪	ধ	১০	৮।০।৩৪।৯	৬।০।৫।১১	৫।৬।৫৩।২১
৬৫	ঋ	১১	১০।১।২৬।৮	৯।০।৩৮।৩৩	১০।০।৫৪।০
৬৬	ঋ	৪	১৪।২।৪৪।২৪	১২।১।৫১।১৪	১২।১।৪।০
৬৭	ধ	৪	১৭।৩।৩।৩৭	১৫।৩।৪।৩৮	১৫।৩।২৯।২৫
৬৮	ধ	১১	২১।৪।২১।৫৩	১৮।৪।১৭।৪০	১৭।৪।৮।২৩
৬৯	ঋ	১০	২৩।৫।১৩।৫২	২২।৫।৫০।৪৪	২২।৫।৯।২
৭০	ঋ	৩	২৭।৬।৩।২৮	২৫।০।৩৪।৭	২৫।৬।৫১।২৯
৭১	ধ	৪	১।০।৫০।২৪	১।১।১৬।৫০	০।০।৩৭।২৮
৭২	ধ	১১	৫।২।৮।৪০	৪।২।২৯।৫৩	৩।২।১৯।৫৪
৭৩	ঋ	১০	৭।৩।০।৩৯	৭।৩।২।১৫	৮।৩।২০।৩৩
৭৪	ঋ	৩	১১।৪।১৮।৫৫	১০।৪।১৫।১৮	১০।৪।৬।৩১
৭৫	ধ	৭	১৫।৫।৩৮।১১	১৩।৫।২৮।১৮	১৩।৫।৪৮।৫৮
৭৬	ধ	১২	১৯।৬।৫৫।২৭	১৬।৬।৪১।২৪	১৬।০।৩১।২৫
৭৭	ঋ	৮	২০।৬।৪৮।২২	১৯।০।১৩।৪৫	২০।০।১৫।৩৪
৭৮	ঋ	২	২৪।১।৬।৩৮	২২।১।২৬।৫৮	২২।১।১৮।৩২
৭৯	ধ	৩	২৫।২।১৪।৪৫	২৪।২।৩৯।৫১	২৫।৩।১।১০
৮০	ধ	১৩	২।৩।৪৩।১০	১।৩৫।২।৫৪	১।৪।৪৯।২৭

তিথি-চক্র

চক্রাঙ্ক		দিনাঙ্ক	তিথিবারাঙ্ক	নক্ষত্রবারাঙ্ক	যোগবারাঙ্ক
৮১	ধা	৮	৪|৪|১৩|৫|১০	৪|৫|২৫|১৬	৩|৩|৫৪|৫
৮২	ধা	১	৮|৫|৫৩|১৬	৭|৫|৩৮|১৯	৮|৬|১৫|১৫
৮৩	ধ	৬	১২|৩|১১|৪২	১৭|৬|১১|২৯	৩|৩|২২|১৫
৮৪	ধ	১৩	১৬|১|২৯|৫৮	১৪|১|৪|২৫	১৩|২৪|৫৭
৮৫	ধা	৮	১৮|২|৩৯|৫৭	১৬|১|৩৬|৪৭	১৭|২|১|৩৬
৮৬	ধা	১	২৩|৩|৪৫|১৩	১৯|২|৪৯|৫৩	৩|৩|৫২|৩৩
৮৭	ধ	৭	২৫|২|৫৯|২৬	২২|৪|২|৫৩	৪|৩৪|৩৩
৮৮	ধ	১৪	২৯|৫|২৭|৪২	২৫|৫|১৫|৫৬	২৫|৬|১৯|৫৬
৮৯	ধা	৭	১|৬|৯|৪৩	২|৬|৪৯|০	৬|৩|৩৩|৩৭
৯০	ধ	০	৫|০|৭|১৮	৫|১|২|৩	৫|১|৬|৪৮
৯১	ধ	৭	৯|১|৪৬|১৩	৮|২|১৫|৬	৮|২|৪৯|২
৯২	ধা	১৪	১২|২|২৮|১৭	১১|২|৪৭|৪৮	১০|৩৩|৫৩
৯৩	ধা	৬	১৫|৩|৫৬|২৮	১৪|৪|০|৩১	১৫|৪|৩|৩৮
৯৪	ধ	১	১৯|৪|১৪|৪৪	১৭|৫|১৩|৪৪	১৭|৫|১৮|৩৬
৯৫	ধ	৮	২৩|৬|৩৩|০	২০|৬|২৬|৩৭	২০|০|১|৩৯
৯৬	ধা	১৩	২৫|০|২৫|০	২৩|৬|৫৯|০	২৪|০|৫|১২
৯৭	ধা	৬	২৯|১|৪৩|২৬	২৬|১|১২|২	১|৪|৭|৩৯
৯৮	ধ	১	২|২|২|২৯	১|২|২৫|৫	৩|৩|৩৬|৬
৯৯	ধ	৩	৬|৩|২০|৪৫	৫|৩|৩৮|৮	৪|৫|১৬|৪
১০০	ধা	১৩	৮|৪|১২|৪৪	৮|৫|১০|৩০	১০|৫|১৬|৪৩

উদাহরণ। ১২১৬ সালের ২৫ এ আষাঢ় কি তিথি ?

এখানে ১২১৬ ইষ্টাব্দ, আষাঢ় ইষ্টমাস ও ২৫এ ইষ্টতারিখ; যে পঞ্জিকা অবলম্বন করিয়া গণনায় প্রবৃত্ত হইলাম, তাহা ১২১৪ সনের; সুতরাং ১২১৪ আশ্রিতাব্দ। আশ্রিতাব্দ ও ইষ্টাব্দের অন্তরফল অব্দান্তর ২ এবং ইষ্টাব্দ হইতে আশ্রিতাব্দ পূর্ব্বকালের হওয়ায় ইহা ধনাব্দান্তর হইল।

এক্ষণে প্রথমে প্রশ্নের তারিখের বার গণনা দ্বারা উহা খোঁজবার আবশ্যক

হইয়া পরে গণনা আরম্ভ করিলাম ; তিথি-চক্রের মধ্যে অব্দান্তর ২এর খণ্ডায় দিনান্তর ১৪ সংখ্যা লইলাম এবং ইহা 'খ' চিহ্নিত থাকাতে, ইষ্ট তারিখ ২৫এর সহিত যোগ করিলাম, যোগফল ৩৯ হইল। আশ্রিতাব্দের আষাঢ় মাসের দিনসংখ্যা ৩২, সুতরাং (৩৯—৩২=৭) আষাঢ়ের দিনসংখ্যা অতিক্রম করিয়া ৭ দিন অধিক হওয়াতে ৭ই শ্রাবণ তারিখ হইল ; অতএব আশ্রিত পঞ্জিকায় ইহা শ্রাবণের তিথিবারাঙ্ক। প্রথমে তিথির অঙ্ক, তৎপরে বারের অঙ্ক, তৎপরে দণ্ড ও পলের অঙ্ক (২।৬।৪৫।৪৯) গ্রহণ করিয়া এক স্থানে রাখিলাম। পরে '২' এই অব্দান্তরের খণ্ডায় তিথিবারাঙ্ক (৮।২।৩৬।৩২) গ্রহণ করিলাম ; অব্দান্তর, ধনাব্দান্তর বলিয়া এই উভয় তিথিবারাঙ্ক একত্রে যোগ করিলাম, যোগফল হইল ১০।৯।২২।২১, ইহার প্রথমাঙ্ক ১০ সংখ্যায় শুক্ল-দশমী তিথি, দ্বিতীয়াঙ্ক হইতে ৭ বাদ দিয়া অবশিষ্ট '২' সংখ্যায় সোমবার ও শেষের ২২ ও ২১ সংখ্যায় ঐ দশমী তিথির স্থিতি-দণ্ডপল অবগত হইলাম, অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় সোমবার শুক্ল-দশমী তিথি ২১ দণ্ড ১১ পল পর্য্যন্ত ছিল, ইহা গণনা দ্বারা স্থিরীকৃত হইল।

পুনশ্চ, পূর্ব্বে গণনায় সোমবার পাইয়াছিলাম, এক্ষণে '২' সংখ্যায়ও সোমবার হইল ; সুতরাং উভয় বারের ঐক্য হওয়ায় গণনা যে অভ্রান্ত হইয়াছে, তাহাও নিশ্চয়।

২য় উদাহরণ—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় (উপরের তারিখ) কি নক্ষত্র কতক্ষণ ছিল ?

এখানে পূর্ব্বের উদাহরণে প্রদর্শিত তিথিগণনার সমস্ত প্রক্রিয়া করিয়া, কেবল আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্রের বার হইতে তিথিবারাঙ্কের পরিবর্ত্তে নক্ষত্রবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া যোগ করিলাম, সমষ্টি ১৫।৯।৭।৯ ; এক্ষণে ইহার মধ্যের বারাঙ্ক ৯ হইতে পূর্ব্ববৎ ৭ বাদ দিয়া সোমবার হইল ; সুতরাং গণনা ঠিক হইয়াছে জানা গেল ; অতএব প্রশ্নের তারিখে অর্থাৎ ২৫এ আষাঢ় দিনে ১৫ সংখ্যায় স্বাতীনক্ষত্র ৭ দণ্ড ৯ পল পর্য্যন্ত ছিল, পরে পরবর্ত্তী বিশাখানক্ষত্র পড়িয়াছে জানিলাম।

৩য় উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় (ঐ তারিখে) কি যোগ হইয়াছিল ? পূর্ব্ববৎ প্রক্রিয়ার তিথি ও নক্ষত্র বারাঙ্কের পরিবর্ত্তে আশ্রিত পঞ্জিকা ও তিথিচক্র হইতে যোগবারাঙ্ক গ্রহণ করিয়া একত্র করিলাম, যোগফল হইল ২১।৮।৫৪।৩৯, ইহার উত্তরে রাশি হইবে, কিন্তু ইহার দ্বিতীয়াঙ্ক বারের সংখ্যা হওয়াতে রবিবার হইতেছে জানিলাম,

আর পূর্ব্বের গণনায় ইষ্টতারিখ সোমবার জানিয়াছি, অতএব বারাঙ্কের অনৈক্য হওয়াতে উত্তরটি ঠিক হয় নাই। রবিবারে ১ যোগ করিলেই সোমবার মিলিয়া যায়, অতএব আশ্রিত পঞ্জিকার ৮ই শ্রাবণ তারিখে ১ যোগ করিয়া তাহার পরবর্ত্তী ৮ই শ্রাবণের যোগবারাঙ্ক লইয়া পুনরায় গণনা করিলাম, এবার যোগফল হইল ২২।১।৪৮।৭।২২ ; এই যোগের নাম সাধ্য ; অতএব উক্ত তারিখে অর্থাৎ ১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় সোমবার সাধ্যযোগ ২৮ দণ্ড ৮ পল পর্য্যন্ত ছিল, অবধারিত হইল ।

তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও বার এই চারি বিষয়ের নিরূপণপ্রণালী বিবৃত হইল ; এক্ষণে করণ গণনার পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে। করণ যথা,—

(১) বব, (২) বালব, (৩) কৌলব, (৪) তৈতিল, (৫) গর, (৬) বণিজ, (৭) বিষ্টি, (৮) শকুনি, (৯) চতুষ্পাদ্, (১০) নাগ, (১১) কিস্তুঘ্ন। যোগ ও করণজনিত শুভাশুভবিচার কোষ্ঠীপ্রকরণ ও 'শুভদিন' অধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

করণগণনা করিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে,—

প্রথমে ইষ্টদিবস ও তৎপূর্ব্বদিবসের তিথি নিরূপণ কর। '৬০' দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল যোগ করিয়া তৎপূর্ব্বদিবসের তিথির দণ্ডপল ঐ সমষ্টি হইতে বিয়োগ কর, ইহাই তিথির মান। তিথির মানকে ২ ভাগ করিলে পূর্ব্বার্দ্ধ মান হইবে। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, এই পূর্ব্বার্দ্ধ মান অপেক্ষা ইষ্টদিবসের তিথির দণ্ডপল ন্যূন কি অধিক। যদি অধিক হয়, তবে তিথির সংখ্যাকে অধিক করিয়া তাহা হইতে '২' আর যদি ন্যূন হয়, তবে '৯' বিয়োগ কর এই যোগ বা বিয়োগফলকে ৮ দিয়া হরণ করিলেই করণ উৎপন্ন হইবে অর্থাৎ ভাগশেষ ১ থাকিলে বব, ২ থাকিলে বালব, ৩ থাকিলে কৌলব, ৪ থাকিলে তৈতিল, ৫ থাকিলে গর, ৬ থাকিলে বণিজ ও ৭ বা ৮ থাকিলে বিষ্টিকরণ হয়। কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে ১এ শকুনি, অমাবস্যা তিথিতে ২এ চতুষ্পাদ ও ৩এ নাগ এবং শুক্ল-প্রতিপদ তিথিতে ০ শূন্য থাকিলে তাহা কিস্তুঘ্ন করণ বলিয়া অভিহিত হয়।

দ্বিগুণিত তিথিসংখ্যা হইতে যদি ১ বিয়োগ করিয়া থাক, তাহা হইলে করণের দণ্ডপল ঐ তিথির দণ্ডপলের সমান হইবে, আর যদি ২ বিয়োগ করিয়া থাক, তবে তিথির দণ্ডপল হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ মান বিয়োগ কর, অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহাই করণের দণ্ডপল হইবে।

শেষোক্ত স্থানে অর্থাৎ যথায় পূর্ব্বার্দ্ধ মান নিযুক্ত করিয়া করণের

দণ্ডপল নিরূপিত হয়, তথায় উক্ত করণের পরবর্ত্তী করণের সঞ্চার ঐ ইষ্টদিবসের মধ্যেই হইবে এবং তাহার পরিমাণ ঐ তিথির পরিমাণের সমান হইবে।

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ২৫এ আষাঢ় তারিখে কোন্ করণ হইয়াছিল?

এখানে সর্ব্বাগ্রে ইষ্টদিবসের ও তৎপূর্ব্বদিবসের তিথি নিরূপণ করিয়া লইলাম; ইষ্টদিবসের তিথি শুক্ল-দশমী ২৪ দণ্ড ১ পল, আর তৎপূর্ব্বদিবসে নবমী ২৮ দণ্ড ৪১ পল। ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল '২৪'। ১এর সহিত '৬' দণ্ড যোগ করিলাম—৮৪।১ হইল। পূর্ব্বদিনের তিথির ২৮।৪১ উহা হইতে বিয়োগ করায়, বিয়োগফল ৫৫।২০ হইল। ইহাই তিথির মান, ইহাকে '২' দিয়া ভাগ করিয়া ২৭।৪০ হইল; ইহা তিথির পূর্ব্বার্দ্ধ মান। পরে এই পূর্ব্বার্দ্ধ মান হইতে ইষ্টদিনের দণ্ডপল ন্যূন হওয়াতে তিথিসংখ্যা, '১০কে' দ্বিগুণ করিয়া যে '২০' গুণফল হইল, তাহা হইতে '১' বিয়োগ করিলাম, '১৯' থাকিল। ইহাকে ৭ দিয়া হরণ করিলাম, তাহাতে '৫' অবশিষ্ট থাকায় '৫' সংখ্যায় গরকরণ উত্তর হইল; আর ঐ গরকরণের দণ্ডপল তিথির সমান ছিল, ইহাও অবধারিত হইল।

১ম উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ৮ই কার্ত্তিক কোন্ করণ কতক্ষণ ছিল?

ইষ্টদিনের তিথি অমাবস্যা ৩৬।৩০ দণ্ড এবং পূর্ব্বদিনের তিথি চতুর্দ্দশী ৩৮।৫৫ উহা পূর্ব্ববৎ প্রথমেই গণনা করিয়া লইলাম। ৬০ দণ্ডের সহিত ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮।৫৫ যোগ করিলাম, ৯৬।৩০ হইল। পূর্ব্বদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৮।৫৫ উহা হইতে বিয়োগ করিলাম, তিথির মান ৫৭।৩৫ হইল; ইহাকে দুই দিয়া ভাগ করিলাম, ২৮।৩৩ পূর্ব্বার্দ্ধ মান হইল। ইষ্টদিনের তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ এই পূর্ব্বার্দ্ধ মান ২৮।৩৯ হইতে অধিক হইতেছে, অতএব ইষ্টদিনের তিথির সংখ্যা অমাবস্যার সংখ্যা '০' ও '৩০'কে দ্বিগুণ করিয়া যে ৬০ হইল, তাহা হইতে ২ বিয়োগ করিলাম, ৫৮ অবশেষ থাকে, ইহাকে ৭ দ্বারা হরণ করিয়া ভাগশেষের ২ সংখ্যায় বালবকরণ উত্তর হয়, কিন্তু অমাবস্যা তিথিতে এই '২' থাকিতেছে বলিয়া উহা প্রক্রিয়ার সূত্রানুসারে চতুষ্পাদকরণ বলিয়া পরিগণিত করিলাম, সুতরাং ইষ্টতারিখের চতুষ্পাদকরণ স্থিরীকৃত হইল; আর এই করণের দণ্ডপল জানিবার জন্য তিথির দণ্ডপল ৩৬।৩০ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধ মান ২৮।৩৩ বিযুক্ত করিলাম। বিয়োগফল ৮।৫৭ আট দণ্ড সাতান্ন পল ঐ করণের দণ্ডপল

হইল, পরে কিস্তুঘ্নকরণ পড়িবে ও তাহার দণ্ডপল তিথির দণ্ডপলের সমান হইবে, ইহাও গণনায় অবগত হওয়া গেল।

ত্র্যহস্পর্শ-গণনা

যেদিন অহোরাত্র ৬০ দণ্ডের মধ্যে ক্রমান্বয়ে তিন তিথির সঞ্চার হয়, সেই দিনকে "ত্র্যহস্পর্শ" কহে। "ত্র্যহস্পর্শ" গণনায় নিম্নমত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

যে দিবসের ত্র্যহস্পর্শ গণনা করিতে হইবে, সূক্ষ্মতিথি-গণনা দ্বারা প্রথমে অবগত হও, সেদিনের তিথি, নক্ষত্র ও যোগের দণ্ডমান, ৪এর সমান কি তদপেক্ষা অল্প কি না। যদি তাহা হয়, অর্থাৎ উহাদের দণ্ডমান ৪এর অধিক না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, সেইদিন "ত্র্যহস্পর্শ" হইবার সম্ভাবনা আছে। নিশ্চয় জানিবার জন্য আশ্রিত পঞ্জিকায় যে তারিখ ধরিয়া গণনা হইতেছিল, তাহার পরের তারিখ ধরিয়া অন্য বার গণিয়া দেখ, যদি উভয় গণনায় বারের সংখ্যা একরূপ হয়, তবে উক্ত তারিখে নিশ্চয় "ত্র্যহস্পর্শ হইবে জানিবে।

রাশিগণনা

যে কোন ব্যক্তির কি রাশি, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র কি, তাহা নক্ষত্রগণনামতে গণনা করিয়া লও। পরে ঐ নক্ষত্রসংখ্যাকে ৪ দিয়া পূরণ করিয়া পূরণফলকে '৯' দিয়া হরণ কর। এই হরণফলের সংখ্যাই রাশির সংখ্যা হইবে। যদি হরণের সময় ভাগশেষ ৩এর অধিক থাকে, তবে ভাগফলে অতিরিক্ত '১' যোগ কর। যদি ১, ২ বা ৩ ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে নক্ষত্রের ১, ২ বা ৩ পাদ থাকিতে পরবর্ত্তী রাশির সঞ্চার জানিবে। যেমন কোন ব্যক্তির রাশিগণনায় প্রথমে তাহার জন্মনক্ষত্র গণনা দ্বারা রেবতী উঠিল, রেবতীর সংখ্যা '২৭'। নিয়মানুযায়ী '২৭'কে ৪ দ্বারা পূরিয়া '১০৮' হইল; ১০৮কে ৯ দ্বারা হরণ করিলাম, '১২' ভাগফল হইয়া মিলিয়া গেল, অবশিষ্ট কিছুই রহিল না, সুতরাং '১২' সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির মীন রাশি স্থিরীকৃত হইল।

২য় উদাহরণ।—কাহারও রাশি গণনা করিতে প্রথমে নক্ষত্রগণনা দ্বারা পুষ্যা নক্ষত্র পাইলাম; তাহার কি রাশি হইবে?

পুষ্যা নক্ষত্রের সংখ্যা '৮'; '৮'কে '৪' দিয়া পূরিয়া '৩২' হইল, ৩২কে '৯' দিয়া হরিয়া ভাগফল '৩' এবং ভাগশেষ '৫' থাকিতেছে; সুতরাং '৫' সংখ্যা '৩'এর অধিক হওয়াতে ভাগফলে '৩'এর অতিরিক্ত '১' যোগ করিলাম, ৪ হইল; অতএব এই ৪ সংখ্যায় ঐ ব্যক্তির কর্কট রাশি নির্দ্ধারিত হইল।

৩য় উদাহরণ।—যাহার চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম, তাহার রাশি কি হইবে?

চিত্রার সংখ্যা '১৪', '১৪'কে ৪ গুণ করিয়া ৫৬ হয়, ৫৬কে ৯ দিয়া ভাগ দিলে ৬ ভাগফল হইয়া ২ অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং চিত্রার অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ৬ সংখ্যায় কন্যা রাশি ও পরের অর্দ্ধেক অর্থাৎ ২ পল থাকিতে ৭ সংখ্যায় তুলা রাশি হইবে।

গ্রহসঞ্চার-গণনা।

(রবি)

গ্রহগণ অনবরত পূর্ব্বাভিমুখে রাশিচক্রে পরিভ্রমণ করিতেছে, ইহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহেরই পরিভ্রমণের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র 'পথ' বা 'কক্ষা' আছে। প্রত্যেক পথ বা কক্ষা রাশিচক্রের অনুরূপ ২৭ নক্ষত্র ও ১২ রাশিতে বিভক্ত। কখন্ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশিতে কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করে, গ্রহসঞ্চারগণনা দ্বারা তাহা পরিজ্ঞাত হইয়া মানবের সাধারণ শুভাশুভ ফল নির্ণয় করা গিয়া থাকে, সুতরাং কোন্ দিনে কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে বা রাশিতে অবস্থান করে, তাহার নির্ণয়-জন্য পরিশিষ্টে রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহগণের সঞ্চারের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে রবি ও চন্দ্রের সঞ্চার গণনা কিরূপে করিতে হয়, তাহা প্রদর্শিত হইল। রবিসঞ্চার গণনা করিতে হইলে, সাধারণতঃ যে মাসের যত তারিখ, সেই মাসাধিষ্ঠিত রাশির প্রায় তত অংশে রবির অবস্থিতি ধরা হয়। রাশির অংশ নির্দ্দিষ্ট হইলে তথায় নক্ষত্রেরও নির্ণয় সহজে হইয়া থাকে; কিন্তু নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দ্বারা একবারেই সূক্ষ্মরূপে উহার নির্ণয় হইতে পারে। নিয়ম যথা—

যে মাসের যে তারিখের রবিসঞ্চার গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ হইতে সেই মাস পর্য্যন্ত যে কয়েক মাস গত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা গ্রহণ কর। এই মাসসংখ্যাকে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলে তারিখের সংখ্যা যোগ কর, এই যোগফলকে ৩ দিয়া পূরিয়া ৪৫ দিয়া হরণ কর। যদি ভাগশেষ থাকে, তবে ভাগফলে

অতিরিক্ত ১ যোগ কর। এরূপে যে অঙ্ক লব্ধ হইবে, সেই অঙ্কের নক্ষত্রে উক্ত তারিখে রবির সঞ্চার জানিবে।

পুনশ্চ, যদি গুরুরাশি ভাগশেষ থাকে অর্থাৎ ৩৬, ৩৭, ৩৮ বা ৩৯ থাকে, তাহা হইলে উক্ত দিবসেই কতক্ষণ পরে পরবর্ত্তী নক্ষত্রে রবির সঞ্চার হইবে, আর যদি লঘু রাশি অর্থাৎ ১, ২, ৩ বা ৫ থাকে, তাহা হইলে কতক্ষণ পরে রবি নির্ণীত ঐ নক্ষত্রে আগমন করিবেন, মনে রাখিবে।

উদাহরণ।—২৫এ ফাল্গুন রবি কোন্ নক্ষত্রে অবস্থান করেন? এখানে মাসসংখ্যা ১১কে ৩০ দিয়া পূরণ করিলাম,—৩৩০ হইল। এই গুণফলে তারিখের সংখ্যা ২৫ যোগ করিয়া ৩৫৫ পাইলাম। ইহাকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ১,০৬৫ হইল। এই গুণফলকে ৪০ দিয়া হরণ করিলাম, ২৬ ভাগফল হইয়া ২৫ অবশেষ থাকিল। অতিরিক্ত ১ লইয়া ভাগফলের সংখ্যা ২৬এর সহিত যোগ করিলাম, ২৭ হইল, অতএব উক্ত তারিখে রবি ঐ ২৭ সংখ্যক রেবতী নক্ষত্রে অবস্থিত আছে, গণনায় নিশ্চিত হইল।

(চন্দ্র)

চন্দ্রের সঞ্চার গণনা করিতে হইলে, যে মাসের যে তারিখের তিথি গণনা করিতে হইবে, সেই তারিখের তিথি অনুসারে নক্ষত্র নিরূপণ কর (তিথি-নক্ষত্র-গণনা দেখ)। নিরূপিত নক্ষত্রেই চন্দ্রের সে দিবসের সঞ্চার জানিবে। রাশিগণনার সঙ্কেত অনুসারে নক্ষত্র হইতে রাশির নির্ণয় হয় এবং উক্ত দিনে চন্দ্রকে ঐ নক্ষত্রের চন্দ্র বলিয়া থাকে।

উদাহরণ।—১২৯৬ সালের ৫ই পৌষ তারিখে কোন্ নক্ষত্রে কোন্ রাশিতে চন্দ্রের সঞ্চার ছিল?

এখানে তিথিগণনামতে প্রশ্ন-তারিখের পঞ্চমী তিথি নির্ণয় করিয়া, তাহা হইতে নক্ষত্রগণনামতে ধনিষ্ঠা নক্ষত্র স্থির করিলাম; রাশিগণনায় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভরাশি উঠিল; অতএব উক্ত দিনে চন্দ্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভরাশিতে অবস্থিত এবং "কুম্ভের চন্দ্র" নামে প্রকাশিত ছিলেন।

রবিচন্দ্র ভিন্ন অন্য গ্রহ

অর্থাৎ

মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর সঞ্চার-গণনা

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে গ্রহগণ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তে পুনরায় সমান রাশির সমান সমান অংশে, সমান সমান নক্ষত্রাদির সংমিলন পথে সমুপস্থিত।

হয় এবং তখন হইতে আবার পূর্ব্ববৎ নিয়মে চক্রপথে পরিভ্রমণ করিতে থাকে, সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের তালিকাও ইতিপূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ সময়ের পরিমাণকে গ্রহগণের 'হারকাঙ্ক' কহে, বোধ-সৌকর্য্যের জন্য গ্রহগণের হারকাঙ্ক পুনরুল্লিখিত হইল। যথা—মঙ্গলের হারকাঙ্ক ৭৯ বৎসর, বুধের হারকাঙ্ক ৪৬ বৎসর, বৃহস্পতির হারকাঙ্ক ৮৩ বৎসর, শুক্রের হারকাঙ্ক ৮ বৎসর, শনির হারকাঙ্ক ৫২ বৎসর এবং রাহুর হারকাঙ্ক ৫৩ বৎসর নির্দ্ধারিত আছে, আর যখন যে রাশিতে রাহু অবস্থিতি করে, তাহার ৭ম রাশিতে সর্ব্বদাই কেতুর সঞ্চার থাকে; সুতরাং উহার হারকাঙ্ক বা সঞ্চার-বিবরণের পৃথক সংজ্ঞার কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না।

কোন্ শকে, কোন্ মাসে, কোন্ তারিখে, কোন্ গ্রহ রাশিচক্রের কোন্ অংশে অবস্থান করিতেছে, ইহা জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিতরূপ প্রক্রিয়া অবলম্বনীয়।

যে অব্দের যে মাসের গ্রহসঞ্চার গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের সংখ্যাকে গ্রহের স্বকীয় হারকাঙ্কের সংখ্যা দিয়া হরণ কর। যাহা ভাগশেষ থাকিবে, তাহাকে 'অব্দশেষ' কহে। যেখানে ভাগশেষ না থাকে, সেখানে হারকাঙ্কই ভাগশেষ জানিবে। অনন্তর যে মাসের সঞ্চার-গণনা করিবে, পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহসঞ্চারচক্রে সেই গ্রহের পার্শ্বে উক্ত অব্দশেষের ও উক্ত মাসের খণ্ডায় যে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সংখ্যা-নির্দ্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ইষ্টদিবসে উক্ত গ্রহের সঞ্চার নিশ্চিত জানিবে। নক্ষত্রানুসারে পরে রাশি নিরূপণ করিবে। গ্রহসঞ্চারচক্রের এক প্রকোষ্ঠে (যেখানে একের অধিক অঙ্ক লিখিত আছে), তথায় সর্ব্বত্রই প্রথমাঙ্কে নক্ষত্র ও পর পর পরবর্ত্তী অঙ্কে পরবর্ত্তী নক্ষত্রে সঞ্চারের তারিখ বুঝিবে, 'ব' চিহ্নিত গ্রহ অস্তমিত বলিয়া জানিবে।

উদাহরণ।—১৭৪৬ শকের ২৫এ পৌষ তারিখের জাতকচক্রের কোন্ গ্রহ কোন্ নক্ষত্রে কোন্ রাশিতে অবস্থিত?

মঙ্গল।—মঙ্গলগ্রহের হারকাঙ্ক ৭৯ দিয়া শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া ৮ ভাগশেষ থাকিল, ইহাকেই অব্দশেষ কহে। পরিশিষ্টে প্রকাশিত গ্রহসঞ্চারচক্রে মঙ্গলগ্রহের সন্নিকট লিখিত '৮' এই অব্দশেষের খণ্ডায় পৌষ মাসের ঘরে ২২।২৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। প্রথমাঙ্ক ২২ সংখ্যা দ্বারা উক্ত সংখ্যাকে শ্রবণা নক্ষত্রে পৌষ মাসে মঙ্গলের সঞ্চার প্রকাশ করিতেছে আর দ্বিতীয়াঙ্ক ২৯ সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করিতেছে যে, মঙ্গল ২৯এ পৌষ তারিখে শ্রবণা নক্ষত্র অতিক্রম করিয়া শ্রবণার পরবর্ত্তী

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে গমন করিবে। রাশি-গণনার সঙ্কেতমতে উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; সুতরাং প্রশ্নের শকে ও তারিখে জাতকচক্রে মঙ্গল-গ্রহ শ্রবণা নক্ষত্রে মকররাশিতে অবস্থিত জানা গেল।

বুধ।—বুধের হারকাঙ্ক ৪৬ দ্বারা শকসংখ্যা ১৭৪৬কে হরণ করিয়া ৪৪ অবশেষ থাকিল। গ্রহসঞ্চারচক্রে ৪৪এর খণ্ডায় বুধের ঘরে পৌষ মাসের নিম্নে ২০।৯ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম। ইহাতে প্রকাশ করিতেছে যে, বুধগ্রহ প্রশ্নের শকে মাসের প্রথমাবধি পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে সঞ্চারিত থাকিয়া, পরে ৯ই তারিখে পরবর্ত্তী উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে গমন করিবে। উক্ত নক্ষত্রে মকর রাশি হয়; অতএব জাতকচক্রে বুধ মকর রাশিতে উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত জানা গেল।

বৃহস্পতি।—বৃহস্পতির হারকাঙ্ক ৮২ দ্বারা শকাব্দ ১৭৪৬কে হরণ করিয়া অব্দশেষ ৩ থাকিল: গ্রহসঞ্চারচক্রে বৃহস্পতির পার্শ্বস্থ ৩এর খণ্ডায় পৌষের নিম্নে ৮ সংখ্যা পাইলাম, ৮ সংখ্যায় পুষ্যা নক্ষত্র ও পুষ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশি হয়; অতএব উক্ত সময়ে জাতকচক্রে বৃহস্পতি পুষ্যা নক্ষত্রে কর্কট রাশিতে অবস্থিত ছিলেন, ইহা নির্ণীত হইল।

শুক্র।—শুক্রের হারকাঙ্ক ৮ দিয়া শকাব্দ ১৭৪৬কে হরণ করিয়া অব্দশেষ ২ থাকে। পূর্ব্বমতে সঞ্চারচক্রে ২এর খণ্ডায় ২২।১৫ অঙ্ক পাইলাম। ইহাতে প্রকাশ করে যে, উক্ত মাসে শুক্র শ্রবণা হইতে ১৫ই তারিখে ধনিষ্ঠায় সঞ্চারিত হইবেন। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশি হয়; অতএব প্রশ্ন-তারিখে জাতকচক্রে শুক্র ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে কুম্ভ রাশিতে সংস্থিত বুঝিলাম।

শনি।—পূর্ব্বপ্রক্রিয়ামতে ৫২ হারকাঙ্ক দ্বারা শনির অব্দাবশেষ ৩০ হইল। ৩০এর খণ্ডায় শনির ঘরে পৌষের নিম্নে চক্রে ৪ অঙ্ক পাইলাম, ৪ সংখ্যায় রোহিণী নক্ষত্র ও বৃষ রাশি হয়, অতএব উক্ত সময়ে জাতক-চক্রে শনি বৃষ রাশিতে রোহিণী নক্ষত্রে ছিল।

রাহু।—পূর্ব্বমতে ৫৩ হারকাঙ্ক দ্বারা রাহুর অব্দাবশেষ ৫০ হইল। ৫০এর খণ্ডায় পূর্ব্বনিয়মে ২০ সংখ্যা মিলিল। ২০ অঙ্কে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র ও উক্ত নক্ষত্রে ধনু রাশি হয়; অতএব রাহু জাতকচক্রে ধনু রাশিতে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন।

কেতু।—সর্ব্বত্রই কেতুগ্রহ রাহুগ্রহের ৭ম স্থানে অবস্থান করে; অতএব রাহুর অবস্থানস্থল ধনু রাশি হইতে ৭ম মিথুন রাশিতে কেতু অবস্থিত ছিল।

এতদ্ভিন্ন রবি-সঞ্চার-গণনা-মতে রবি উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে ধনু রাশিতে অবস্থিত, ইহা সহজেই নির্দ্ধারিত হইল।

কোষ্ঠী-প্রকরণ

মানবমাত্রেরই অদৃষ্টচক্র রাশিচক্রের অধীন। জন্মলগ্নানুযায়ী শুভাশুভ সুখ-দুঃখ জাতকের আজীবন ভোগ হইয়া থাকে অর্থাৎ যে সময়ে যেরূপ মুহূর্ত্তে আমরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হই, সেই সময়ের যে পক্ষ, যে বার, যে তিথি, যে যোগ, যে করণ ও যে নক্ষত্র থাকে, সেই মাস, পক্ষ, বার প্রভৃতির ফলের অনুরূপ ফল আমরা চিরকাল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।—জন্মসময়ে পূর্ব্বদিকে যে রাশির উদয় থাকে অর্থাৎ যাহা আমাদের জন্মলগ্ন হয়, সেই লগ্নের স্বরূপ শুভাশুভ এবং রাশিচক্রে সে সময়ে রবি-চন্দ্রাদি গ্রহগণ যে রাশির যেরূপ অংশে যে ভাবে অবস্থিতি করেন, সেই সেই রূপেই অনুরূপ শুভাশুভ সুখ-দুঃখ ও পরমায়ুসংখ্যা লইয়া আমরা এ কর্ম্মক্ষেত্রে (সংসারে) আজীবন বিচরণ করি। কি ইতর, কি ভদ্র, কি ধনী, কি দরিদ্র, কি আস্তিক, কি নাস্তিক, কাহারও প্রতি কুত্রাপি কখনও এই বিচিত্র বিধানের কোন বৰ্জ্জিতবিধি নাই, পূর্ব্বতন পুণ্যাত্মা মনীষী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহু পরীক্ষায় ইহা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। সহজে ও সংক্ষেপে এতদ্বিষয় যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে। যথা—

জন্মমাস

বৈশাখ।—বৈশাখ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে বিনীত, দেবদ্বিজভক্ত, ধার্ম্মিক, সজ্জনপ্রতিপালক, সদ্‌গুণশালী ও সকলের প্রিয় হয়।

জ্যৈষ্ঠ।—জ্যৈষ্ঠ মাসে যাহার জন্ম হয়, সে বিদেশবৃত্তিক অর্থাৎ প্রবাসী, তীব্রপ্রকৃতি, ক্ষমাশীল, দীর্ঘসূত্রী, বিচিত্রবুদ্ধি ও শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হয়।

আষাঢ়।—আষাঢ় মাসে জন্ম হইলে মানব বহুভাষী, প্রমদাপ্রিয়, প্রমত্ত, গুরুবৎসল, বহুব্যয়ী এবং মন্দাগ্নিপীড়িত হয়।

শ্রাবণ।—শ্রাবণ মাস যাহার জন্মমাস, সে ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ, ধনবান্, বদান্য অর্থাৎ দাতা, স্ত্রী-পুত্র-মিত্র-দাসদাসাযুক্ত ও বহুলোকবাধ্যকারী হয়।

ভাদ্র।—ভাদ্র মাসে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধীর, সুন্দরী নারীর প্রিয়, শত্রুদমনকারী, কুটিল, মর্ম্মগ্রাহী, শরণাগত-রক্ষক ও হাস্যমুখ হয়।

আশ্বিন।—আশ্বিন জন্মমাস হইলে জাতক রাজপ্রিয়, কাব্য ও নৃত্য-গীতকুশল, কুশাগ্রবুদ্ধি, সুখী, দাতা, বহুমানশালী ও ভক্তিমান্ হয়।

কার্ত্তিক।—যে ব্যক্তি কার্ত্তিক মাসে জন্মগ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়দক্ষ ধনাঢ্য, বহুভাষী, কূটবুদ্ধি, শ্রীমান ও যুদ্ধবিশারদ হয়।

অগ্রহায়ণ।—যাহার অগ্রহায়ণ মাসে জন্ম, সেই ব্যক্তি তীর্থাভিলাষী, প্রবাসপ্রিয়, পরোপকারী, সৎপ্রকৃতিক, সদ্ব্যবসায়ী ও ললনাপ্রিয় হয়।

পৌষ।—যাহার পৌষ মাসে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি গূঢ়মন্ত্র, কৃশাঙ্গ, পরোপকারী, পিতৃধনহীন, কষ্টান্বিত, ব্যয়কারী, বিধিজ্ঞ ও সুধীর হইয়া থাকে।

মাঘ।—জন্মমাস মাঘ হইলে বিদ্যাবিনীত, কুলপ্রধান, সদাচারযুক্ত, প্রবীণ, যোগানুরক্ত, বিষয়াসক্ত ও ইন্দ্রতুল্য হয়।

ফাল্গুন।—ফাল্গুন জন্মমাস হইলে জাতক প্রিয়ভাষী, সজ্জনপ্রিয়, পরোপকারী, বিমলান্তঃকরণ, দাতা ও অত্যন্ত কামুক হয়।

চৈত্র।—চৈত্র মাসে যে ব্যক্তির জন্ম হয়, সে সৎকর্ম্মশীল, বিনয়ী, সুবেশ, ভোগী, সুখী, মধুরান্নভোগী, সৎসঙ্গশীল ও দেবদ্বিজভক্ত হইয়া থাকে।

জন্মপক্ষ

শুক্লপক্ষ।—শুক্লপক্ষে যে ব্যক্তির জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি চঞ্চলচিত্ত, সুশীল, বাক্‌পটু, সুন্দরশরীর, প্রফুল্ল ও নীতিমান্ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণপক্ষ। কৃষ্ণপক্ষে জন্ম হইলে মানব প্রলাপী, ধ্বংসপ্রিয়, নিজকুলের উন্নতিকারক এবং অতিশয় কামুক হয়।

জন্মবার

রবিবার।—রবিবারে জন্ম হইলে জাতক ধার্ম্মিক, তীর্থসেবী, প্রিয়ংবদ এবং সামান্য ধনেই ধনী বলিয়া বিখ্যাত হয়।

সোমবার।—সোমবার জন্মবার হইলে মনুষ্য প্রসন্নবদন, কামুক, স্ত্রীলোকের প্রিয়দর্শন, মৃদুভাষী ও অল্পভোগী হয়।

মঙ্গলবার।—যাহার জন্মবার মঙ্গলবার হয়, সে ব্যক্তি ক্রূর, সাহসিক, ক্রোধী, কপিলবর্ণ, পরস্ত্রীরত, শ্যামল ও কৃষিকর্ম্মা হয়।

বুধবার।—বুধবারে জন্ম হইলে মানব বুদ্ধিমান্, পরস্ত্রীগামী, সুন্দর, শাস্ত্রার্থবিদ্, নৃত্যগীতপ্রিয় ও মানী হয়।

বৃহস্পতিবার।—যাহার বৃহস্পতিবারে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞ, মধুরবাক্, শান্ত, মান-অভিলাষী, বহুপোষক, দৃঢ়সংকল্প এবং কৃপাবান্ হয়।

শুক্রবার।—যাহার শুক্রবারে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কুটিল, দীর্ঘজীবী, নীতিশাস্ত্রবিশারদ ও নারীগণের চিত্তহারী হয়।

শনিবার।—শনিবারে জন্ম হইলে জাতক দীন, কৃতঘ্ন, প্রবাসী, কলহপ্রিয়, মুখরোগী ও কুবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

জন্মতিথি

প্রতিপদ—প্রতিপদে জন্ম হইলে মানব মণিকনকভূষিত, চারুকান্তি, কুলপ্রদীপ, প্রতাপী, বিমলবেশধারী, মনোহর কেশ ও বহুপুত্রবিশিষ্ট হয়।

দ্বিতীয়া—দ্বিতীয়াতে জন্ম হইলে বহুগুণশালী, দানশীল, দয়ালু, কুলোজ্জ্বলকারী, নির্ম্মলহৃদয়, অতি বলিষ্ঠ, শত্রুদমনকারী ও বিপুলকীর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে।

তৃতীয়া—তৃতীয়ায় জন্ম হইলে গুণগরিষ্ঠ অর্থাৎ অত্যন্ত গুণশালী, বায়ুরোগী, রাজানুরাগী, পরোপকারী, পরবিষয়ভোগী, কুতূহলী, সত্যবাদী ও কৃতবিদ্য হয়।

চতুর্থী—চতুর্থীতে জন্ম হইলে স্ত্রী-পুত্র মিত্রাদি-সম্ভোগী, ঘৃতাভিলাষী, কৃপালু, বিবাদশীল, বিজয়ী ও কঠোরান্তঃকরণবিশিষ্ট হয়।

পঞ্চমী—পঞ্চমী তিথি জন্মতিথি হইলে রাজমান্য, সুশ্রী, কৃপাবান্, পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, বাগ্মী, গুণবান্ এবং বন্ধুজনের মাননীয় হয়।

ষষ্ঠী—ষষ্ঠীতে জন্ম হইলে বিদ্বান্‌শ্রেষ্ঠ, চতুর, সুকীর্ত্তিশালী প্রলম্বিতবাহু, ব্রণময়শরীর, সত্যপ্রতিষ্ঠ, ধনপুত্রযুক্ত ও চিরায়ু হয়।

সপ্তমী—সপ্তমী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি কন্যাবান্, বৈরিবিজয়ী, বিড়ালনেত্র, প্রতাপবান্, দেবতাব্রাহ্মণপূজাকারী, মহাত্মা ও পৈতৃক ধনের বিনাশকারী হয়।

অষ্টমী—অষ্টমী তিথিতে জন্ম হইলে রাজধনে ধনী, কৃশশরীর, সুশ্রী, কৃপালু, যুবতীপ্রিয়, পশু ও ধনধান্যবিশিষ্ট এবং সুধীর হয়।

নবমী—নবমী তিথিতে জন্ম হইলে বিরোধী, সুজনের অপ্রিয়, পরোপকারে মতিমান্, কুশীল, আচারহীন, কৃপণ ও কঠোর হয়।

দশমী—দশমী যদি জন্মতিথি হয়, তবে মানুষ বিদ্যাপ্রিয়, ধনপুত্রবান্, দীর্ঘকণ্ঠ, অতি শ্রীমান্, উদারচিত্ত, সুমনা ও দয়ালু হয়।

একাদশী—একাদশী জন্মতিথি হইলে ক্রোধনস্বভাব, ক্লেশসহ, সুভাষী, ক্রিয়াবান্, সুজনপ্রতিপালক, মহামতি, দেবগুরুপ্রিয় এবং অতি হৃষ্টচিত্ত হয়।

দ্বাদশী—দ্বাদশী জন্মতিথি হইলে মানব সন্তানবিশিষ্ট, সর্ব্বজনানুরাগী, রাজমান্য, অতিথিপ্রিয়, অপব্যয়ী ও ব্যবহারদক্ষ (মকর্দ্দমাবাজ) হয়।

ত্রয়োদশী—ত্রয়োদশী তিথিতে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি রূপবান্, সত্ত্বগুণহীন, বাল্যকালে সুখী, জননীপ্রিয়, সর্ব্বদা অলসস্বভাব ও শিল্পকুশল হয়।

শুক্লা চতুর্দ্দশী—শুক্লা চতুর্দ্দশীতে জন্ম হইলে বিরুদ্ধপ্রকৃতি, ক্রোধশীল, চৌর, কঠোর, বঞ্চক, পরান্নভোজী ও পরদারাসক্ত হয়।

কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী—কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথির ছয় ভাগের প্রথম ভাগে জন্মিলে শুভ, দ্বিতীয় ভাগে পিতৃনাশ, তৃতীয় ভাগে মাতৃনাশ, চতুর্থ ভাগে মাতুলবিনাশ, পঞ্চম ভাগে বংশনাশ ও ষষ্ঠ ভাগে ধননাশ ও বংশনাশ উভয়ই হইয়া থাকে।

পূর্ণিমা—পূর্ণিমা তিথি যে ব্যক্তির জন্মতিথি হয়, সেই ব্যক্তি কন্দর্পতুল্য রূপবান্, যুবতীপ্রিয়, ন্যায়পথে উপার্জ্জনকারী, সতত সহর্ষ, উৎসাহী, বলবান্ ও শাস্ত্রবিচারদক্ষ হয়।

অমাবস্যা—অমাবস্যায় জন্মিলে জাতক ক্রূর, সাহসিক, কৃতজ্ঞ, ত্যাগশীল ও চৌর হইয়া থাকে।

সিনিবালী অমাবস্যা—যে অমাবস্যা চতুর্দ্দশীযুক্ত হয়, তাহাকে সিনিবালী অমাবস্যা কহে। এই সিনিবালী অমাবস্যা গৃহস্থের গৃহে মনুষ্য দূরে থাকুক, পশু বা পক্ষীও যদি সন্তান প্রসব করে, তাহা হইলে গৃহস্থ ইন্দ্রতুল্য হইলেও অচিরাৎ লক্ষ্মীহীন ও অধঃপতিত হয়।

জন্মনক্ষত্র

অশ্বিনী—অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে গজাশ্বমেষাদির তত্ত্বজ্ঞ, জ্ঞানী, প্রচণ্ড, অতি খল, চঞ্চল, চাটুবাদপ্রিয় ও রাজানুগৃহীত হয়।

ভরণী—ভরণী নক্ষত্রে জন্ম হইলে ধান্যাদির ক্রয়বিক্রয় দ্বারা অর্থযুক্ত, ক্রূর, প্রশান্ত, প্রবাসী ও বৈরিবিজয়ী হয়।

কৃত্তিকা—কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্ম হইলে উদরপরায়ণ, ক্রুদ্ধস্বভাব, প্রচণ্ড, ভীরু, স্থূলগণ্ড ও শত্রু কর্তৃক সন্তাপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

রোহিণী—রোহিণী যাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সেই ব্যক্তি ভোগী, দয়ালু, শুচি, অল্পকোপী, দক্ষ, নৃত্যগীতবিশারদ, অর্থবান্, স্থূলকপোলনেত্র, মহা বলিষ্ঠ ও কফবাতপ্রকৃতি হয়।

মৃগশিরা—মৃগশিরা যাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সেই ব্যক্তি হরিণের তুল্য চক্ষুঃশালী, অতি বলবান্, সুগণ্ড, রাজার প্রিয়, সাহসিক, অতিশয় কামী, চপল, অল্প ধার্ম্মিক, বন্ধু ও পুত্রবিশিষ্ট এবং অল্প ধনে ধনবান্ হয়।

আর্দ্রা—আর্দ্রা নক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সে ব্যক্তি চপল, অতি বলবান্, সর্ব্বদা প্রসন্ন, কামুকজনের সেবাকারী, লুব্ধ, ধনধান্যযুক্ত ও পুণ্যক্রিয়াসক্ত হইয়া স্ত্রী-পুত্র বিস্মৃত হয়।

পুনর্ব্বসু—যাহার পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, স্বকর্ম্মদক্ষ, পিতৃমাতৃভক্ত, অত্যন্ত অভিলাষী, বনিতারত, প্রবাসশীল এবং মধুরান্নসেবী হয়।

পুষ্যা—যাহার পুষ্যা নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হয়, সেই মানব শ্রেষ্ঠমতি, কৃতী, কুলপ্রধান, ধনধান্যযুক্ত, প্রাজ্ঞ, অতি বলবান্, দেবতা-ব্রাহ্মণভক্ত ও সর্ব্ববিদ্যায় সুনিপুণ হয়।

অশ্লেষা—অশ্লেষা যাহার জন্মনক্ষত্র হয়, সে দ্বিজিহ্বাধারী অর্থাৎ কপটী, ষড়রিপুর বশীভূত, চৌর, অতি তীক্ষ্মপ্রকৃতি, পিতৃমাতৃঘাতী, শঠ, অতিমূর্খ, মিথ্যাবাদী ও বংশ-নাশকারী হয়।

মঘা—মঘা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক বিবাদপ্রিয়, সিংহতুল্য, সুন্দরনেত্র, প্রতাপবান্, অল্পাপত্য, বনিতাবিরোধী, অল্প বলশালী, অল্প বিদ্যাবান্ ও নৃপসেবক হয়।

পূর্ব্বফল্গুনী—জন্মনক্ষত্র পূর্ব্বফল্গুনী হইলে মনুষ্য ধনাঢ্য, প্রবাসী, শত্রুহীন, রতিশাস্ত্রনিপুণ, লোকপ্রিয় ও সর্ব্বদা হৃষ্টমনা হয়।

উত্তরফল্গুনী—জন্মনক্ষত্র উত্তরফল্গুনী হইলে মনুষ্য সর্ব্বজনপ্রিয়, দাতা, ধনবান্, পুত্রবান্, অত্যন্ত ক্ষুধাতুর, কোপনস্বভাব ও স্ত্রীসুখবর্জ্জিত হয়।

হস্তা—হস্তা নক্ষত্রে জন্ম হইলে মানব অসম্ভাষী, পাপার্থশালী, সুনেত্র, প্রতাপযুক্ত, রাজানুগৃহীত, গুণী, সত্যপরায়ণ, সঙ্গীত বিদ্যাবিদ্ ও প্রভুত্বশালী হয়।

চিত্রা—চিত্রা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক ধনাঢ্য, সৌভাগ্যবান্, লোকমান্য, লোকপ্রিয়, সদর্থভোগী, মাতৃভক্ত, বিচিত্রকর্ম্মা ও নৃপতুল্য কীর্ত্তিমান্ হয়।

স্বাতী—স্বাতী নক্ষত্রে যদি জন্ম হয়, তবে জাতক বহু রত্নযুক্ত, ধাতুদ্রব্যজীবী, বহুবস্ত্র, বহুগৃহ ও বহুধনের অধিপতি এবং মহাসুখী হয়।

বিশাখা—জন্মনক্ষত্র বিশাখা হইলে মনুষ্য প্রবাসী, পণ্ডিতবিরোধী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও শুভ্রদন্তবিশিষ্ট হয় এবং তাহার দন্ত ও চক্ষু লৌহাঘাত প্রাপ্ত হয়।

অনুরাধা—জন্মনক্ষত্র অনুরাধা হইলে নিত্যপ্রফুল্ল, রিপুঘাতী, বাল্যে প্রবাসী, পরদারসেবী, চৌর, ধনাঢ্য ও অপরের স্বত্বভোগী হয়।

জ্যেষ্ঠা—যে ব্যক্তির জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ হয়, সেই ব্যক্তি অতিশয় বলবান্, পদ্মমুখ, পদ্মনেত্র, ক্রুদ্ধ, পণ্ডিত, দুষ্টবুদ্ধি, পরপীড়ক এবং কলহ-প্রিয় হয়।

মূলা—মূলা নক্ষত্রে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অতি বলবান্,

ব্যাকুলচিত্ত, সর্ব্ববিদ্যানুরাগী, মাতৃবিনাশক, স্বজনোপকারী ও বৃদ্ধকালে দরিদ্র হয়।

পূর্ব্বাষাঢ়া—পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্ম হইলে স্তাবকগণানুরক্ত, দেবতা-ভক্ত, বন্ধুগণের মান্য, কার্য্যদক্ষ ও শত্রুদমনকারী হয়।

উত্তরাষাঢ়া—উত্তরাষাঢ়ায় জন্ম হইলে কৃমিরযুক্ত, বনিতাবশীভূত, পণ্ডিত, ধূর্ত্তমতি, কৃশাঙ্গ, মায়াধর ও বলবান্ হয়।

শ্রবণা—যাহার জন্মনক্ষত্র শ্রবণা, সেই ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, মানী, বিবেচক, দেবতা ব্রাহ্মণভক্ত, তীর্থপরায়ণ, বহুপুত্রযুক্ত ও মহাসৌভাগ্যবান্ হয়।

ধনিষ্ঠা—যাহার জন্মনক্ষত্র ধনিষ্ঠা, সেই ব্যক্তি দীর্ঘতনু, কফপ্রকৃতি, কামুক, বিবাদী, বহুপুত্রযুক্ত, শাস্ত্রবেত্তা, প্রলম্বিতবাহু এবং ভূপতি-তুল্য কীর্ত্তিমান্ হয়।

শতভিষা—যাহার শতভিষা নক্ষত্রে জন্ম হয়, সে অলস, নিশ্চেষ্ট, বচনপটু, ধূর্ত্ত, বিবাদী, ব্যক্তিগ্রাহী, বাহনাভিলাষী, হস্তিপ্রিয় ও বিভব-শালী হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদ—পূর্ব্বভাদ্রপদে জন্ম হইলে অল্পধনী, দাতা, বিনীত, প্রিয়ভাষী, সদ্‌বৃত্তিসম্পন্ন, একদেশদর্শী অর্থাৎ পক্ষপাতী, চঞ্চলচিত্ত, প্রবাসী ও নৃপসেবক হয়।

উত্তরভাদ্রপদ—উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্ম হইলে মনুষ্য গম্ভীর, চেষ্টা-সম্পন্ন, শুভবুদ্ধি, পুণ্যমতি, মহাবলশালী, ক্রোধী, প্রভু ও স্থূলতনুসম্পন্ন হয়।

রেবতী—যে ব্যক্তির জন্মনক্ষত্র রেবতী, সে ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মনোহর-কান্তি, শত্রুতাপকারী, বিদ্বান্, নীতিবিদ্, বিদেশবাসী ও রাজসেবী হয়।

জন্মযোগ

বিষ্কুম্ভ—জন্মযোগ যাহার বিষ্কুম্ভ হয় অর্থাৎ বিষ্কুম্ভযোগে যে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, স্বাধীনকার্য্যে রত, স্ত্রীপুত্রবন্ধু-বান্ধবাদির সহিত সুখসম্পন্ন এবং গৃহাদি-নির্ম্মাণবিষয়ে সুনিপুণ হয়।

প্রীতি—যে ব্যক্তি প্রীতিযোগে জন্ম পরিগ্রহ করে, সেই ব্যক্তি অরোগী, সুখী, প্রফুল্ল, অনুরক্তজনানুরাগী, পণ্ডিতের আশ্রয়-সম্পন্ন এবং যাচকের প্রতি ত্যাগশীল হয়।

আয়ুষ্মান্—আয়ুষ্মান্‌যোগে জন্ম হইলে জাতক ধনুর্দ্ধারী, যানবাহন-ভোগী, বহুদেশবিজয়ী, উদ্যানক্রীড়ক, দাসদাসীযুক্ত, উত্তম গৃহবিশিষ্ট ও সর্ব্বদা গর্ব্বিত হয়।

সৌভাগ্য—সৌভাগ্যযোগে জন্ম হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান্, প্রশংসিত, গুণজ্ঞ, উদারচিত্ত, বলিষ্ঠ, বিবেচক, অভিমানী ও প্রিয়ভাষী হয়।

শোভন—শোভনযোগে জন্ম হইলে, জাতক প্রিয়দর্শন, সদ্বক্তা, সুপণ্ডিত, সম্মানী, শত্রু কর্ত্তৃক লাভযুক্ত ও প্রবীণ হয়।

অতিগণ্ডযোগ—অতিগণ্ডযোগে জন্ম হইলে মানব কলহপ্রিয়, বেদ-নিন্দক, ধূর্ত্ত, কৃতঘ্ন, গলরোগযুক্ত, লোমশ, দীর্ঘদেহ এবং প্রকাণ্ড গণ্ড-বিশিষ্ট হয়।

সুকর্ম্মযোগ—সুকর্ম্মযোগে জন্ম হইলে মানব পরোপকারী, নৃত্য-গীতাদিকুশল, যশস্বী, সৎকর্ম্মানুষ্ঠাতা ও লোকবিখ্যাত হয়।

ধৃতিযোগ—ধৃতিযোগে জন্ম হইলে প্রাজ্ঞ, হৃষ্টান্তঃকরণ, বাগ্মী, সুশীল এবং বিনয়ান্বিত হয়।

শূলযোগ—শূলযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি ভীত, দরিদ্র, দয়িতপ্রিয় অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বশীভূত, বন্ধুবর্গের শূলস্বরূপ, ভোগশূন্য, শূলরোগাক্রান্ত ও অপ্রিয়কারী হয়।

গণ্ডযোগ—গণ্ডযোগে জন্মিলে মানব স্বার্থপর, পরকার্য্যহন্তা, পরুষবাদী, অতি ধূর্ত্ত, অতি শঠ, কুশ্রী ও বন্ধুবর্গের সন্তাপপ্রদাতা হয়।

বৃদ্ধিযোগ—বৃদ্ধিযোগে জন্মিলে মানব ভোগী, বিনীত, অর্থব্যবহার-নিপুণ ও ব্যবসায়পটু হয়।

ধ্রুবযোগ—ধ্রুবযোগে জন্ম হইলে জাত ব্যক্তি অভিনব কাব্যের প্রণেতা ও বন্ধুবর্গের পরিপোষক হয় এবং তাহার কীর্ত্তি দিগন্তপ্রসারিণী হয় ও সরস্বতী তাহার মুখপদ্মে সর্ব্বদা নৃত্যমানা থাকেন।

ব্যাঘাতযোগ—ব্যাঘাতযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সৎলোকের ব্যাঘাতকারী, কঠোরান্তঃকরণ, অসত্যভাষী, দুষ্টদর্শী, দীর্ঘদেহ ও কৃশাঙ্গ হয়।

হর্ষণযোগ—হর্ষণযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সুচারুগাত্র, পদ্মনেত্র, শাস্ত্রপ্রিয়, বিনীত ও অক্রোধী হয়।

বজ্রযোগ—বজ্রযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি গুণী, গুণজ্ঞ, বলবান্, তেজস্বী, রত্নবস্ত্রাদি-পরীক্ষক এবং শত্রুঘাতী হয়।

অসৃক্‌যোগ—অসৃক্‌যোগে জন্ম লইলে জাতক ধনী, কুরূপা; কুমতি, বিদেশগামী, রুধিরপ্রকোপযুক্ত, মহালোভী ও বলীয়ান্ হয়।

ব্যতীপাতযোগ—ব্যতীপাতযোগে জন্ম হইলে জাতক কঠোরবাক্য-যুক্ত, শিশুস্বভাব, রোগাতুর, মাতৃহিতকারী এবং পরকার্য্যে পক্ষপাতী হয়।

বরীয়ান্‌যোগ—বরীয়ান্‌যোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি দাতা,

দয়ালু, অতি সুবেশ, সৎকর্ম্মকর্ত্তা, মধুরস্বভাব, বলীয়ান্ এবং লোকবল-সম্পন্ন হয়।

পরিঘযোগ—পরিঘযোগে জন্ম হইলে মনুষ্য বংশের ঠাকুরস্বরূপাঃ অসত্যসাক্ষী, ক্ষমাবিহীন, স্বল্পান্নভোক্তা ও অরিবিজয়ী হয়।

শিবযোগ—শিবযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি শৈব, বেদবিৎ, জিতেন্দ্রিয়, চারুতনু ও মহাত্মা হয়।

সিদ্ধিযোগ—সিদ্ধিযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মনুষ্য জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, গৌরদেহ, বলিষ্ঠ, মধুরপ্রকৃতি, বিনয়ী, সত্যশীল ও বহুভোগী হয়।

সাধ্যযোগ—সাধ্যযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি অসাধ্যসাধন-কারী, বলবান্, অতি ধীর, রিপুবিজয়ী, সদ্‌বুদ্ধি ও সদুপায় দ্বারা অর্থবান্, শ্রেষ্ঠ, কৃতার্থ ও বিনীত হয়।

শুভযোগ—শুভযোগে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক লোক-হিতকারী, পণ্ডিত, সমাজের ইষ্টসাধক, নিত্য শুভকর্ম্মা, শোভনবেশধারী ও সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়।

শুক্রযোগ—শুক্রযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব মহদন্তঃকরণ-বিশিষ্ট, সুগন্ধ-মাল্যবস্ত্র-রত্নসম্পন্ন, সভাবিজয়ী, তেজস্বী ও জিতেন্দ্রিয় হয়।

ব্রহ্মযোগ—ব্রহ্মযোগে যাহার জন্ম হয়, সেই মানব শাস্ত্রাভ্যাসকারী, বর্ণাচারবিশিষ্ট, শান্ত, দান্ত ও চারুকর্ম্মা হয়।

ইন্দ্রযোগ—ইন্দ্রযোগে জন্ম হইলে প্রতাপশালী, বলবান্, গুণজ্ঞ, শ্লেষ্মপ্রকৃতি, লক্ষ্মীমান, ইন্দ্রতুল্য ও সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্ত হয়।

বৈধৃতিযোগ—বৈধৃতিযোগে জন্ম হইলে জাতক মৈত্রীবিহীন, কুটিল, খল, মূর্খ, দরিদ্র, পরবঞ্চক, কুকর্ম্মকর্ত্তা ও পরদাররত হয়।

জন্মকরণ

ববকরণ—ববকরণে জন্ম হইলে জাতক বলিষ্ঠ, ধীর, কৃতী, লক্ষ্মীমান্ ও বিচক্ষণচেতা হয়।

বালবকরণ—বালবকরণে জন্ম হইলে জাতক ক্রিয়াবান্, স্বজন প্রতিপালক সেনানায়ক, কুলশীলযুক্ত, উদারবুদ্ধি ও বলীয়ান হয়।

কৌলবকরণ—কৌলবকরণে জন্ম হইলে জাতক বাগ্মী, বিনয়ী, স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়, প্রগল্‌ভ, তেজস্বী, পণ্ডিতপ্রিয় ও কৃতঘ্ন হয়।

তৈতিলকরণ—তৈতিলকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি সঙ্গীতবিদ্যা-পারদর্শী, ললনাভিলাষী, কন্দর্পতুল্য, সুন্দর বক্তা, গুণজ্ঞ, দক্ষ ও সুশীল হয়।

গরকরণ—গরকরণে জন্মিলে বিচারদক্ষ, অরিপক্ষ-বিজয়ী, বলবান্, পণ্ডিত, বহুহাস্যযুক্ত, দয়ালু, গুণবান্ ও পরোপকারী হয়।

বণিজকরণ—বণিজকরণে জন্ম হইলে প্রাজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, গুণবান্, গুণজ্ঞ, বাণিজ্য কর্ত্তৃক অর্থবান্ এবং ভাণ্ডারপূর্ণ ধনশালী হয়।

বিষ্টিকরণ—বিষ্টিকরণে জন্ম হইলে দরিদ্র, সৌভাগ্যবিহীন, কুচেষ্ট, কুৎসিত-স্ত্রীবিশিষ্ট, অতিলোভী, দীনহীন ও মন্দবুদ্ধি হয়।

শকুনিকরণ—শকুনিকরণে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি পরধনাপহারী, প্রবঞ্চক, ক্রূরবুদ্ধি, ক্ষিপ্রকারী, খড়্গহস্ত, (খুনে), কোপনস্বভাব, প্রভুর অহিতকারী ও অতিশয় পরস্ত্রীরত হয়।

চতুষ্পদকরণ—চতুষ্পদকরণে যাহার জন্ম, সেই ব্যক্তি সদাচারবর্জ্জিত, অল্পবিত্ত, ক্ষীণদেহ ও চতুষ্পদধনে ধনী অর্থাৎ হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি পশুবিশিষ্ট হয়।

নাগকরণ—নাগকরণে যাহার জন্ম হয়, সে নাগধনাভিলাষী অর্থাৎ মণিমাণিক্যাদিরত্নাকাঙ্ক্ষী, বক্রোক্তিপটু, অতিশয় সুশীল, ক্রোধাগ্নি কর্ত্তৃক বন্ধুবর্গের সন্তাপদায়ী ও মহাদেবতুল্য রঙ্গভূমির অধিনায়ক হয়।

কিস্তুঘ্নকরণ—যাহার কিস্তুঘ্নকরণে জন্ম হয়, সে ব্যক্তি শত্রু ও মিত্রের প্রতি সমদর্শী, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি সমজ্ঞানসম্পন্ন এবং প্রশংসা ও নিন্দা উভয়ের দ্বারা কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

জন্মরাশি

মেষ—মেষ রাশি যাহার জন্মরাশি হয়, সে ব্যক্তি তাম্রবর্ণ, বৃত্তাকার নেত্রবিশিষ্ট, লঘুভোজী, উষ্ণদ্রব্যভোজী, শাকভোজী, চঞ্চল, প্রসাদগুণশালী, ভ্রমণপ্রিয়, কামুক, দুর্ব্বলজানু, অস্থির, ধনশালী, বলবান্, অঙ্গনাবল্লভ, সেবাজ্ঞ, কুমুখী, ব্রণময়শরীর, মানী, সহদরের প্রধান, শক্তিচিহ্নযুক্ত পাণিতলবিশিষ্ট ও জলভীরু হয়।

বৃষ—বৃষ রাশি যাহার জন্মরাশি হয়, সে ব্যক্তি শ্রীমান্, বিলাসী, বিশালউরু ও বদনবিশিষ্ট, পৃষ্ঠে, বদনে ও পার্শ্বদেশে চিহ্নযুক্ত, ত্যাগশীল ক্লেশসহিষ্ণু, প্রভু, ককুদ্মান (স্কন্ধ), কন্যাসন্তানযুক্ত, শ্লেষ্মপ্রকৃতি,

ক্ষমাশীল, ক্ষুধাতুর, স্থিরচিত্তবিশিষ্ট এবং জীবনের মধ্য ও শেষ অবস্থায় সুখী হইয়া থাকে।

মিথুন—মিথুন রাশিতে জন্ম হইলে মনুষ্য নারীলোলুপ, সুরতনিপুণ, তাম্রবর্ণনেত্র, শাস্ত্রবিৎ, দ্যূতক্রীড়াসক্ত, কুঞ্চিতমূর্দ্ধজ, নিপুণবুদ্ধি, হাস্য, ইঙ্গিত প্রভৃতিজ্ঞ,চারুদেহ, প্রিয়ভাষী, বহুভোজী, গীতপ্রিয়, নৃত্যবিৎ, ক্লীবসহ রতিকারী ও উন্নতনাসিক হয়।

কর্কট—কর্কট রাশিতে জন্ম হইলে জাতক আবক্র, দ্রুতগামী, সমুন্নতক, স্ত্রীজিত, সৎসুহৃদ্‌যুক্ত, দৈবজ্ঞ, বহুগৃহশালী, হ্রাসবৃদ্ধিশীল, অর্থবান্, স্থূলগণ্ডদেশবিশিষ্ট, প্রণয়পরবশ, বন্ধুবৎসল এবং সলিল ও কাননপ্রিয় হয়।

সিংহ—সিংহ রাশিতে জন্মিলে জাতক তীক্ষ্ণস্বভাব, স্থূলতনু, বিশালবদন, পিঙ্গলনেত্র, অল্পাপত্য, স্ত্রীদ্বেষী, মাংসপ্রিয়, কানন ও পর্ব্বতদর্শনাভিলাষী, অকার্য্য ও রোষপরায়ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর, উদরের পীড়াযুক্ত, দশনরোগী, মানসিক কষ্টবিশিষ্ট, ত্যাগবান, বিক্রমশালী, স্থিরবুদ্ধি, গর্ব্বিত-হৃদয় ও জননীর বশীভূত হয়।

কন্যা—কন্যা রাশিতে জন্ম হইলে জাতক ধীর, নম্রগামী, মনোহর-নেত্র, শিথিলস্কন্ধ ও বাহুযুক্ত, কমনীয় দেহ, সত্যরত, নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্ত, শাস্ত্রার্থবিৎ, ধার্ম্মিক, মেধাবী, সুরতপ্রিয়, পরগৃহধনভোগী, প্রবাসী, মিষ্টভাষী ও স্বল্পসন্ততিযুক্ত হয়।

তুলা—তুলা রাশি জন্ম রাশি হইলে মনুষ্য দেবতা, ব্রাহ্মণ ও সাধুজনের পূজায় তৎপর, প্রাজ্ঞ, পবিত্র, উচ্চকায়, উচ্চনাসিক, কৃশদেহ, বাণিজ্য-কুশল, দেবতাবোধক উপাধিবিশিষ্ট, যোগী, বন্ধুবর্গের উপকারক, হীনাঙ্গ, দুর্ব্বল, ভ্রমণ দ্বারা অর্থবান, কোপনস্বভাব এবং বন্ধুকর্ত্তৃক নিন্দিত ও ত্যাজ্য হয়।

বৃশ্চিক—বৃশ্চিক রাশিতে জন্ম হইলে বিশালচক্ষু, বিস্তৃতবক্ষঃ, সুগোল জঙ্ঘা, উরু ও জানুসম্পন্ন, পিতামাতা গুরুজন হইতে বিচ্ছিন্ন, শৈশবে রোগী, রাজপূজ্য, পিঙ্গলবর্ণ, ক্রূরকর্ম্মা, মৎস্য, কুলিশ ও পক্ষীচিহ্নযুক্ত করচরণতলবিশিষ্ট এবং আত্মগোপনকারী হয়

ধনু—ধনু রাশিতে জন্ম হইলে মনুষ্য দীর্ঘমুখ, দীর্ঘশিরা, পিতৃধনত্যাগী, কবি, বীর্য্যবান, বক্তা, স্থূলদন্ত, কর্ণ, অধর ও নাসাবিশিষ্ট, উদ্যমশীল, শিল্পবিৎ, কুব্জাংস, কুনখী, মাংসল-ভুজশালী, প্রশান্ত, ধর্ম্মবিৎ, বন্ধুদ্বেষী, বলের বশীভূত ও প্রণয়ের বশীভূত হয়।

মকর—মকর রাশিতে জন্ম হইলে স্ত্রীপুত্রপ্রতিপালক, ধর্ম্মধ্বজী, চারুনেত্র, ক্ষীণকটি, বাক্যগ্রাহী, সৌভাগ্যবান, অলস, পৈত্তপ্রকৃতি, ভ্রমণশীল, বীর্যবান, কাব্যকর্ত্তা, লোভী, অগম্যা স্ত্রী এবং বৃদ্ধানারীগামী, লজ্জাহীন ও নির্ঘৃণ হয়।

কুম্ভ—কুম্ভ রাশিতে জন্ম হইলে মানব করভকণ্ঠ, শিরালু, খরলোমশ, দীর্ঘতনু, উরু, পৃষ্ঠ, জঙ্ঘা, বদন, কটি ও উদরাঙ্গে স্থূলতাসম্পন্ন, পরবনিতার নিমিত্ত পাপাসক্ত, ক্ষয়বৃদ্ধিসম্পন্ন, পুষ্পানুলেপন ও সুহৃদ্‌প্রিয় এবং ভ্রমণানুরক্ত হয়।

মীন—মীন রাশিতে জন্ম হইলে জলজ ধন অর্থাৎ মুক্তাদিভোগী, ব্যবসায়বিৎ, নারীপ্রিয়, সম্পূর্ণ ও কান্তিবিশিষ্ট দেহ, উচ্চনাসিক, বিশাল-শীর্ষ, শত্রুদমনকারী, স্ত্রীজিত, চারুকান্তি, নিধিধনভোগী ও পণ্ডিত হয়।

জন্মলগ্ন

জন্মকালীন বার-তিথি-নক্ষত্রাদি কর্ত্তৃক জাতকের যেরূপ আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, গুণ ও জীবনের ফলাফল সংঘটিত হয়, জন্মমাসাদি বর্ণনায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এক্ষণে—জন্মকালীন লগ্ন ও রাশিচক্রের অবস্থা অর্থাৎ তদ্গত গ্রহবর্গের তাৎকালিক অবস্থানবিশেষ দ্বারা যেরূপে মানবের জীবনের শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়, তাহা কথিত হইতেছে। প্রথমে লগ্ন কি ও কিরূপে তাহার নিরূপণ করিতে হয়, তাহা জানা আবশ্যক। পূর্ব্বে পরিভাষা-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, যেমন সংবৎসরের দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ রাশির উদয় হয়, তেমনি প্রতিদিনও পর্য্যায়ক্রমে ঐ দ্বাদশ রাশির উদয় হইয়া থাকে। সূর্য্যোদয়ের সময় মাসাধিষ্ঠিত রাশি (যে মাসের যে রাশি—যেমন বৈশাখে মেষ, জ্যৈষ্ঠে বৃষ) সূর্য্যাস্তসময়ে তাহার ৭ম রাশি, এইরূপ অহোরাত্র ৬০ দণ্ডের মধ্যে পর পর সমুদয় রাশিই উদিত হইয়া থাকে। নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে যেখানে দিবা ও রাত্রি সমান অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৬০ দণ্ড করিয়া হয়, সেখানে রাশিচক্রের ও সূর্য্যের গতির বৈষম্যহেতু এই উদয়-পরিমাণের ইতরবিশেষ হইয়া থাকে; যথা—মেষ—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। বৃষ—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। মিথুন—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। কর্কট—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। সিংহ—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। কন্যা—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। তুলা—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল। বৃশ্চিক—৪ দণ্ড ৫৯ পল ৫ বিপল। ধনু—৫ দণ্ড ২১

পল ৫৩ বিপল। মকর—৫ দণ্ড ২১ পল ৫৩ বিপল। কুম্ভ—৪ দণ্ড ৫১ পল ৫ বিপল। মীন—৪ দণ্ড ৩৯ পল ২ বিপল।

আমাদিগের দেশে বিষুবরেখার সন্নিকটবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপাদি ভূভাগেই রাশিদিগের উক্তরূপ লগ্নমান হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ লঙ্কাদ্বীপ হইতে দেশান্তর নির্ণয় করিয়াছেন বলিয়া উপরিলিখিত খণ্ডাকে 'লঙ্কোদয় খণ্ডা' কহে। বিষুবরেখা হইতে যে স্থান যত অন্তর ও যে পরিমাণে দিবামান ও রাত্রিমানের তথায় হ্রাসবৃদ্ধি, তদনুসারে লগ্নমানেরও বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়, সুতরাং উপরিলিখিত খণ্ডা একমাত্র বিষুব প্রদেশসমূহেই ব্যবহৃত হয়।

বিষুবদিনের দিবসার্দ্ধ ১০ দণ্ড হইতে যত পল অল্প বা অধিক হয়, তাহাকে 'চরার্দ্ধপল' কহে। লগ্নমানের সহিত চরার্দ্ধপল যথাক্রমে যোগ বা বিয়োগ করিলেই লগ্নমান নির্ণীত হয়।

কলিকাতা এবং ইহার সমীপস্থ সমরেখাবর্ত্তী স্থানসমূহে ক্রান্তিপাতের দুই দিবস ভিন্ন বৎসরের অপরাপর দিবসের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে; যথা—বিষুবসংক্রান্তির দিন (এক্ষণে ২১ অংশ) পশ্চিমে সরিয়া, ৯ই বা ১০ই চৈত্র তারিখে এই সংক্রান্তি হইতেছে। (পরিভাষা-পরিচ্ছেদে ক্রান্তিপাত দেখ) দিবা ও রাত্রিমান সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড, তাহার পর, প্রথম সংক্রান্তির দিন, দিবা ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) বৃদ্ধি হইয়া ৩১ দণ্ড ৪৩ পল হয়। এইরূপ, দ্বিতীয় মাসে তাহাতে আরও ৮৩ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়। তৃতীয় মাসে দিবা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অর্থাৎ আর ৩৪ পল বৃদ্ধি হইয়া ৩৩ দণ্ড ৪০ পল হয়। চতুর্থ মাসে ৩৪ পল হ্রাস হইয়া ৩৩ দণ্ড ৬ পল হয়। পঞ্চম মাসে আর ৮৩ পল হ্রাস হইয়া ৩১ দণ্ড ৪৩ পল হয়। ষষ্ঠ মাসে শারদীয় ক্রান্তিপাতের দিবস, সংক্রান্তির দিবা ও রাত্রি, বাসন্তিক ক্রান্তিপাতের বিষুবসংক্রান্তির তুল্য সমান অর্থাৎ ৩০ দণ্ড। সপ্তম মাসের সংক্রান্তির দিন, ১ দণ্ড ৪৩ পল (১০৩ পল) দিবা হ্রাস হইয়া ২৮ দণ্ড ১৭ পল হয়। অষ্টম মাসে আর ৮৩ পল হ্রাস হইয়া ২৬ দণ্ড ৫৪ পল হয়। নবম মাসে দিবা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র অর্থাৎ আর ৪৩ পল কম হইয়া ২৬-১১ হয় এবং দশম মাসে ঐ ৪৩ পল করিয়া পুনর্ব্বার ২৬ দণ্ড ৫৪ পল হয়; একাদশ মাসে আর ৮৩ পল বৃদ্ধি হইয়া ২৮ দণ্ড ১৭ পল হয়। তৎপরে দ্বাদশ মাসে বিষুবসংক্রান্তি দিবসে আর ১০৩ পল বৃদ্ধি হইয়া দিবা ও রাত্রি পুনরায় সমান হয়। তাহা হইলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় (মেষ, বৃষ ও মিথুন) এই তিনের যথাক্রমে, ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া বৃদ্ধি, শ্রাবণ, ভাদ্র ও আশ্বিন (কর্কট, সিংহ ও কন্যা) এই

তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল করিয়া ক্ষয়, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষে (তুলা, বৃশ্চিক ও ধনু) এই তিনের যথাক্রমে পুনর্ব্বার ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পল করিয়া ক্ষয় এবং মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র (মকর, কুম্ভ ও মীন) এই তিনের যথাক্রমে ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ পল করিয়া বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলেই বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র (মেষ, বৃষ, মিথুন, মকর, কুম্ভ, মীন,) এই ৬ মাসের দিবামান ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ পলক্রমে ও ব্যুৎক্রমে ও শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ (কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু) এই ৬ মাসের দিবামান ৩৪, ৮৩ ও ১০৩ ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে হ্রাস পাইয়া থাকে। ১০৩, ৮৩ ও ৩৪ ইহাদের অর্দ্ধাংশ ভগ্নাংশ ত্যাগ করিয়া যথাক্রমে ৫২, ৪২ ও ১৭ হইবে। এই অর্দ্ধাংশ হ্রাসবৃদ্ধিকেই চরার্দ্ধপল কহে। প্রথমোক্ত বৃদ্ধিশীল কয়েক মাসের রাশির চরার্দ্ধপলকে যুক্তচরার্দ্ধপল ও শেষোক্ত ক্ষয়শীল কয়েক মাসের চরার্দ্ধপলকে বিযুক্তচরার্দ্ধপল কহে। রাশিদিগের পূর্ব্বোক্ত লগ্নমানের (লঙ্কোদয় খণ্ডা) ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে যুক্তচরার্দ্ধপল যোগ ও বিয়োগ করিলেই কলিকাতা প্রদেশের প্রকৃত সায়ন লগ্নমান প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা—

রাশি	লগ্নমান	যোগ বা বিয়োগ	চরার্দ্ধপল	কলিকাতার সায়নলগ্নমান।
মেষ	৪।৩৯।২	বিয়োগ	৫২	৩।৪৭।২
বৃষ	৪।৫৯।৫	”	৪২	৪।১৭।৫
মিথুন	৫।২১।৫৩	”	১৭	৫।৪।৫৩
কর্কট	৫।২১।৫৩	যোগ	১৭	৫।৩৮।৫৩
সিংহ	৪।৫৯।৫	”	৪২	৫।৪১।৫
কন্যা	৪।৩৯।২	”	৫২	৫।৩১।২
তুলা	৪।৩৯।২	”	৫২	৫।৩১।২
বৃশ্চিক	৪।৫৯।৫	”	৪২	৫।৪১।৫
ধনু	৫।২১।৫৩	”	১৭	৫।৩৮।৫৩
মকর	৫।২১।৫৩	বিয়োগ	১৭	৫।৪।৫৩
কুম্ভ	৪।৫৯।৫	”	৪২	৪।১৭।৫
মীন	৪।৩৯।২	”	৫২	৩।৪৭।২

দ্বাদশ রাশির চরার্দ্ধপল নিয়মতে নির্ণীত হয়, যথা—

বাসন্তিক বা শারদীয় ক্রান্তিপাতের দিন মধ্যাহ্নসময়ে মূলদেশে দুই

অঙ্গুলি স্থূল ও অগ্রভাগ সূচির ন্যায় সূক্ষ্ম একটি কীলক (কাঠি) সরলভাবে ভূমির উপর স্থাপন করিলে, তাহার যতটুকু ছায়া মৃত্তিকায় পতিত হইবে, তাহাকে বিষুবচ্ছায়া কহে। ১০, ৮ ও ১০ এই তিন অঙ্ককে ঐ ছায়ার অঙ্গুলিপরিমাণ পূরণ করিয়া যে তিনটি সংখ্যা হইবে, তাহার শেষ সংখ্যাটিকে ৩ দিয়া হরণ করিবে,—প্রথম দুই রাশি ও তৃতীয় ভাগলব্ধ রাশি, এই তিন রাশি, ক্রমে ও উৎক্রমে দ্বাদশ রাশির প্রদেশীয় চরার্দ্ধপল হইবে। যেমন—কলিকাতার বিষুবচ্ছায়া ৫ অঙ্গুল, ১০ ব্যঙ্গুল (৬০ ব্যঙ্গুলে ১ অঙ্গুল) ইহাকে ১০, ৮ ও ১০ এই তিন সংখ্যা দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ পূরণ করিলে ৫১।৪২, ৪১।২০ ও ৫১।৪০ হয়। তৃতীয় রাশি ৫১।৪০ কে ৩ দিয়া হরণ করিলে ১৭।১৩ হয়, প্রথম দুই রাশির ৪০ ও ৩০ বিপলের স্থলে ১ পল ধরিলে ও শেষ রাশির ১২ বিপল পরিত্যাগ করিলেই ৫২, ৪২ ও ১৭ এই তিন রাশি হয়। ইহাই ক্রমে ও উৎক্রমে চরার্দ্ধপল।

এ দেশে সায়নমতের পরিবর্ত্তে নিরয়ণমতেই গণনাদি হয়। প্রকৃত বিষুবসংক্রান্তি এক্ষণে ইহার পূর্ব্বস্থান হইতে প্রায় ২৬ অংশ পশ্চিমে সরিয়া যাইতেছে। নিরয়নবাদিগণ সেই পূর্ব্বস্থানেই বিষুবসংক্রান্তি ধরিয়া থাকেন ; সুতরাং মেষলগ্নের ৩০ ভাগের ৯ ভাগের সহিত বৃষলগ্নের ৩০ ভাগের ২১ ভাগ মিলাইয়া অয়নাংশবিযুক্ত মেষলগ্ন হয়। ইহাকে মেষ রাশির অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান কহে। এইরূপ সকল রাশিরই অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান নির্ণীত হয়।

বাঙ্গালার কতিপয় প্রধান স্থানের অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান উদ্ধৃত হইল—

পরপৃষ্ঠায় তত্তৎস্থান ও সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এই স্থানে বুঝিতে হইবে যে, কলিকাতা ও মেদিনীপুর নির্দ্দেশ করায় কলিকাতার উপর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম এবং মেদিনীপুরের ঐ ঐ প্রদেশকে সমরেখাবর্ত্তী স্থান বলা যাইবে এবং বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ ও ঢাকায় এইরূপ বুঝিতে হইবে। বরিশাল, খুলনা প্রভৃতি কলিকাতার সমরেখাস্থ জানিবে এবং যশোহর, ফরিদপুর প্রভৃতি বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ ও ঢাকার সমরেখাবর্ত্তী বুঝিতে হইবে। এই প্রকার উত্তর ও পূর্ব্ব প্রদেশে সমরেখাবর্ত্তী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিবে। এই প্রকারে মুর্শিদাবাদ, রংপুর ও কুচবেহার, চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের, সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ বুঝিতে হইবে।

অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান

	মেষ	বৃষ	মিথুন	কর্কট	সিংহ	কন্যা
কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৭।১০	৪।২৮।৫২	৫।৫৫।৩	৫।৪১।২	৫।৩১।৪২	৫।২৮।৭
বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৭।৪২	৪।৫১।১৫	৫।২৯।৪৮	৫।৪০।৪২	৫।৩৩।১৮	৫।৩০।০
মুর্শিদাবাদ এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৬।৩১	৪।৪৯।৩৩	৫।২৮।৪			
চট্টগ্রাম এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।৯।৪২	৪।৫১।৫৪	৫।২৯।৪৮	৫।৩৯।১৮	৫।৩১।১৮	৫।২৮।০
রংপুর এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।২।২৪	৪।৪৮।২৪	৫।৩০।৩৬	৫।৪৪।৪৮	৫।৩৯।০	৫।৩৬।০
কুচবেহার এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৪।১।৬	৪।৪৭।২৪	৫।৩১।০	৫।৪৫।৪৮	৪।৪০।৪২	৫।৩৮।০

৫

অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান

	তুলা	বৃশ্চিক	ধনু	মকর	কুম্ভ	মীন
কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৬।১০	৫।৪০।৪৭	৫।১৮।১৭	৪।৩২।৪১	৩।৫৪।৫৩	৩।৪৫।৬
বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৭।৪২	৫।৩৮।২৮	৫।১৬।১২	৪।৩১।৪২	৩।৫৫।১৮	৩।৪৬।০
মুর্শিদাবাদ এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৭।১৫	৫।৪০।৪১	৫।১৭।২৪	৪।৩৩।৪০	৩।৫৫।৪৯	৩।৪৬।১৯
চট্টগ্রাম এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৩৫।৪২	৫।৩৯।৪২	৫।১৬।১২	৪।৩৩।৬	৩।৫৭।১৮	৩।৪৮।৩
রংপুর এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৪৩।০	৫।৪৫।১২	৫।১৫।২৪	৪।২৭।৩৬	৩।৪৯।৩৬	৩।৪০।০
কুচবেহার এবং সমরেখাবর্ত্তী প্রদেশ।	৫।৪৪।১৮	৫।৪৪।১২	৫।১৫।০	৪।২৬।৩৬	৩।৪৭।৫৪	৩।৩৮।০

প্রতি রাশিতে একমাস করিয়া সূর্য্য অধিষ্ঠিত থাকেন, সুতরাং উক্ত রাশির লগ্নমানের ৩০ ভাগের (মাস যতদিনে হয়, তত ভাগের) ১ ভাগ প্রতিদিন তৎকর্ত্তৃক ভুক্ত হয়; ইহাই রবির দৈনিক রবিভুক্তি। যে দিনে যত তারিখ হয়, মাসাধিষ্ঠিত রাশির উল্লিখিত অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমানের ত্রিংশাংশকে তত দিয়া পূরণ করিলেই সেই দিবসের রবিভুক্তি হইবে। রবি-ভুক্তির সমষ্টিকে উক্ত রাশির ভুক্ত লগ্নমান ও লগ্নমান হইতে ভুক্ত লগ্নমান অন্তর করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে উহার ভোগ্য লগ্নমান কহে;—যেমন বৈশাখ মাসের মেষ লগ্নমান ৪।৭।১০কে (মাসের দিনসংখ্যা যদি ৩১ হয়, তবে) ৩১ দিয়া ভাগ করিলে কিঞ্চিদধিক ০।৭।৫৮ সাত পল আটান্ন বিপল হয়, ইহাই বৈশাখ মাসের দৈনিক রবিভুক্তি। ২রা তারিখে ০।৭।৫৮কে ২ দিয়া গুণ করিয়া ০।১৫।৫৬ পনের পল ছাপ্পান্ন বিপল রবিভুক্তির সমষ্টি অর্থাৎ মেষের ভুক্ত লগ্নমান; আর ৪।৭।১০—৩।৫১।১৪ তিন দণ্ড একান্ন পল চৌদ্দ বিপল উহার ভোগ্য লগ্নমান হয়। সাধারণতঃ রবিভুক্তি-গণনায় মাসের সংখ্যা দিয়া লগ্নমানকে ভাগ না করিয়া লগ্নমান যত দণ্ডপল হয়, তাহাকেই দ্বিগুণ করিয়া দণ্ড স্থানে পল ও পল স্থানে বিপল ধরা হয়; যেমন মেষলগ্নমান ৪।৭।১০কে দ্বিগুণ করিয়াও দণ্ড স্থানে পল ও পল স্থানে বিপল লইয়া (৮ পল ১৪ বিপল ২০ অনুপল) মেষের দৈনিক রবিভুক্তি হয়। মাসের অধিষ্ঠিত রাশির অর্থাৎ উদয়লগ্নের যেরূপ রবিভুক্তি হয়, সেইরূপ উহার সপ্তম রাশি অর্থাৎ অস্তলগ্নেরও রবিভুক্তি হইয়া থাকে। দিবসে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে উদয়লগ্ন ও রাত্রিতে জন্ম বা প্রশ্ন হইলে অস্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হয়। জন্মপত্রিকা ও প্রশ্নাদি গণনার নিমিত্ত সর্ব্বাগ্রেই লগ্ন-নিরূপণ আবশ্যক হয়; দিবা বা রাত্রির যে কোন সময়ের লগ্ননির্ণয় করিতে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া অবলম্বন কর।

যদি দিবসের মধ্যে কোন সময়ের লগ্ন গণনা করিতে হয়, তাহা হইলে মাসাধিষ্ঠিত রাশির লগ্নমান (যাহা সূর্য্যোদয়ের সময় উদিত ছিল), ইহাতে তাহার ভুক্ত লগ্নমান অর্থাৎ রবিভুক্তির সমষ্টি (দৈনিক রবিভুক্তিকে তারিখের সংখ্যা দ্বারা গুণিত করিয়া) অন্তর করিয়া অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান একস্থানে স্থাপন কর। তৎপরে পর পর রাশির লগ্নমানসকল উহার নিম্নে স্থাপিত করিয়া যোগ করিতে থাক। জন্ম বা প্রশ্নকালীন নিম্নে দণ্ডপল যে রাশির লগ্নমানের অন্তর্ভুক্ত হইবে, সেই রাশিই ঐ জন্ম বা প্রশ্নসময়ের লগ্ন জানিবে। যদি রাত্রির মধ্যে কোন সময়ের লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, তাহা হইলে উদয়লগ্নের পরিবর্ত্তে তাহার ৭ম রাশি যে অস্তলগ্ন,

তাহারই রবিভুক্তি পূর্ব্বমত বাদ দিয়া ভোগ্য লগ্নমান হইবে ও পূর্ব্বমত পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিয়া দেখিবে, রাত্রির দণ্ডপল যে লগ্নের মধ্যবর্ত্তী হইল, সেই লগ্নই উক্ত সময়ের লগ্ন হইবে।

উদাহরণ।—৫ই কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেলা ১০ দণ্ডের সময় কলিকাতায় যদি কাহারও জন্ম হয় বা কোন প্রশ্ন হয়, তবে তাহা কোন্ লগ্নে হইবে? কার্ত্তিক মাসে তুলারাশি, অতএব সূর্য্যোদয়কালে ঐ দিবস তুলা লগ্নের উদয় ছিল। উহার অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান ৫ দণ্ড ৩৬ পল ১০ বিপল। দৈনিক রবিভুক্তি (৫।৩৬।১০) কে দ্বিগুণিত করিয়া ও দণ্ডাদিস্থলে পলাদি লইয়া ১১ পল ১২ বিপল ২০ অনুপল হয়। রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান (০।১১।১২।২০) কে তারিখসংখ্যা ৫ দ্বারা গুণিত করিয়া ৫৬ পল ১ বিপল ৪০ অনুপল হয়। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান ৫।৩৬।১০ হইতে ০।৫৬।১৪।০ অন্তর করিয়া ৪ দণ্ড ৪০ পল, ৯ বিপল ৪০ অনুপল হইল। এক্ষণে এই ৪।৪০।৯।৪০-এর সহিত ইহার পরবর্ত্তী বৃশ্চিক রাশির লগ্নমান ৫।৪০।৪৭।০ যোগ করিয়াই দেখিলাম ১০।২০।৫৬।৪০ হইল অর্থাৎ দিবা দশ দণ্ডের সময় উক্ত দিন বৃশ্চিক লগ্নের অন্তর্ভুক্ত হইল; অতএব আর লগ্নমান যোগ করিতে হইল না। বৃশ্চিক লগ্নেই ৫ই কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার বেলা ১০ দণ্ডের সময় জন্ম বা প্রশ্ন হইয়াছে নির্দ্ধারিত হইল।

উদাহরণ।—উক্ত দিবস রাত্রি ১৯ দণ্ড ৫৫ পলের সময় কোন্ লগ্ন হইবে?

এখানে রাত্রির লগ্নমান গণনা হইতেছে বলিয়া অস্তলগ্ন লইয়া গণনা করিতে হইবে। উক্ত দিনের অস্তলগ্ন মেষ উদয়লগ্নের সপ্তম রাশি। মেষের অয়নাংশবিযুক্ত লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল হয়। দৈনিক রবিভুক্তি ৮ পল ১৪ বিপল। রবিভুক্তির সমষ্টি বা ভুক্ত লগ্নমান উক্ত দিনে ৮;১৪।২০কে ৫ গুণ করিয়া ৪১ পল ১১ বিপল ৪০ অনুপল হইল। অবশিষ্ট ভোগ্য লগ্নমান ৪ দণ্ড ৭ পল ১০ বিপল হইতে ৪১।১১।৪০ অন্তর করিয়া ৩ দণ্ড ২৫ পল ও ৮ বিপল ২০ অনুপল হইল। এক্ষণে এই ভোগ্য লগ্নমান ৩।২৫।৫৮।২০ এর সহিত পর পর কত রাশির লগ্নমান যোগ করিলে ১৮ দণ্ড ৫৫ পলের সমান হইবে, তাহাই দেখিতে হইবে। প্রক্রিয়ামতে দেখা যাইতেছে যে পরবর্ত্তী বৃষের লগ্নমান ৪।২৮।৫২, মিথুনের লগ্নমান ৫।৫৫।৩৩ এবং কর্কটের ৫।৪১।২, ঐ ভোগ্য লগ্নমান ৩।২৫।৫৮।২০ এর সহিত যোগ করাতে রাত্রি ১৯ দণ্ড ৩৩ পল ৫৫ বিপল হইতেছে। তাহা হইলেই ১৮ দণ্ড ৩০ পল ৫৫ বিপলের সময়ের পরবর্ত্তী সিংহলগ্নের ২৪ পল মাত্র ভুক্ত হইবে, ইহা গণনা দ্বারা নিরূপিত হইল।

লগ্ন নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে যাহাতে যথার্থরূপে সময়ের নিরূপণ হয়, তাহা করিবে। রবিকরবিশিষ্ট দিবামানে, অতি সহজে, অভ্রান্ত ও সূক্ষ্মরূপে সময় নিরূপণ করিবার প্রক্রিয়া যথা—

সূর্য্যকিরণে সরলভাবে দণ্ডায়মান হইলে স্বীয় শরীরের যে ছায়াপতন হইবে, স্বীয় পদ দ্বারা সাবধানে সেই ছায়ার পরিমাণ করিলে যত পদ ছায়া হইবে, সেই পদসংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া তাহাতে ১৪ যোগ করিবে। এই যোগফল দ্বারা ২৯২ সংখ্যাকে হরণ করিলে যে ভাগফল উৎপন্ন হইবে, পূর্ব্বাহ্ণ হইলে দিবামানে তত দণ্ডপল বেলা হইয়াছে এবং অপরাহ্ণ, তত দণ্ড পল বেলা অবশেষ আছে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

জন্মপত্রিকা

জন্মপত্রিকা (কোঠী) প্রস্তুত করিতে হইলে, প্রথমে লগ্নগণনামতে জাতকের জন্মসময়ের লগ্ন নিরূপণ কর। পরে রাশিচক্রের অনুরূপ একটি চক্র অঙ্কিত করিয়া, যে রাশি জাতকের জন্মলগ্ন হইল, সেই রাশির গৃহ 'লং'—এই সাঙ্কেতিক চিহ্নে চিহ্নিত কর। জন্মসময়ে রবিচন্দ্রাদি গ্রহগণ যে নক্ষত্রে, যে রাশিতে, যে অংশে অবস্থান করেন, গ্রহস্ফুটপঞ্জিকা* দৃষ্টে অথবা চিরপঞ্জিকামতে ভোগ্য নক্ষত্রের অঙ্কের সহিত তত্তৎরাশিতে তাহাদিগকে স্থাপিত কর। চক্রের মধ্যস্থানে শতপদচক্রমতে জাতকের নাম, জন্মশক, মাস, তারিখ, বার ও দণ্ডপল স্থাপিত কর। চক্রের নিম্নভাগে 'জাতাহ' অর্থাৎ জন্মদিবসের দিবামান, রাত্রিমান ও মুহূর্ত্তমানাদি যথাক্রমে লিখ এবং তন্নিম্নে বার, তারিখ ও স্থিতি দণ্ডপলের সহিত তিথি, নক্ষত্র, যোগ ও করণের উল্লেখ কর। সাধারণতঃ দিনপঞ্জিকার বামপার্শ্বস্থ অঙ্কমালা এ স্থলে উদ্ধৃত করা হয়। উহা চারি শ্রেণীতে লিখিত থাকে। প্রথম শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক বার, দ্বিতীয়াঙ্ক তিথি, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙ্ক তিথির দণ্ডপল। দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক নক্ষত্র, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক নক্ষত্রের দণ্ডপল ও চতুর্থাঙ্ক করণ এবং তৃতীয় শ্রেণীর প্রথমাঙ্ক যোগ, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্ক যোগের দণ্ডপল ও শেষাঙ্ক তারিখের সংখ্যা প্রকাশ করে। জন্মনক্ষত্র যদি পূর্ব্বদিনাবধি ভোগ করিয়া থাকে, তবে পূর্ব্বাহ্ণের,

* আজিকালি বঙ্গপঞ্জিকার মধ্যে প্রত্যেক পঞ্জিকায় গ্রহস্ফুট গণনা দেওয়া থাকে। পাঠকবর্গ ও শিক্ষার্থিগণ পঞ্জিকাক্রয়কালে গ্রহস্ফুট দেখিয়া লইবেন।

আর যদি পরদিনাবধি ভোগ করে, তবে পরাহের দিবাদির মান উক্তরূপে জাতকচক্রের পার্শ্বে সংস্থাপন করিবে। সহজ বোধের জন্য ইহারই নিম্নখণ্ডে সচরাচর ষড়্‌বর্গাদির পরিচয়, জন্মমাসাদির ফল, গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার, দশাফল প্রভৃতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়া থাকে। ষড়্‌বর্গ কাহাকে কহে এবং জন্মমাসাদির ফল কিরূপ, তাহা একরূপ ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে গ্রহগণের অবস্থানগত ভাববিচার ও বর্ত্তমানকাল-প্রচলিত নাক্ষত্রিকী দশা-বিবরণ সহজে ও সংক্ষেপে বিবৃতকরণানন্তর পশ্চাৎ সংক্ষিপ্ত জন্মপত্রিকার আদর্শ প্রদর্শিত হইবে।

জাতকচক্র ও তদ্‌গত গ্রহগণের সাধারণ বিবরণ

জাতকচক্রে মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদিরূপ পর্য্যায়ক্রমে রাশিগণের গণনাকে ‘বামাবর্ত্ত’ ও মীন, কুম্ভ ইত্যাদিরূপ বিপর্য্যয়ক্রমে গণনাকে ‘দক্ষিণাবর্ত্ত’ গণনা কহে। যে গৃহে ‘লং’ চিহ্নে লগ্ন স্থাপন করা হইয়াছে, তাহাকে লগ্নগৃহ বা লগ্ন কহে। লগ্ন হইতে বামাবর্ত্তে দ্বাদশ গৃহে দ্বাদশ-ভাব গণনা করা হয়। লগ্নগৃহকে প্রথম গৃহ বা তনুভাব কহে। এইরূপ দ্বিতীয় গৃহকে ধনভাব, তৃতীয় গৃহকে সহজ বা সহোদর ভাব, চতুর্থাদি দ্বাদশ গৃহকে এইরূপ যথাক্রমে বন্ধুভাব, রিপুভাব, জায়াভাব, নিধনভাব, ধর্ম্মভাব, কর্ম্মভাব, আয়ভাব ও ব্যয়ভাব কহে। ভাবগৃহের নামানুযায়ী প্রথম তনুভাবে জাতকের আকৃতি, প্রকৃতি, রূপ, গুণ, জাতি, বর্ণ, বংশ, আয়ুর স্থূল পরিমাণ, শারীরিক স্বাস্থ্য, সাহস ও সুখ-দুঃখাদি অবগত হওয়া যায়। দ্বিতীয়—ধনভাবে ধন, রত্ন, সম্পত্তি, ধাতু প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয়, উপার্জ্জন ও বিবিধ অর্থোপায় অবধারিত হয়। তৃতীয়—সহজভাবে সহোদর, অনুচর, জ্ঞাতি, সেবক ও পরাক্রমাদির বিষয় অবধারিত হয়। চতুর্থ—বন্ধুভাবে মিত্র, মাতা, গৃহ, ধন, ভূমি, সম্পত্তি, ক্ষেত্রকার্য্য, মহৌষধি, পশু ও খনিজ-রত্নের বিষয় স্থির করা যায়। পঞ্চম—পুত্রভাবে অপত্য অনুগত, শিষ্য, মন্ত্র, বুদ্ধি, বিদ্যা, গর্ভসংস্থান ও নীতিতত্ত্বাদির বিষয় গণনা হয়। ষষ্ঠ রিপুভাবে শত্রু, ষড়রিপু, চিন্তা, পীড়া, পিতৃব্য, মাতুল, বন্ধন, রাজভয় ও বিবিধ আশঙ্কার বিষয় স্থির করা হয়। সপ্তম—জায়াভাবে স্ত্রী, বাণিজ্য, বিবাহ, যাত্রা, বিবাদ, আরোগ্য প্রভৃতির কল্পনা করা যায়। অষ্টম—নিধনভাবে মৃত্যু, কারাগার, সঙ্কট এবং পরমায়ুর বিষয় কীর্ত্তিত হয়। নবম—ধর্ম্মভাবে ধর্ম্ম, ভাগ্য, চরিত্র, তীর্থ, প্রণয় ও

পুণ্যকর্ম্মাদির বিষয় গণনা হয়। দশম—কর্ম্মভাবে কর্ম্ম, কীর্ত্তি, সম্মান, ভোগ, পিতা, রাজা ও উচ্চপদাদির বিষয় বিচার করা যায়। একাদশ—আয়ভাবে আয়, যান, বাহন, বস্ত্র, রত্ন, সুবর্ণ, আত্মীয়, আশা, সিদ্ধি ও লাভের বিষয় চিন্তা করা যায় এবং শেষ দ্বাদশ গৃহ বা ব্যয়ভাবে—ব্যয়, ক্ষতি, দণ্ড, ঋণ, অজ্ঞান, গুপ্ত শত্রু ও সর্ব্বপ্রকার অভাব চিন্তা করা হইয়া থাকে।

তন্বাদি দ্বাদশ গৃহের মধ্যে লগ্ন, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, দশম ও একাদশ এই অষ্ট গৃহকে শুভগৃহ বা শুভভাব, আর তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশ এই চারি গৃহকে অশুভ গৃহ বা অশুভভাব কহে। যে যে রাশির গৃহে শুভভাব হয়, সেই সেই রাশির অধিপতি গ্রহকে শুভভাবাধিপতি, আর যে রাশির গৃহে অশুভভাব হয়, সে রাশির অধিপতি গ্রহকে অশুভাবাধিপতি কহে। লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম এই চারিটি গৃহকে "কেন্দ্র"; দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম ও একাদশ এই চারিটিকে "পণফর", আর তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম ও দ্বাদশ এই চারিটিকে 'আপোক্লিম' কহে। কেন্দ্রস্থিত গ্রহ মহাবলবান্, পণফরস্থিত গ্রহ অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল এবং আপোক্লিমে অবস্থিত গ্রহ অতিশয় হীনবল হইয়া থাকে।

নবম ও পঞ্চম গৃহ "ত্রিকোণ" এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশ গৃহ "উপচয়" এই দুই বিশেষ নামে কথিত হয়।

লগ্নাধিপতি গ্রহ যদি তুঙ্গগত হইয়া কেন্দ্রস্থানে অথবা ত্রিকোণে অবস্থান করে, কোন তুঙ্গগত গ্রহ লগ্নে থাকে, আর উহাদের উচ্চাধিপতি* গ্রহও ঐরূপ কেন্দ্রী বা ত্রিকোণস্থিত হয়, তাহা হইলে, যাহার জন্মপত্রিকায় এরূপ থাকিবে, সেই জাতক জীবনে মহা উন্নতি সাধন করিবে সন্দেহ নাই; পক্ষান্তরে, যদি শনি, রাহু বা কেতু গ্রহ কোন অশুভভাবাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া অশুভ গৃহে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতকের আজীবন দুঃখভোগ ও বিবিধ কষ্টপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যদি শুভ গ্রহগণ† স্বক্ষেত্রে, তুঙ্গস্থানে বা কেন্দ্রে স্থিত হয়, যদি শুভ-

---

* যে গ্রহের যে রাশি তুঙ্গস্থান বা নীচস্থান, সে রাশির অধিপতি গ্রহকে উহার উচ্চাধিপতি কহে। [পরিভাষা পরিচ্ছেদ দেখ।]

† বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র—ইহারা শুভগ্রহ; আর রবি, শনি, মঙ্গল, রাহু ও কেতু—ইহারা অশুভ বা পাপগ্রহ জানিবে। বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত হইলে পাপগ্রহ হইয়া থাকে। ক্ষয়শীল চন্দ্র পাপগ্রহমধ্যে পরিগণিত।

ভাবাধিপতিগণ, বিশেষতঃ চতুর্থ ও দশমাধিপতি স্বক্ষেত্রে অবস্থান করে, কিংবা যদি কোন শুভভাবাধিপতি নীচরাশিস্থ থাকে ও তাহার উচ্চাধিপতি ও নীচাধিপতি বলবান্ হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করে অথবা যদি শুভ নক্ষত্রযুক্ত হইয়া দশমে বা যে কেন্দ্রস্থানে বৃহস্পতি অবস্থিতি করে, যদি কোন পাপগ্রহ দশমস্থিত থাকিয়া বৃহস্পতি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় অথবা যদি লগ্নাধিপতি ও চন্দ্র শুভগৃহস্থিত হয় এবং বৃহস্পতি বুধ ও শনি যদি স্বক্ষেত্রে থাকে, তাহা হইলে জাতকের সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বিবিধ সুখসম্পদভোগ হয়। আর যদি তৃতীয়, ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশাধিপতি স্বক্ষেত্রগত থাকে, যদি কেন্দ্রে তিনটি পাপগ্রহ একত্র হইয়া থাকে, যদি লগ্নাধিপতি নীচরাশিগত থাকে, আর তাহাদের উচ্চ ও নীচ অধিপতিগণ অশুভ গৃহে সংস্থিত হয় অথবা লগ্নে রবি বা চন্দ্রের দ্বাদশ স্থানে যদি মঙ্গল কি শনি অবস্থান করে অথবা যদি অশুভগৃহাধিপতি শুভগৃহাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া অশুভস্থানে অবস্থিত হয়, তবে জাতক জীবনে প্রতি পদে বাধাবিপত্তি ভোগ করে এবং অল্পায়ু, দরিদ্র ও দীন হইয়া থাকে।

শুভগ্রহের ফল শুভ এবং পাপ বা অশুভ গ্রহের ফল অশুভ হইয়া থাকে। পাপগ্রহগণ উপচয়স্থানে সংস্থিত হইয়া যদি শুভভাবে থাকে অথবা শুভভাবের যদি অধিপতি হয়, তবে বিলম্বে বা কষ্টে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। শুভগ্রহগণ যদি শুভভাবে অশুভগৃহের অধিপতি হইয়া থাকে, তবে তাহাদের প্রদত্ত শুভফলের কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি হয়।

একাদশগৃহস্থিত গ্রহমাত্রেই (বিশেষতঃ শনি) জাতকের অতীব মঙ্গল প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ চন্দ্র—সপ্তম বা দ্বিতীয় স্থানে, মঙ্গল—দশম বা তৃতীয় স্থানে, বুধ—ষষ্ঠ বা লগ্নস্থানে, বৃহস্পতি—নবম বা দ্বিতীয় স্থানে, শুক্র—দ্বাদশ বা পঞ্চম স্থানে, শনি—অষ্টম বা লগ্নস্থানে, রবি—একাদশ বা চতুর্থ স্থানে শুভনক্ষত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে জাতকের অতীব শুভদায়ক হয়। তন্বাদি দ্বাদশ গৃহে ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ কর্ত্তৃক যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন ফল উৎপন্ন হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

তনুভাব

রবি—তনুস্থানে অর্থাৎ লগ্নে রবি থাকিলে জাতক শৈশবে পীড়িত, নেত্র-রোগী, নীচসেবারত, সদ্গৃহস্থ, দাম্ভিক, নিঃসন্তান, অপত্নীক ও দরিদ্র হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র তনুস্থানে থাকিলে জাতক সুশীল, সুন্দর, বীর্য্যবান, বহুতরধন-ভোগী ও লোকবিখ্যাত হয়; কিন্তু চন্দ্র যদি লগ্নে নীচগৃহস্থ হন, কিংবা

পাপগ্রহ কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট হন, তাহা হইলে জাতক বিত্তহীন, অতিদীন ও জড়মতি হয়। অপিচ, লগ্নগত চন্দ্রের পূর্ণপক্ষ শুভদায়ক ও অপূর্ণ অর্থাৎ ক্ষীণপক্ষ জাতকের অশুভদায়ক হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল লগ্নস্থানে থাকিলে জাতক কুব্জদেহ, কুষ্ঠরোগী, ভগন্দর, অর্শ বা অন্যরূপ গুহ্যপীড়ায় পীড়িত, উচ্চনাভি, লোকনিন্দিত ও বিকল-মধ্যাঙ্গ হইবে। অপিচ, মঙ্গল লগ্নে থাকিলে জাতক বাল্যে উদর-দশন-রোগী, কৃষ্ণবর্ণ, খল, শ্লেষ্মাপীড়িত, নীচানুরক্ত, পাপাসক্ত, সর্ব্বদা অস্থির, অসুখী এবং মলিন ও ছিন্নবস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে।

বুধ—বুধগ্রহ লগ্নস্থ থাকিলে জাতক সুমূর্ত্তি, শান্ত, নিপুণ, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, বিদ্বান্ ও দয়ালু হয়। অপিচ, জাতক ত্যাগশীল, মধুরভাষী, সত্যবাদী, বিলাসী ও বন্ধুবর্গের উপকারী হয়।

বৃহস্পতি—লগ্নে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক সুকবি, গায়ক, দাতা, ভোক্তা, সুখী, রাজপূজিত, প্রিয়দর্শন, পবিত্র ও দেবদ্বিজভক্ত হয়। অপিচ, শাস্ত্রবিদ্ ও ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া থাকে।

শুক্র—শুক্র জন্মলগ্নে অবস্থান করিলে জাতক পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ, ধার্ম্মিক, বিচিত্র শিল্পশাস্ত্রবিশারদ, গুণবান্ এবং যুবতীগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াপ্রিয় হয়। অপিচ, শুক্র লগ্নে থাকিলে জাতক ধনী, ভোগযুক্ত ও বাচাল হইয়া থাকে।

শনি—শনি তনুস্থানে থাকিলে মনুষ্য নরাধম, জ্বররোগী, বহুরোগ-পীড়িত, অধিকাঙ্গ বা হীনাঙ্গ ও দুর্গন্ধযুক্ত হয়, অপিচ, ব্রণময় শরীর ও বাতরোগী হইয়া থাকে। রাহু—লগ্নে রাহু থাকিলে জাতক পাপরত, কুকর্ম্মা, দুঃসাহসিক, রক্তনেত্র, রোগী ও বাচাল হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু তনুস্থানে থাকিলে জাতক পীড়া, অসুখ, চিন্তা, উদ্বেগ, বায়ুরোগ ও বহুকষ্ট প্রাপ্ত হয়।

ধনভাব

রবি—রবি দ্বিতীয়গৃহে অর্থাৎ ধনস্থানে অবস্থিত থাকিলে জাতক নির্ধন হয়, অথবা রক্তদ্রব্য ও তাম্রাদি দ্বারা অর্থবান্ হয়, অপিচ, রবি ধনস্থানগত থাকিলে জাতক রক্তচক্ষু, কুপরিচ্ছদধারী, দুঃখবিশিষ্ট, অতি দীনহীন, স্ত্রীপুত্রবিহীন ও সংসারত্যাগী হইয়া থাকে।

চন্দ্র—চন্দ্র ধনস্থানে থাকিলে জাতক ধনধান্যপূর্ণ, লক্ষ্মীমান্,

নিরহঙ্কার, কর্পূর-চন্দনাদি গন্ধদ্রব্যাসক্ত, কন্দর্পতুল্য, প্রফুল্ল ও মণিরত্নমণ্ডিত হয়। অপিচ, জাতক চঞ্চলমতি, কীর্ত্তিমান্, সহিষ্ণু ও পরম সুখভোগী হইয়া থাকে।

মঙ্গল—ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব কৃষিজীবী, বাণিজ্যব্যবসায়ী, প্রবাসী, স্বল্পবিত্তবান্, বক্তা, ধাতুজীবী ও দ্যূতক্রীড়াসক্ত হয়। অপিচ, জাতক ক্ষীণচিত্ত, সহিষ্ণু, মহালোভী ও লঘুসুখভোগী হইয়া থাকে।

বুধ—ধনস্থানে বুধ থাকিলে জাতক সত্যবাদী, পিতৃভক্ত, সুবুদ্ধি, প্রবাসবাসী, সুন্দর এবং সৌভাগ্যশালী হয়।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি যদি ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইতে জাতক ধনী, মানী, হর্ষযুক্ত, গন্ধচন্দনভূষিত এবং বৃদ্ধাবস্থায় দরিদ্র হয়।

শুক্র—শুক্র ধনস্থানে থাকিলে মানব বিদ্যা দ্বারা উপার্জ্জনশীল, রজতধনবিশিষ্ট ও স্ত্রীধনে ধনবান হয়। অপিচ, জাতক যৌবনোপগমে অতি রসিক, কৃশশরীর ও বাচাল হয় এবং যুবতীগণের মনোরঞ্জনকারী হইয়া থাকে।

শনি—ধনস্থানে শনি থাকিলে মনুষ্য কুকার্য্যরত, চৌর, দুঃখিতচিত্ত ও নীচবিদ্যানুরক্ত হয় এবং অঙ্গারতৃণাদি দ্বারা সে ধন উপার্জ্জন করে; অপিচ, কাষ্ঠ, সীসক ও লৌহাদির ব্যাপারে সে অর্থবান্ হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু যাহার ধনস্থানে থাকে, সেই ব্যক্তি চৌর্য্যব্যবসায়ী ও মৎস্য-মাংস-নখ-চর্ম্ম-অস্থি প্রভৃতির বিক্রয়কারী হয়। অপিচ, সেই মনুষ্য সর্ব্বদা সন্তাপযুক্ত, বহুদুঃখভোগী, বকধার্ম্মিক ও নীচগৃহবাসী হইয়া থাকে। কেতু—কেতু ধনস্থানে থাকিলে সম্পত্তিবিনাশ, কুটুম্ব-বিরোধ, মুখরোগ, অপমান ও রাজভয় এবং স্বীয় গৃহে বা সৌম্যগৃহে থাকিলে মহাসুখী হয়।

সহজভাব

রবি—তৃতীয় গৃহ অর্থাৎ সহজস্থানে রবি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃহন্তা, প্রিয়জনের হিতকারী, পুত্র ও ভার্য্যা কর্তৃক অভিযুক্ত, ধৈর্য্যশালী, সহিষ্ণু, গুণবান্, বিপুলধনবিহারী এবং নারীজনের অতি প্রিয় হয়।

চন্দ্র—যাহার সহজস্থানে চন্দ্র শুভগৃহে থাকেন, সেই ব্যক্তি সুখভোগী, গুণনিধান, কাব্যশাস্ত্রামোদী ও বহুভগ্নীবিশিষ্ট হয়;—পাপগৃহ হইলে জাতক মূর্খ হয় এবং ভ্রাতা ও ভগ্নীর বিনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল তৃতীয় গৃহে থাকিলে সহোদরের বিনাশ হয়। যদি মঙ্গল তুঙ্গগত হন, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, কৃষিজীবী, ধনী, সুখী ও বিলাসী হয়, আর যদি মঙ্গল সহজস্থানে নীচস্থ বা শত্রুগৃহগত থাকে, তবে জাতক ধনহীন ও সুখহীন হইয়া দংশমশকাদিপীড়িত কুৎসিত গৃহে বসতি করে।

বুধ—তৃতীয় গৃহে বা সহজস্থানে বুধ অবস্থিত থাকিলে জাতক মহা ঐশ্বর্য্যশালী হয়। যদি বুধ তুঙ্গী হন, তাহা হইলে জাতক বহুস্ত্রীপুত্র-বিশিষ্ট, নির্লজ্জ, ক্ষীণজঙ্ঘ, কৃশাঙ্গ, চঞ্চল ও বাল্যকালে রোগযুক্ত হয়। অপিচ, পাপগৃহগত বা পাপগ্রহযুক্ত বুধ হইলে ভ্রাতা ও স্ত্রীপুত্রের বিনাশ হয় এবং মিত্র কর্ত্তৃক বুধ দৃষ্ট হইলে জাতক স্বয়ং নির্ম্মলবুদ্ধিবিশিষ্ট ও উক্ত গুণবিশিষ্ট ভ্রাতা প্রাপ্ত হয়।

বৃহস্পতি—সহজস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য রাজপূজিত, ভ্রাতৃ-সংযুক্ত, কুটুম্ববিশিষ্ট, কৃপণ ও ধনবান্ হইলেও নির্ধনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

শুক্র—শুক্র সহজস্থানে থাকিলেও মনুষ্য মনোরমা-ভগিনীবিশিষ্ট, বহুভ্রাতা-ভগ্নীযুক্ত, জড়মতি, ক্রূর, কাতরস্বভাব ও ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া থাকে ; অপিচ, জাতক নেত্ররোগসম্পন্ন হয়।

শনি—শনি সহোদরস্থানে থাকিলে জাতকের ভ্রাতাভগিনীর নাশ হয়, কিন্তু স্বয়ং সেই ব্যক্তি উত্তম স্ত্রীপুত্রযুক্ত, সৌভাগ্যশালী এবং রাজতুল্য হইয়া থাকে।

রাহু—তৃতীয় গৃহে রাহু থাকিলে ভ্রাতার বিনাশ হয় ; কিন্তু যদি রাহু তুঙ্গী থাকে, তাহা হইলে জাতক অসীম ধনসম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং গজবাজী-ভৃত্যপুত্রকলত্রমিত্রাদিজাত বিবিধ সুখে সুখী হইয়া থাকে।

কেতু—তৃতীয় স্থানে কেতু ভ্রাতৃবিনাশ করেন ; অপিচ, জাতক শত্রুহীন ও ঐশ্বর্য্যশালী হয় এবং সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন, রুগ্ন ও মানসিক চিন্তাযুক্ত থাকে।

সহোদরস্থানে যদি পাপগ্রহ পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের সহোদর জীবিত থাকে না—অন্যথা শুভগ্রহ শুভগ্রহগণ কর্ত্তৃক বীক্ষিত হইলে বন্ধু ও সহোদর লাভ হইয়া থাকে।

সহজস্থানের যত নবাংশে মঙ্গল বা চন্দ্রের দৃষ্টি থাকিবে, জাতকের তত সংখ্যক সহোদর হইয়া থাকে ; আর যত নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিবে, তত সংখ্যক সহোদরের বিনাশ হইবে।

বন্ধুভাব

রবি—চতুর্থ গৃহ বা বন্ধুস্থানে রবি অবস্থিত থাকিলে জাতকের বন্ধুবিনাশ হয় এবং সেই ব্যক্তি সংগ্রামে অজেয়, বহুপুত্রশালী, বহুসম্পত্তিশালী, মৃদুপ্রকৃতি, সঙ্গীতানুরক্ত, উত্তমস্ত্রীরত্নবিশিষ্ট, বিবিধ ধনবিহারী ও রাজপ্রিয় হয়। চন্দ্র—চন্দ্র বন্ধুস্থানে থাকিলে জাতক রত্নপূর্ণ ও গজবাজীবিশিষ্ট অট্টালিকার অধীশ্বর, মৎস্যমাংসাদিলোভী, প্রিয়জনহিতকারী, রোগহীন ও যুবতীরঞ্জন হয়।

মঙ্গল—বন্ধুস্থানে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হয় এবং সেই ব্যক্তি প্রবাসে মোকর্দ্দমাবিশিষ্ট স্থানে ও আবাসে আর্দ্রগৃহে বাস করে। অপিচ, সে ব্যক্তি জড়মতি, অতি দীন, কুটিলহৃদয়, কৃশাঙ্গ, শ্লেষ্মাযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবক, কুবস্ত্রধারী, সকল সুখবিহীন ও পাপশীল হইয়া থাকে।

বুধ—বুধ যদি পাপশূন্য হইয়া বন্ধুস্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, বহুধনযুক্ত ও বহুরসবিলাসী হয়; আর যদি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে, তবে ইহার বিপরীত ফল হয়।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি মিত্রস্থানে থাকিলে মানব অরণ্যমধ্যেও মিত্র প্রাপ্ত হয়। বিচিত্র মাল্য, বস্ত্র ও রত্নাদি-শোভিত হইয়া সে গজবাজী-বাহনে সুন্দরী কামিনীগণকে বিবাহ করে; অপিচ, বৃহস্পতি মিত্রগৃহ প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, রত্নভাণ্ডারপতি, সর্ব্বসুখী ও সর্ব্বজনপ্রিয় হয়।

শুক্র—বন্ধুস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বহুমিত্রযুক্ত, কবিতাশক্তিসম্পন্ন, নির্ম্মলচিত্ত, সচ্চরিত্র ও সুদর্শন হয়, অপিচ, শুক্র যদি বন্ধুস্থানে তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ গৃহবাসী, শ্রেষ্ঠ কামিনীবিলাসী ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে।

শনি—শনি বন্ধুস্থানে থাকিলে মনুষ্য বিকলাঙ্গ, দুঃখপীড়িত, ভগ্নগৃহবাসী, ভগ্নাসনবিশিষ্ট ও স্থানভ্রষ্ট হয়।

রাহু—রাহু বন্ধুস্থানে থাকিলে মানব কুবস্ত্রধারী, সুগন্ধপুষ্পানুরাগী, নীচমিত্রগৃহবাসী ও গ্রামের প্রান্তভাগে স্থায়ী হয়; অপিচ, সে দরিদ্র, খল, পাপাসক্ত, নীচানুরক্ত কৃশাঙ্গ এবং একপুত্রবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু বন্ধুস্থানে থাকিলে জাতক মাতা হইতে অসুখী ও সুহৃদ্‌বর্গ বা পিতা হইতে বিনষ্ট হয়;—কেতু তুঙ্গীভাবে থাকিলে সেই ব্যক্তি সদা উদ্বিগ্ন; বন্ধুহীন ও অস্থিরবাসী হয়।

পুত্রভাব

রবি—পঞ্চমগৃহে অর্থাৎ পুত্রস্থানে রবি অবস্থিত হইলে, মনুষ্য বাল্য-কালে সুখী, যৌবনে রোগযুক্ত, একপুত্রবিশিষ্ট, কুবস্ত্রধারী, ক্রূরকর্ম্মা, চঞ্চলচিত্ত, নির্লজ্জ ও গৃহে শূরত্বপ্রকাশক হয় এবং কখনও সে ধনবান্ হয় না। রবি যদি পুত্রস্থানে স্বক্ষেত্রগত হন, তাহা হইলে প্রথম পুত্রের বিনাশ হয়; যদি শত্রুগৃহপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে গর্ভমধ্যে সন্তান নিহত হইয়া থাকে। চন্দ্র—চন্দ্র পঞ্চমস্থানে থাকিলে মানব বহুপুত্রসম্পন্ন, সৌভাগ্যশালী, সুখী ও মনোরমা রমণীর পতি হয়; পুত্রস্থান যদি পাপগৃহ হয় কিংবা চন্দ্র স্বয়ং যদি ক্ষয়শীল হন, তাহা হইলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হয়। অপিচ, যে জাতকের পুত্রস্থানে ক্ষয়শীল চন্দ্র পাপগৃহসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করে, তাহার একটিমাত্র অতিচপলা কন্যা হইয়া থাকে।

মঙ্গল—পুত্রস্থানে মঙ্গল থাকিলে মনুষ্য পুত্রহীন, অর্থহীন ও সুখহীন হয়। মঙ্গল যদি নীচস্থিত হয় অথচ শত্রুগৃহগত বা শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মনুষ্য পুত্রশোকার্ত্ত হইয়া হাহাকার করিতে থাকে। মঙ্গল স্বক্ষেত্রস্থিত বা তুঙ্গী থাকিলে, একমাত্র মলিন চিত্ত ও কুহকী পুত্র জন্মলাভ করিবে।

বুধ—যদি পুত্রস্থানে বুধ থাকেন, তাহা হইলে জাতক সুখসম্পন্ন, প্রফুল্লবদন, পবিত্র, দেবতাব্রাহ্মণভক্ত, স্ত্রীপুত্রযুক্ত ও কবি হয়। অপিচ, বুধ পুত্রস্থানে শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকিলে মানবের সুশীল পুত্র জন্ম-গ্রহণ করে। অন্যথা হয় পুত্র জন্মে না, না হয় জন্মিয়া জীবিত থাকে না।

বৃহস্পতি—পঞ্চমস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক বহুস্ত্রীপুত্রযুক্ত, সমৃদ্ধিসম্পন্ন, সুশ্রী ও লোকপ্রিয় হয়।

শুক্র—পুত্রস্থানে শুক্র থাকিলে জাতক ধনী, মানী, গুণী, দাতা, ভোক্তা এবং অল্পপুত্র ও বহুকন্যাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শনি—শনি শত্রুগৃহগত হইয়া পুত্রস্থানে থাকিলে, জাতকের সকল পুত্র বিনষ্ট হয়; যদি স্বক্ষেত্রস্থিত বা মিত্রগৃহস্থিত কিংবা তুঙ্গগত হইয়া থাকিলে, একমাত্র রুগ্ন, পঙ্গু ও উগ্রস্বভাবসম্পন্ন পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

রাহু—রাহু পুত্রস্থানে থাকিলে জাতকের একটিমাত্র অতি দীন মলিন পুত্র জন্মে, পুত্রস্থান চন্দ্র বা রবির গৃহ হইলে জাতকের পুত্র জন্মে না বা জন্মিয়া জীবিত থাকে না। কেতু—পঞ্চমস্থানে কেতু থাকিলে জাতক অল্পপুত্রক, বীর্য্যবান্, বুদ্ধিদোষে কষ্টভোগী এবং স্বয়ং ও তাহার ভ্রাতা আঘাত বা বাতরোগজ দুঃখভোগ করে।

রিপুভাব

রবি—ষষ্ঠ গৃহে রিপুস্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতক যোগরত, ধীমান্, চারুমূর্ত্তি, বিলাসী, তেজস্বী, কৃশ, ধার্ম্মিক, কর্ম্মকঠিনদেহ, জ্ঞাতিবর্গপ্রমোদী, নিজকুলহিতকারী, শত্রুহীন এবং দীর্ঘায়ুঃ হয়। অপিচ, রবি যদি শত্রুগ্রহের সহিত যুক্ত বা তৎকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে জাতকের পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। চন্দ্র—চন্দ্র রিপুস্থানে যদি বৃহস্পতির গৃহে অবস্থিত থাকেন অথবা যদি পূর্ণচন্দ্র হইয়া তুঙ্গগত বা স্বগৃহস্থিত হন কিংবা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জাতকের সকল শত্রু বিনষ্ট হয় ও সেই ব্যক্তি মহাসুখভোগ করে। যদি চন্দ্র ক্ষীণ কিংবা নীচগৃহস্থিত অথবা তাৎকালিক শত্রুর গৃহগত হন, তাহা হইলে সুখদাতা না হইয়া বহু পীড়া ও বিবিধ দুঃখদাতা হইয়া থাকেন। অপিচ, পাপচন্দ্র পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট, পাপগ্রহের সহিত যুক্ত বা পাপগ্রহের গৃহগত হইলে নিশ্চিত সাংঘাতিক হইয়া থাকে।

মঙ্গল—রিপুস্থানে মঙ্গল যদি নীচরাশিস্থ বা শত্রুগৃহগত না থাকে, তাহা হইলে মানব রাজতুল্য হয়। যদি শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া নীচস্থানগত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি বিকটশরীরবিশিষ্ট এবং কুৎসিত ও ক্রূরকর্ম্মকারী হয়। শত্রুগৃহগত বা নীচস্থানগত মঙ্গল মৃত্যুকারী হয়।—অপিচ, রিপুস্থানে মঙ্গল তুঙ্গী থাকিলে জাতক বহু পুত্র, অর্থ ও মিত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

বুধ—রিপুস্থানে যদি বুধ শুক্রভাবে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুনাশ ও ঐশ্বর্য্যসুখ হয়, আর যদি অশুভভাবে বুধ থাকেন অর্থাৎ পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট, পাপগ্রহসহ যুক্ত বা পাপগ্রহের গৃহগত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুবৃদ্ধি ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—ষষ্ঠ স্থানে বৃহস্পতি থাকিলে মনুষ্য শত্রুকুলবিজয়ী, যুদ্ধকুশল ও সুখী হয়; যদি বৃহস্পতি শত্রুগৃহগত থাকেন, তাহা হইলে পদে পদে শত্রুবৃদ্ধি ও শত্রু কর্ত্তৃক মানব প্রপীড়িত হয়।

শুক্র—শুক্র স্বক্ষেত্রগত, মিত্রগৃহগত বা তুঙ্গী হইয়া যদি রিপুস্থানে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতকের শত্রুদমন ও অভয়লাভ হয়,—যদি শত্রুগৃহস্থ বা নীচস্থানস্থিত কিংবা অস্তমিত থাকেন, তবে জাতকের বৈরিভয়, কলহ ও রোগ উপস্থিত হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

শনি—শনি রিপুস্থানে যদি শত্রুগৃহগত থাকে, তবে জাতকের বৈরিবিনাশ হয়। যদি তুঙ্গগত বা স্বক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে জাতকের মহাসুখপ্রদাতা হয়; আর যদি নীচস্থ শনি থাকে, তাহা হইলে পদে পদে শত্রুভয় হইয়া থাকে। রাহু—রাহু রিপুস্থানে যে কোনভাবে অবস্থিত থাকুক না কেন, জাতক ধনপুত্রসুহৃদ্‌ভোগী ও শত্রুশূন্য হয় এবং অন্যগ্রহজনিত যে কোনও দোষ হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হয়। অপিচ, জাতকের প্রধানা স্ত্রীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

কেতু—ষষ্ঠ স্থানে কেতু থাকিলে, মনুষ্য অরোগী, মহাভোগী, অতুল-সুখসম্পন্ন ও মাতুল বা আত্মীয় কর্ত্তৃক অমর্য্যাদা প্রাপ্ত হয়।

জায়াভাব

রবি—রবি সপ্তম গৃহ বা জায়াস্থানে অবস্থিতি করিলে জাতক অসুখ-ভোগী, চঞ্চল, পাপশীল, মধ্যমাকার, কপিলনেত্র, পিঙ্গলবর্ণকেশবিশিষ্ট ও কদাকার হয় এবং তাহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যগ্রস্ত বা বিনষ্ট হইয়া থাকে।

চন্দ্র—জায়াস্থানে পূর্ণচন্দ্র থাকিলে মানব সুন্দরকান্তি, কাঞ্চনযুক্ত ও মনোরমা যুবতীর পতি হয়; ক্ষীণচন্দ্র থাকিলে অসুখী ও বিকলাঙ্গী রুগ্না নারীর পতি হয়। চন্দ্র যদি পূর্ণ ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট থাকেন, তবে জাতক শত যুবতীর অধিপতি হয়।

মঙ্গল—সপ্তম গৃহে জায়াস্থানে যদি মঙ্গল নীচস্থ বা শত্রুগৃহগত থাকে, তবে জাতকের স্ত্রীবিনাশ হয়, যদি মিত্রগৃহগত থাকে, তবে তাহার কুরূপা মলিনা নারী পত্নী হয়; পুনশ্চ, মঙ্গল শত্রুগৃহগত থাকিলে জাতকের শত্রুব্যক্তি স্ত্রীর পতি হইয়া থাকে; অপিচ, মঙ্গল তুঙ্গী কিংবা স্বক্ষেত্রপ্রাপ্ত থাকিলে মনুষ্য উত্তমা কামিনী লাভ করিয়া থাকে।

বুধ—বুধ জায়াস্থানে শুদ্ধভাবে থাকিলে জাতকের সতী, সুরূপা ও সৎকুলজাতা কামিনী হয়, আর অশুভভাবে থাকিলে কুৎসিতস্বভাবা, চপলা নারী ভোগ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি সপ্তম স্থানে থাকিলে জাতক অমৃতভাষী, চিরায়ু ও বিপুলধনাধিপতি হয় এবং সেই ব্যক্তি শত যুবতীর মুখপদ্মমধু পান করিয়া থাকে। শুক্র—শুক্র সপ্তম স্থানে থাকিলে জাতক ধনবান্, স্বাস্থ্য-বান্, বহুপুত্র, বহুকামিনীযুক্ত এবং মহাসুখী হয়; অপিচ, যৌবনান্তেও জাতক শ্রেষ্ঠকুলোৎপন্না কামিনীসকল লাভ করিয়া থাকে।

শনি—জায়াস্থানে শনি থাকিলে মনুষ্যের সমুদয় স্ত্রী বিনষ্ট হয়;—যদি

তুঙ্গগত বা মিত্রগত শনি সপ্তম স্থানে থাকে, তাহা হইলে জাতক অঙ্গহীনা, কুরূপা অথবা পুনর্ভূ (যাহার দুইবার বিবাহ হয়) কন্যা ভোগ করিয়া থাকে।

রাহু—জায়াস্থানে রাহু যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা পাপগ্রহযুক্ত হইয়া থাকে অথবা যদি রবি-চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জাতকের স্ত্রী বিনষ্ট হয়; অপিচ, চণ্ডালিনীর প্রতি জাতক আশক্ত হইয়া থাকে।

কেতু—জায়াস্থানে কেতু থাকিলে সর্ব্বদা যাচক ও উদ্বিগ্ন হয়, তাহার বনিতা পীড়াগ্রস্ত হয় এবং সেই ব্যক্তি জল বা অন্য ভূত হইতে বিনষ্ট হইয়া থাকে।

নিধনভাব

রবি—রবি অষ্টম গৃহে অর্থাৎ নিধনস্থানে অবস্থান করিলে বজ্রঘাত, সর্পদংশন বা জ্বররোগে স্থলভূমিতে জাতকের প্রাণবিয়োগ হয়। রবি তুঙ্গী অথবা স্বক্ষেত্রস্থিত থাকিলে মনুষ্যের সুখে মৃত্যু হয়; অন্যত্র থাকিলে দুঃখে মৃত্যু হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল নিধনস্থানে থাকিলে মনুষ্য শস্ত্র, অগ্নি, রাজদণ্ড, ক্ষয়কাস, কুষ্ঠ, ব্রণ, গ্রহণী বা অর্শরোগে পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অপিচ, মঙ্গল দুর্ব্বল বা নীচগত হইলে হস্তপদাদি-রোগে অথবা দগ্ধ হইয়া জাতক নিন্দিত স্থানে প্রাণত্যাগ করে।

বুধ—বুধ নিধনস্থানে যদি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ থাকে, তবে জাতক শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রে সুখে প্রাণত্যাগ করে। যদি পাপগ্রহের ক্ষেত্রস্থিত থাকে, তবে শূলরোগ বা জঙ্ঘাদির রোগে মহাকষ্টে জাতকের মৃত্যু হয়; অপিচ, পাপগ্রহযুক্ত বা শত্রুগৃহস্থিত বুধ নিধনস্থানে থাকিলে জাতক বদন-কম্পরোগে নিহত হইয়া নরকগামী হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—নিধনস্থানে বৃহস্পতি থাকিলে জাতক মহাপুণ্যতীর্থে সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হয়।

শুক্র—শুক্র অষ্টম স্থানে থাকিলে মনুষ্য বিমলকর্ম্মকারী, পৃথুলোচন, মাংসরত, নৃপসেবক ও ধীমান্ হয় এবং সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠস্থানে দেহত্যাগ করিয়া মুক্তিলাভ ও পিতৃকুল পবিত্র করে।

শনি—শনি নিধনস্থানে অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য দুঃখভোগী, শোকাভিভূত ও দেশান্তরবাসী হয় এবং সেই ব্যক্তি চৌর্য্যাপরাধে নীচ লোকের হস্তে কিংবা বদনকম্প, বিসূচিকা রোগে বা নেত্ররোগে অতি দুঃখে প্রাণ বিসর্জ্জন করে।

রাহু—নিধনস্থানে রাহু থাকিলে জাতক মহাপাপী, কাপুরুষ ও ধনবান্ হয় এবং জন্তুমুখে, চৌর্য্যাপরাধে অথবা বহুকালসঞ্চিত পাপের পর তাহার অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু নিধনস্থানে থাকিলে পীড়া, ক্ষতি ও গুহ্যরোগ হয়। যদি মেষ বা বৃষরাশিতে অবস্থান করে, তবে জাতক ধনলাভ করে।

ধর্ম্মভাব

রবি—রবি নবম গৃহে অর্থাৎ ধর্ম্মস্থানে সংস্থিত হইলে জাতক পুণ্যবিহীন ও ভাগ্যহীন হয়; আর যদি রবি স্বক্ষেত্রগত বা তুঙ্গগত থাকেন, তাহা হইলে জাতক বহুপুণ্যবান্, বহুধনসম্পন্ন, দীর্ঘজীবী, সত্যবাদী ও নৃপপদ প্রাপ্ত হয়।

চন্দ্র—পূর্ণচন্দ্র নবম স্থানে থাকিলে জাতক পুণ্যবান্, ক্রিয়াবান্ ও কামিনীবল্লভ হয়; আর যদি নীচগৃহস্থ বা ক্ষীণ হন, তাহা হইলে উহারই বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য সৌভাগ্যহীন, রোগযুক্ত, সুবেশধারী, শিল্পজীবী ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হয়।

বুধ—ধর্ম্মস্থানে যদি বুধ শুভগৃহ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে জাতক সৌভাগ্যশালী, পুণ্যবান্, স্ত্রীপুত্রসম্পন্ন, ধার্ম্মিক ও সুখী হয়; আর যদি পাপগৃহস্থিত হন, তাহা হইলে উহারই সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করিয়া থাকে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ধর্ম্মস্থানে থাকিলে মানব ধনী, গুণী, ধার্ম্মিক, কুলবর্দ্ধন, কীর্ত্তিমান ও মহাসৌভাগ্যশালী হয়।

শুক্র—শুক্র নবম স্থানে স্থিত হইলে মনুষ্য দেবদ্বিজগুরুভক্ত, পবিত্র, তীর্থপরায়ণ এবং স্বোপার্জ্জিত সৌভাগ্যে মহোৎসবশীল হয়।

শনি—ধর্ম্মস্থানে শনি থাকিলে জাতক পাপাত্মা, ক্রূর, রোগী, দরিদ্র, নাস্তিক ও বীর্য্যহীন হয় এবং সেই ব্যক্তির স্ত্রী পাপাসক্তা হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু ধর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক পাপশীল, নীচকর্ম্মানুরক্ত চণ্ডালতুল্য এবং শত্রুভয়ভীত ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয়।

কেতু—ধর্ম্মস্থানে কেতু থাকিলে জাতক ক্লেশশূন্য, পুত্রাভিলাষী, মান ও তপস্যাশীল, ম্লেচ্ছজাতি হইতে সৌভাগ্যবান্ এবং বাহুরোগী হইয়া থাকে।

কর্ম্মভাব

রবি—দশম গৃহে বা কর্ম্মস্থানে রবি থাকিলে জাতক নয়নরোগী, পৈতৃকধনসম্পন্ন, রাজমান্য; অভিমানী ও শেষাবস্থায় রোগবিশিষ্ট হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র কর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য বহুধনভোগী, গুণনিধান ও স্ত্রীপুত্রাবিশিষ্ট হয় এবং যদি পাপগৃহগত বা শত্রুগৃহগত থাকেন, তাহা হইলে মানব কর্ম্মহীন, কৃশাঙ্গ, মুখরোগী ও পৈতৃক ধনে ধনবান্ হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল কর্ম্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য অস্ত্রজ্ঞ, সাহসিক, ভূমিজীবী, স্ত্রীপ্রিয়, ক্রোধী, সমাঙ্গ ও দেবতাব্রাহ্মণভক্ত হয়।

বুধ—বুধ দশম স্থানে যদি শুভভাবে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক রাজপূজিত, যশস্বী, মিত্রবান্, নিজভুজোপার্জ্জিত বহুবিত্তশালী, যানবাহন-রত্নাদিসম্ভোগী ও ধার্ম্মিক হয়; আর যদি বুধের অশুভভাবে অবস্থিতি হয়, তবে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল প্রদান করে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি কর্ম্মস্থানে অবস্থান করিলে মানব অতি ধার্ম্মিক, মহা নীতিমান্, শত্রুগণের অজেয়, ধনরত্নবিভূষিত ও মহাসুখী হয়।

শুক্র—শুক্র কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক বনমধ্যে রাজৈশ্বর্য্য ভোগ করে, অপিচ, সেই ব্যক্তি স্ত্রীধনসম্পন্ন, নেত্ররোগযুক্ত ও মহাভোগী হইয়া থাকে।

শনি—শনি কর্ম্মস্থানে থাকিলে জাতক ক্রূরাত্মা, নৃপগৃহবাসী ও বিপদ হইতে অর্থগ্রাসক হয়।

রাহু—কর্ম্মস্থানে রাহু থাকিলে মনুষ্য পরান্নভোজী, কামুক, চপল, স্নানে বিরক্ত, মুখরা নারীর পতি ও দুঃখভোগী হয়।

কেতু—কর্ম্মস্থানে কেতু থাকিলে জাতকের পিতা অসুখী হয়; ধনু রাশিতে কেতু অবস্থিতি করিলে শত্রুক্ষয়, মকররাশিতে থাকিলে মাতার পীড়া এবং ক্ষেত্রগত থাকিলে ভার্য্যা বিনষ্ট হয়।

আয়ভাব

রবি—একাদশ গৃহে বা আয়স্থানে যদি রবি অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতক বহুতর ধনরত্নরোগী, বিধিজ্ঞ, ভোগহীন, নৃপতুল্য, কামিনী-চিত্তহারী, বলবান্, কৃশাঙ্গ, চপলচিত্ত ও জ্ঞাতিপ্রিয় হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র আয়স্থানে থাকিলে পত্নীভৃত্যাদিবিশিষ্ট ও বিবিধ সৌভাগ্যযুক্ত হয়; আর যদি ক্ষীণ অথবা পাপগৃহগত বা নীচগৃহগত হয়, তাহা হইলে মষ্য নূঢ় ও মৃদুর্ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

মঙ্গল—মঙ্গল আয়স্থানে থাকিলে জাতক পণ্ডিত, পরহিতার্থী, কোষপূর্ণধনের অধিপতি এবং নৃপতুল্য গৃহমেধী হয়। মঙ্গল যদি তুঙ্গস্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক সাতিশয় সৌভাগ্যসম্পন্ন, ধৈর্য্য ও বাহুবল-বিশিষ্ট, পুণ্যকামী ও মহালোভী হয়।

বুধ—বুধ একাদশ গৃহে থাকিলে মানব কপটবুদ্ধিরত, কৃপণ, বহুধনী, সুখী, নীরদকান্তি, পৃথুলোচন ও প্রমদাবল্লভ হয়।

বৃহস্পতি—যদি একাদশ স্থানে বৃহস্পতি থাকেন, তাহা হইলে জাতক নৃপতুল্য ধনবান্, মহা ধর্ম্মপরায়ণ, নিজকুলের বিকার-সম্পাদক এবং রোগবিশিষ্ট হয়।

শুক্র—শুক্র আয়স্থানে ক্ষেত্রস্থিত থাকিলে মানব কন্দর্পকান্তি, কুসুমামোদী, হাস্যপরিহাসযুক্ত, কুল-হিতসাধক, গুণবান্ ও সুখভাজন হয়।

শনি—শনি যদি আয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধনী, বহুভোগী, তৃষ্ণাশূন্য, গীতানুরাগী, প্রফুল্লচিত্ত ও অল্পবয়সে রোগী হইয়া থাকে।

রাহু—রাহু একাদশ গৃহে থাকিলে জাতক দাতা, নীলকান্তি, চাঞ্চল্য-যুক্ত, পরদারসেবী, সুমূর্ত্তি, শাস্ত্রনিন্দক ও নির্লজ্জ হইয়া থাকে।

কেতু—কেতু একাদশে থাকিলে জাতক মিষ্টভাষী, মনোহরকান্তি, তেজস্বী, বিদ্বান্ ও উদরপীড়াযুক্ত হয়; অপিচ, তাহার সন্তান দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে, আর যদি স্বক্ষেত্রগত হন, তবে জাতকের সর্ব্ববিষয়ে লাভ হয়।

ব্যয়ভাব

রবি—দ্বাদশ গৃহ অর্থাৎ ব্যয়স্থানে যদি রবি অবস্থান করেন, তাহা হইলে জাতক জড়মতি, কামাতুর, অল্পধনী, জঙ্ঘারোগী ও কথকজনের বিরোধী হয়। অপিচ, পাপগ্রহযুক্ত ও পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া রবি যদি ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে মহদ্বংশজাত ব্যক্তিও গোত্রের বাহির হয়।

চন্দ্র—চন্দ্র যদি তুঙ্গী হইয়া ব্যয়স্থানে থাকেন, তবে জাতক বহুযুবতীর পতি, পুত্রভৃত্যাদিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য হয়; আর যদি চন্দ্র নীচস্থ, ক্ষীণ, শত্রুগৃহগত অথবা পাপগৃহগত হন, তাহা হইলে মানব বহুরোগযুক্ত ও দুঃখসন্তপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ, দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মনুষ্য অবিশ্বাসী, কৃপণ ও নীচসংসর্গী হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল দ্বাদশে থাকিলে মনুষ্য পরধনলোলুপ, দ্রুতগামী হাস্য-বদন, প্রচণ্ড, পরদাররত, অসুখভোগী ও ক্রিয়াবান্ এবং সাত্ত্বিক হয়।

বুধ—ব্যয়স্থানে বুধ থাকিলে মানব বিকলমূর্ত্তি, সলজ্জস্বভাব, পাপাসক্ত, কুহকী এবং পরস্ত্রীধনে ধনবান্ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতি ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য সৎস্বভাব, সত্যবাদী, সাধুসঙ্গী, কামাতুর, দাম্ভিক, দানশীল, বাল্যে সৌভাগ্যবান্, গুহ্যরোগী এবং মানপরাঙ্মুখ হয়।

শুক্র—ব্যয়স্থানে শুক্র থাকিলে জাতক বাল্যে রোগযুক্ত, দাম্ভিক, কৃষিজীবী, কৃশাঙ্গ ও মলিন হয়।

শনি—শনি যদি ব্যয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক ক্রূরমতি, কৃশাঙ্গ, জঙ্ঘারোগী, পক্ষাঘাতী, ধনহীন, সুদুঃখী ও চপলা নারীর পতি হয়।

রাহু—রাহু ব্যয়স্থানে থাকিলে মনুষ্য ধর্ম্মহীন, অর্থহীন ও সুখবিহীন হইয়া নিরন্তর দেশান্তরবাসী হইয়া থাকে। অপিচ, ঐ ব্যক্তি অতি ধার্ম্মিক ও পিঙ্গলনেত্র হয়।

কেতু—দ্বাদশ স্থানে কেতু থাকিলে জাতক মাতুলালয়ে পালিত, রাজতুল্য, সদ্বিষয়ে ব্যয়ী এবং গুহ্য, বস্তি, চরণ ও নেত্রভাগে পীড়াগ্রস্ত হয়।

তন্বাদি দ্বাদশ ভাব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল—এক্ষণে প্রতি গৃহের অধিপতি গ্রহ যেরূপে বিভিন্ন গৃহে অবস্থিত হইয়া বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে, সহজে ও সংক্ষেপে তদ্বিষয় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে।

লগ্ন বা প্রথম স্থান

লগ্নস্থানে—লগ্নাধিপতি গ্রহ থাকিলে জাতক সৌভাগ্যবান্, শস্ত্রবিজয়ী, সুহৃদমান্য ও বহুলোকপ্রতিপালক হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে, বহুধনসম্পন্ন ও শ্রীমান্ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে পরাক্রান্ত, বংশশ্রেষ্ঠ, পরিজনবেষ্টিত, অস্থিরবাসী ও বহুভ্রমণকারী হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে স্থাবরসম্পত্তিভোগী মিত্রভাগ্যবিশিষ্ট ও যানবাহনাদির অধীশ্বর হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে কুলশ্রেষ্ঠ, বিলাসী, হৃষ্টচিত্ত, সুবুদ্ধি, বিদ্যাপ্রিয় ও পুত্রবান্ হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে শত্রুপীড়া, বহুক্লেশ, আয়ুর্হানি ও ঐ গ্রহজনিত রোগ ভোগ হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে প্রবাসী, ব্যবসায়কুশল ও বাল্যে বিবাহিত হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে রোগ, শোক, সঙ্কট, আয়ুর্হানি ও ঐ গ্রহজাত রোগ ভোগ হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবান, সুবুদ্ধি, অধর্ম্মদ্বেষী, বিদ্যানুরাগী, বাণিজ্যপ্রিয় ও বহু ভ্রমণকারী হয়। দশমাধিপতি থাকিলে সম্ভ্রান্ত, কীর্ত্তিমান্, ক্ষমতাশালী

ও লোকমান্য হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ধনাগম, মিত্রলাভ ও উৎসাহলাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে অপরিণামদর্শী, অল্পায়ুঃ, অবমানিত ও পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়।

——

দ্বিতীয় স্থান

দ্বিতীয় স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক অধ্যবসায়সম্পন্ন ও ভ্রমণদ্বারা ধনশালী হয়। অশুভগ্রহ থাকিলে উহার পূর্ণ বিপরীত ফল হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য, বিত্তবান্ ও পুত্রবান্ হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও বাণিজ্যে বিত্তলাভ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে আকস্মিক বিপদে অর্থক্ষতি হয়, বলবান্ শুভগ্রহ হইলে উত্তরাধিকার সূত্রে সৌভাগ্যবান্ হয়। নবমাধিপতি থাকিলে ধর্ম্মচর্চা, বিদ্যাবান ও যাজনবৃত্তি হয়। দশমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যবৃত্তি, রাজসেবা ও তজ্জনিত সম্মান লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে মিত্রজনিত ভাগ্য ও সম্পত্তি ভোগ হয় এবং দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বহুব্যয়ে ধনক্ষতি হয়।

——

তৃতীয় স্থান

তৃতীয় স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক গর্ব্বিত, ভ্রমণরত, আত্মাভিমানী ও আত্মীয়জনের বশীভূত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি বলবান্ থাকিলে ভ্রাতা, জ্ঞাতি বা ভ্রমণ কর্ত্তৃক ধনাগম হয়, অন্যথা—অর্থহানি ও মনস্তাপ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে পৈতৃক ধনের ক্ষয় ও অস্থিরবাস হয়; বলবান্ গ্রহ থাকিলে সহোদর কর্ত্তৃক স্থাবর সম্পত্তি লাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সহোদরপ্রীতি, পুত্রহানি ও বিদ্যাক্ষয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃহানি ও বহু বিঘ্ন হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে আত্মীয়ের সহিত বিরোধ ও আত্মীয় বা প্রতিবেশী কর্ত্তৃক অনিষ্টগ্রস্ত হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃহানি, ভ্রাতৃবিরোধ, মনস্তাপ, শোক ও সর্ব্বদা বিঘ্নবিপত্তি হয়। নবমাধিপতি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃভাগ্যযুক্ত, ভ্রমণরত, অল্পবিত্তশালী ও অস্থিরসংকল্প হয়। দশামাধিপতি থাকিলে জাতক ভ্রাতৃবলে বলীয়ান্, অরিকার্য্যকারী ও ভ্রমণরত হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃসাহায্যে ধন ও বন্ধুলাভ হয়, বন্ধুলাভ দ্বারা অর্থলাভ ও অল্প ধনাগম হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃজনিত দুর্ভাগ্যভোগ ও বহু অশুভ হয়।

চতুর্থ স্থান

চতুর্থ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক পৈতৃক সম্পত্তিযুক্ত এবং অনুত্তম যানবাহনের ও বাসস্থানের অধীশ্বর হয় এবং কোনরূপে জাতকের ভূমিলাভ হয় আর কৃষিকার্য্যে সঞ্চয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে কৃষি-কার্য্য দ্বারা অর্থবান্, খনিজ দ্রব্যাদির ব্যবসায় অথবা ভূমির ক্রয়বিক্রয়াদি হইতে বহুবিত্তবান্ হয়। অন্যথা শত্রুবৃদ্ধি ও পৈতৃকঋণজনিত বিপত্তি ঘটে। চতুর্থাধিপতি থাকিলে অঋণী, অপ্রবাসী ও পৈতৃক সম্পত্তিতে সুখভোগী হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে জাতক নিজ বুদ্ধিকৌশলে কোন রহস্য প্রকাশ করে, আত্মবলে বলীয়ান্ হয়, পৈতৃক সম্পত্তির বৃদ্ধি করে এবং অনুত্তম স্থাবর সম্পত্তির অধীশ্বর হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষ্টি, মিত্রক্ষয়, পৈতৃক সম্পত্তির বিনাশ ও আত্মীয়ের মধ্যে সর্ব্বদা অসদ্ভাব হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে ব্যবহারদক্ষতা, বাণিজ্য বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও অট্টালিকা এবং ভূসম্পত্তির অধিপতি হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পৈতৃক সম্পত্তির বিনাশ, পিতৃরিষ্ট ও পতন দ্বারা মহা অনিষ্ট হয়। নবমাধিপতি থাকিলে ধর্ম্মব্যবসায়, বাণিজ্য বা বিদ্যাচর্চ্চা দ্বারা সৌভাগ্য-বান্ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে সম্ভ্রান্ত কার্য্যকারী, লোকমান্য ও স্থাবর সম্পত্তিশালী হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে কৃষিকার্য্যকারী পিতৃধনযুক্ত, ভূসম্পত্তিবিশিষ্ট এবং উৎকৃষ্ট যানবাহনের অধিপতি হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষ্টি, পৈতৃক ধনবিনাশ, বিবিধ কর্ম্মভোগ ও পরগৃহে বাস হয়।

পঞ্চম স্থান

পঞ্চম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক সুবুদ্ধি, সুখভোগী, বিলাসী, কল্পনাসক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে দ্যূতপ্রিয়, বিলাসী, ক্রয়বিক্রয়দক্ষ ও মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন হয় এবং স্ত্রী, ও পুত্র ও আত্মীয় কর্ত্তৃক ধনসম্পন্ন হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে বুদ্ধিক্ষয় ও পুত্রহানি অথবা ভ্রমণরত পুত্র হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য ও বসন দ্বারা ভূসম্পত্তি ভোগী এবং সুন্দর আলয়ের অধিপতি হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সুন্দরী ভার্য্যা, সুপুত্র, কার্য্যে সাফল্য, উৎকৃষ্ট বুদ্ধি এবং লোকমান্য হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে আশাভঙ্গ, মনস্তাপ, পুত্রহানি ও সর্ব্বদা অমিতভোজী এবং রোগপীড়িত হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে পরমতপ্রেক্ষী, বণিতাবশীভূত ও বাণিজ্যে বিত্তবান্ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পুত্রশোক, মনস্তাপ, লাম্পট্য ও অমিত-

ভোজনজনিত পীড়া এবং তজ্জাত রোগে মৃত্যু হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সুভার্য্যা, সুপুত্র, বিদ্যা, জ্ঞান ও সৌভাগ্য লাভ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে স্বনামপ্রসিদ্ধ ও সম্মানভোগী হয় এবং শুভগ্রহ হইলে সন্তান যশস্বী হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি, সুমিত্রলাভ এবং বন্ধু বা ব্যবসায় কর্ত্তৃক ধনসম্পন্ন হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে দুশ্চিন্তা, দুর্ব্বুদ্ধি, পুত্রশোক ও বিলাসিতাহেতু মহাক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ষষ্ঠ স্থান

ষষ্ঠ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে বধ, বন্ধন, শত্রুপীড়া ও ঐ গ্রহজনিত রোগ ও পীড়াভোগ হয়। শুভগ্রহ বা শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে, পিতৃব্য-মাতুলাদি কর্ত্তৃক ইষ্টলাভ হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে ঋণ, রোগ ও রিপু কর্ত্তৃক ধনক্ষতি হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে, ভ্রাতৃরিষ্টি ও আত্মীয় বা জ্ঞাতির সহিত বিরোধ ঘটে। চতুর্থাধিপতি থাকিলে ঋণজড়িত, বন্ধুহীন এবং ভৃত্য বা শত্রু কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে বুদ্ধিবৃত্তির হীনতা, পুত্রহীনতা, ভগ্নপ্রীতি ও আশাভঙ্গ হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে চিররোগ, বধবন্ধনভয়, ইন্দ্রিয়প্রাবল্য, শত্রুবৃদ্ধি ও বহুঋণ হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে স্ত্রীবিনাশ, অর্থনাশ, ব্যবসায়ে ক্ষতি ও দুষ্টসঙ্গ হয় এবং ভৃত্য কর্ত্তৃক বহুক্ষতি হইয়া থাকে। নবমাধিপতি থাকিলে কষ্টযুক্ত, শত্রুরোগপীড়িত এবং মূর্খ অথবা অধর্ম্মপরায়ণ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে মানহানি, কর্ম্মক্ষতি ও মনস্তাপ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে শত্রু কর্ত্তৃক পীড়িত, রোগযুক্ত ও অল্পবিত্ত হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে শত্রুবেষ্টিত ও রোগযুক্ত হয়।

সপ্তম স্থান

সপ্তম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে শত্রুবৃদ্ধি, অস্থিরবাস, প্রবাস ও যৌবনে বহু স্ত্রীলাভ ঘটে, সে ব্যক্তি প্রায়ই ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিত্তবান্ ও বুদ্ধিদোষে অনিষ্ট প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে বিবাহজনিত সৌভাগ্যলাভ হয়, অথবা বাণিজ্য বা বিচারকার্য্য হইতে বহুবিত্ত সঞ্চয় করে। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে জ্ঞাতিবিরোধ, দূরে বিবাহ ও বাণিজ্যার্থ ভ্রমণশীল হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে মিত্রলাভ, বিবাহজনিত সৌভাগ্য, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে উন্নতি, বিদেশে প্রভুত্ব ও সম্পত্তিলাভ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে দাম্পত্যসুখ, শত্রুপ্রীতি, দূর-যাত্রায় ইষ্টলাভ, নারীলাভ এবং পরিজনমধ্যে অপ্রণয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে ভার্য্যাবিয়োগ,

বিরোধ, অর্থক্ষতি ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে নারীলাভ, বাণিজ্যে বৃদ্ধি ও জয়লাভ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যে বা ব্যবসায়ে অর্থহানি, মনস্তাপ, স্ত্রীবিনাশ ও দূরযাত্রায় অনিষ্ট হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সুন্দরী নারীলাভ, প্রবাসে সৌভাগ্য ও বিদ্যা অথবা ব্যবসায় কর্ত্তৃক ধনশালী হয়। দশমাধিপতি থাকিলে বিদেশবৃত্তিক, ব্যবসায়ে বৃদ্ধি, খ্যাতি, সম্ভ্রম ও সম্ভ্রান্তকুলের নারীলাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে বা দূরযাত্রায় ধনলাভ, বিবাহজনিত মৈত্রী এবং সহভাগীর সহিত সৌহার্দ্দ্য হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে গৃহকলহ, বাণিজ্য-ব্যবসায়ে ক্ষতি, শোক ও মনস্তাপ উপস্থিত হয় এবং সে ব্যক্তির ভার্য্যা প্রায়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় অথবা চিররুগ্ন থাকে।

অষ্টম স্থান

অষ্টম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতকের আয়ুর্হানি, রোগ, পীড়া বিপত্তি, শোক, ভীতি ও বিবিধ দুঃখ হয়; শুভগ্রহ বলবান্ থাকিলে জাতক স্ত্রীধনে ধনী বা উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তিভোগী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তিলাভ বা উত্তরাধিকারপ্রাপ্তি হয়। দুর্ব্বল বা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পূর্ব্বধন-বিনাশ ও বহুবিপত্তি ঘটে। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃবিনাশ বা ভ্রাতৃসম্পত্তিলাভ, বন্ধুপ্রীতি ও যাত্রায় অমঙ্গল হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে পিতৃরিষ্টি, বিঘ্নবিপত্তি, শোক, স্থাবর সম্পত্তিজনিত দুর্ঘটনা ও যান বা বাহন হইতে পতন দ্বারা অনিষ্ট হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে অনিষ্ট, পীড়া ও মনস্তাপ হয় এবং তাহার সন্তান প্রায়ই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে ইন্দ্রিয়াসক্তি ও তজ্জনিত বিপদ এবং দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, শোক ও মনস্তাপ উপস্থিত হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্যে অর্থহ্রাস হয় এবং স্ত্রীবিনাশপ্রাপ্ত বা সর্ব্বদা পীড়াগ্রস্ত হইয়া থাকে। শুভগ্রহ—বিশেষ শুক্র থাকিলে স্ত্রীধনপ্রাপ্তি হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও স্ত্রীধনলাভ এবং সুখমৃত্যু হইয়া থাকে। নবমাধিপতি থাকিলে চিন্তা, ক্লেশ, মনঃকষ্ট, সর্ব্বত্র বিরাগভাজনতা ও মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে রাজভয়, অবমাননা, বধ, বন্ধন, চিন্তা, শোক, সন্তাপ ও কার্য্যহানি হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অমঙ্গল ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারলাভ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বিবিধ বাধাবিপত্তি, দেহের অপুষ্টি ও স্থাবর-সম্পত্তির অনধিকার হয়।

নবম স্থান

নবম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে জাতক শাস্ত্রধর্ম্মবিদ্যানুরাগী, লোকমান্য, সম্ভ্রান্ত, ভাগ্যবান্ ও জলপথে বাণিজ্যকারী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে সুবুদ্ধি, শাস্ত্রপ্রিয় এবং ধর্ম্মকার্য্য বা বাণিজ্য কর্ত্তৃক অর্থবান্ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে বহু দূরভ্রমণ, বিবিধ ভাগ্য ও বিদ্যার্থ প্রবাসবাস হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে বিদ্যানুরাগ, ধর্ম্মচর্চ্চা বা দূরযাত্রা হইতে ধনাগম হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবান্, বিদ্যানুরাগী, ধর্ম্মভীত, তীর্থসেবী ও পুণ্যক্রিয় হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে দুর্ভাগ্যবান্, সাধুলোকের অপ্রিয়, মূর্খ ও ধর্ম্মহীন হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে বাণিজ্য বা বিবাহজনিত সৌভাগ্যলাভ হয়; সে ব্যক্তির প্রায়ই ধর্ম্মযাজক ও লিপিব্যবসায়ীদিগের সহিত বিরোধ ঘটিয়া থাকে। অষ্টমাধিপতি থাকিলে বিদ্যাশিক্ষায় বিপত্তি, ধর্ম্মচিন্তায় বাধা এবং তীর্থ ও দূরস্থানে নিধনপ্রাপ্তি হয়। নবমাধিপতি থাকিলে সদুপদেশক, ধার্ম্মিক, ভাগ্যবান্, শাস্ত্র বা বাণিজ্যজনিত ধন ও প্রতিপত্তি লাভ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে ধন, মান, খ্যাতি ও সৌভাগ্য লাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকজনের প্রীতিভাজন এবং বিদ্যা ও ধর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জনকারী হয় এবং কখনও বাণিজ্যকার্য্যেও উন্নতিলাভ করে। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিকজনের বিরাগভাজন, সর্ব্বদা বিপন্ন ও ভাগ্যহীন হয়; অপিচ, বিদ্যা ও ধর্ম্মানুশীলনে বাধা এবং বাণিজ্যে বা জলপথে অনিষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

দশম স্থান

দশম স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে সমাজমান্য, প্রাধান্যভোগী ও সফলক্রিয় হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে রাজসেবা, ব্যবসায় বা যে কোনও ধর্ম্মানুমত বিশ্বাসের কার্য্যে উপার্জ্জনকারী হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃরিষ্টি ও পর্য্যটনকারী হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে স্থাবর-সম্পত্তিভোগী, উৎকৃষ্ট যানবাহনের অধীশ্বর এবং উচ্চপদস্থ ও সম্মানবিশিষ্ট হইয়া থাকে। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে সফলক্রিয়, বুদ্ধিজীবী ও স্বনামখ্যাত হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে শত্রুপ্রবণ, অপদস্থ ও নিষ্ফলক্রিয় হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে উন্নতহৃদয় ও মনোরমা স্ত্রীলাভ এবং বহুবিত্ত হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে মাতৃরিষ্টি, কার্য্যহানি, চিন্তা, অবমাননা ও অনুতাপ হয়। নবমাধিপতি থাকিলে গুণসম্পন্ন, সম্ভ্রান্ত, পদস্থ ও যশস্বী হয়।

দশমাধিপতি থাকিলে সৌভাগ্য, কীর্ত্তি, ক্ষমতা, যশঃ, সম্ভ্রান্তপদ ও প্রাধান্যলাভ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে মহৎ ব্যক্তির সহিত মৈত্রী ও তৎসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে কার্য্যহানি, মনস্তাপ ও বিবিধ দুঃখ হয়।

একাদশ স্থান

একাদশ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে উৎসাহ ও সম্পত্তিবৃদ্ধি, বহুমিত্র, কীর্ত্তি, ক্ষমতা ও উৎকৃষ্ট যানবাহনাদির অধিকারী হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে সৌভাগ্যবৃদ্ধি হয় এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতা বা অপর আত্মীয়-বন্ধুজন হইতে ধন ও ভাগ্য সংগ্রহ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে ভ্রাতৃসৌহার্দ্দ্য এবং পর্য্যটন দ্বারা মিত্র ও ধনলাভ হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে ভূসম্পত্তি, বহু মিত্র ও সুন্দর বাহন ভোগ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে উৎকৃষ্ট জামাতা বা পুত্রবধূ লাভ, অকপট বন্ধুভাব এবং ব্যবসায় দ্বারা উন্নতিসাধন হয়। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে বন্ধুবিনাশ, অকপট বন্ধুলাভ, অগ্রজের অহিত এবং দাস ও শত্রু ব্যক্তি হইতে অর্থাগম হয়। সপ্তমাধিপতি থাকিলে কামিনীবল্লভ হয় এবং মিত্র বা অপর আত্মীয়জন হইতে কিংবা বাণিজ্য বা ব্যবসায় দ্বারা উপার্জ্জনকারী হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অমঙ্গল, হরিষে বিষাদ, মিত্রনাশ, ক্ষতি মনস্তাপ ও বহু চিন্তা হয়। বলবান্ গ্রহ হইলে পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। নবমাধিপতি থাকিলে মিত্রভাগ্য, ধনভাগ্য ও সুখসম্ভোগ হয়। দশমাধিপতি থাকিলে মাননীয় মিত্র, উৎকৃষ্ট যানবাহন, সামাজিক প্রাধান্য, লাভপ্রবৃত্তি ও প্রতিপত্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। একাদশাধিপতি থাকিলে বহু অর্থ বহু মিত্র, বিবিধ উৎসাহ ও সুখবৃদ্ধি হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে অর্থহানি ও মনস্তাপ হয়। অপিচ, অকপট মিত্র প্রায়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় এবং কপটবন্ধু কর্ত্তৃক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকে।

দ্বাদশ স্থান

দ্বাদশ স্থানে—লগ্নাধিপতি থাকিলে বধ, বন্ধন, ঋণ, দুশ্চিন্তা, শোক, শত্রু, শরীরের অপুষ্টি ও নানা দুঃখ হয়। দ্বিতীয়াধিপতি থাকিলে অমিতব্যয়, পূর্ব্বধনবিনাশ ও বহুঋণ হয়। তৃতীয়াধিপতি থাকিলে আত্মীয়গণের সহিত বিরোধ, পথিমধ্যে শত্রু ও বন্ধনভয় এবং মনঃকষ্ট হয়। চতুর্থাধিপতি থাকিলে অপরিমিত ব্যয় ও প্রবাসক্লেশ এবং ঋণদায়ে বা শত্রুপীড়ায় পৈতৃক সম্পত্তির উচ্ছেদ হয়। পঞ্চমাধিপতি থাকিলে হিতকর্ম্মে ব্যাঘাত, রোগপীড়িত বা দুষ্টপ্রকৃতি সন্তান, দুশ্চিন্তা ও অকারণ অনুতাপ হয়; সে ব্যক্তি দুর্ব্বুদ্ধি

অথবা দ্যূতাসক্তিবশে প্রায়ই সর্ব্বস্ব বিনষ্ট করে। ষষ্ঠাধিপতি থাকিলে বিবাহজনিত দুর্ভাগ্য, দাম্পত্য-বিবাদ, শত্রুপীড়া ও মনস্তাপ হয়। অষ্টমাধিপতি থাকিলে ন্যায্যবিষয়ে বঞ্চিত, ঋণগ্রস্ত, নির্ব্বাসিত, কারারুদ্ধ ও মহাদুঃখ প্রাপ্ত হয় এবং বিদেশে তাহার নিধনপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। নবমাধিপতি থাকিলে কার্য্যনাশ, কারাবাস, ঋণগ্রস্ত, অপদস্থ, দুশ্চিন্তা ও বিবিধ দুঃখ হয়। একাদশাধিপতি থাকিলে বহুঋণ, মিত্রহানি, অমিত ও অকারণ ব্যয় এবং গুপ্ত শত্রু কর্তৃক বিপদ উপস্থিত হয়। দ্বাদশাধিপতি থাকিলে মনস্তাপ, শত্রুপীড়া, ঋণদায়, কার্য্যনাশ, কারাবাস, বধ বন্ধন, বহু শোক ও বহুদুঃখ হয়।

গ্রহগণের যোগ ও দৃষ্টিস্থান

শুভগ্রহগণ যুক্ত হইলে শুভফল প্রদান করে, অশুভ গ্রহগণ যুক্ত হইলে অশুভফল প্রদান করে, আর শুভ ও অশুভগ্রহ একত্রে অবস্থিত হইলে মিশ্র-ফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি শুভগ্রহ অশুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে শুভফল আর অশুভ গ্রহ কর্তৃক যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অশুভ ফল দান করে; আর পাপগ্রহ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে অপেক্ষাকৃত শুভ এবং পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শুভফলেরই আপেক্ষিক বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যে গ্রহ যে রাশিতে অধিষ্ঠিত থাকে, সে রাশিতে তাহার দৃষ্টি থাকে না —অধিষ্ঠিত রাশি হইতে তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে গ্রহগণের একপাদ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম রাশিতে দ্বিপাদ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম রাশিতে ত্রিপাদ দৃষ্টি ও সপ্তম অর্থাৎ ঠিক সম্মুখস্থ বিপরীত রাশিতে চতুষ্পাদ বা সম্পূর্ণ দৃষ্টি হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপরাপর রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি থাকে না। অধিকন্তু বিশেষ বিধি,—তৃতীয় ও দশমে একপাদ স্থলে শনির পূর্ণদৃষ্টি, পঞ্চম ও নবমে দ্বিপাদস্থলে বৃহস্পতির পূর্ণদৃষ্টি এবং চতুর্থ ও অষ্টমে ত্রিপাদ স্থলে মঙ্গলের পূর্ণদৃষ্টি হইয়া থাকে, পঞ্চম ও নবম রাশিতে গ্রহগণের দৃষ্টি অতিশয় শুভ, তৃতীয় ও একাদশ রাশিতে শুভ, অষ্টম রাশিতে মঙ্গল ভিন্ন অন্য সকল গ্রহের শুভ; আর সপ্তম রাশিতে শুভগ্রহের কিংবা রবিচন্দ্রের সমসপ্তম দৃষ্টি শুভ হইয়া থাকে।

নবতারা-চক্রমতে গ্রহগণের শুভাশুভ দৃষ্টি অতি সূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। পরিভাষা-পরিচ্ছেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রত্যেক মনুষ্যেরই তিন তিনটি করিয়া জন্মাদি তারা হয়। (পরিভাষা দেখ)। উঁহাদের মধ্যে জন্মতারা, বিপত্তারা, পাপতারা ও কষ্টতারা মানবের অশুভ

এবং সম্পত্তারা, ক্ষেমতারা, শুভতারা, মিত্রতারা ও অতিমিত্রতারা * মানবের শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। অশুভ তারায় অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি অশুভ এবং শুভতারায় অবস্থিত গ্রহের দৃষ্টি সর্ব্বত্র শুভ ঃ—ইহা দ্বারা অতি সহজে জাতচক্রে গ্রহগণের দৃষ্টিফল পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

পাপগ্রহগণ ষণ্নাড়ীতে অবস্থিত হইলে অতি মঙ্গলকর হইয়া থাকে।

দুই, তিন বা ততোধিক গ্রহ এক রাশিতে একত্র সংস্থিত হইয়া দ্বিগ্রহ-ত্রিগ্রহাদি যোগ এবং পরস্পর অবস্থাবিশেষ দ্বারা অপর বহুবিধ যোগের সৃষ্টি করিয়া বিভিন্ন ফল সমুৎপাদন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শুভগ্রহের যোগোৎপন্ন ফল শুভ, আর অশুভগ্রহের ফল অশুভ হইতে দেখা যায়। উক্ত সমস্ত যোগাদির আনুপূর্ব্বিক বিবরণের পরিবর্ত্তে এস্থলে সহজশিক্ষার্থী পাঠকবর্গের বিনোদনোপযোগী কতিপয় প্রধান প্রধান যোগের বিবরণমাত্র নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সৌভাগ্যযোগ

জন্মকালে একটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে জাতক বংশের উপযুক্ত পাত্র হয়। এইরূপ দুইটি গ্রহ স্বক্ষেত্রে থাকিলে বংশের শ্রেষ্ঠ, তিনটি থাকিলে বহুমান্য, চারিটি থাকিলে ধনী, পাঁচটি থাকিলে সুখী, ছয়টি থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। জন্মকালে একটি গ্রহ তুঙ্গী থাকিলে জাতক ভোগ-বিশিষ্ট হয় ;—দুইটি থাকিলে ধনেশ্বর এবং তিনটি থাকিলে রাজতুল্য ও চারিটি থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া থাকে। নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সৌভাগ্যযোগ হইয়া থাকে ; যথা—(১) যদি সমস্ত গ্রহ চারিটি কেন্দ্রে অবস্থিত থাকে, (২) যদি লগ্নে, দ্বিতীয়ে, সপ্তমে, দ্বাদশে সমস্ত গ্রহ থাকে, (৩) যদি সমস্ত গ্রহ পর পর পঞ্চ রাশিতে থাকে ও তাহার মধ্যে জন্মরাশি লগ্ন হয়, (৪) যদি বৃহস্পতি নবমাধিপতির সঙ্গে এক রাশিতে কিংবা সমসপ্তমে থাকে, (৫) যদি লগ্নে বৃহস্পতি, চতুর্থে কি সপ্তমে চন্দ্র, দশমে রবি ও চন্দ্র ধনুতে থাকে, (৬) যদি লগ্নে বুধ ও শুক্র, ধনুতে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং মকরে মঙ্গল থাকে, (৭) যদি মেষ, কর্কট কিম্বা তুলা রাশিতে অধিপতি গ্রহ এবং মকর শনি থাকে, (৮) যদি মেষে রবি ও মঙ্গল, কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং মীনে শুক্র থাকে, (৯) যদি কর্কটে চন্দ্র ও বৃহস্পতি এবং চতুর্থে শুক্র থাকে, (১০) যদি কন্যা লগ্ন হয় এবং তথায় বুধ ও চন্দ্র আর মীনে বৃহস্পতি থাকে, (১১) যদি সকল গ্রহ

* অতিমিত্র তারা ষণ্নাড়ীমতে সমুদয় নাড়ী ; সুতরাং অশুভ ঃ (পরিভাষা দেখ)।

লগ্নের উপচয়ে অথবা চন্দ্রের উপচয়ে থাকে ; (১২) যদি লগ্নে শনি, দ্বিতীয়ে বুধ ও বৃহস্পতি, চতুর্থে শুক্র এবং দশমে চন্দ্র থাকে, (১৩) যদি মেষ, কর্কট, তুলা অথবা মেষ, বৃষ, কন্যা, বৃশ্চিক ও মীন কিংবা মেষ, সিংহ, তুলা ও ধনু এই চারি রাশিতে সকল গ্রহ থাকে, (১৪) যদি লগ্নে শুক্র, তৃতীয়ে শনি, চতুর্থে বৃহস্পতি, দশমে চন্দ্র এবং মেষে রবি থাকে ; (১৫) যদি বৃহস্পতি তুঙ্গগত ও পূর্ণচন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট এবং শুক্র তুঙ্গগত ও বুধের দ্বারা দৃষ্ট হয় ; (১৬) যদি স্বক্ষেত্রে শুক্র, তুলায় শনি ও অপর গ্রহ ত্রিকোণে থাকে, (১৭) যদি বৃষ লগ্ন হয় এবং দ্বিতীয়ে চন্দ্র, ষষ্ঠে বৃহস্পতি ও একাদশে শনি থাকে, (১৮) যদি তুলা লগ্ন হয়, দশমাধিপতি নবমে থাকে এবং সিংহে শনি ও রাহু, আর কুম্ভে বৃহস্পতি থাকে, (১৯) যদি লগ্নাধিপতি দশমে, শনি একাদশে এবং মঙ্গল তুঙ্গী থাকে, (২০) যদি ধনু লগ্ন, আর মেষে রবি ও বুধ এবং মীনে শুক্র ও বৃহস্পতি থাকে, (২১) যদি সিংহ লগ্ন হয়, আর লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র, বৃশ্চিকে মঙ্গল এবং মিথুনে শনি থাকে, (২২) যদি লগ্নে চন্দ্র ও শনি, ত্রিকোণে বৃহস্পতি ও রবি, আর দশমে মঙ্গল থাকে, (২৩) যদি লগ্ন হইতে ষষ্ঠ গৃহ বৃশ্চিক বা মকরে মঙ্গল আর দশমে বৃহস্পতি থাকে ।

দুর্ভাগ্যযোগ

নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে দুর্ভাগ্যযোগ হইয়া থাকে, যথা—(১) যদি লগ্নে মঙ্গল, বুধ, শুক্র অথবা মঙ্গল, বুধ, শনি কিংবা মঙ্গল, শুক্র, শনি থাকে ; (২) যদি লগ্ন হইতে দশম স্থানে, রবি হইতে একাদশ স্থানে, আর চন্দ্র হইতে অষ্টম স্থানে কোন গ্রহের অবস্থিতি না থাকে, (৩) যদি দ্বিতীয়ে, চতুর্থে, অষ্টমে ও একাদশে অথবা দ্বিতীয়ে, অষ্টমে ও নবমে পাপগ্রহ থাকে ; (৪) যদি লগ্নে ও তৃতীয়ে কিংবা লগ্নে ও দ্বিতীয়ে পাপগ্রহ থাকে ; (৫) যদি দ্বিতীয় গৃহের অধিপতি গ্রহ অশুভগৃহের অধিপতি হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে ; (৬) যদি নবম গৃহের অধিপতি নীচস্থ বা অস্তমিত হইয়া কোন অশুভ গৃহে, আর নবমে পাপগ্রহ থাকে ; (৭) যদি রবি ও চন্দ্র নীচস্থ, দশমাধিপতি পাপগৃহগত, নীচস্থ বা অস্তমিত থাকে ; (৮) যদি রবি, চন্দ্র ও শনি, রাহু অথবা কেতুযুক্ত হইয়া পাপগৃহে থাকে ; (৯) যদি শনি নীচস্থ হইয়া দ্বিতীয়ে ও দ্বিতীয়াধিপতি কোন পাপগৃহে থাকে ; (১০) যদি দ্বিতীয়াধিপতি দ্বাদশগৃহে এবং অষ্টমাধিপের সহযুক্তভাবে ও পাপগৃহ কর্তৃক দৃষ্ট

হইয়া থাকে; (১১) যদি লগ্নাধিপ বলহীনভাবে পাপগৃহে থাকে ও নবমাধিপতি যে রাশিতে থাকে, তাহার অধিপতি গ্রহ পাপযুক্ত হয়; (১২) যদি পর পর তিন রাশিতে পাপগ্রহ এবং নবমে শনি ও মঙ্গল, কিংবা দ্বাদশাধিপতি দ্বিতীয় স্থানে থাকে; (১৩) যদি নবম স্থানে দুইটি পাপগ্রহ এবং নবমাধিপতি বা লগ্নাধিপতি ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে; (১৪) যদি রবি, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শনি অথবা রবি, মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনি এক রাশিতে থাকে; (১৫) যদি রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, শনি বা শনি, মঙ্গল এক রাশিতে থাকে; (১৬) যদি রবি মঙ্গল ও শনি লগ্নে থাকে; (১৭) যদি কোন রাজযোগ না থাকে এবং লগ্ন হইতে দশমে, রবি হইতে একাদশে ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন গ্রহ অবস্থিত না হয়।

অবশিষ্ঠ দুর্ভাগ্যযোগ সকলের মধ্যে যেগুলি মানবজীবনে সবিশেষ দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক, পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞার সহিত সেইগুলি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

শিরশ্ছেদ—লগ্ন হইতে অষ্টমে যদি রবি ও চন্দ্র থাকে, অথবা সিংহে চন্দ্র, মকরে বা কুম্ভে রাহু থাকে, তাহা হইলে সে জাতকের মস্তকচ্ছেদ নিশ্চয় হইবে সন্দেহ নাই।

ভুজচ্ছেদ—জন্মলগ্ন যদি মঙ্গলের ক্ষেত্র হয় এবং বুধের ক্ষেত্রে যদি পাপযুক্ত শনি থাকে, তাহা হইলে জাতকের নিশ্চয় ভুজচ্ছেদ হইবে।

হস্তপদচ্ছেদ—জন্মলগ্নের অষ্টম স্থানে মঙ্গল যদি শনি, রবি কি রাহুর সহিত মিলিত থাকে, তবে জাতকের হস্তপদচ্ছেদ নিশ্চিত জানিবে।

অন্ধ—যদি শত্রুগৃহে চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহে সংযুক্ত হইয়া অবস্থিত থাকে ও তথায় কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে অথবা লগ্নের অষ্টম স্থানে শত্রুগৃহগত সূর্য্য অবস্থান করে ও তথায় চন্দ্র, শুক্র ও মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, কিংবা যদি অষ্টম, ষষ্ঠ, দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি অবস্থিতি করে অথবা যদি সূর্য্যগ্রহণসময়ে জাতকের জন্ম হইয়া লগ্নে রবি ও নবমে, পঞ্চমে পাপগ্রহ থাকে, তবে জাতক নিশ্চয়ই চক্ষুহীন হইবে সন্দেহ নাই।

খঞ্জ—কর্কট রাশিতে যদি শনি থাকে ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে জাতক খঞ্জ অর্থাৎ খোঁড়া হইবে।

কর্ণরোগ—যদি ধনস্থানে বা ব্যয়স্থানে শুক্র কিংবা মঙ্গল থাকে, তবে জাতক কর্ণপীড়ায় অস্থির থাকিবে।

মহাপাতক—শনি যদি স্বক্ষেত্রে রাহুর সহিত যুক্ত এবং শত্রু কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া অবস্থান করে, তবে ব্রহ্মতুল্য ব্যক্তিও মহাপাতকী হইবে।

চক্ষুদোষ—যদি দ্বিতীয় বা দ্বাদশ গৃহে চন্দ্র থাকে, তবে জাতক চক্ষুর পীড়ায় যারপরনাই কষ্ট পাইবে।

গোহত্যা-ব্রহ্মহত্যা—চন্দ্র পাপযুক্ত এবং রবি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে জাতক ব্রহ্মঘাতী, আর ঐ পাপ চন্দ্র শনির সহিত মিলিত বা শনি কর্ত্তৃক দৃষ্ট থাকিলে জাতক গোঘাতী হইবে।

পতিত পাপ—সপ্তম বা অষ্টম স্থানে রবি, মঙ্গল, শনি ও রাহু থাকিলে ইন্দ্রতুল্যব্যক্তিকেও নীচান্নসেবায় পতিত হইতে হইবে।

শূলব্যথা—তিনটি পাপগ্রহ একরাশিস্থ থাকিলে জাতক নিশ্চিত শূলরোগী হইবে।

ক্ষয়কাস—শনি, চন্দ্র ও রাহু একত্র থাকিলে জাতকের ক্ষয়রোগ নিশ্চয় জন্মিবে। মকরে রবি এবং শনি ও মঙ্গলের মধ্যস্থ চন্দ্র থাকিলে। ক্ষয়কাস হইবে।

বধির—তৃতীয়, পঞ্চম ও একাদশ স্থানে যদি পাপগ্রহের অবস্থান থাকে এবং শুভ গ্রহ কর্ত্তৃক যদি দৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহই বধির অর্থাৎ কালা হইয়া থাকে।

কুষ্ঠরোগ—বৃশ্চিক, কর্কট, বৃষ ও মকর ইহাদের যে কোন রাশি যদি লগ্নের পঞ্চম বা নবম হইয়া পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট অথবা চন্দ্র যদি ধনুর পঞ্চম নবাংশগত কিংবা মীন, কর্কট ও মকরের যে কোন নবাংশস্থিত হইয়া শনি ও মঙ্গলের সহিত যুক্ত বা শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিশ্চিত কুষ্ঠপীড়িত হইবে।

শোথরোগ—চন্দ্র রবির গৃহে বা অংশে এবং রবি চন্দ্রের গৃহে বা অংশে থাকিলে জাতকের শোথরোগ হইবে।

বাতব্যাধি—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে শনি থাকিলে মনুষ্য বাতরোগী হইবে।

শ্বিত্ররোগ—লগ্নে চন্দ্র, সপ্তমে রবি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতক শ্বিত্ররোগ (ধবলকুষ্ঠ) ভোগী হইবে।

দন্তরোগ—সপ্তম স্থানে শুভগ্রহের দৃষ্টিবর্জ্জিত যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে দন্তরোগ জন্মিবে।

বিকৃত দন্ত—মেষ, বৃষ বা ধনু জন্মলগ্ন হইলেও তাহাতে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে বিকৃতদন্ত হয়।

উন্মাদ—লগ্নে বৃহস্পতি ও সপ্তমে মঙ্গল থাকিলে অথবা লগ্নে শনি এবং পঞ্চম, সপ্তম ও নবম এই তিন গৃহের যে কোন রাশিতে মঙ্গল থাকিলে জাতক উন্মাদ হইবে।

বাতুল—লগ্ন হইতে দ্বাদশ স্থানে ক্ষীণচন্দ্র ও শনি যদি একত্র থাকে, তবে মনুষ্য বাতুল হইবে।

অপস্মাররোগ—শনি ও চন্দ্র যদি একত্র থাকে ও তাহাতে মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তবে মানবের অপস্মার রোগ জন্মিবে।

সর্পদংশনে মৃত্যু—লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে যদি মঙ্গল ও চন্দ্র থাকে এবং উহা যদি মঙ্গলের শত্রুগৃহ হয়, তবে নিশ্চয় সর্পদংশনে জাতকের প্রাণবিয়োগ হইবে।

বজ্রাঘাতে মৃত্যু—জন্মকালে কুম্ভ, মিথুন, ধনু ও মীন্ রাশিতে যদি সমস্ত পাপগ্রহ থাকে, তবে বজ্রাঘাতে জাতকের মৃত্যু হইবে।

অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু—শত্রুগৃহগত বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি বৃহস্পতি ষষ্ঠ স্থানে থাকেন, তবে ইন্দ্রতুল্য হইলেও জাতক অস্ত্রাঘাতে নিধনপ্রাপ্ত হইবে।

উদ্বন্ধন (গলায় দড়ী)—স্বক্ষেত্রে শনির সহিত যদি রাহু মিলিত থাকে, তবে জাতকের উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ হইবে।

জলে ডুবিয়া মৃত্যু—মেষ, কর্কট, তুলা বা মকর রাশিতে যদি চন্দ্র থাকে এবং শনি ও মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে জাতক জলমগ্ন হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিবে অথবা মৃতবৎ হইবে।

সাধারণ অপমৃত্যু—লগ্নে শনি ও মঙ্গল একত্র থাকিলে যে কোনরূপেই হউক, জাতকের অপমৃত্যু ঘটিবে।

কুম্ভীরাদিমুখে মৃত্যু—ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি বুধ শত্রুগৃহগত হইয়া শত্রু কর্ত্তৃক যুক্ত বা দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে জাতক মকর-কুম্ভীরাদি জলজন্তুর মধ্যে কাহারও কর্ত্তৃক নিহত হইবে।

লিঙ্গচ্ছেদ—কর্কটে রবি ও মকরে মঙ্গল থাকিলে জাতকের লিঙ্গচ্ছেদ হইবে।

বংশনাশ—রবি, শনি ও রাহু জন্মকালে এক গৃহে থাকিলে জাতকের বংশনাশ হইবে।

জারজযোগ—লগ্ন ও চন্দ্রের প্রতি যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, কিংবা চন্দ্রের সহিত সূর্য্য যুক্ত না হয় এবং পাপযুক্ত চন্দ্র রবির সহিত যুক্ত হয়, তবে জাতক জারজ হইয়াছে জানিবে। যদি দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী এই তিন তিথির কোন এক তিথি, শনি, রবি ও মঙ্গল ইহার যে কোন বার এবং

যে কোন ভগ্নপদ * নক্ষত্র মিলিত হয়, তবে এই তিথি-বার-নক্ষত্রের মিলন-দিনে যাহার জন্ম হয়, সে নিশ্চিত জারজ জানিবে।

পাপিষ্ঠ ও অল্পায়ুঃ—যদি রবি কোন গৃহে তিনটি পাপ গ্রহের সহিত মিলিত হয় এবং তথায় শুক্র বা বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে, তবে সে ব্যক্তি অতি পাপিষ্ঠ ও অল্পায়ুঃ জানিবে।

অঙ্গহীন—যদি দ্বিতীয় গৃহে শনি, দশম গৃহে সোম এবং সপ্তম গৃহে মঙ্গল থাকে, তবে জাতক নিশ্চয়ই অঙ্গহীন হইবে।

বহুবিবাহ—বলবান্ চন্দ্র যদি শুক্রের সহিত যুক্ত অথবা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া সপ্তমস্থানে অবস্থিতি করেন, তবে জাতকের বহুবিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিও।

পত্নী বেশ্যা—সপ্তম স্থানে শুক্র (মতান্তরে চন্দ্র) থাকিলে জাতকের পত্নী বেশ্যা হয়।

মহাদরিদ্র—যদি রবি অথবা শুক্রের সহিত মঙ্গল মিলিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের মহাদরিদ্রদশা হয় ;—এই যোগে সমুদ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক হয়।

স্ত্রীপুরুষ অন্ধ—দ্বাদশ স্থানে চন্দ্র এবং ষষ্ঠ স্থানে রবি থাকিলে সেই পুরুষ ও তাহার স্ত্রী উভয়েরই চক্ষুহীনতা ঘটে।

পত্নী বন্ধ্যা বৃষ, কন্যা বা মকর যদি জন্মলগ্ন এবং তাহাতে শনি অবস্থিত থাকে আর সপ্তম স্থানের শেষ নবাংশে শুক্র থাকেন ও পঞ্চম স্থানে শুভগ্রহ না থাকে, তাহা হইলে জাতকের পত্নী বন্ধ্যা হইবে।

কটুভাষী চন্দ্রের সহিত শনি যুক্ত থাকিলে জাতক অতি কটুভাষী ও সন্তপ্ত হইবে।

বন্ধনদশা—লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, নবম, ও দ্বাদশ স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে জাতকের বন্ধনদশা ঘটিবে। ভুজগ, নিগড়, পাশভৃৎ প্রভৃতি দ্রেক্কাণের নিয়মানু-যায়ী সেই পদার্থ কর্ত্তৃক বন্ধনদশা বুঝিবে।

চিরদাসত্ব—বৃহস্পতি, রবি, চন্দ্র এবং চন্দ্রের নবাংশাধিপতি এই চারি গ্রহ যদি নীচস্থ হইয়া নীচ নবাংশে বা শত্রু-নবাংশে থাকে, তাহা হইলে জাতক যাবজ্জীবন দাসত্বভোগ করিবে ; গ্রহের সংখ্যা অনুসারে দাসত্বেরও গুরুত্ব এবং কালপরিমাণের তারতম্য হইয়া থাকে।

* কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফাল্গুনী, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ এই কয় নক্ষত্র।

গ্রহ প্রভৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার

জন্মবারে যে সপ্তাংশে * জাতক ভূমিষ্ঠ হয়, সেই সপ্তাংশের অধিপতি গ্রহের আধিক্য তাহার শরীরে চিরকাল বিদ্যমান থাকে। রাশির যে নবাংশে * লগ্ন হয়, সেই নবাংশের অধিপতি গ্রহের তুল্য আকৃতি, চন্দ্র যে নবাংশে অবস্থিত থাকেন, তাহার অধিপতি তুল্য বর্ণ, কূল ও জাতি এবং সূর্য্য হইতে ত্রিশাংশে * স্থিত যে গ্রহ তাহার সমান গুণ ও প্রকৃতি জাতক প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

জাতচক্রে যে গ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ থাকে, তাহার ন্যায়ও জাতকের আকৃতি হইতে দেখা যায়। লগ্নের প্রথম দ্রেক্কাণে জাতকের মস্তকাদি উত্তমাঙ্গ, দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে পদাদি অধমাঙ্গের নিরূপণ করা হয়;—লগ্ন হইতে সম্মুখের ছয় রাশিতে দক্ষিণাঙ্গ ও পশ্চাতের ছয় রাশিতে বামাঙ্গ চিন্তা করিবে। চন্দ্র ষষ্ঠ ও অষ্টমাধিপতি এবং পাপগ্রহমাত্রেই জাতচক্রে যে যে রাশিগত থাকিবে, সেই সেই রাশ্যাধিষ্ঠিত অঙ্গে মানবের তিল, চক্র বা ছেদাদি কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইবে। রবি চিহ্নকারক হইলে, কাষ্ঠ বা চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তৃক আঘাতপ্রাপ্তির চিহ্ন বা যে কোন পাটলবর্ণবিশিষ্ট চিহ্ন দৃষ্ট হইবে; চন্দ্র চিহ্নকারক হইলে, যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্তির চিহ্ন বা জলচর প্রাণী কর্ত্তৃক চিহ্ন দেখা যাইবে। মঙ্গল হইলে কৃষ্ণবর্ণ তিল কিংবা বিষ বা অস্ত্রাদিজনিত ছেদাদি চিহ্ন থাকিবে। বুধ হইলে পতনের চিহ্ন বা লোষ্ট্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্তির চিহ্ন থাকিবে। বৃহস্পতি বা শুক্র হইলে, উজ্জ্বল বর্ণের তিল এবং শনি চিহ্নকারক হইলে কৃষ্ণ তিল বা কণ্ঠ, প্রস্তর কিংবা বাতপক্ষাঘাতাদি রোগজনিত চিহ্ন বুঝিবে, আর রাহু বা কেতু চিহ্নকারক হইলে সাংঘাতিক শস্ত্রাঘাত, দগ্ধ স্ফোটক বা কুৎসিত রোগের চিহ্ন জানিবে। এক্ষণে সংক্ষেপে গ্রহগণের স্বরূপ অর্থাৎ তাহাদের আকার,প্রকার,জাতি বল ও শুভাশুভফলদায়কতাশক্তি প্রভৃতি বিবরণ এবং রাশিগণ ও গ্রহগণের দ্বারা যেরূপে নরদেহবিভাগ হয়, তাহার সহজ ও সার পরিচয় যথাক্রমে প্রকাশিত হইল।

গ্রহগণের স্বরূপকথন

রবি

আত্মভাব— পাপগ্রহ, সত্ত্বগুণপ্রধান, খর্ব্বাকৃতি, চতুরস্র, অরুণশ্যামবর্ণ, মধুপিঙ্গলনেত্র, ক্ষুদ্রকুঞ্চিতকেশ, সুগোল গঠন, বৃদ্ধ স্থিরস্বভাব, পিত্তপ্রকৃতি,

* "সংজ্ঞা ও পরিভাষা" পরিচ্ছেদ দেখ।

তিক্তরসপ্রিয়, উত্তাপ ও স্বল্প শুষ্কতা-উৎপাদক, ক্ষত্রিয়, স্বর্ণ ও চতুষ্পদ জন্তুর, স্বামী, পূর্ব্বদিগধিপতি, মধ্যাহ্নবলী, শস্যাধিষ্ঠাতা, পুংগ্রহ ও বনচারী।

গ্রহভাব—আত্মা, দীপ্তি, সৌভাগ্য, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মহত্তের আনুকূল্য বা তদ্বৈপরীত্য এবং পিতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূলগতি—পরাক্রম, তেজ, গাম্ভীর্য্য, শৌর্য্য, দয়া, মান, সম্ভ্রম, সদ্ব্যয় ও উচ্চপদ। প্রতিকূল গতি—প্রগলভতা, অভিমান, অহঙ্কার, অবজ্ঞা, চাঞ্চল্য, ক্রূরতা, নিষ্ঠুরতা, অপব্যয়, পিতৃধনবিনাশ, হীনমতি, হীনপদ এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও পীড়া।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, মুখ এবং শরীরের দক্ষিণাংশ। আধিক্যকৃত মানব—সুগোলগঠন, গোলমুখমণ্ডল, বিশালনেত্র ঈষৎকুঞ্চিত কেশ, সুস্বর, পিত্তপ্রধান, সত্ত্বগুণ, স্থিরস্বভাব ও তিক্তরসপ্রিয়।

চন্দ্র

আত্মভাব—শুভগ্রহ, সত্ত্বগুণপ্রধান, গৌরবর্ণ, পুষ্টাঙ্গ, খর্ব্বাকৃতি, পদ্মপলাশ লোচন, কুঞ্চিতকৃষ্ণকেশ, কফবাতপ্রকৃতি, যুবা বায়ুকোণাধিপতি, অপরাহ্ণ বলী, গৈরিকরৌপ্যভস্মাদির স্বামী, লবণরসপ্রিয়, স্নিগ্ধমণ্ডল, আর্দ্রতা-উৎপাদক, বৈশ্য এবং জলচারী। গ্রহভাব—শরীর, স্বভাব, স্বাস্থ্য, পীড়া, ভ্রমণ, ভাগ্য, ষড়রিপু এবং মাতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূল গতি—আরোগ্য, ধীরতা, কোমলতা, নিপুণতা, বিদ্যানুরাগ, শান্তি, জলপথে বাণিজ্যলিপ্সা, উত্তম গতি ও উত্তম পদ।

প্রতিকূল গতি—অজ্ঞতা, ভীরুতা, অসন্তোষ, অস্থিরতা, মন্দমতি, মদ্যপান, নীচসংসর্গ, নীচবাণিজ্যে রতি ও নীচপদ এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ ও মনঃপীড়া।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—তালু, কণ্ঠ, উদর, গ্রন্থি, শোণিত এবং শরীরের বাম অংশ। আধিক্যকৃত মানব—পাণ্ডুবর্ণ, পাণ্ডুনেত্র, গোলমুখমণ্ডল, পুষ্টকায়, খর্ব্বাঙ্গ, কর্কশলোম, বিলাসী, বাগ্মী ও নির্ম্মলচেতা।

মঙ্গল

আত্মভাব—পাপগ্রহ, চতুরস্র, ক্ষত্রিয়, তমোগুণ-প্রধান, রক্ত-গৌরবর্ণ, মজ্জাসার, হিংস্র, শূর, অগ্নিতুল্য প্রভাবাশঙ্ক মধ্যাহ্নবলী, পিত্তপ্রকৃতি, উদার অথচ অল্পগর্ব্বিত, যুবা, দক্ষিণদিক ও গৈরিকসুবর্ণাদি ধাতু এবং চতুষ্পদ জন্তুর

স্বামী, কটুরসপ্রিয়, বিকৃতাঙ্গ, উত্তাপ ও শুষ্কতা-উৎপাদক এবং পুংগ্রহ ও দগ্ধভূমিচারী।

গ্রহভাব—ক্ষেত্র, বীর্য্য, গৃহ, ভূসম্পত্তি, চিকিৎসাজ্ঞান ও ভ্রাতার শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূল গতি—সাহস, পরাক্রম, শৌর্য্য, কাম, স্বাধীনতা ও জয়লাভ এবং সেনা, চিকিৎসা, রসায়ন বা সৌধনির্ম্মাণাদি সম্বন্ধীয় সম্ভ্রান্ত পদ।

প্রতিকূল গতি—অধর্ম্ম, অভিমান, দুর্বৃত্ততা, দস্যুতা, হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, অতি ঘৃণ্য উপজীবিকা এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ - অধিকৃত দেহভাগ—বামকর্ণ, কটি, রক্তবাহিকা নাড়ী, এবং গুহ্যদেশ। আধিক্যকৃত মানব—ব্রণময়শির, বৃত্তাকার চক্ষু, সুদৃঢ়বপু, আনতপৃষ্ঠ, পিত্তপ্রকৃতি, তমোগুণবিশিষ্ট ও কটুরসপ্রিয়।

বুধ

আত্মভাব—শুভগ্রহ, বর্ত্তুলাকার, শূদ্র, রজোগুণপ্রধান, পদ্মনেত্র,মধ্যমাকৃতি, শ্যামবর্ণ, বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি, সর্ব্বরসপ্রিয়, উত্তরদিক ও স্বর্ণদ্রব্যের অধিপতি, প্রভাতবলী, বালক, স্ত্রীগ্রহ, কখন আর্দ্রতা কখন শুষ্কতাউৎপাদনকারী এবং গ্রাম, ইষ্টকগ্রহ ও শ্মশানভূমিচারী।

গ্রহভাব—বাক্য, শিল্প, বিদ্যা, বুদ্ধি, বাণিজ্য, সাহিত্য, গণিতাদিব্যবসায় এবং পিতৃব্য, মাতুল ও শিষ্যাদির শুভাশুভ ইত্যাদি।

অনুকূল গতি—ধীশক্তি, কল্পনাশক্তি, পাণ্ডিত্য বাগ্মিতা (বক্তৃতাশক্তি) শিল্পনৈপুণ্য, বাণিজ্যকৌশল, ন্যায়পরতা, শ্রেষ্ঠরচনাশক্তি এবং সাহিত্যগণিতাদির অধ্যাপনা বা ব্যবসায়।

প্রতিকূল গতি—মূর্খতা, বাচালতা, রহস্যভেদকতা, উন্মত্ততা, চৌর্য্য, সূচীজীবী, কুসীদজীবী, দাস, দূত প্রভৃতির হীনবৃত্তি, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—বাক্য, বুদ্ধি, জিহ্বা, পিত্ত, ত্বক্ ও শরীরের অধঃপ্রদেশ। আধিক্যকৃত মানব—নাতিদীর্ঘ-নাতিহ্রস্বদেহ, কুঞ্চিতকেশ, সমাঙ্গ, স্বল্পশ্মশ্রু, সরলনাসিক, বাত-পিত্ত-কফের সমপ্রকৃতি ও সর্ব্বরসপ্রিয়।

বৃহস্পতি

আত্মভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, পীতবর্ণ, বর্ত্তুলাকার, সত্ত্বগুণপ্রধান, সমপ্রকৃতি, পিঙ্গলনেত্র, সুস্বরবিশিষ্ট, খর্ব্বাকৃতি, মধুররসপ্রিয়, বৃদ্ধ, পুংগ্রহ,

ঈশানদিক্‌পতি, প্রভাতবলী, দ্বিপদ, প্রাণিশোভনরত্ন, দেবালয়স্বামী, পরিমিত উত্তাপ ও আর্দ্রতা-উৎপাদক এবং গ্রামচারী।

গ্রহভাব—জাতকের ধন, ধর্ম্ম, পুত্র, জ্ঞান, গুরু এবং ধর্ম্মাদিব্যবসায়ের শুভাশুভ বৃহস্পতি হইতে বিচার হয়।

অনুকূল গতি—ধার্ম্মিকতা, ন্যায়পরতা, বদান্যতা, সদাত্মা, সচ্চরিত্র, বিশ্বাস, শাস্ত্রজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান, উচ্চাভিলাষ এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদিমূলক মহোচ্চপদ।

প্রতিকূলগতি—প্রগল্‌ভতা, ভণ্ডামী, অভিমান, অভিযোগলিপ্সা, মিথ্যাসাক্ষ্য এবং 'ভণ্ড' 'বিদূষক' প্রভৃতি অতি হেয় পদ, আর অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—ফুস্‌ফুস্‌, রক্তবাহিক নাড়ী, হৃদয়ের মেদ, কণ্ঠ ও হস্ত। আধিক্যকৃত মানব—স্থূলকায়, সূক্ষ্মকুঞ্চিতকেশ, দীর্ঘকপাল, গজদন্ত, পিঙ্গলচক্ষু, ক্ষুদ্রগ্রীব, বিশালবক্ষঃস্থল, দীর্ঘ বা ক্ষীণ নিম্নদেশ, সমপ্রকৃতি ও সত্ত্বপ্রধান।

শুক্র

আত্মভাব—শুভগ্রহ, ব্রাহ্মণ, রজোগুণপ্রধান, শুক্লবর্ণ, কফপ্রকৃতি, সরলবাহু, গজগামী, অম্লরসপ্রিয়, ক্রীড়ারসপ্রধান, মধ্যবয়স্ক, অগ্নিকোণাধিপতি, অপরাহ্নবলী, ধান্য-রৌপ্য প্রভৃতির স্বামী, স্নিগ্ধদীপ্তি, দ্বিপদ, অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতা-উৎপাদক, স্ত্রীগ্রহ এবং জলভূমিচারী।

গ্রহভাব—বিলাস, ভূষণ, সুখ, স্ত্রী, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, চিত্রবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জায়া ও অগ্নির শুভাশুভ শুক্র হইতে বিচারিত হয়।

অনুকূল গতি—পবিত্র প্রমোদ, শান্ত, ধীরতা, পারিপাট্য, প্রফুল্লতা, সামাজিকতা, সুগন্ধ, সুজন, সঙ্গীত, ষোড়শীলিপ্সা, শাস্ত্র, পট্টবস্ত্র, গীতরত্নাদি-ব্যবসায়, সুকবি, সুচিত্রকরাদি সম্ভ্রান্ত পদ।

প্রতিকূল গতি—মূর্খতা, লাম্পট্য, মদ্যপায়ী, নীচসঙ্গপ্রিয়তা, ভীরুতা, মানবমানবোধরাহিত্য, সামান্য বস্ত্রালঙ্কারাদি ব্যবসায় অথবা নট, শৌণ্ডিক-রমণদূত প্রভৃতির জঘন্য বৃত্তি এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—নাসারন্ধ্র, মাংস, যকৃৎ ও শুক্র। আধিক্যকৃত মানব—সৌম্যমূর্ত্তি, মধ্যমাকৃতি, উজ্জ্বল নেত্র, উন্নতনাসিক, প্রচুরচিক্কণকেশ, চিবুক ও গণ্ডস্থলাদিতে কূপবিশিষ্ট, কফপ্রকৃতি ও বিলাসী।

শনি

আত্মভাব—পাপগ্রহ, শূদ্র, নীলবর্ণ, দীর্ঘকায়, অতিবৃদ্ধ, সন্ধ্যাবলী, পশ্চিম-

দিক্‌পতি, লৌহধাতুর ও বালুকাভূমির স্বামী, অতি চপল, কুপিতবায়ুপ্রকৃতি, স্থূলনখ, পিঙ্গলনেত্র, খল, জটিল, কৃশ, শিরালশরীর, অলস, স্ত্রীসহ, কষায়রসপ্রিয়, তমোগুণপ্রধান, অপেক্ষাকৃত আর্দ্রতা-উৎপাদক ও বনচারী।

গ্রহভাব—সম্পত্তি, সংসার, দাস, দাসী, যানবাহন ইত্যাদির শুভাশুভ এবং বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সারথি, কৃষি, ভৃত্য ও নীচ মানবগণের বিষয় শনি হইতে চিন্তা করা যায়।

অনুকূল গতি—ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অধ্যবসায়, পরিশ্রম, সহিষ্ণুতা, সুগভীর বুদ্ধি, দূরদর্শিতা এবং খনিপতি, ভূম্যধিকারী, কৃষকাদিপদ অথবা উর্ণাকাষ্ঠাদির ব্যবসায়।

প্রতিকূল গতি—অতি চাপল্য, আলস্য, অনুৎসাহ, অসহিষ্ণুতা, ঘোরমূর্খতা ও অতি হেয় জঘন্য চাণ্ডালাদিবৃত্তি এবং অধিকৃত দেহভাগে রোগ।

নরদেহ—অধিকৃত দেহভাগ—দক্ষিণকর্ণ, প্লীহা, মস্তিষ্ক, শিরা ও মূত্রাশয়। আধিক্যকৃত মানব—দীর্ঘকৃশদেহ, অল্পকেশ, বিকৃতদন্ত, ক্ষুদ্রনেত্র, বিস্তৃতকর্ণ, কৃশ বা নিম্নদেশ, অধরোষ্ঠ ও নাসিকায় স্থূলতাসম্পন্ন, ক্রূরবায়ু ও কফ প্রকৃতি এবং হিংস্র।

রাশিগণ কর্ত্তৃক নরদেহ-বিভাগ

উপক্রমণিকাভাগে কালপুরুষের অঙ্গ-বিভাগ যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, রাশিগণ কর্ত্তৃক নরদেহ তাহারই অনুরূপভাবে বিভক্ত হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের অধিকারকালে যেরূপ ইহার ভিন্ন ভিন্ন রূপপরিবর্ত্তন ও প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হয়, রাশিগত গ্রহগণ কর্ত্তৃক নরদেহ-বিভাগ নামে নিম্নে তাহাও প্রকটিত হইল।

রাশিগত গ্রহগণ কর্ত্তৃক নরদেহ-বিভাগ

(রবি)

* (১) উরু, (২) জানু, (৩) পদতল ও গুল্ফ, (৪) চরণ, (৫) মস্তক ও মুখ, (৬) কণ্ঠ ও গ্রীবা, (৭) স্কন্ধ ও বাহু, (৮) বক্ষঃ ও উদর, (৯) হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (১০) কটি ও পার্শ্ব, (১১) বস্তি (১২) গুহ্যদেশ।

(চন্দ্র)

(১) মস্তক ও উরু, (২) গ্রীবা ও পদতল, (৩) স্কন্ধ, বাহু ও চরণ, (৪) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর, (৫) কণ্ঠ, গ্রীবা, পৃষ্ঠ ও হৃদয়, (৬) স্কন্ধ, বাহু ও কটি,

* (১) মেষ, (২) বৃষ (৩) মিথুন ইত্যাদিরূপে সংখ্যানুসারে 'রাশি' বুঝিতে হইবে।

(৭) বক্ষঃ, উদর, বস্তি, (৮) গুহ্য, হৃদয় ও পৃষ্ঠ (৯) উরু ও কটি, (১০) উরু ও বস্তি, (১১) পদ, গুল্ফ ও গুহ্য, (১২) উরু ও চরণ।

(মঙ্গল)

(১) মস্তক, মুখ ও কটি, (২) কণ্ঠ ও বস্তি, (৩) বাহু ও গুহ্য, (৪) বক্ষঃ, উদর ও উরু, (৫) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও জানু, (৬) বস্তি ও পদতল, (৭) বস্তি ও চরণ, (৮) মস্তক, মুখ ও গুহ্য, (৯) উরু, কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১০) জানু, স্কন্ধ ও বাহু, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহ্যদেশ।

(বুধ)

(১) পদ ও গুহ্য, (২) চরণ ও উরু, (৩) মস্তক ও জানু, (৪) কণ্ঠ, গ্রীবা ও পদ, (৫) স্কন্ধ, বাহু ও চরণ, (৬) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর, (৭) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (৮) স্কন্ধ, বাহু ও কটি, (৯) বক্ষঃ, উদর ও বস্তি, (১০) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও গুহ্য, (১১) বস্তি ও উরু, (১২) বস্তি ও গুহ্য।

(বৃহস্পতি)

(১) কণ্ঠ, গ্রীবা, হৃদয় ও পৃষ্ঠ, (২) স্কন্ধ, কটি ও পার্শ্ব, (৩) বাহু, উদর ও বস্তি, (৪) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও গুহ্য, (৫) কটি ও উরু, (৬) বস্তি ও জঙ্ঘা, (৭) গুহ্য ও পদ, (৮) উরু ও চরণ, (৯) মস্তক, মুখ ও জঙ্ঘা, (১০) কণ্ঠ, গ্রীবা ও পদ, (১১) স্কন্ধ, বাহু ও চরণ, (১২) মস্তক, বক্ষঃ ও উদর।

(শুক্র)

(১) বস্তি ও চরণ, (২) মস্তক, মুখ ও গুহ্য, (৩) কণ্ঠ, গ্রীবা ও উরু, (৪) স্কন্ধ, বাহু ও জানু, (৫) বক্ষঃ, উদর ও পদ, (৬) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও চরণ, (৭) মস্তক ও কটি, (৮) কণ্ঠ, গ্রীবা ও বস্তি, (৯) স্কন্ধ, বাহু ও গুহ্য, (১০) বক্ষঃ, উদর ও উরু (১১) হৃদয়, পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘা, (১২) কটি ও পদ।

(শনি)

(১) স্কন্ধ, বাহু, বক্ষঃ, ও উদর, (২) বক্ষঃ, উদর ও পৃষ্ঠ (৩) পৃষ্ঠ, হৃদয় ও কটি, (৪) কটি, পার্শ্ব ও বস্তি, (৫) বস্তি ও গুহ্য, (৬) গুহ্য ও উরু, (৭) উরু ও জঙ্ঘা, (৮) জঙ্ঘা ও পদ, (৯) পদ ও চরণ, (১০) চরণ ও মস্তক, (১১) কণ্ঠ ও গ্রীবা, (১২) কণ্ঠ, স্কন্ধ ও বাহু।

দশাফলবিচার

জাতকের জীবনকাল চন্দ্রাদি সপ্তগ্রহ কর্ত্তৃক পর্য্যায়ক্রমে অধিকৃত হইয়া যথাক্রমে শৈশবাদি সপ্ত অবস্থায় অভিহিত হয়। যখন যে ভাগ যে গ্রহের অধিকৃত হয়, তখন সেই ভাগ সেই গ্রহেরই স্বরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জন্ম হইতে পঞ্চম বৎসর বয়ঃক্রমের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত চন্দ্রের অধিকৃত শৈশব-কাল—"চন্দ্রের দশা।" এই কালে চন্দ্রের অধীনে জাতক সর্ব্বদা আর্দ্রতা-বিশিষ্ট, আনন্দমূর্ত্তি, নির্ম্মল প্রকৃতি ও জলীয় উপাদানে পরিপুষ্ট হইতে থাকে। পঞ্চম বৎসর হইতে পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত বুধের অধিকৃত শৈশবকাল—"বুধের দশা।" এই কালে বুধের অধীনে দেহ যুগপৎ শুষ্কতা ও আর্দ্রতাবিশিষ্ট, প্রকৃতি প্রফুল্ল ও উদ্যমশীল এবং রসনা ও বাসনাবৃত্তি প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। পঞ্চদশ হইতে পঞ্চবিংশ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমকাল শুক্রের অধিকৃত তরুণ যৌবন—"শুক্রের দশা।" এই কালে শুক্রের অধীনে প্রমোদবৃত্তি, পারিপাট্য-প্রিয়তা, শিক্ষা ও সঙ্গীতে আসক্তি, বাক্পটুতা, সজ্ঞান ও সর্ব্বপ্রকার বিলাসবাসনা অন্তরে উদিত হয়। পঞ্চবিংশ হইতে চত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত জীবন-কাল রবির অধিকৃত পূর্ণ যৌবন—"রবির দশা।" গ্রহশ্রেষ্ঠ রবির আধিপত্যের অধীনে মানবজীবনের এই কাল সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট কাল হয়। এই কালে জাতক গ্রহপ্রকৃতির অনুরূপ পুত্রমিত্রকলত্রভৃত্যাদি পোষ্য ও পরিজন বর্গে বেষ্টিত এবং ঐশ্বর্য্য-সম্ভ্রম-ক্ষমতা-কীর্ত্তি-গৌরব আদিতে সুসম্পন্ন হইয়া, কর্ম্মক্ষেত্রে (সংসারে) যথাসম্ভব আপনার প্রাধান্য সংস্থাপন করে। ইহার পর চত্বারিংশ বর্ষ হইতে চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ মঙ্গলের অধিকৃত প্রৌঢ়কাল—"মঙ্গলের দশা।" এই কালে মানবের দেহ ও মন বিবিধবিষয়িণী চিন্তা-উদ্বেগ-আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্লান্তি আদিতে পীড়িত এবং কায়িক ও মানসিক প্রবৃত্তিমাত্রেই সঙ্কুচিত ও ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। চতুঃপঞ্চাশ হইতে সপ্ততিবর্ষ পর্য্যন্ত জাতকের জীবনসময় বৃহস্পতির অধিকৃত বৃদ্ধকাল—"বৃহস্পতির দশা।" সংসারে বিরতি, ধর্ম্মে মতি, পুণ্যকর্ম্মে আসক্তি এবং ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, ঔদার্য্য প্রভৃতি পবিত্র গুণগ্রামে ভূষিত হইয়া এই কালে জাতক গ্রহপ্রকৃতির অনুরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে। অবশিষ্ট জীবনের শেষাংশ মৃত্যু পর্য্যন্ত বয়ঃক্রমভাগ কালরূপী শনির অধিকৃত অতি বৃদ্ধকাল—"শনির দশা।" এই কালে জাতক অনুদিন বিকৃতদেহ, বিলোমতনু, জীর্ণশীর্ণ ও অবসন্নপ্রায় হইয়া পরমায়ুশেষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

জাতকজীবনের প্রাগুক্ত অবস্থান্তর বা দশাকে গ্রহগণের স্বাভাবিকী বা নৈসর্গিকী দশা কহে। নৈসর্গিকী দশা ভিন্ন জ্যোতিষশাস্ত্রে অন্য দশবিধ দশার উল্লেখ দেখা যায়, যথা—লাগ্নিকী, বার্ষিকী, পতাকী, হরগৌরী, যোগিনী, মুকুন্দা, ত্রিংশোত্তরী, বিংশোত্তরী এবং নাক্ষত্রিকী দশা ও দিনদশা। ইহার মধ্যে নাক্ষত্রিকী দশাই বর্ত্তমানযুগ-প্রচলিত ও সাক্ষাৎ ফলপ্রদ বলিয়া সমগ্র জ্যোতিজ্ঞ-মণ্ডলীতে সম্যক্ প্রবর্ত্তিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। নিম্নে নাক্ষত্রিকী দশা-বিবরণ প্রকাশিত হইল।

নাক্ষত্রিকী দশা

নৈসর্গিকী দশায় গ্রহগণ যেরূপ নির্দ্ধারিত নিয়মে জাতকের জীবন অধিকৃত করে, নাক্ষত্রিকী দশায় সেরূপ নহে। ইহাতে যে নক্ষত্রে মানব জন্মগ্রহণ করে, সেই নক্ষত্রনির্দ্দিষ্ট গ্রহের দশা প্রথম পরিবর্ত্তিত হয়, তৎপরে নির্দ্দিষ্ট পর্য্যায়ে নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের সহিত পর পর গ্রহগণের দশাকাল উপস্থিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ শুভগ্রহের দশাকালে মানবের শুভ, আর অশুভগ্রহের দশাকালে মানবের অশুভসংঘটন হয়; বিশেষতঃ, জাতককে যে গ্রহ যেরূপভাবে আবস্থিত থাকে, তাহার দশাকালে তৎপ্রদত্ত শুভ বা অশুভ ফলের সেইরূপ ইতরবিশেষ বা পরিবর্ত্তন ঘটনা সংঘটিত হয়। কোন গ্রহের পর কোন গ্রহের দশা আমরা কত দিন করিয়া ভোগ করি এবং কোন্ নক্ষত্রে জন্ম হইলে কোন গ্রহের দশা প্রথম উপস্থিত হয় ইত্যাদি বিষয়ের প্রশ্ন সহজবোধের জন্য নাক্ষত্রিকী-দশা-ভোগের বিভাগ পরিষ্কাররূপে নিম্নে প্রকাশিত হইল।

রবি—জন্মনক্ষত্র 'কৃত্তিকা' 'রোহিণী' বা 'মৃগশিরা' হইলে, জাতকের রবির দশা প্রথমে হয়। রবির দশাভোগকাল ৬ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ২ বৎসর, পাদ প্রতি ৬ মাস, দণ্ড প্রতি ১২ দিন এবং পল প্রতি ১২ দণ্ড।

চন্দ্র—জন্মনক্ষত্র 'আর্দ্রা' 'পুনর্ব্বসু' বা 'পুষ্যা' হইলে জাতকের চন্দ্রের দশা প্রথম হয়। দশাভোগকাল ১৫ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ৩ বৎসর ৯মাস, পাদ প্রতি ১১ মাস ৭ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ড প্রতি ২২ দিন ৩০ দণ্ড, পল প্রতি ২২ দণ্ড ৩০ পল।

মঙ্গল—জন্মনক্ষত্র 'মঘা', 'পূর্ব্বফল্গুনী' বা 'উত্তরফল্গুনী' হইলে, জাতকের মঙ্গলের দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ৮ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ২ বৎসর ৪ মাস, পাদ প্রতি ৮ মাস, দণ্ড প্রতি ১৬ দিন এবং পল প্রতি ১৬ দণ্ড।

বুধ—জন্মনক্ষত্র 'হস্তা', 'চিত্রা', 'স্বাতী' বা 'বিশাখা' হইলে, প্রথমে "বুধের দশা" হয়। পরিমাণ ১৭ বৎসর; নক্ষত্র প্রতি ৪ বৎসর ৩ মাস, পাদ প্রতি ১ বৎসর ১২ দিন ৩০ দণ্ড, দিন প্রতি ২৫ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রতি ২৫ দণ্ড ৩০ পল।

শনি—জন্মনক্ষত্র 'অনুরাধা' 'জ্যেষ্ঠা' বা 'মূলা' হইলে, শনির দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১০ বৎসর,—নক্ষত্র প্রতি ৩ বৎসর ৪ মাস, পাদ প্রতি ১০ মাস, দণ্ড প্রতি ২৯ দিন এবং পল প্রতি ২১ দণ্ড।

বৃহস্পতি—জন্মনক্ষত্র 'পূর্ব্বাষাঢ়া', 'উত্তরাষাঢ়া', 'অভিজিৎ' * বা 'শ্রবণা' হইলে বৃহস্পতির দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১৯ বৎসর—নক্ষত্র প্রতি ৪ বৎসর ৯ মাস, পাদ প্রতি ১ বৎসর ২ মাস ১৫ দিন, দণ্ড প্রতি ২৮ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রতি ২৮ দণ্ড ৩০ পল।

রাহু—জন্মনক্ষত্র 'ধনিষ্ঠা', 'শতাভিষা' বা 'পূর্ব্বভাদ্রপদ' হইলে, রাহুর দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ১২ বৎসর—নক্ষত্র প্রতি ৪ বৎসর, পাদ প্রতি ১ বৎসর, দণ্ড প্রতি ২৪ দিন এবং পল প্রতি ২৪ দণ্ড।

শুক্র—জন্মনক্ষত্র 'উত্তরভাদ্রপদ', 'রেবতী', 'অশ্বিনী' বা 'ভরণী' হইলে শুক্রের দশা প্রথম হয়। পরিমাণ ২১ বৎসর;—নক্ষত্র প্রতি ৫ বৎসর ৩ মাস, পাদ প্রতি ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড, দণ্ড প্রতি ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড এবং পল প্রতি ৩১ দণ্ড ৩০ পল।

প্রথম নক্ষত্রের প্রথম ক্ষণে যদি জন্ম হয়, তবেই জাতকের জন্মদশার ভোগকালে উপরিলিখিতরূপ পরিমাণ হয়, নতুবা নক্ষত্রভেদে ও নক্ষত্রের স্থিতিদণ্ডপলভেদে উক্তদশার পরিমাণভেদ হইয়া থাকে, যেমন যাহার "রেবতী" জন্মনক্ষত্র, তাহার শুক্রের দশায় জন্ম জানিলাম; কিন্তু দশাভোগের পরিমাণকাল এখানে উপরি-নির্দ্ধারিত ২১ বৎসর হইবে না; কারণ, পূর্ব্ববর্ত্তী উত্তরভাদ্রপদের সহিত উক্ত পরিমাণকালের চতুর্থাংশ ৫ বৎসর ৩ মাস গত হইয়াছে, যদি রেবতীর দ্বিতীয় পাদে জন্ম হইয়া থাকে, তবে প্রথম পাদের সহিত আরও ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড অতীত

* সাধারণতঃ, 'অভিজিৎ' নক্ষত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে; উহার নির্দ্দিষ্ট ভোগকালের অর্দ্ধাংশ 'উত্তরাষাঢ়া' ও অর্দ্ধাংশ 'শ্রবণা' প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বৃহস্পতির পরিমাণ ১৯ বৎসরকে ৪ ভাগ করিয়া ১ ভাগ ৪ বৎসর ৯ মাস পূর্ব্বাষাঢ়া ও অপর ৩ ভাগকে সমান দুই অংশ করিয়া একাংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন উত্তরাষাঢ়া ও অপরাংশ ৭ বৎসর ১ মাস ১৫ দিন শ্রবণাকে প্রদত্ত হয়।

হইয়াছে। যদি সে দিবস রেবতী নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ড ও তাহার ১০ দণ্ড অতীত হইলে জন্ম হইয়া থাকে, তবে ঐ ১০ দণ্ডের সহিত আরও দণ্ডমান ১ মাস ১ দিন অতীত হইয়াছে; সুতরাং ২১ বৎসর হইতে এই অতীত দশা-কালের সমষ্টি বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহাই জাতকের জীবনে শুক্রের দশার ভোগপরিমাণ হইল। জন্মদশার ভোগ শেষ হইলে পরবর্ত্তী গ্রহের দশা-কাল আরম্ভ হইবে, সুতরাং এখানে শুক্রের দশার পর জাতকের রবির দশা প্রবর্ত্তিত হইবে জানিলাম।

জন্মনক্ষত্রের পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে দণ্ড প্রতি দশাভুক্তি কত, তাহা জানিতে হইলে, যদি উহা শুভগ্রহের দশা হয়; তাহা হইলে, উহার পরিমাণ বৎসরকে দেড়গুণ, আর যদি পাপগ্রহের দশা হয়, তাহা হইলে উহাকে দ্বিগুণ করিয়া তত দিনসংখ্যা ধরিলেই সহজে উত্তরলাভ হয়।*

যেমন জন্মনক্ষত্র 'রেবতী', পরিমাণ যদি ৬০ দণ্ড হয়, তবে শুভগ্রহ শুক্রের পরিমাণ ২১ বৎসরের দেড়গুণ সাড়ে দশ অর্থাৎ ১ মাস ১ দিন ৩০ দণ্ড উহার দণ্ড প্রতি দশাভুক্তি হইল। যদি নক্ষত্রের পরিমাণ ৬০ দণ্ডের ন্যূনাতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে অনুপাত দ্বারা প্রতি দণ্ডের দশাভুক্তি স্থির করিবে।

স্থূলদশার ফল

রবি—রবির দশায় উদ্বেগ, পরিতাপ, বিত্তনাশ, ক্লেশ, প্রবাস, রোগভয়, অত্যাহিত, দুঃখ, বধ, বন্ধন ও রাজপীড়া উপস্থিত হয়।

চন্দ্র—চন্দ্রের দশায় বিভূতি, বাহন, রত্ন, ছত্র, ক্ষেম, প্রতাপ, ধন ও বীর্য্য, বুদ্ধি এবং মিষ্টান্নভোজন, উত্তম পান ও সুন্দর শয্যালাভ হয়।

মঙ্গল—মঙ্গল দশায় শত্রু কর্ত্তৃক আঘাত, বধ, বন্ধনভয়, চিন্তা, জ্বর, অগ্নিদাহ, বিবাদ, রোগ, কীর্ত্তি, প্রতাপ ও ধনের হানি ও বিকলতা উপস্থিত হয়।

বুধ—বুধের দশায় দিব্যাঙ্গনা, লীলাবিলাস, উৎকৃষ্ট ভোগ, ধনাগম, কোষবৃদ্ধি, অভীষ্টসিদ্ধি ও অতি সুখোদয় হয়।

শনি—শনির দশায় কলঙ্ক, বধ, বন্ধন, আশ্রিতনাশ, তস্করভয়, অগ্নিভয়, রাজভয়, আশাভঙ্গ ও কার্য্যহানি হয়।

---

* "শুভের দেড়া, পাপের দুনা।
দণ্ড প্রতি দিন-গণনা॥—খনা।

বৃহস্পতি—বৃহস্পতির দশায় রাজপদ, পুত্রলাভ, ধনলাভ, বিবিধ ভোগ, ধনধান্যবৃদ্ধি ও ধর্ম্মার্থকাম এবং সুখভোগ হয়।

রাহু—রাহুর দশায় ভার্য্যার নিমিত্ত বিবাদ, বন্ধন, অস্ত্রভয়, পরাক্রমহানি এবং ধনহীন, সুখহীন ও মৃতবৎ হয়।

শুক্র—অস্ত্রলাভ, প্রভুত্ববৃদ্ধি, প্রমদাসঙ্গ, রাজপূজা, কোষবৃদ্ধি, যানবাহন, ভোগ, রাজলক্ষ্মীলাভ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

অন্তর্দ্দশার ফল

এক গ্রহের বারের মধ্যে যেমন সকল গ্রহ বারাংশের অধিপতি হইয়া স্ব স্ব প্রকৃতিমত শুভাশুভ ফল প্রদান করে, সেইরূপ এক গ্রহের স্থূলদশার মধ্যে সকল গ্রহ দশাধিপতি হইয়া নিজ নিজ ফল প্রদান করিয়া থাকে। ইহাকে গ্রহগণের অন্তর্দ্দশা কহে। কোনও গ্রহের অন্তর্দ্দশার পরিমাণ জানিতে হইলে, উভয়ের দশা-পরিমাণকে পরস্পর গুণিত করিয়া তাহার নবাংশ গ্রহণ করিতে হয়, লব্ধাঙ্ক মাসপরিমাণ হইবে অবশিষ্টাঙ্ককে ৩০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার নবাংশ হইলে, তাহা দিন এবং শেষ অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া গুণ করিয়া তাহার নবাংশ হইলে তাহা দণ্ডপরিমাণ বলিয়া জানিবে। যেমন—রবির স্থূলদশার পরিমাণ ৬ বৎসরের মধ্যে রবির নিজ অন্তর্দ্দশার পরিমাণ (৬ কে ৬ দ্বারা পূরণ ও গুণফলকে ৯ দিয়া ভাগ করিয়া) ৪ মাস। চন্দ্রের অন্তর্দ্দশা ঐরূপ ১০ মাস, মঙ্গলের ৫ মাস ১০ দিন, বুধের ১১ মাস ১০ দিন, শনির ১০ মাস ২০ দিন, বৃহস্পতির ১ বৎসর ২০ দিন, রাহুর ৮ মাস এবং শুক্রের ১ বৎসর ২ মাস করিয়া হয়। এই নিয়মে অপরাপর গ্রহগণের অন্তর্দ্দশা পরিমাণ অবগত হইবে। যে গ্রহের দশার মধ্যে যে গ্রহ যতকাল অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত হয়, সেই গ্রহের দশার মধ্যেও তাহাকে ততকাল অন্তর্দ্দশা প্রদান করিয়া থাকে।

শুক্রস্য দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্

শু রা রা ০।৩।৮ ফলং—বন্ধনং বন্ধুপুত্রাদে রোগবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
শরীরদৈন্যমাপ্নোতি স্বীয়প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

শু রা শু ০।৫।৪। ফলং।—শিরোরোগং বন্ধুদ্বেষং নৃপাদ্ভীতিশ্চ জায়তে।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে ধননাশং মনঃক্ষতিম্ ॥

শু রা র ০।১।২৬ ফলং।—রোগশোকসমাযুক্তং বন্ধোর্ব্বিরহমেব চ।
করোতি দিননাথশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শু রা চ ০।৩।২২।৩০ ফলং।—স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে।
রাহোঃ প্রত্যন্তরং প্রাপ্য নানাদুঃখকরো বিধৌ॥

শু রা ম ০।২।১০ ফলং।—ব্রণরোগং জ্বরং দুঃখং বিষশস্ত্রাগ্নিরেব চ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

শু রা বু ০।৪।৬ ফলং।—ক্ষুধাগ্নিজ্বরভীতিঞ্চ দস্যুতো রাজতো ভয়ম্।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে করোতি ধনসংক্ষয়ম্॥

শু রা শ ০।২।২৪ ফলং।—বন্ধুনাশং তথা দুঃখং কলহং স্বজনৈঃ সহ।
করোতি বিজয়স্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ॥

শু রা বৃ ০।৪।২০ ফলং।—ব্যাধিশত্রুভয়ঞ্চৈব কার্য্যনাশশ্চ জায়তে।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে জীবে মহৎ কষ্টং ন সংশয়ঃ॥

ইতি প্রত্যন্তর্দ্দশা।

গ্রহণাং স্থূলদশাফলম্

রবেঃ।

উদ্বিগ্নচিত্ত-পরিখেদিত-বিত্তনাশং, ক্লেশ-প্রবাস-গদভীতি-মহাভিঘাতান্।
দুঃখপ্রয়োগ-বধবন্ধ-ভয়ানি চৈব, ভানোর্দ্দশা প্রকুরুতে খলু রাজপীড়াম্॥

চন্দ্রস্য।

কুর্য্যাদ্বিভূতি-বরবাহন-রত্নছত্র-ক্ষেম-প্রতাপ-ধনবীর্য্য-সমন্বিতানি।
মিষ্টান্ন-পান-শয়নাসন-ভোজনানি, চান্দ্রী দশা প্রকুরুতে বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিম্॥

মঙ্গলস্য।

শস্ত্রাভিঘাতবধবন্ধভয়ং বিধত্তে, চিন্তাজ্বরং বিফলতাঞ্চ গৃহে করোতি।
চৌরাগ্নিদাহ-ভয়ভঙ্গ-বিবাদ-রোগ-কীর্ত্তি-প্রতাপ-ধনহা চ দশা কুজস্য॥

বুধস্য।

দিব্যাঙ্গনাবদনপঙ্কজষট্পদত্বং, লীলাবিলাসবরভোগসুখোদয়ঞ্চ।
নানাপ্রকারবিভবাগমকোষবৃদ্ধিং, ক্ষিপ্রং সৃজেদ্বুধদশা বিপুলাঞ্চ সিদ্ধিম্॥

শনেঃ

মিথ্যাপ্রবাদবধবন্ধনিরাশ্রয়ত্বং, চৌরাদিভূপতিভুজঙ্গভীতিমগ্রম্।
আশানিরাশমথ চার্জ্জুনকার্য্যহানিং, সূর্য্যাত্মজঃ প্রকুরুতে নিয়তং নরাণাম্॥

বৃহস্পতেঃ।

রাজ্যাস্পদং তনয়বিত্তবিশালভোগান্, পর্য্যাপ্তসৌখ্যধনধান্যসমাশ্রয়ঞ্চ।
ধর্ম্মার্থকামসুখভোগবহুপ্রয়োগং, যাবদ্‌বৃহস্পতিদশা পুরুষো হি তাবৎ।

রাহোঃ

ভার্য্যাদিভূষণনিমিত্তবিবাদবন্ধু-শস্ত্রাভিঘাতভয়হীনপরাক্রমঞ্চ।
অপ্রাপ্তসৌখ্যধনকাঞ্চনহীনদেহো, রাহোর্দ্দশা ভবতি জীবনসংশয়ায়॥

শুক্রস্য।

মন্ত্রপ্রভুত্ববিপুলং প্রমদা-বিলাসং, শ্বেতাতপত্রনৃপপূজিতকোষবৃদ্ধিম্।
হস্ত্যশ্বযানপরিপূর্ণমনোরথঞ্চ, শৌক্রী দশা সৃজতি নিশ্চলরাজলক্ষ্মীম্॥

ইতি স্থূলদশাফলম্।

অথ অন্তর্দ্দশা

স্বদশাভির্দ্দশাং হত্বা নবভির্ভাগমাহরেৎ।
লব্ধং মাসন্তু তচ্ছেষং পূরয়িত্বা চ ত্রিংশতা॥
অর্কৈর্হৃত্বা দিনং লভ্যং তচ্ছেষে ষষ্টিপূরিতে।
নবভিশ্চ হৃতে লব্ধো জ্ঞেয়ো দণ্ডস্তদন্তরে।

যে গ্রহের দশায় যে গ্রহের অন্তর গণনা করিতে হইবে, সেই উভয় অঙ্ক পূরণ করিয়া তাহাকে ৯ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক মাস হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিয়া পূরণ করিয়া ৯ দিয়া ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দিন হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া পূরণ করিয়া ৯ দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধাঙ্ক দণ্ডাদি হইবে।

সামান্যান্তর্দ্দশা-বিভাগ।

যদ্দ হস্যান্তরে যস্য যৎসংখ্যং কালমাপ্তবান্।
তৎসংখ্যস্যান্তরে তস্মৈ স দদ্যাদিতি নিশ্চয়ঃ॥

যে গ্রহের দশার মধ্যে যত কাল যে গ্রহ অন্তর্দ্দশা প্রাপ্ত হইবে, সেই গ্রহের দশাতেও তত সময় সেই গ্রহকে অন্তর্দ্দশা প্রদান করিবে।

রবের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।

৪ মাস।

দণ্ডো রাজকুলাদিভ্যো মনস্তাপঞ্চ বন্ধনম্।
প্রবাসং বেদনাং দুঃখং স্বদশায়াং দিবাকরঃ॥

রবের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।

১০ মাস।

শত্রুনাশং রুজো হানিং বিত্তলাভং সুখোদয়ম্।
কুরুতে কুশলং নৃণাং রবেরন্তর্গতঃ শশী॥

মতান্তরে।

গদসঙ্কটসন্ত্রাসং স্বেচ্ছাহানিং মনঃক্ষতিম্।
কুরুতে রজনীনাথো ভানোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

রবের্দ্দশায়াং কুজস্যান্তর্দ্দশা।

৫ মাস ১০ দিন।

সর্ব্বেষাং তিলকো ভূত্বা মণিরত্নপ্রবালকম্।
প্রাপ্নোতি ধনধান্যানি রবেরন্তর্গতে কুজে॥

রবের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা।

১১ মাস ১০ দিন।

দারিদ্র্যং দুঃখিতং নিত্যং সর্ব্বগাত্রে বিচর্চ্চিকা।
নশ্যন্তি সর্ব্বকর্ম্মাণি রবেরন্তর্গতে বুধে॥

মতান্তরে।

কিম্বিষৈঃ শত্রুভিঃ বৃষ্টৈঃ পাপৈর্বিচর্চ্চিকাদিভিঃ।
গাত্রোপদ্রবকং ক্ষুদ্রং সূর্য্যস্যান্তর্গতে বুধে॥

রবের্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা।

৬ মাস ২০ দিন।

রাজ্ঞো ভয়ঞ্চ সততং শক্তিধৃতিধনক্ষয়ম্।
সর্ব্বদা তস্য বৈকল্যং রবেরন্তর্গতে শনৌ॥

মতান্তরে।

সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাশ্রয়ম্।
সৌরিঃ করোতি বৈকল্যং ভানোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

রবের্দ্দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশা।

১ বর্ষ ২০ দিন।

সম্পদো ব্যাধিহানিঞ্চ বিশ্বাসং লভতে নরঃ।
প্রাপ্নোতি ধর্ম্মপদবীং রবেরন্তর্গতে গুরৌ॥

মতান্তরে।

ধর্ম্মার্থকামসৌখ্যানি দদাতি বিবুধার্চ্চিতঃ
কুষ্ঠাদি-ব্যাধিহন্তা চ ভানোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

রবের্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।

৮ মাস।

রোগং শোকং ভয়ং দত্তে মরণঞ্চাশুভং সদা।
বিত্তনাশকরো নিত্যং ভানোরন্তর্গতস্তমঃ ॥

রবের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।

শিরোজঠররোগাদৌ জরাতিসারশূলকৈঃ।
শরীরং নশ্যতি ক্ষিপ্রং রবেরন্তর্গতে ভৃগৌ ॥

ইতি রবের্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশাফলম্।

অথ চন্দ্রস্য দশায়ামন্তর্দ্দশাফলম্

চন্দ্রস্য নিজান্তর্দ্দশা।

২ বর্ষ ১ মাস।

দদাতি বহুসম্পত্তিং বরস্ত্রীং কনকান্বিতাম্।
নির্ভয়েন যশোবৃদ্ধিং স্বদশায়াং নিশাকরঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং কুজস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষ ১।১।১০।

অপূর্ব্বং ভয়মাপ্নোতি চৌরাদিভ্যো ভয়ং সদা।
শরীরক্লেশমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতে কুজে ॥

মতান্তরে।

পিত্তশোণিতপীড়াঃ স্যুশ্চৌরাদীনাং ভয়ং তথা।
মঙ্গলঃ কুরুতে নিত্যং বিধোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষ ২।৪।১০।

প্রভুত্বং সুখসম্পত্তিগজাশ্বগোধনাদিকম্।
দদাত্যন্তর্গতো নিত্যং শশিনঃ শশিনন্দনঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৪।২০

বুদ্ধিক্ষয়ো সুহৃদ্দ্বেষী শোকাকুলো মহাগদী।
ভবেন্নরো ন সন্দেহশ্চন্দ্রস্যান্তর্গতে শনৌ॥

মতান্তরে।

বন্ধুক্লেশং নৃপাদ্ভীতিং ব্যসনং শোকসঙ্কটম্।
বিনাশং কুরুতে সৌরিশ্চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।৭।২০

ধনধর্ম্মাদিসৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারশোভিতম্।
প্রাপ্যতে চ নরো নিত্যং চন্দ্রস্যান্তর্গতে গুরৌ॥

মতান্তরে।

দানসৌখ্যানি সম্ভোগং বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্।
কুরুতে বিবুধাচার্য্যো বিধোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৮

সর্ব্বরোগো ভবেন্নিত্যং বন্ধুনাশো ধনক্ষয়ঃ।
ন কিঞ্চিৎ সুখমাপ্নোতি চন্দ্রস্যান্তর্গতস্তমঃ॥

মতান্তরে।

বহ্নিশত্রুভয়ং দুঃখং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্।
কুরুতে রাহুরত্যর্থং চন্দ্রপাকদশাং গতঃ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।১১

বরাঙ্গনাভিঃ সংযোগো ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি।
মুক্তাহারমণিশ্চৈব চন্দ্রস্যান্তর্গতে ভৃগৌ॥

মতান্তরে।

সেব্যতে বরনারীভির্নরো লক্ষ্মীপ্রবর্ত্ততে।
মুক্তাহারমণিপ্রাপ্তির্বিধোরন্তর্গতে সিতে॥

চন্দ্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ০।১০

ভূপপ্রসাদসৌখ্যঞ্চ ঐশ্বর্য্যমতুলং ভবেৎ ।
করোতি ধনসম্পত্তিং চন্দ্রস্যান্তর্গতো রবিঃ ॥

মতান্তরে ।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশমরিক্ষয়ম্ ।
নৃপতেজো রবিঃ কুর্য্যাৎ বিধোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়ামন্তর্দ্দশা ।
তস্য নিজান্তবর্ষাদি ০।৭।৩।২০

মঙ্গলস্য দশায়াস্তু কলহো বন্ধুভিঃ সহ ।
অগ্নিদাহাদি পীড়াঞ্চ লভতে নিয়তং নরঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ১।৩।৩।২০

নৃপচৌরাদিশত্রুভ্যঃ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ ।
হৃত্তাপঞ্চ জ্বরঞ্চৈব কুজস্যান্তর্গতে বুধে ॥

মতান্তরে ।

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং নানাবিধসুখাশ্রয়ম্ ।
করোতি সোমপুত্রশ্চ ক্ষিতিজান্তর্দ্দশাং গতঃ ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ০।৮।২৬।৪০

ধননাশো মনস্তাপো হৃদি পীড়াদিকং ভবেৎ ।
করোতি বিবিধং দুঃখং কুজস্যান্তর্গতঃ শনিঃ ॥

মতান্তরে ।

রিপুচৌরাগ্নিভীতিশ্চ রোগমন্তরমন্তরম্ ।
মহাজনকৃতোদ্বেগং কুজস্যান্তর্গতে শনৌ ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ১।৪।২৬।৪০

পুণ্যতীর্থসমাযোগো দেববাহ্মণপূজকঃ ।
ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং প্রাপ্তে জীবে কিঞ্চিন্ন পাতয়ম্ ॥

মতান্তরে।

পুষ্পধূপান্নবস্ত্রাদ্যৈর্দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
নৃপতুল্যত্বমাপ্নোতি কুজস্যান্তর্গতে গুরৌ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা॥
বর্ষাদি ০।১০।২০

শস্ত্রাগ্নিচৌরশত্রুভ্যো ভয়ঞ্চার্থবিনাশনম্।
করোতি চাশুভং নিত্যং কুজস্যান্তর্গতস্তমঃ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৬।২০

ধননাশং তথা ব্যাধিং শত্রুভ্যঃ সমুপদ্রবম্।
ভয়ং রাজকুলেভ্যোঽপি কুজস্যান্তর্গতে ভৃগৌ॥

মতান্তরে।

ধনবৃদ্ধিং সুখাদীংশ্চ নানাবস্ত্রবরস্ত্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজস্যান্তর্গতে ভৃগৌ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ০।৫।১০।০

প্রচণ্ডৈশ্বর্য্যমতুলং নৃপপূজাদিকং ভবেৎ।
স্ত্রীলাভঃ পদবীবৃদ্ধিঃ কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥

মতান্তরে।

নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভমথাপি বা।
নৃপপূজামবাপ্নোতি কুজস্যান্তর্গতে রবৌ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১।১০।০

নানাবিত্তং সুহৃৎসৌখ্যং মুক্তামণিবিভূষিতম্।
চন্দ্রমা কুরুতে নিত্যং ভৌমস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥

মতান্তরে।

ধনলাভং সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ।
লোকানন্দমবাপ্নোতি ক্ষিতিজান্তর্গতে বিধৌ॥

অথ বুধস্য দশায়ামন্তর্দ্দশা।
নিজান্তর্ব্বর্ষাদি ২। ৮।৩।২০

বুধো ধর্ম্মসমাযোগং বুদ্ধিলাভং ধনাগমম্।
সুভগং বিপুলং বিত্তং স্বদশায়াং করোতি বৈ॥

অথ বুধস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৬।২৬।৪০ দণ্ড।

বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ।
বিদেশগমনঞ্চাপি বুধস্যান্তর্গতে শনৌ॥

বুধস্য দশায়াং বৃহস্পতেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।১১।২৬।৪০ দণ্ড।

ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ।
লভেদ্ভার্য্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধস্যান্তর্গতে গুরৌ॥

বুধস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১০।২০ দিন।

অকস্মাদগ্নিভীতিশ্চ ব্যাধিপীড়া চ বন্ধনম্।
বিত্তনাশো মহাক্লেশো বুধস্যান্তর্গতে খরে॥

মতান্তরে।

বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্।
করোতি বহুদুঃখানি বুধস্যান্তর্গতস্তমঃ॥

বুধস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ৩।৩।২০ দিন।

ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মরত্নং ধনাগমম্।
কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥

বুধস্যদশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।
১১ মাস ১০ দিন।

সুবর্ণং বিক্রমঞ্চৈব যশঃ প্রাপ্নোতি পুষ্কলম্।
শ্রীমান্ পরধনাভোগী বুধস্যান্তর্গতে রবৌ॥

মতান্তরে।

শ্রিয়া পরময়া যুক্তং গজবাজিধনান্বিতম্।
প্রভাকরঃ করোত্যাশু বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥

বুধস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।৪।১০ দিন।

কণ্টকাদিপ্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ।
নিশাকরঃ করোত্যাশু বুধপাকদশাং গতঃ॥

মতান্তরে।

বহুবিত্তং মহাবুদ্ধিং দাসদাসীসমন্বিতম্।
গজাশ্ববহুসং দত্তে বুধস্যান্তর্গতঃ শশী॥

বুধস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৩।৩।২০ দণ্ড।

শিরোহৃদয়রোগঞ্চ দস্যুতস্করতো ভয়ম্।
জঙ্ঘে পীড়া পদে চৈব বুধস্যান্তর্গতে কুজে॥

মতান্তরে।

কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাম্।
মাহেয়ঃ কুরুতে শোকং বুধস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ॥

ইতি বুধস্য দশায়ামন্তর্দ্দশাফলম্।

———

অথ শনের্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা

তস্য নিজান্তর্দ্দশা-মাসাদি ১১।৩।২০

সৌরি করোতি বৈকল্যং পুত্রদারস্য নিগ্রহম্।
অর্থ-বন্ধু-বিনাশঞ্চ বিদেশগমনং তথা॥

শনের্দ্দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষ ১।৯।৩।২০ দণ্ড।

দেবতানুরক্তং শান্তং নানাপ্রাপ্তিং করোতি চ।
করোতি রিপুনাশঞ্চ শনেরন্তর্গতো গুরুঃ॥

শনের্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১।১০

বিদেশগমনং দুঃখং বন্ধুদ্বেষং সুহৃদ্ভয়ম্।
অকস্মাদগ্নিদাহঞ্চ শনেরন্তর্গতস্তমঃ॥

মতান্তরে

নৃপাদ্ভয়ং জ্বরং রোগং দুঃখঞ্চ প্রাণসংশয়ম্।
ধনক্ষয়ঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্গতস্তমঃ॥

শনের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১১।১০ দিন।

সুহৃজ্জনসমাযোগং ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতম্।
সুখসম্পত্তিসৌভাগ্যং শনেরন্তর্গতো ভৃগুঃ॥

মতান্তরে।

সুহৃদ্‌বন্ধুধনৈঃ পূর্ণো ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতঃ।
স্বর্ণং সুখঞ্চ লভতে সৌরস্যান্তর্গতে সিতে॥

শনের্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।
মাস ৬। দিন ২০।

ধনপুত্রবিনাশঞ্চ করোতি দুঃখবর্দ্ধনম্।
জীবনঞ্চ বলং হন্তি শনেরন্তর্গতো রবিঃ॥

মতান্তরে।

পরদারাভিগমনং করোতি খরদীধিতিঃ।
জীবনস্য চ সন্দেহং শনেরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

শনের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষ ১।৪।২০ দিন।

মরণং বন্ধুবিচ্ছেদং স্ত্রীনাশং কলহং সদা।
কোপং রোগং করোত্যেষ শনেরন্তর্গতঃ শশী॥

মতান্তরে।

স্ত্রীনাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তগদং শশী।
বন্ধুদ্বেষঞ্চ কুরুতে পঙ্গোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

শনের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা।
মাস ৮।২৬।৪ দণ্ড।

দেশত্যাগং তথা ব্যাধিং নানাদুঃখসমন্বিতম্।
শনেরন্তর্দ্দশাং প্রাপ্য মঙ্গলঃ কুরুতে সদা॥

মতান্তরে।

দেহক্ষৈণ্যং মহাঘোরং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥

শনের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষাদি ১।৬।২৬।৪০ দণ্ড।

সৌভাগ্যং কুরুতে নিত্যং নানাসম্মান এব চ।
পুত্রং পৌত্রং কলত্রঞ্চ শনেরন্তর্গতো বুধঃ ॥

মতান্তরে।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ।
করোতি চাদরং লোকে শনেরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥

অথ গুরোর্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা

নিজান্তর্ব্বর্ষাদি ৩।৪।৩।২০

কুরুতে পূর্ব্বসৎপুত্রং তপঃখ্যাতিঞ্চ পৌরুষম্।
গজাশ্ববাহনং সৌখ্যং স্বদশায়াং বৃহস্পতিঃ ॥

গুরোর্দ্দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।

বর্ষাদি ২।১।১০।০

অকস্মাদ্ভয়মাপ্নোতি রাজপীড়াং করোতি বৈ।
বন্ধনং হৃদি সন্তাপং গুরোরন্তর্গতস্তমঃ ॥

মতান্তরে।

বন্ধুদ্বেষং মৃষাবাদং স্থানভ্রংশং নিরাশ্রয়ম্।
কলহং কারয়েদ্রাহুর্গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ ॥

গুরোর্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষাদি ৩।৮।১০

রিপোর্ভয়ং বন্ধুনাশং নানাব্যাধিসমাকুলম্।
ভার্য্যাবিয়োগদুঃখঞ্চ গুরোরন্তর্গতো ভৃগুঃ ॥

মতান্তরে।

কলহং শত্রুভিঃ সার্দ্ধং বিত্তনাশং মনঃক্ষতিম্।
স্ত্রীবিয়োগঞ্চ কুরুতে জীবস্যান্তর্গতে ভৃগুঃ॥

গুরোর্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।০।২০

বহুমিত্রং বহুধনং সুভার্য্যং রাজবল্লভম্।
কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

অন্যচ্চ।

শত্রুপীড়াং রোগদুঃখং বধবন্ধভয়াদিকম্।
চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং জীবস্যান্তর্গতো রবিঃ॥

গুরোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।৭।২০

বরস্ত্রীণাং ভবেল্লাভো রিপুরোগবিবর্জ্জিতম্।
নৃপতুল্যং প্রকুরুতে জীবস্যান্তর্গতঃ শশী॥

অন্যচ্চ।

ভোগাঢ্যো বহুভার্য্যঃ স্যাৎ রিপুরোগবিবর্জ্জিতঃ।
নৃপতুল্যো ভবেচ্চৈব গুরোরন্তর্দ্দশাং গতঃ॥

গুরোর্দ্দশায়াং কুজস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৪।২৬।৪০

তীক্ষ্ণরোষো রিপোর্হন্তা গজবস্তীমদর্শনঃ।
সুখসৌভাগ্যসংযুক্তো গুরোরন্তর্গতে কুজে॥

গুরোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।১১।২৬।৪০

সুস্থোঽসুস্থঃ সুখী দুঃখী শত্রুবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ।
দেবার্চ্চনপরো নিত্যং জীবস্যান্তর্গতে বুধে॥

গুরোর্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।৯।৩।২০

বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্‌বিত্তবিবর্জ্জিতঃ।
লুপ্তধর্ম্মমনা নিত্যং গুরোরন্তর্গতে শনৌ॥

ইতি গুরোঃ।

অথ রাহোর্দ্দশায়ামন্তর্দ্দশা

নিজান্তর্ব্বর্ষাদি ১।৪।০

রাহৌ স্ত্রী-বন্ধুনাশশ্চ রিপুরোগভয়ং তথা।
ভবেদর্থস্য নাশশ্চ স রাহুঃ স্বদশাং গতঃ॥

রাহোর্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষাদি ২।৪।০

সুহৃদ্ভাবো দ্বিজৈঃ সার্দ্ধং স্ত্রীলাভো বিত্তসঞ্চয়ঃ।
রাহোরন্তর্গতে শুক্রে স্নেহো বন্ধুজনৈঃ সহ॥

মতান্তরে।

শিরোরোগং কুদেহঞ্চ কুর্য্যাৎ ভার্য্যাঞ্চ চঞ্চলাম্।
বান্ধবৈঃ কলহো নিত্যং রাহোরন্তর্গত ভৃগৌ॥

রাহোর্দ্দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।

মাস ৮।০

রিপুরোগভয়ং ঘোরং অর্থনাশো নৃপাদ্ভয়ম্।
গুরুব্যথাং শিরোরোগং রাহোরন্তর্গতো রবিঃ॥

মতান্তরে।

শিরোরোগং ভয়ং ঘোরং মৃত্যুং শোকঞ্চ দারুণম্।
বৃহদগ্নিভয়ং কুর্য্যাৎ রাহোরন্তর্গতে রবৌ॥

রাহোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা।

বর্ষাদি ১।৮।০

স্ত্রীনাশং কলহং ক্লেশং পাপচিত্তং কুভোজনম্।
রিপুবন্ধুবিহীনঞ্চ রাহোরন্তর্গতঃ শশী॥

মতান্তরে।

স্ত্রীপুত্রকলহঞ্চৈব বিত্তনাশং মনঃক্ষতিম্।
করোতি ক্লেশমত্যর্থং রাহোরন্তর্গতে বিধৌ॥

রাহোর্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা।

মাসাদি ১০।২০

বিষশস্ত্রাগ্নিচৌরেভ্যো নিয়তং দারুণং ভয়ম্।
নরো নিত্যমবাপ্নোতি রাহোরন্তর্গতে কুজে॥

রাহোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১০।২০

কফপিত্তসমুদ্ভূতাং শিরঃপীড়াং ভয়াবহাম্।
রাহোরন্তর্গতং প্রাপ্য কুরুতে সোমনন্দনঃ॥

মতান্তরে।

জ্বরক্ষুধাগ্নিসংপীড়াং কলহং সুজনৈঃ সহ।
ভৃত্যাপত্যেষু বিদ্বেষং রাহোরন্তর্গতে বুধে॥

রাহোর্দ্দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।১।১০

বেশ্যাঙ্গনাশ্রয়ো নিত্যং ভবেদ্ বিত্তবিবর্জ্জিতঃ।
লুপ্তধর্ম্মমনা নিত্যং রাহোরন্তর্গতে শনৌ॥

মতান্তরে।

স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং বান্ধবৈঃ সহ বৈরতা।
ভবেত্তু বহুধা দুঃখং রাহোরন্তর্গতে শনৌ॥

রাহোর্দ্দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা॥
বর্ষাদি ২।১।১০

ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো দেবব্রাহ্মণপূজকঃ।
নানাধর্ম্মমনা নিত্যং রাহোরন্তর্গতে গুরৌ॥
ইতি রাহোঃ॥

অথ শুক্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তর্দ্দশা

বর্ষাদি ৪।১

নীতি-কীর্ত্তি-যশোলাভং বনিতাভোগবর্দ্ধনম্।
কুরুতে সর্ব্বলাভঞ্চ স্বদশায়াং গতো ভৃগুঃ॥

শুক্রস্য দশায়াং রবেরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ১।২

অক্ষিরোগো মহান্ দোষো বন্ধনঞ্চ মহদ্ভয়ম্।
সর্ব্বত্রাকুশলং নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতে রবৌ॥

মতান্তরে ।

দেহস্তীব্রব্রণাক্রান্তস্তীব্রতাপো ধনান্বিতঃ ।
ত্যক্তঃ স্যাদ্‌বান্ধবৈঃ সর্ব্বৈর্ভার্গবান্তর্গতে রবৌ ॥

শুক্রস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ২।১১

নখদন্তশিরোরোগং দেহপীড়াং করোতি বৈ ।
বিবাদং স্বজনৈর্নিত্যং ভৃগোরন্তর্গতঃ শশী ॥

মতান্তরে ।

সম্মাননাশো রোগঞ্চ কার্য্যনাশশ্চ নিত্যশঃ ।
শুক্রস্যান্তর্গতে চন্দ্রে স্ত্রীনাশো নিয়তং ভবেৎ ॥

শুক্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ১।৬।২০

উত্তমায়া স্ত্রিয়ো লাভং ভূমিলাভং তথৈব চ ।
বীর্য্যহানিঞ্চ কুরুতে ভৃগোরন্তর্গতঃ কুজঃ ॥

মতান্তরে ।

উৎসাহী ধনধান্যাঢ্যো বলী চ সুমনাঃ সুখী ।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব শুক্রস্যান্তর্গতে কুজে ॥

শুক্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তর্দ্দশা ।
বর্ষ ৩।৩।২০ দিন ।

বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যসমাকুলম্ ।
মান্যং পুষ্টিস্তথা মেধা শুক্রস্যান্তর্গতে বুধে ॥

মতান্তরে ।

সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং মানসঞ্চয় এব চ ।
ভার্য্যা সুশীলতামেতি ভার্গবান্তর্গতে বুধে ॥

শুক্রস্য দশায়াং শনেরন্তর্দ্দশা ।
বর্ষাদি ১।১১।১০ দিন ।

সুন্দরীভিঃ সহ ক্রীড়া নগরে শোভনে গৃহে ।
শত্রুনাশং সুহৃল্লাভো ভৃগোরন্তর্গতে শনৌ ॥

মতান্তরে

শত্রুক্ষয়মবাপ্নোতি মিত্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
চৌরাদ্‌বিত্তস্য লাভঃ স্যাৎ শুক্রস্যান্তর্গতে শনৌ ॥

শুক্রস্য দশায়াং গুরোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ৪।৮।২০ দিন।

বরবস্ত্রসমাযুক্তং ধনধান্যঞ্চ বিন্দতি।
নিত্যং বন্ধুসমাকীর্ণং ভৃগোরন্তর্গতে গুরৌ ॥

মতান্তরে।

রাজপূজা সুখং প্রীতিঃ কন্যাজননমেব চ।
ভার্গবান্তর্গতে জীবে চৌরান্নষ্টঞ্চ লব্ধবান্ ॥

শুক্রস্য দশায়াং রাহোরন্তর্দ্দশা।
বর্ষাদি ২।৪ মাস।

বিদেশগমনং দুঃখং সম্পর্কংচান্ত্যজৈঃ সহ।
পাপচিত্তং সদৈবেতি শুক্রস্যান্তর্গতস্তমঃ ॥

মতান্তরে।

বন্ধনং বহুপুত্রাদির্বন্ধুনাশো রিপোর্ভয়ম্।
শরীরদৈন্যমাপ্নোতি ভার্গবান্তর্গতস্তমঃ ॥

ইতি অন্তর্দ্দশা সমাপ্তা।

অথান্তর্দ্দশারিষ্টম্

পাপগ্রহদশায়ান্ত পাপস্যান্তর্দ্দশা যদি।
অরিযোগে ভবেন্মৃত্যুর্মিত্রযোগে চ সংশয়ঃ ॥

পাপগ্রহের দশামধ্যে যখন পাপগ্রহের অন্তর্দ্দশা হয় এবং ঐ অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহ যদি দশাধিপতির শত্রু হয়, তবে সেই সময়ে মনুষ্যের মৃত্যু হইবে। আর ঐ অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহ যদি দশাধিপতির মিত্র হয়, তবে জীবনসংশয় পীড়াদি হইয়া থাকে।

বিলগ্নাধিপতেঃ শত্রুর্লগ্নস্যান্তর্দ্দশাং গতঃ।
করোত্যকস্মান্মরণং সত্যাচার্য্যঃ প্রভাষতে ॥

সত্যাচার্য্য বলেন, লগ্নাধিপতির দশাতে যদি লগ্নাধিপতির শত্রুগ্রহের অন্তর্দ্দশা হয়, তবে সেই সময়ে মনুষ্যের মৃত্যুসম্ভব হয়।

দশারিষ্টভঙ্গযোগ।

প্রবেশে বলবান্ খেটঃ শুভৈর্ব্বা সন্নিরীক্ষিতঃ।
যদি সৌম্যাধিমিত্রস্থো মৃত্যবে ন ভবেত্তদা॥

দশার কিংবা অন্তর্দ্দশার প্রবেশকালে যদি দশাধিপতি বা অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহ বলবান্ হন কিংবা তাহাদের প্রতি কোন শুভগ্রহের পূর্ণ-দৃষ্টি থাকে, অথবা দশাধিপতি বা অন্তর্দ্দশাধিপতি কোন শুভগ্রহের কিংবা তাহাদের অধিমিত্র গ্রহের নবাংশে থাকেন, তবে মৃত্যু হয় না, কিন্তু জীবনসংশয় পীড়া হয়।

অথ প্রত্যন্তর্দ্দশা।

গ্রহান্তরং দিনং কৃত্বা ষষ্টিলব্ধং ধ্রুবং ভবেৎ।
ধ্রুবাণি গণয়েদ্ধীমান্ রব্যাদিক্রমশো যথা॥

গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় অন্তর্দ্দশার পরিমাণ যত হইবে, তাহাকে দিন করিয়া ৬০ দিয়া ভাগ করিবে, এইরূপ ভাগ করিলে যত ভাগফল হইবে, তাহার নাম ধ্রুবাঙ্ক। রব্যাদি গ্রহের ধ্রুবাঙ্ক নির্ণয় করিয়া তাহাকে স্বীয় ভাগাঙ্ক দ্বারা গুণ করিলে গুণফল যত মাসাদি হইবে, তত মাসাদি গ্রহগণের প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল নিরূপিত হইবে।

	দি, দ, প,		দি, দ, প,
র র ধ্রু	২।০	চ চ ধ্রু	১২।৩০
র চ ধ্রু	৫।০	চ ম ধ্রু	৬।৪০
র ম ধ্রু	২।৪০	চ বু ধ্রু	১৪।১০
র বু ধ্রু	৫।৪০	চ শ ধ্রু	৮।২০
র শ ধ্রু	৩।২০	চ বৃ ধ্রু	১৫।৫০
র বৃ ধ্রু	৬।২০	চ রা ধ্রু	১০।০
র রা ধ্রু	৪।০	চ শু ধ্রু	১৭।৩০
র শু ধ্রু	৭।০	চ র ধ্রু	৫।০
ম ম ধ্রু	৩।৩৩।২০	বু বু ধ্রু	১৬।৩।২০
ম বু ধ্রু	৭। ৩৩।২০	বু শ ধ্রু	৯।২৬।৪০
ম শ ধ্রু	৪।২৬।৪০	বু বৃ ধ্রু	১৭।৫৬।৫০

	দি, দ, প,		দি, দ, প,
ম বৃ ধ্রু	৮।২৬।8	বু রা ধ্রু	১১।২0।0
ম রা ধ্রু	৫।২0।0	বু শু ধ্রু	১৯।৫0।0
ম শু ধ্রু	৯।২0।0	বু র ধ্রু	৫।8০।০
ম র ধ্রু	২।8০।০	বু চ ধ্রু	১8।১০।০
ম চ ধ্রু	৬।8০।০	বু ম ধ্রু	৭।৩৩।২০
শ শ ধ্রু	৫।৩৩।২৩	বৃ বৃ ধ্রু	২০।৩।২০
শ বৃ ধ্রু	১০।৩৩।২০	বৃ রা ধ্রু	১২।8০।০
শ রা ধ্রু	৬।8০।০	বৃ শু ধ্রু	২২।১০।০
শ শু ধ্রু	১১।8০।০	বৃ র ধ্রু	৬।২০।০
শ র ধ্রু	৩।২০।০	বৃ চ ধ্রু	১৫।৫০।০
শ চ ধ্রু	৮।২০।০	বৃ ম ধ্রু	৮।২৬।8০
শ ম ধ্রু	8।২৬ 8০	বৃ বু ধ্রু	১৭।৫৬।8০
শ বু ধ্রু	৯।২৬।8০	বৃ শ ধ্রু	১০।৩৩।২০
রা রা ধ্রু	৮।০	শু শু ধ্রু	২8।৩০
রা শু ধ্রু	8।০	শু র ধ্রু	৭।০
রা র ধ্রু	8।০	শু চ ধ্রু	১৭।৩০
রা চ ধ্রু	১০।০	শু ম ধ্রু	৯।২০
রা ম ধ্রু	৫।২০	শু বু ধ্রু	১৯।২০
রা বু ধ্রু	১১।২০	শু শ ধ্রু	১১।8০
রা শ ধ্রু	৬।8০	শু বৃ ধ্রু	২২।১০
রা বৃ ধ্রু	১২।8০	শু রা ধ্রু	১8।০

অনুচ্চ।

আন্তর্মাসার্দ্ধসংখ্যাকং দিনং স্যাদ্দিনসংখ্যকাঃ।
দণ্ডাঃ স্যুর্দ্দণ্ডসংখ্যাকং পলং স্যাত্তৎ ধ্রুবং ভবেৎ॥

প্রকারান্তরে ধ্রুবাঙ্ক গ্রহণের প্রণালী এই যে, গ্রহের অন্তর্দ্দশার পরিমাণ যত মাস হইবে, তাহার অর্দ্ধপরিমিত দিন, যত দিন, তত দণ্ড ও যত দণ্ড, তত পল সেই গ্রহের ধ্রুবাঙ্ক জানিবে।

রবৌ চ বেদা বসবঃ সুধাংশৌ,
কুজে চ বাণা নব চন্দ্রপুত্রে।
শনৌ রসা দিক্ চ বৃহস্পতৌ স্যাৎ,
রাহৌ তুরঙ্গা ভৃগুজে চ রুদ্রাঃ॥

প্রত্যন্তর্দ্দশাতে যে গ্রহের যত ভাগাঙ্ক হইবে, তাহা বলা হইতেছে।— রবির ৪ ভাগ, চন্দ্রের ৮ ভাগ, মঙ্গলের ৫ ভাগ, বুধের ৯ ভাগ, শনির ৬ ভাগ, বৃহস্পতির ১০ ভাগ, রাহুর ৭ ভাগ, শুক্রের ১১ ভাগ। এই ভাগাঙ্ক দ্বারা গ্রহগণের স্বীয় ধ্রুবাঙ্ককে গুণ করিলে যত মাসাদি হইবে, তত মাসাদি সেই সেই গ্রহের প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল জানিবে।

রবেবন্তরমধ্যে তু বসবশ্চ রবেনিজাঃ।
চন্দ্রস্য ষোড়শ প্রোক্তাঃ কুজস্য তু দশ স্মৃতাঃ॥
বুধস্যাষ্টাদশ প্রোক্তাঃ ক্রমাদ্দ্বাদশকং শনেঃ।
গুরোর্হি বিংশতিশ্চৈব, রাহোশ্চতুর্দ্দশ স্মৃতাঃ॥
এষ এব বিধিঃ প্রোক্তাঃ ভৃগোর্দ্দ্বাবিংশতিঃ ক্রমাৎ।
এবং দিনানি চান্যেষাং জ্ঞাত্বা প্রত্যন্তরে যথা।
তৎসংখ্যকং ফলং বাচ্যং শুভাশুভমিতি ক্রমাৎ॥

রবির অন্তর্দ্দশার মধ্যে রবির ৮ দিন, চন্দ্রের ১৬ দিন, মঙ্গলের ১০ দিন, বুধের ১৮ দিন, শনির ১২ দিন, বৃহস্পতির ২০ দিন, রাহুর ১৪ দিন ও শুক্রের ২২ দিন প্রত্যন্তর্দ্দশার কাল হয়।

এইরূপে অন্যান্য গ্রহের অন্তর্দ্দশার কাল নির্ণয় করিয়া লইবে এবং গ্রহগণের অবস্থা ও ফলাফল দৃষ্টি করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হইবে।

অথ রবের্দ্দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

র র র ০।০।৮।০ ফলম্।

রোগান্বিতং বিত্তনাশং রাজ্ঞো ভীতিঃ প্রজায়তে।
সূর্য্যঃ করোতি ভ্রমণং সন্তাপজ্বরমেব চ॥

র র চ ০।০।১৬।০ ফলম্।

ধননাশং দুঃখশোকং রোগোপদ্রব এব চ।
অপমানং রাজভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ॥

র র ম ০।০।১০।০

ধনং ধান্যং সুখারোগ্যং মণিমুক্তা প্রবালকং
নরঃ প্রাপ্নোতি সুযশঃ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে কুজে॥

র র বু ০।১৮।০ ফলম্।

দদ্রুবিচর্চ্চিকাক্লেশং দারিদ্র্যং ধননাশনম্।
করোতি বহুদুঃখানি সূর্য্যপ্রত্যন্তরে বুধঃ॥

র র শ ০।০।১২।০ ফলম্ ।

ধনহানিং জ্বরং ঘোরং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ ।
চৌরসর্পভয়ং বিদ্যাং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র র বৃ ০।০।২০।০ ফলম্

ধর্ম্মার্থসুখসৌভাগ্যং লক্ষ্মীযুক্তো ভবেন্নরঃ ।
প্রাপ্নোতি ব্রহ্মপদবীং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র র রা ০।১৪।০।০ ফলম্ ।

বিবাদং ব্যধিশোকঞ্চ বৈরবৃদ্ধিং ধনক্ষয়ম্ ।
বিস্ফোটং কণ্ডুরোগঞ্চ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

র র শু ০।০।২২।০

জ্বরং ঘোরং শিরোরোগং মনস্তাপং করোতি চ ।
রাজপীড়া শত্রুভয়ং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

রবের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

র চ চ ০।০।১।১০ ফলম্ ।

উচ্চপাতং কণ্টকঞ্চ ত্রাসং রোগং ধনক্ষয়ম্ ।
জলসর্প-চৌর-ভয়ং চন্দ্রঃ করোতি নিত্যশঃ ॥

র চ ম ০।০।২৫ ফলম্ ।

চৌরভয়ং পিত্তরোগং চক্ষুরোগং নৃপাত্ভয়ম্ ।
বৈরাগ্যঞ্চ বিরোধঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজঃ ॥

র চ বু ০।১।১৫ ফলম্ ।

ধনলাভং শুভং জ্ঞেয়ং পুত্রং পুণ্যং শুভান্বিতম্ ।
গজাশ্ববাহনং লাভং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

র চ শ ০।১ ফলম্ ।

বিরোধং রাজভীতিঞ্চ শোকং দুঃখং ধনক্ষয়ম্ ।
বন্ধনং সর্পভীতিঞ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে শনিঃ ॥

র চ বৃ ০।১।২০ ফলম্

তীর্থং দানং সুখং ভোগং বস্ত্রং ভূষণধান্যকম্ ।
যশঃ সম্মানতামেতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র চ রা ০।১।৫ ফলম্।
ব্রণরোগং শোকদুঃখং বন্ধনাশং ধনক্ষয়ম্।
দন্তাগ্নিভয়মাপ্নোতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

র চ শু ০।১।২।৫ ফলম্।
সুশ্রীকং ধনধান্যঞ্চ জনৈঃ প্রীতিং তথাত্মজাম্।
প্রাপ্নোতি রাজসম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগুঃ ॥

র চ র ০।০।২০ ফলম্।
তাপং ধনক্ষয়ং শোকং নানাদুঃখং করোতি চ।
চন্দ্রপ্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ করোতি মনসঃ ক্ষতিম্ ॥
রবের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

র র ম ০।০।১৩।২০ ফলম্।
রাজসম্মানসৌখ্যাদি-যশঃকীর্ত্তিধনাগমম্।
দত্তে প্রবালরত্নঞ্চ কুজঃ প্রত্যন্তরে নিজে ॥

র ম বু ০।০।২৪।০।০ ফলম্।
ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ নানাসুখসমাশ্রয়ম্।
পুত্রং পুণ্যং ভবেত্তস্য কুজপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

র ম শ ০।০।১৬।০ ফলম্।
শত্রুভয়ং ধনহানিং চৌরসর্পভয়ং তথা।
বন্ধনং রোগশোকঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র ম বৃ ০।০।২৬ ৪০ ফলম্।
পুণ্যতীর্থং দেবপূজা ধনং ধান্যং সদা ভবেৎ।
বস্ত্রাদিভূষণং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র ম রা ০।০।১৮।৪০ ফলম্
ধননাশং ব্রণং ক্লেশং জ্বরাদিরোগমেব চ।
রাজসর্পাগ্নিভীতিঞ্চ রাহৌ প্রত্যন্তরে কুজে

র ম শু ০।০।২৯।২০ ফলম্।
নানাসুখং ধনং ধান্যং পুত্রমিত্রপ্রমোদনম্।
রাজবল্লভতামেতি কুজপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

র ম র ০।০।১০।৪০ ফলম্ ।

ভূমিকাঞ্চনলাভঞ্চ নানাসুখযশোন্বিতম্ ।
ধান্যাদিবৃদ্ধিমাপ্নোতি কুজপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র ম চ ০।০ ২১।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং ধনধান্যঞ্চ বিজয়ং শত্রুনাশনম্ ।
মনস্তুষ্টিমবাপ্নোতি কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

রবের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

র বু বু ০।১।২১।০ ফলম্ ।

দানং সৌখ্যং ধনং ধান্যং মণিকাঞ্চনভূষণম্
রাজপ্রসাদমাপ্নোতি নিজপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

র বু শ ০।১।৫।০ ফলম্ ।

বিবাদং বিরহং রোগং কাসজ্বরসমাকুলম্ ।
নানাভয়মবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র বু বৃ ০।১।২৬ ৪০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং রাজপূজা চ দেবব্রাহ্মণপূজকঃ ।
ভার্য্যাপুত্রমবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

র বু রা ০।১।৯।৪০ ফলম্ ।

ধননাশং ব্রণরোগং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্
দংষ্ট্রিভয়মবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

র বু শু ০।২।১।২০ ফলম্ ।

বহ্বপত্যং ধর্ম্মবত্বং ধনধান্যং মনঃসুখম্ ।
ভূষণং বারণং তথা বুধপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

র বু র ০।০।২২।৪০ ফলম্ ।

নানাসুখং মনঃপ্রীতিং স্ত্রীসুখং ধনধান্যকম্ ।
রাজবল্লভতামেতি বুধপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র বু চ ০।১।১৫।২০ ফলম্ ।

শৃঙ্গিকণ্টকভীতিঃ স্যাৎ জ্বরদদ্রুসমাকুলঃ ।
সর্পচৌরভয়ং জ্ঞেয়ং বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

র বু ম ০।০।২৮।২০ ফলম্।

ব্রণং রোগভয়ঞ্চৈব নানাদুঃখসমন্বিতম্।
করোতি ক্লেশমত্যর্থং বুধপ্রত্যন্তরে কুজে ॥
রবের্দ্দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

র শ শ ০।০।২০ ফলম্।

সন্তাপো বিত্তনাশশ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ম্।
করোতি বহুদুঃখানি নিজপ্রত্যন্তরে শনিঃ ॥

র শ বৃ ০।১।৩।২০ ফলম্।

ধন-সম্পৎ-সুখং বস্ত্রলাভং বুদ্ধিং জয়স্তথা।
করোতি রাজসম্মানং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ ॥

র শ রা ০।০।২৩।২০ ফলম্।

রাজভয়ং জ্বরং ঘোরং নানাদুঃখসমন্বিতম্।
করোতি ধনধান্যঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ।

র শ শু ০।১।৬।৪০ ফলম্।

বান্ধবঃ শস্যস্বর্ণাদিসুখভোজনমেব চ।
স্যাত্তত্র নীরোগঞ্চৈব শনের্ভাগে তথা ভৃগৌ ॥

র শ র ০।০।১৩।২০ ফলম্।

জীবনস্য চ সন্দেহো ধনহানির্মনঃক্ষতিঃ।
ভবেত্তত্র বহুজ্ঞানং শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র শ চ ০।০।১৬।৪০ ফলম্।

চক্ষুরোগং জ্বরং ঘোরং স্ত্রীবিয়োগং ধনক্ষয়ম্।
করোতি বহুদুঃখানি শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ ॥

র শ ম ০।০।১৬।৪০ ফলম্।

ব্রণং ধনক্ষয়ঞ্চৈব বন্ধনং ভয়মেব চ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে জায়তে বিষমো জ্বরঃ ॥

র শ বু ০।১।০।০ ফলম্।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ।
আনন্দং কৌতুকং নিত্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে

রবের্দ্দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

র বৃ বৃ ০।২।৩।২০ ফলম্ ।

ধনং রাজ্যং সুখং ধর্ম্মং জায়তে লাভ এব চ ।
আনন্দং কৌতুকং নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র বৃ রা ০।১।১৪।২০ ফলম্ ।

স্থানভ্রষ্টং বিবাদঞ্চ ব্রণরোগং ভয়ং তথা ।
মিথ্যাবাদং সংশয়ঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

র বৃ শু ০।২।৯।৪০ ফলম্ ।

বিবাদং শত্রুভিঃ সার্দ্ধং ধনস্ত্রীণাং ক্ষয়ো ভবেৎ ।
নানাদুঃখং মনস্তাপং গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

র বৃ র ০।০।২৫।২০ ফলম্ ।

ধনং বস্তুসুখং তত্র রাজবল্লভমেব চ ।
জায়তে সুলভং সর্ব্বং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র বৃ চ ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।

নৈরুজ্যং সুখভোগঞ্চ সন্তানলাভ এব চ ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে প্রাপ্নোতি কুশলং নরঃ ॥

র বৃ ম ০।১।১।৪০ ফলম্ ।

সততং সুখমারোগ্যং রিপুহানিঃ প্রজায়তে ।
ধনংপুত্রযুতঞ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

র বৃ বু ১।২৭।০ ফলম্ ।

অর্থহানির্ম্মনোদুঃখং কিঞ্চিল্লাভো ভবিষ্যতি ।
নরঃ প্রাপ্নোতি শোকঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

র বৃ শ ০।১।৮ ফলম্ ।

বুদ্ধিলোপো জ্ঞাননাশো বেশ্যাগমনমেব চ ।
ধনহানিঃ সদা দুঃখী গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

রবের্দ্দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

র রা রা ০।০।২৮।০ ফলম্ ।

অশুভং ধনহানিঞ্চ নানাদুঃখং ন সংশয়ঃ ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে রাজভয়মেব বিশেষতঃ ।

র রা শু ০।১।১৪।০ ফলম্ ।

ধননাশং শিরঃপীড়াং বিবাদং জ্ঞাতিভিঃ সদা ।
রোগস্তত্র ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

র রা র ০।০।১৬।০ ফলম্ ।

বহ্নি-শত্রু-ভয়ং রোগং নিদানং পতনং ভবেৎ ।
শিরঃশূলং জ্বরং ঘোরং রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

র রা চ ০।১।২।০ ফলম্ ।

স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
মনোদুঃখং মহাভীতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শশী ॥

র রা ম ০।০।২০।০ ফলম্ ।

বিষশস্ত্রভয়ং ঘোরং চৌরাগ্নিরাজতো ভয়ম্ ।
ধনহানিকরো নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

র রা বু ০।১।৮।০ ফলম্ ।

জ্বরং ক্ষুদগ্নিভীতিশ্চ নানাদুঃখসমন্বিতঃ ।
ধনহানির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

র রা শ ০।০।২৪।০ ফলম্ ।

বিবাদং বহুদুঃখঞ্চ চৌরাগ্নিভয়মেব চ ।
করোতি নিধনং নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র রা বৃ ০ ১।১০।০ ফলম্ ।

নৈরুজ্যং ধনধান্যঞ্চ কার্য্যসিদ্ধিশ্চ জায়তে ।
নিত্যং পুণ্যসমাযুক্তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥
রবের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

রা শু শু ০।২।১৭।০ ফলম্ ।

কুষ্ঠং গ্রীবাশিরোরোগং কার্য্যহানিশ্চ জায়তে ।
মনস্তাপং ভবেত্তত্র শুক্রপ্রত্যন্তরে নিজে ।

র শু র ০।০।২৮ ফলম্ ।

ব্রণরোগং বিবাদঞ্চ ভয়ং দুঃখং মনঃক্ষতিম্ ।
করোতি নিয়তং সূর্য্যা ভৃগুপ্রত্যন্তরে যথা ॥

র শু চ ০।১।২৬।০।০ ফলম্।

শিরঃপীড়াকরো ভীতির্জায়তে ধননাশকঃ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে নানাদুঃখং দদাতি চ।

র শু ম ০।১।৫।০ ফলম্।

উৎসাহী ধনধান্যাঢ্যঃ সুভাগ্যঃ সুমনাঃ সুখী।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

র শু বু ০।২।৩।০ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং নানাদুঃখসমাশ্রয়ম্।
করোতি চন্দ্রজস্তুষ্টিং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তথা॥

র শু শ ০।১।১২ ফলম্।

নষ্টলাভং ধনং তত্র শত্রুনাশং করোতি চ।
সুহৃদ্‌বন্ধুসমাযোগং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ॥

র শু বৃ ০।২।১০ ফলম্।

রাজপূজা সুখং প্রীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে।
করোতি সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ॥

র শু রা ০।১।১৯ ফলম্।

বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ব্রণরোগং করোতি চ।
কার্য্যহানিং তথা দুঃখং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

অথ চন্দ্রস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্॥

চ চ চ ০।৩।১০ ফলম্।

বরস্ত্রীণাং সমাযোগো ধন-পুত্র-সমন্বিতঃ।
ভবেন্নানাসুখং ধর্ম্মো নিজপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

চ চ ম ০।২।২।৩০ ফলম্।

পিত্তরোগো বিবাদশ্চ চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ।
রক্তদর্শনপীড়া চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজে॥

চ চ বু ০।৩।২২।৩০ ফলম্।

গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে॥

চ চ শ ০।২।১৫ ফলম্।

কলহং রাজভীতিঞ্চ রোগং শোকং দদাতি চ
বন্ধুবিচ্ছেদকঞ্চৈব বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ ॥

চ চ বৃ ০।৪।৫ ফলম্।

ধন-ধান্যঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কার-ভূষণম্।
যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

চ চ রা ০।২।২৭।৩০ ফলম্

বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ধননাশং পরাজয়ম্।
ব্রণং জ্বরং ভবেন্নিত্যং বিধোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

চ চ শু ০।৪।১৭।৩০ ফলম্।

সৌখ্যং ধনসমাযোগো নিত্যং সুহৃৎসমাশ্রয়ঃ।
স্বর্ণং ধনং সুখং প্রাপ্য বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

চ চ র ০।১।২০ ফলম্।

প্রাপ্নোতি ধন-ধান্যঞ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ।
গবাদিলাভসন্তুষ্টো বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

অথ চন্দ্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্।

চ ম ম ০।১।৩।২০ ফলম্।

পিত্তশোণিতপীড়াঞ্চ চৌরাগ্নির্নৃপতের্ভয়ম্।
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং নিজপ্রত্যন্তরং গতঃ ॥

চ ম বু ০।২।০।০ ফলম্।

দত্তে সোমসুতো নিত্যং কুজপ্রত্যন্তরং গতঃ।
সম্মানং রাজপূজাঞ্চ বন্ধুবৃদ্ধিং ধনানি চ ॥

চ ম শ ০।১।১০।০ ফলম্।

রিপুচৌরাগ্নিভীতিঞ্চ রোগমন্তরমন্তরম্।
মহাজনকৃতদ্বেষঃ কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

চ ম বৃ ০।২।৮।৪০ ফলম্।

পুষ্পধূপান্নবস্ত্রাদ্যৈর্দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
নৃপতুল্যত্বমাপ্নোতি কুজপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

চ ম রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্।

ভার্য্যার্থনাশমুদ্বেগং বন্ধুচৌরাদিসাধনম্।
কুরুতে সিংহিকাপুত্রো ভৌমপ্রত্যন্তরং গতঃ॥

চ ম শু ০।২।১৩।২০ ফলম্।

ধনবৃদ্ধিং সুখং ভোগং নানারত্নং বরস্ত্রিয়ঃ।
প্রাপ্নোতি বিপুলাং লক্ষ্মীং কুজপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

চ ম র ০।০।২৬।৪০ ফলম্।

নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভস্তথাপি বা।
নৃপপূজামবাপ্নোতি ভৌমপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

চ ম চ ০।১।২৩।২০ ফলম্।

ধনলাভং সুখং ভোগং শরীরারোগ্যমেব চ।
লোকানুরাগমাপ্নোতি কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

চ বু বু ০।৪।৭।৩০ ফলম্।

দদ্রুবিচর্চ্চিকাক্লেশং পশুকুষ্ঠাদিরোগকান্।
পাপং জ্বরাদিকং দুঃখং নিজপ্রত্যন্তরে বুধঃ॥

চ বু শ ০।২।২৫।০ ফলম্।

বিবাদং ধননাশঞ্চ বাতশ্লেষ্মাদিপীড়নম্।
পদে পদে ভবেদ্বিঘ্নং বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

চ বু বৃ ০।৩।২১।৪০ ফলম্।

দদাতি পুত্রং ভার্য্যাঞ্চ রাজসম্মানমেব চ।
বস্ত্রঞ্চ সুখভোগঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

চ বু রা ০।৩।৯।১০ ফলম্।

দেশত্যাগং তথা শোকং মিথ্যাপবাদমেব চ।
বুধপ্রত্যন্তরে রাহুঃ করোতি নাশনং ধ্রুবম্॥

চ বু শু ০।৫।৫।৫০ ফলম্।

বস্ত্রং ধনং সদা ভোগং বপুঃকান্তিং সুখং সদা।
বুধপ্রত্যন্তরে শুক্রঃ করোতি রাজতঃ সুখম্॥

চ বু র ০।১।২৬।৪০ ফলম্

নানাসুখং মিত্রলাভং ধনধান্যং মনঃসুখম্।
ভ্রমণং কৌতুকালাপং বুধপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

চ বু চ ০।৩।২৩।২০ ফলম্।

বুধপ্রত্যন্তরে ভীতিং বিবাদং মনসঃ ক্ষতিঃ।
জায়তে ধনহানিশ্চ রোগশোকং তথা বিধৌ॥

চ বু ম ০।২।১০।৫০ ফলম্।

রোগং দুঃখং পরিতাপং ক্লেশাভিভবমেব চ।
ক্রূরকর্ম্মা সদা চিত্তো বুধপ্রত্যন্তরে কুজে॥

চন্দ্রস্য দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

চ শ শ ০।১।২০।০ ফলম্।

বিবাদং বান্ধবৈঃ সার্দ্ধং ভয়ং শোকং তথৈব চ।
করোতি চাশুভং নিত্যং শনিঃ প্রত্যন্তরে সদা॥

চ শ বৃ ০।১।২৩।২০ ফলম্।

দেবপূজা সুখং লাভং নিত্যঞ্চ রাজপূজনম্।
জায়তে বিপুলং বিত্তং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

চ শ রা ০।১।২৮।২০ ফলম্।

ব্রণজ্বরং ক্লেশতাপং চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহুঃ করোতি বহুসংশয়ম্॥

চ শ শু ০।৩।১।৪০ ফলম্।

ধনং শস্যং সুবর্ণাদি রাজবল্লভমেব চ।
কন্যালাভং ভবেত্তত্র শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

চ শ র ০।১।৩।২০ ফলম্।

রোগং শোকং নিদানঞ্চ মিথ্যাপবাদমেব চ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

চ শ চ ০।২।৬।৪০ ফলম্।

স্ত্রীবিয়োগং চক্ষুরোগং নানাদুঃখসমন্বিতম্।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

চ শ ম ০।১।১১।৪০ ফলম্‌ ।

রোগং শোকো বন্ধুপীড়া ধননাশঃ প্রজায়তে ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে মনোদুঃখং সুনিশ্চিতম্‌ ॥

চ শ বু ০।২।১৫ ফলম্‌ ।

বিজয়ং বিত্তলাভঞ্চ রাজ-সম্মানমেব চ ।
ধর্ম্মকর্ম্মসুশীলঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥
চন্দ্রস্য দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্‌ ।

চ বৃ বৃ ০।৫।৮।২০ ফলম্‌ ।

লাভং জ্ঞানং ধনং ধান্যং অপত্যং বহুলং সুখম্‌ ।
দেবপূজাদি সম্মানং গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ বৃ রা ০।৩।২০।৫০ ফলম্‌ ।

বিবাদং রাজভীতিঞ্চ শোকঞ্চ কষ্টমেব চ ।
ব্রণং জ্বরং ভবেত্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

চ বৃ শু ০।৫।২৪।১০ ফলম্‌ ।

জয়ং ধনং মনঃপ্রীতিং রাজসম্মানমেব চ ।
যশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগোঃ ॥

চ বৃ র ০।২।৩।২০ ফলম্‌ ।

ধনৈশ্বর্য্যং বাহনঞ্চ নানাসুখং জয়ং তথা ।
করোতি মিহিরস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ বৃ চ ০।৪।৬।৪০ ফলম্‌ ।

নীরোগং শত্রুনাশঞ্চ ধনমিত্রযুতো ভবেৎ ।
শোকানন্দকরং তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

চ বৃ ম ০।২।১৯।১০ ফলম্‌ ।

শত্রুনাশং মনস্তুষ্টিং আরোগ্যলাভমেব চ ।
যশঃ প্রাপ্নোতি সততং গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে

চ বৃ বু ০।৪।২২।৩০ ফলম্‌ ।

মনস্তাপং ধনহানিং বিবাদং দুঃখমেব চ ।
মিত্রদ্বেষং বুধো দদ্যাদ্‌গুরোঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ বৃ শ ০।৩।৫।০ ফলম্ ।

ধনহানিঃ শোকদুঃখং সর্পচৌরনৃপাদ্ভয়ম্ ।
ক্লেশং তত্র ন সন্দেহো গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

চ রা রা ০।২।১০ ফলম্ ।

অগ্নিচৌরশত্রুভীতিং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
গাত্রকণ্ডুসমাযুক্তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যথা ॥

চ রা শু ০।৫।২০ ফলম্ ।

ধনপুত্রসুখৈশ্বর্য্যং বিরহো বন্ধুভিঃ সদা ।
শিরোরোগং ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

চ রা র ০।১।১০ ফলম্ ।

সংশয়ং বহ্নিভীতিঞ্চ জ্বরং চৌরভয়ন্তথা ।
কলহং কারয়েন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

চ রা চ ০।২।২০ ফলম্ ।

ধননাশং স্ত্রীকলহং নানা দুর্গতিরেব চ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

চ রা ম ০।১।২০ ফলম্ ।

বিষশস্ত্রভয়ং ঘোরং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ ।
চৌরাদগ্নিমবাপ্নোতি রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

চ রা বু ০।৩।০ ফলম্ ।

ক্ষুদ্ভয়ং দুঃখশোকঞ্চ ধনহানিশ্চ জায়তে ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে কলহো বন্ধুভিঃ সহ ।

চ রা শ ০।২।০ ফলম্ ।

ধনং ধান্যং তথারোগ্যং রাজসম্মানমেব চ ।
করোতি সূর্য্যজস্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ রা বৃ ০।৩।১০ ফলম্ ।

কোষবৃদ্ধি রাজমানং ভূমিলাভঃ প্রপূজনং ।
আরোগ্যং বস্ত্রমাপ্নোতি কার্য্যসিদ্ধিস্তথা ভবেৎ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

চ শু ম ০।৬।১২।৩০ ফলম্ ।

জয়ং লাভং লক্ষ্মীযুক্তং রাজসম্মানমেব চ।
গোধনৈঃ পরিপূর্ণং স্যাৎ স্বীয়প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

চ শু র ০।১।১০ ফলম্ ।

ভয়ং শোকং বিবাদঞ্চ দৈবসম্ভাবিতং ধ্রুবম্ ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যে বিদ্যুদগ্নিভয়ন্তথা ॥

চ শু চ ০।৪।২০ ফলম্ ।

রোগং দুঃখং মনস্তাপং বিবাদং বিত্তসংক্ষয়ম্ ।
কার্য্যনাশং বিধুঃ কুর্য্যাৎ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সদা ॥

চ শু ম ০।২।২৭।৩০ ফলম্ ।

ধনং ধান্যং সুকল্যাণং লাভং মনসি শোভনম্ ।
রাজসম্মানমেবেতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

চ শু বু ০।৫।৭।৩০ ফলম্ ।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং সৌখ্যং ধনমনোহরম্ ।
বস্ত্রাদিভূষণং ধান্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

চ শু শ ০।৩।১৫ ফলম্ ।

লাভং শত্রুবিনাশঞ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ
নষ্টপ্রাপ্তিং জয়ং তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

চ শু বৃ ০।৫।২৫ ফলম্ ।

বস্ত্রাদিভূষণং পুত্রং লাভং রাজসুখং ভবেৎ ।
চৌরান্নষ্টং ভবেত্তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

চ শু রা ০।৪।০।২০ ফলম্ ।

রাজপীড়া বন্ধনঞ্চ সংশয়ং জরমেব চ।
শোণিতং ভয়মাপ্নোতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

চন্দ্রস্য দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

চ র র ০।২০ ফলম্ ।

শত্রুনাশং বহুধনং সুখং রাজশুভাবহম্ ।
মিষ্টভোজনসম্মানং নিজপ্রত্যন্তরে রবেঃ ॥

চ র চ ০।১।১০ ফলম্ ।

ত্রাসং ভীতিং মহদ্দুঃখং গোধনাদিবিনাশনম্ ।
জনপীড়া ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

চ র ম ০।০।২৫ ফলম্ ।

স্বর্ণ-রৌপ্যং ভবেত্তত্র স্ত্রীসুখং জয়মেব চ ।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

চ র বু ০।১।১৫ ফলম্ ।

দদ্রুরোগং শত্রুপীড়া নানাদুঃখং ভবেৎ পুনঃ ।
ব্রণরোগং ধননাশং সূর্য্যপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

চ র শ ০।১।০ ফলম্ ।

রাজভয়ং বন্ধুনাশং পরাজয়ং জ্বরং তথা ।
অপমানং ভবেত্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

র র বৃ ০।১।২০ ফলম্ ।

তীর্থলাভং ধনং ধান্যং ধর্ম্মকর্ম্মসু রোচয়েৎ ।
ভবেদ্বস্ত্রসমাযুক্তং রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

চ র রা ০।১।৫ ফলম্ ।

অশুভং ধনহানিশ্চ ব্যাধিপীড়াং দদাতি চ ।
প্রত্যন্তরে যথা ভানৌ রবে রাহোঃ সুনিশ্চিতম্ ॥

চ র শু ০।১।২৫ ফলম্ ।

শিরোরোগং জ্বরং দুঃখং রাজপীড়াং করোতি চ ।
জীবস্য সংশয়শ্চৈব রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

অথ মঙ্গলস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

ম ম ম ০।০।১৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

বন্ধনং শত্রুঘাতঞ্চ ভয়ঞ্চ প্রাণসংশয়ম্ ।
চৌরসর্পভয়ঞ্চৈব নিজপ্রত্যন্তরে কুজে ॥

ম বু ০।১।২ ফলম্ ।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ লাভং পুণ্যং মনঃসুখম্ ।
করোতি সোমপুত্রশ্চ কুজপ্রত্যন্তরে সদা ॥

ম ম শ ০।০।২১।২০ ফলম্।

শত্রুচৌরভয়ং রোগং সর্পাঘাতং মহদ্ভয়ম্।
নিয়তং ধনধান্যঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

ম ম বৃ ০।১।৫।৩৩।২০ ফলম্।

ধনবস্ত্রসুখং ধান্যং রাজসম্মানমেব চ।
লভতে নাত্র সন্দেহো ভৌমপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম ম রা ০।০।২৪।৫৩।২০ ফলম্।

ধননাশং কার্য্যহানিং রাজপীড়া ভবেৎ ধ্রুবম্।
শোকঞ্চাগ্নিভয়ং রোগং কুজপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

ম ম শু ০।১।৯।৬।৪০ ফলম্।

সুখারোগ্যং ধনং প্রীতিং নানাবস্ত্রবরস্ত্রিয়ম্।
দদাতি ভৃগুজঃ সর্ব্বং কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

ম ম র ০।০।১৪।১৩ ফলম্।

ভূমিলাভং ধনং ধান্যং লোকানন্দং জয়ং সুখম্।
করোতি সর্ব্বদা সূর্য্যঃ কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

ম ম চ ০।০।২৮।২৬।৪০ ফলম্।

সুখং লাভং পুণ্যতমং রাজসম্মানমেব চ।
কন্যাপত্যং ন সন্দেহো কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং কুজস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

ম বু বু ০।২।৮।০ ফলম্।

সুযশঃ সুখভোগঞ্চ রাজসম্মানমেব চ।
ধর্ম্মৈকশ্চরতো নিত্যং নিজপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

ম বু শ ০।১।১৫।২০ ফলম্।

শ্লেষ্মারোগং রাজপীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ।
বিদেশগমনঞ্চৈব বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

ম বু বৃ ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্।

রাজবল্লভসম্মানং ধনাঢ্যং জনবল্লভম্।
করোতি ভীষণো নিত্যং বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম বু রা ০।১।২২।৫৩।২০ ফলম্।
বহুদুঃখং বিবাদঞ্চ দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্।
করোতি কষ্টবহুলং বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

ম বু শু ০।২।২৩।৬।৪০ ফলম্।
শৃঙ্গি-কণ্টক-সর্পেভ্যো ভীতিঞ্চ প্রাণনাশনম্।
করোতি রাজপীড়াঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে ভৃগুঃ॥

ম বু র ০ ১।০।১৩।২০ ফলম্।
ধনধান্যং মহৎ সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ।
বস্ত্রালঙ্কারসংযুক্তং বুধপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

ম বু চ ০।২।০।২৬।৭০ ফলম্।
সর্পকণ্টকশৃঙ্গীভ্যো ভীতিঞ্চ ধননাশনম্।
করোতি রাজপীড়াঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে বিধুঃ॥

ম বু ম ০।১।৭।৪৬।৭০ ফলম্।
রোগশোকোপদ্রবঞ্চ চৌরশত্রুভয়ং তথা।
নানাদুঃখমবাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে কুজে॥
মঙ্গলস্য দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

ম শ শ ০।০।২৬।৪০ ফলম্।
চৌরভূপতিভীতিঞ্চ নানাদুঃখং প্রবাসকম্।
ভূস্খলনং সর্পভয়ং শনেঃ প্রত্যন্তরে শনিঃ॥

ম শ বৃ ০।১।১৪।২৬।৭০ ফলম্।
দেবপূজা তীর্থলাভো বস্ত্রং ধান্যং সুখং যশঃ।
করোতি রাজসম্মানং শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

ম শ রা ০।১।১।৬।৪০ ফলম্।
রোগং নিদানং দৈন্যঞ্চ শত্রুপীড়াং করোতি চ॥
বিস্ফোটং কণ্ডুরোগঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

ম শ শু ০।১।১৮।৫৩।২০ ফলম্।
বান্ধবৈঃ সহ সৌখ্যঞ্চ ধনং ধান্যং যশোবলম্।
রাজবল্লভতামেতি শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

ম শ র ০।০।১৭।৪৬।৪০ ফলম্।

অকস্মাদেব বিঘ্নঞ্চ সংশয়ং শক্রতো ভয়ম্।
মিথ্যাভিযোগং দুঃখঞ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

ম শ চ ০।১।৫।৩৩।২০ ফলম্।

চক্ষুরোগং স্ত্রীবিয়োগং ধনধান্যস্য সংক্ষয়ম্।
রাজভয়ং শক্রভয়ং শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

ম শ ম ০।০।২২।১৩।২০ ফলম্।

ধননাশং রোগশোকং বস্ত্রাভরণভ্রষ্টকং।
ব্রণঞ্চ কুরুতে নিত্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

ম শ বু ০।১।১০।০ ফলম্।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং পুত্রসম্পৎসমাযুতম্।
রাজপ্রসাদতামেতি শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

মঙ্গলস্য দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

ম বৃ বৃ ০।২।২৪।২৬।৪০ ফলম্।

তীর্থাভিগমনং বহুং নানাসুখসমাশ্রয়ম্।
ধনধান্যং সদারোগ্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে যথা॥

ম বৃ রা ১।২৯।৬ ৪০ ফলম্।

স্থানভ্রষ্টং বন্ধনঞ্চ স্খলনং ব্রণরোগকম্।
রাজশক্রভয়ং চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

ম বৃ শু ০।৩।২।১৩।২০ ফলম্।

ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শক্রবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
রাজপীড়াং যথা ধর্ম্মং গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

ম বৃ র ০।১।৩।৪৬।৪০ ফলম্।

ধনলাভং রাজসৌখ্যং জনানুরাগমেব চ।
সুখং ভোজনতামেতি গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

ম বৃ চ ০।২।৭।৩৩।২০ ফলম্।

সুখভোগং যশো নিত্যং ধনসম্পত্তথা ভবেৎ।
রাজসম্মাননা নিতং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ।

ম বৃ ম ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্।
শত্রুহন্তা মহৎ সৌখ্যং কৃষিরাণিজ্যতৎপরঃ।
পুত্রাপ্তিত্যং ভবেদ্বস্ত্রং গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

ম বৃ বু ০।২।১৬।০ ফলম্।
লাভং যথা তথা হানির্নিয়তং ধান্যসম্পদঃ।
মনোদুঃখং ভবেত্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

ম বৃ শ ০।১।২০।৪০ ফলম্।
রত্ননাশং ধনং নষ্টং নষ্টচিত্তো ভবেন্নরঃ।
সন্তাপং জ্বররোগঞ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥
মঙ্গলস্য দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

ম রা রা ০।১।৭।২০ ফলম্।
চৌরসর্পাগ্নিজাং ভীতিং ব্রণশত্রুবিমর্দ্দনম্।
করোতি সিংহিকাসূনুঃ প্রত্যন্তর্ভাগমাশ্রিতঃ॥

ম রা গু ০।১।২৮।৪০ ফলম্।
ধনং রাজসমং সৌখ্যং মান্যতা হর্ষবর্দ্ধনম্।
কৌতুকং বর্দ্ধতে নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

ম রা র ০।০।২১।২০ ফলম্।
বহ্নিশত্রুভয়ং রোগং ধনহানিশ্চ জায়তে।
রাজসর্পভয়ং ক্লেশ রাহোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

ম রা চ ০।১২।৪০ ফলম্।
বিত্তলাভং তথা রোগং স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো মহান্।
জলাদ্ভয়ং তথা রোগং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

ম রা ম ০।০।২৬।৪০ ফলম্।
চৌরসর্পাগ্নিশস্ত্রাচ্চ ভয়ং প্রাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
ব্রণ-রোগং ভবেত্তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

ম রা বু ০।১।৮।০ ফলম্।
জ্বরং বহ্নিভয়ং তত্র নানাদুঃখং করোতি চ।
চন্দ্রজঃ সুখহানিঞ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে পুনঃ॥

ম রা শ ০।১।২ ফলম্।

লাভং ধনং বিবাদঞ্চ চৌরাদিভয়মেব চ।
শনিঃ করোতি সততং তমঃপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

ম রা বৃ ০।১।২৩।২০ ফলম্।

ব্যাধিশক্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো রাজবল্লভঃ।
কামসিদ্ধির্ভবেন্নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥
মঙ্গলস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দশাফলম্।

ম শু শু ০।৩।১২।৪০ ফলম্।

ধনবৃদ্ধিং সুখং লাভং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্।
করোতি ভৃগুজঃ সৌখ্যং স্বীয়প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

ম শু র ০।১।৭।২০ ফলম্।

বন্ধোবিরহদুঃখঞ্চ ব্রণরোগভয়ং ভবেৎ।
সন্তাপং রাজবিঘ্নঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

ম শু চ ০।২।১৪।৪০ ফলম্।

নখাননশিরোরোগং কায়হানিশ্চ জায়তে।
জনানাঞ্চ ভয়ন্তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

ম শু ম ০।১।১৬।৪০ ফলম্।

উৎসাহী ধনধান্যাদি সুখসম্পত্তিরেব চ।
ভূমিলাভো ভবেচ্চৈব শুক্রপ্রত্যন্তরে কুজে ॥

ম শু বু ০।২।২৪ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং মানসঞ্চয়ভূষণম্।
রাজসম্মানতামেতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

ম শু শ ০।১।২৬ ফলম্।

শক্রনাশং বিত্তলাভো মিত্রলাভং ন সংশয়ঃ।
শুক্রপ্রত্যন্তরে প্রাপ্তে মনস্তুষ্টিং ধনং শনৌ ॥

ম শু বৃ ০।৩।৩।২০ ফলম্।

রাজপূজা সুখং প্রীতিঃ কন্যাজননমেব চ।
ইষ্টদেবরতো নিত্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম শু রা ০।২।৫।২০ ফলম্

বন্ধনং ধননাশঞ্চ রোগশোকঞ্চ জায়তে।
শরীরদাহমাপ্নোতি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥
মঙ্গলস্য দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

ম র র ০।১০।১৪ ফলম্।

নানালাভং সুখং তত্র রাজপূজা মনঃসুখম্।
লাভঞ্চ ভ্রমণঞ্চৈব রবেঃ প্রত্যন্তরে নরঃ॥

ম র চ ০।০।২১।৩০ ফলম্।

ত্রাসং দুঃখং দেশভ্রংশো শত্রুপীড়া ভবেত্তথা।
চৌরাগ্নিবন্ধুপীড়া চ রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

ম র ম ০।০।১৩।২০ ফলম্।

রত্নবস্ত্রং ভূষণঞ্চ সৌখ্যানি কীর্ত্তিমুত্তমাম্।
তীর্থাভিগমনং যাতি রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

ম র বু ০।০।২৪ ফলম্।

রোগশোকং বন্ধনঞ্চ ক্লেশং ধনক্ষয়ং তথা।
করোতি চন্দ্রজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

ম র শ ০।০।১৬ ফলম্।

জ্বররোগং বন্ধুনাশং ধননাশং পরাজয়ম্।
ক্লেশং কষ্টঞ্চ দারিদ্র্যং রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥

ম র বৃ ০।০।২৬।৪৩ ফলম্।

ধর্ম্মার্থসুখভোগঞ্চ রাজবল্লভমেব চ।
বস্ত্রভূষণমাপ্নোতি রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

ম র রা ০।০।১৮।৪০ ফলম্।

অশুভং শত্রুপীড়া চ রোগঞ্চ ব্রণপীড়নম্।
করোতি বহুদুঃখানি রবেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

ম র শু ০।০।২৯।২০ ফলম্।

শিরোরোগং জ্বরং ঘোরং ধনহানিং করোতি চ।
শত্রুদ্বেষস্তথা দুঃখং রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

মঙ্গলস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

ম চ চ ০।১।২৩।২০ ফলম্ ।

ধনলাভং সুখারোগ্যং পুণ্যং তীর্থমতিং তথা ।
করোতি নিয়তং চন্দ্রো নিজপ্রত্যন্তরে সদা ॥

ম চ ম ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

রোগশোকাভিতাপঞ্চ ধনহানিশ্চ জায়তে ।
শত্রুভয়ং রাজপীড়া চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজে ॥

ম চ বু ০।২।০।০ ফলম্ ।

সর্ব্বত্র লাভং সৌখ্যঞ্চ গজাশ্বগোধনাদিকম্ ।
সুখং তত্র সদা জ্ঞেয়ং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

ম চ শ ০।১।১০ ফলম্ ।

বিবাদং রাজভীতিঞ্চ শোকং দুঃখং ভবেৎ পুনঃ ।
শস্যহানির্ম্মনস্তাপং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

ম চ বৃ ০।২।৬।৪০ ফলম্ ।

সৌখ্যাদি ধনধান্যঞ্চ বস্ত্রলাভং মনঃসুখম্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহশ্চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

ম চ রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্ ।

বহ্নিশত্রুভয়ং দ্বেষং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
চিন্তাজ্বরং কণ্ডুরোগং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গতঃ ॥

ম চ শু ০।২।১৩।২০ ফলম্ ।

শত্রুনাশং ধনং ধান্যং লাভং নৃপস্য পূজনম্ ।
করোতি ভৃগুজস্তত্র চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গতঃ ॥

ম চ র ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ ব্যাধিনাশং রিপুক্ষয়ম্ ।
বহুসৌখ্যং রবিঃ কুর্য্যাদ্বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

অথ বুধস্য দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

বু বু বু ০ ৪।২৪।৩০ ফলম্ ।

বাহনং ধনধান্যঞ্চ রাজপূজা যশোঽন্বিতম্ ।
স্বচ্ছেন্দ্রিয়ং রৌহিণেয়ো দিব্যস্ত্রীসুসমাগমম্ ॥

বু বু শ ০।৩।০।২০ ফলম্।
শ্লেষ্মরোগমর্থহানিং বিবাদং রাজতো ভয়ম্।
করোতি রবিজস্তত্র বুধপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু বৃ ০।৫।১০।৩৩।২০ ফলম্।
আরোগ্যং শত্রুনাশঞ্চ ভার্য্যাং পুত্রান্বিতং ধনম্।
লভেদ্রাজসুখং তত্র বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

বু বু রা ০।৩।২২।২।৩।২০ ফলম্।
বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্।
করোতি বহুদুঃখানি বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

বু বু শু ০।৫।২৬।৫৬।৪০ ফলম্।
ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মবন্তং ধনাগমং।
রাজপ্রসাদলাভঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

বু বু র ০।২।৪।১৩।২০ ফলম্।
প্রিয়া যুক্তং ধনং ধান্যং গজবাজিসমন্বিতম্।
প্রভাকরঃ করোত্যাশু বুধপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু চ ০।৪।৮।২৬।৪০ ফলম্
কণ্টকাদিপ্রবেশঞ্চ শৃঙ্গিভ্যো ভয়মেব চ।
নিশাকরঃ করোত্যাশু বুধপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু বু ম ০।২।২০।১৬ ৪০ ফলম্।
ভ্রমজ্ঞানং দেহক্ষীণং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে বুধপ্রত্যন্তরে গতঃ ॥
বুধস্য দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বু শ শ ০।১।২৬।৪০ ফলম্।
বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ।
বিদেশগমনঞ্চৈব স্বীয়প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বু শ বৃ ০।৩।৪।২৬।৪০ ফলম্।
ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ।
ভবেদ্ভার্য্যা সুপুত্রশ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ।

বু শ রা ০ ২।৬।৬।৪০ ফলম্ ।

বন্ধুনাশং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনং ।
করোতি বহুদুঃখানি শনেঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

বু শ শু ০।৩।১৩।৫৩।২০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুবিত্তঞ্চ ধর্ম্মাবত্ত্বং ধনাগমম্ ।
কুরুতে দানবাচার্য্যঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু শ র ০।১।৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

পরদারাভিগমনং করোতি তীক্ষ্ণকিরণঃ ।
জীবনস্য চ সন্দেহং শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু শ চ ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

স্ত্রীনাশং কুক্ষিরোগঞ্চ কফপিত্তপদং শশী ।
বন্ধুদ্বেষঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু শ ম ০।১।১৭।১৩।২০ ফলম্ ।

দেহক্ষীণং মহারোগং নানাদুঃখানি ভূমিজঃ ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু শ বু ০।২।২৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ
করোতি চাদরং লোকে শনেঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বুধস্য দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

বু বৃ বৃ ০।৫।২৯।২৬।৪০ ফলম্ ।

রাজপূজা সুখং প্রীতিরপত্যজননং তথা ।
ধনবস্ত্রযশশ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ ॥

বু বৃ রা ০।৪।৬।৩৫।৪০ ফলম্ ।

বন্ধুদ্বেষং মনস্তাপং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্ ।
করোতি বহুদুঃখানি বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

বু বৃ শু ০।৬।১৭।২৩।২০ ফলম্ ।

ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ ধর্ম্মবত্ত্বং ধনাগমম্ ।
রাজপ্রসাদলাভঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

বু বৃ র ০।২।১১।৪৬।৪০ ফলম্।
বহুমিত্রং ধনং ধান্যং সৌভাগ্যং রাজবল্লভম্।
কুরুতে ভাস্করঃ শান্তিং গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু বৃ চ ০।৪।২৩।৩৩।২০ ফলম্।
বহুমিত্রং সুখং ভাগ্যমৈশ্বর্য্যং রাজবল্লভম্।
নৃপতুল্যো ভবেচ্চৈব গুরোঃ প্রত্যন্তরে শশী॥

বু বৃ ম ০।২।৯।৪৩।২০ ফলম্।
আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং সৌভাগ্যং শত্রুনাশনম্।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে যশঃ প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ॥

বু বৃ বু ০।৫।১৮।৩০ ফলম্।
সুখং দুঃখং ভবেল্লাভং তথা ধনক্ষয়ং ভবেৎ।
দেবার্চ্চনপরো নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

বু বৃ শ ০।৩।১৭।৪০ ফলম্।
বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং ভবেদ্‌বিত্তবিবর্জ্জিতঃ॥
লুপ্তনীতিমনা নিত্যং গুরোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥
বুধস্য দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বু রা রা ০।২।১৭।২৯ ফলম্।
বিবাদং ব্রণরোগঞ্চ রাজতো ভয়মেব চ।
রাহুর্দ্দদাতি সততং মনস্তাপং ধনক্ষয়ম্॥

বু রা শু ০।৪।৪।৪০ ফলম্।
মনোঽনুকূলসৌখ্যঞ্চ রাজসম্মানমান্যতাম্।
ভৃগুজঃ কুরুতে সৌখ্যং রাহুপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু রা র ০।১।১৫।২০ ফলম্।
বহ্নিশত্রুভয়ং রোগং নিদানং বন্ধনং ততঃ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ কুরুতে চ ধনক্ষয়ম্॥

বু রা চ ০।৩।০।৪০ ফলম্।
স্ত্রীপুত্রকলহো নিত্যং দুঃখং বিত্তস্য সংক্ষয়ম্।
চন্দ্রঃ করোতি কুমতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু রা ম ০।১।২৬।৪০ ফলম্।
বিষশস্ত্রাগ্নিচৌরাণাং ভয়ং দ্রবিণনাশনম্।
কুরুতে ভূমিপুত্রশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু রা বু ০।৩।১৫।০ ফলম্।
বহ্নিশস্ত্র-চৌরভয়ং জরঞ্চ ক্ষুদ্‌বিনাশনম্।
কুরুতে সোমপুত্রশ্চ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু রা শ ০।২।৮।০ ফলম্।
আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং শত্রুনাশং ধনাৎ সুখম্।
শ্রীযুক্তং রবিজঃ কুর্য্যাৎ রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু রা বৃ ০।৩।২৩।২০ ফলম্।
কার্য্যসিদ্ধিং শুভৈশ্বর্য্যং বস্ত্রভূষণধর্ম্মতঃ।
ভবেত্তত্র মনঃপ্রীতিং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বুধস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বু শু শু ০।৭।৮।১০ ফলম্।
ধনং বহুসুখং রাজ্যং পুত্রং ধর্ম্মসমাশ্রয়ম্।
শুক্রঃ করোতি সততং সৌভাগ্যঞ্চ যশোঽন্বিতম্॥

বু শু র ০।২।১৯।২০ ফলম্।
বিবাদং ভয়দুঃখানি ব্রণরোগং ধনক্ষয়ম্।
সূর্য্যঃ করোতি নিয়তং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ॥

বু শু চ ০।৫।৮।৪০ ফলম্।
নখাননশিরোরোগং শোকং বন্ধুধনক্ষয়ম্।
করোত্যাশু বিধুর্নিত্যং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ॥

বু শু ম ০।৩।৯।১০ ফলম্।
ধনলাভং ভূষণঞ্চ উৎসাহং ধনধান্যকং।
করোতি ভূমিজঃ শান্তিং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ॥

বু শু বু ০।৫।২৮।৩০ ফলম্।
সুখং লাভং জয়ং প্রীতিং নানাবন্ধুসমন্বিতম্।
কুরুতে শশিজঃ পুণ্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু শু শ ০।৩।২৯ ফলম্।

শত্রুক্ষয়ং সুখং রাজ্যং সম্মানং নষ্টলাভকম্।
কুরুতে রবিজো ধর্ম্মং ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

বু শু বৃ ০।৬।১৮।২০ ফলম্।

রাজপূজা মনঃপ্রীতিং কন্যাজননমেব চ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে জীবো নষ্টপ্রাপ্তিং করোতি চ ॥

বু শু রা ০।৪।১৮।৫০ ফলম্।

রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ সংশয়ং ধননাশনম্।
করোতি কলহং দুঃখং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥
বুধস্য দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বু র র ০ ০।১২।৪০ ফলম্।

সুখং সৌভাগ্যমারোগ্যলাভং শত্রুপরাজয়ম্।
রবিঃ করোতি সততং বস্ত্রভূষণসঞ্চয়ম্ ॥

বু র চ ০।১।১৫।২০ ফলম্।

ত্রাসং রোগং ভ্রমণঞ্চ সঙ্কটং চৌরতো ভয়ম্।
চন্দ্রঃ করোতি নিয়তং রবিপ্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু র ম ০।২৮।২০ ফলম্।

স্বর্ণপ্রবালসৌখ্যানি ধর্ম্মবত্বং ধনাগমম্।
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং রবিপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু র বু ০।১।২১ ফলম্।

দদ্রুবিচর্চ্চিকাক্লেশং ধননাশং মহদ্ভয়ম্।
বন্ধনং রাজপীড়া চ রবিপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

বু র শ ০।১।৪০ ফলম্।

সন্তাপং বন্ধুনাশঞ্চ বলনাশং পরাজয়ম্।
বহ্নিরাজভয়ঞ্চৈব রবিপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বু র বৃ ০।১।২৬।৪০ ফলম্।

ধর্ম্মার্থলাভসম্মানং বস্ত্রসম্পত্তিরেব চ।
পুত্রলাভঞ্চ কুরুতে রবিপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

বু র রা ০।১।৯।৪০ ফলম্‌।

অশুভং সর্ব্বকার্য্যেষু পিশুনং রোগমেব চ ॥
তমঃ করোতি নিয়তং রবিপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু র শু ০।২।২।২০ ফলম্‌।

শিরোরোগং জ্বরং ঘোরং বন্ধুনাশং ভয়ং ভবেৎ।
ধননাশঞ্চ কুরুতে রবিপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

বুধস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্‌।

বু চ চ ০।৩।২৩।২৪ ফলম্‌।

জ্বরং ত্রাসং রাজপীড়াং করোতি চ ধনক্ষয়ম্‌।
শত্রুভয়ং বিবাদঞ্চ নানাদুঃখং বিধুঃ পুনঃ ॥

বু চ ম ০।২।১০।৫০ ফলম্‌।

রোগং শোকং বন্ধনঞ্চ চৌরাগ্নিভয়সঙ্গমম্‌।
কুজঃ করোতি নিয়তং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বু চ বু ০।৪।৭।৩০ ফলম্‌।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং ধর্ম্মবত্ত্বং ধনাগমম্‌।
রাজসম্মানতামেতি বিধুপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

বু চ শ ০।২।২৫ ফলম্‌।

রাজশত্রুভয়ং শোকং বন্ধুদ্বেষং ধনক্ষয়ম্‌।
করোতি রবিজস্তত্র চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গতম্‌ ॥

বু চ বৃ ০।৪ ২১।৪০ ফলম্‌।

দানধর্ম্মং সুখং পুত্রং বস্ত্রভূষণসম্পদম্‌।
কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ বিধুঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু চ রা ০।৩।৯।১০ ফলম্‌।

বৈরিবহ্নিভয়ং দুঃখং বন্ধনং ধনসংক্ষয়ম্‌।
করোতি সিংহিকাসূনুর্ব্বিধুঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বু চ শু ০।৫।৫।৫০ ফলম্‌।

সম্মানং সুখসৌভাগ্যং ধনপুষ্টিবিবর্দ্ধনম্‌।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ।

বু চ র ০।১।২৬।৪০ ফলম্।

শত্রুক্ষয়ং কোষবৃদ্ধিং নীরোগং পুণ্যবর্দ্ধনম্
করোতি দিননাথশ্চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বুধস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশা-ফলম্।

বু ম ম ০।১।৭।৪৬।৪০ ফলম্।

দেহক্ষৈণ্যং দস্যুভয়ং নানাভয়ং সমন্ততঃ।
দণ্ডাঘাতং তথা দুঃখং কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বু ম বু ০।২।৮ ফলম্।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ কাঞ্চনং সুখমেব চ।
বুধঃ করোতি নিয়তং কুজপ্রত্যন্তরে যদা॥

বু ম শ ০।১।১৫।২০ ফলম্।

রিপুচৌরভয়ং রোগং ধননাশং বিষাদ্ভয়ম্।
সুহৃদ্দ্বেষং মনোদুঃখং কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

বু ম বৃ ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্।

দেববিপ্রগুরোর্ভক্তং নানাসুখসমাশ্রয়ম্।
পুত্রলাভং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

বু ম রা ০।১।২২।৫৩।২০ ফলম্।

উদ্বেগং ধননাশঞ্চ কার্য্যনাশং মনঃক্ষতিম্।
চৌরশত্রুভয়ং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

বু ম শু ০।২।২৩।৬।৪০ ফলম্।

ধনবৃদ্ধিসুখং লাভং নানাবস্তুসমন্বিতঃ।
জায়তে রাজসম্মানং কুজপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

বু ম রা ০।১।০।১৩।২০ ফলম্।

নানারত্নঞ্চ সৌখ্যঞ্চ ভূমিলাভং মহত্তয়ম্।
রাজ্যং সমসুখং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে রবিঃ॥

বু ম চ ০।২।০।২৬।৪০ ফলম্।

ধনলাভং সুখারোগ্যং ভোগঞ্চৈব বিভূষণম্।
নানাসুখং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ।

অথ শনের্দ্দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শ শ শ ০।১।৩।২০ ফলম্।

রোগং শোকং কলহঞ্চ বন্ধনং শত্রুতো ভয়ম্।
শনিঃ করোতি নিয়তং নরাণাং ধননাশনম্॥

শ শ বৃ ১।২৫।৩৩।২০ ফলম্।

দেবপূজাং ধর্ম্মবত্বং সুখং বস্ত্রং বিভূষণম্।
কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ শনিপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

শ শ রা ০।৮।৫৩।২০ ফলম্।

রাজভীতিং জ্বরং রোগং নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্।
বন্ধনং বন্ধুপুত্রাদেঃ শনিপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

শ শ শু ০।২।১।৬।৭০ ফলম্।

পুত্ররত্নমিত্র-বন্ধু-স্ত্রীণাঞ্চৈব সমাগমম্।
সুখন্তত্র রাজপূজা শনিপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

শ শ র ০।০।২২।১৩।২০ ফলম্।

শরীরদৈন্যমাপ্নোতি তথা ক্লেশং ধনক্ষয়ম্।
করোতি চ রবিস্তত্র শনিপ্রত্যন্তরে গতঃ॥

শ শ চ ০।১।১৪।২৬ ৪০ ফলম্।

চক্ষুরোগং জ্বরং ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্।
জনাত্তয়ং করোত্যাশু শনিপ্রত্যন্তরে বিধুঃ॥

শ শ ম ০।০।২৭।৪৬।৪০ ফলম্।

ধনহীনং ব্রণং রোগং সর্পাগ্নিচৌরতো ভয়ম্।
জীবনে সংশয়ো যাতি শনিপ্রত্যন্তরে কুজে॥

শ শ বু ০।১।২০।০।০ ফলম্।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং সম্মানং ধনসঞ্চয়ম্।
করোতি বহুপুত্রঞ্চ শনিপ্রত্যন্তরে বুধঃ॥

শনের্দ্দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শ বৃ বৃ ০।৩।১৫।৩৩।২০ ফলম্।

অপত্যজননং সৌখ্যং ধনধান্যসমাশ্রয়ম্।
প্রিয়া পরময়া যুক্তং করোতি মানবং গুরুঃ॥

শ বৃ রা ০ ২।১৩।৫৩।২০ ফলম্‌।
মিথ্যাভিসংশয়ং স্থানং ব্রণং ধনস্য সংক্ষয়ম্‌।
বিবাদং বহুদুঃখানি গুরোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ ॥

শ বৃ শু ০।৩।২৬।৬।৪০ ফলম্‌।
ধনহানিং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
অকস্মাত্তস্য পীড়া চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

শ বৃ র ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্‌।
ইষ্টলাভং রাজপূজা কোষবৃদ্ধিং সুখাবহম্‌।
জায়তে নিয়তং নৃণাং গুরোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ ॥

শ বৃ চ ০।২।২৪।২৬।৪০ ফলম্‌।
পুত্রমিত্রবন্ধুযুক্তং ধনলাভঃ সুখং শুভম্‌।
করোতি রাজসম্মানং গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ ॥

শ বৃ ম ০।১।২২।৪৬।৪০ ফলম্‌।
শত্রুনাশং মহৎ সৌখ্যং জয়ং লাভং ধনাগমম্‌।
কুজঃ করোতি কুশলং গুরোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

শ বৃ বু ০।৩।৫।০ ফলম্‌।
সুখং দুঃখং জয়ং তত্র ধনহানিশ্চ জায়তে।
সম্মাননাশো রোগশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

শ বৃ শ ০।২।৩।২০।০ ফলম্‌।
লুণ্ঠনীতং সর্পচৌরশৃঙ্গীণাং ভয়মেব চ।
করোতি সূর্য্যজস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
শনের্দ্দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্‌।

শ রা রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্‌।
ধনহানিং সদোন্মাদং ব্রণং জ্বরভয়ং তথা।
করোতি সততং রাহুঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ ॥

শ রা শু ০।২।১৩।২০ ফলম্‌।
ধনং সুখং রাজপূজাং মনঃপ্রীতিং যশোন্বিতম্‌।
কুরুতে দানবাচার্য্যো রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ রা র ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

বহ্নিভয়ং পরৈর্দ্বেষং ব্যাধিপীড়াং চলং মনঃ ।
রবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ রা চ ০।১।২৩।২০ ফলম্

দুঃখঞ্চ দুর্গতিং ক্লেশং বিবাদং ধনসংক্ষয়ম্ ।
গোষু পীড়াং প্রকুরুতে রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ ॥

শ রা ম ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

চৌরশত্রুভয়ং চৈব বস্ত্রাভরণমেব চ ।
করোতি সততং ভৌমো রাহোঃ পাকদশাং গতঃ ॥

শ রা বু ০।২।০।০ ফলম্

ত্রাসঞ্চ রাজপীড়াঞ্চ বন্ধনং বিত্তনাশনম্ ।
বুধঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ রা শ ০।১।১০ ফলম্ ।

মিত্রবন্ধুধনৈর্যুক্তো মনসঃ প্রীতিবর্দ্ধনম্ ।
করোত্যাশু ন সন্দেহো রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ।

শ রা বৃ ০।২।৬।৪০ ফলম্ ।

আরোগ্যং কার্য্যসংসিদ্ধিং বস্ত্রবাহনসংযুতম্ ।
গুরুঃ করোতি কল্যাণং রাহোঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ ॥
শনের্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ॥

শ শু শু ০।৪।৮।২০ ফলম্ ।

ধনং যশোন্বিতং সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ ।
কুরুতে ভৃগুজস্তত্র প্রত্যন্তরদশাং গতঃ ॥

শ শু র ০।১১।৬।৪০ ফলম্ ।

পরদারাভিগমনং ধননাশং জ্বরং তথা ।
দশাসু সূর্য্যঃ সন্তাপং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

শ শু চ ০।৩।৩।২০ ফলম্ ।

স্ত্রীনাশং ধননাশঞ্চ শত্রুচৌরভয়ং জ্বরম্ ।
রাজপীড়া ভবত্যাশু ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

শ শু ম ০।১।২৮।২০ ফলম্।

সত্যশৌচধনৈর্যুক্তং মলিনং বিত্তনাশনম্।
কুজঃ করোতি সততং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ শু বু ০।৩।১৫।০ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে সৌখ্যং গজাশ্বগোধনাদিকম্।
বুধঃ করোতি কল্যাণং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ শু শ ০।২।১০ ফলম্।

শত্রুনাশং নষ্টলাভং বলঞ্চ জয়কারকম্।
নিয়তং কুরুতে মন্দো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

শ শু বৃ ০।৩।২৬।৪০ ফলম্।

রাজপূজা সুখং পুত্রং সৌরভীসুখভূষণম্।
জায়তে নিয়তং তত্র ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

শ শু রা ০।২।২।৪০ ফলম্।

বন্ধনং ভোগবৃদ্ধিশ্চ নানাদুঃখং প্রজায়তে।
শুক্রপ্রত্যন্তরে রাহৌ ধনহানির্ভবেদ্ধ্রুবম্ ॥
শনের্দ্দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শ র র ০।০।১৩।২০ ফলম্।

শরীরদৈন্যমাপ্নোতি নানাদুঃখসমন্বিতম্।
ভয়ং ত্রাসসমাযুক্তং স্বীয়প্রত্যন্তরে রবিঃ ॥

শ র চ ০।০।২৬।৪০ ফলম্।

সঙ্কটঞ্চ ভয়ং ত্রাসং শত্রুপীড়া তথা ভবেৎ।
রবেঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রঃ করোতি বিবিধং ভয়ম্ ॥

শ র ম ০।০।১৬।৪০ ফলম্।

ধনং ধান্যং সদা সৌখ্যং রাজসম্মানমেব চ।
জায়তে ভূমিজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ ॥

শ র বু ০।১।০।০ ফলম্।

রোগং শোকং মহদ্দুঃখং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
নানাপ্রকারদুঃখানি রবেঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

শ র শ ০।০।২০ ফলম্।

সন্তাপং বন্ধুনাশঞ্চ শত্রুপীড়া ধনক্ষয়ম্।
করোতি রবিজস্তত্র ভানোঃ প্রত্যন্তরে যদা॥

শ র বৃ ০।১।৩।২০ ফলম্।

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং রাজবল্লভমেব চ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো ভানোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

শ র রা ০।১।৩।২০ ফলম্।

ব্রণং জ্বরভয়ং ক্লেশং নানাদুঃখসমন্বিতম্।
করোতি সৈংহিকেয়শ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শ র শু ০।০।১।৬।৪০ ফলম্।

বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া ধননাশং মনঃ ক্ষতিম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ সূর্য্যপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

শনের্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শ চ চ ০।২।৬।৪০ ফলম্।

ধনহানিং মনস্তাপং বিবাদং রাজপীড়নম্।
করোতি নিয়তং চন্দ্রঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ॥

শ চ ম ০।১।১১।৪০ ফলম্।

রোগশোকং মহদ্দুঃখং মিথ্যাবিলসিতং তথা।
করোতি ভূমিজস্তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শ চ বু ০।২।১৫ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং ধনং ধান্যং সুখং জয়ম্।
করোতি রৌহিণেয়স্ত চন্দ্রপ্রত্যন্তরে যদা॥

শ চ শ ০।১।২০ ফলম্।

বন্ধুদ্বেষং নৃপাদ্ভীতিং ধননাশং পরাজয়ম্।
দন্তিনো ভীতিমুগ্রাঞ্চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥

শ চ বৃ ২।২৩।২০ ফলম্।

শত্রুক্ষয়ং ধনং ধান্যং রাজপূজান্বিতং গুরুঃ।
চন্দ্রপ্রত্যন্তরে জাতো মনঃপ্রীতিং করোতি হি॥

শ চ রা ০।১।২৮।২০ ফলম্ ।

বহ্নিসর্পচৌরভয়ং দুঃখং বন্ধুধনক্ষয়ম্ ।
ন সন্দেহো ভবেত্তত্র চন্দ্রপ্রত্যন্তরে তমঃ ॥

শ চ শু ০।৩।১।৪০ ফলম্ ।

শত্রুক্ষয়ং ধনং ধান্যং রাজসম্মানমেব চ ।
করোতি সততঞ্চৈব চন্দ্রপ্রত্যন্তরে ভৃগুঃ ॥

শ চ র ০।১।৩।২০ ফলম্ ।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ বস্ত্রভূষণসম্পদম্ ।
করোতি দিননাথশ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

শনের্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

শ ম ম ০।০।২২।১৩।২০ ফলম্ ।

রোগভ্রমণসন্তাপং ধননাশং মনঃক্ষয়ম্ ।
জায়তে নাস্তি সন্দেহঃ কুজপ্রত্যন্তরে যদা ॥

শ ম বু ০।২।১০ ফলম্ ।

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং ধনলাভং সুখং জয়ম্ ।
অশ্বাদিবাহনং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে বুধে ॥

শ ম শ ০।০।২৬।৪০ ফলম্ ।

রিপুচৌরভয়ং দুঃখং ধনহানিশ্চ জায়তে ।
সদর্পস্ত্রীভয়ং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

শ ম বৃ ০।১।১৪।২৬।৪০ ফলম্ ।

দিব্যস্ত্রীগন্ধমাল্যানি ভূষণৈশ্চ সমাযুতম্ ।
রাজপূজা ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

শ ম রা ০।১।১।৬।৪০ ফলম্ ।

উদ্বেগং কলহশ্চৈব বন্ধনং রাজপীড়নম্ ।
করোতি রাহুরত্যর্থং কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

শ ম শু ০।১৮।৫০।২০ ফলম্ ।

ধনবৃদ্ধিং সুখং লাভং দানং ভোজনমেব চ ।
প্রাপ্যতে তত্র সৌখ্যঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

শ ম র ০।০।১৭।৪৬ ৪০ ফলম্ ।

ধনলাভং জয়ং সৌখ্যং অপত্যং রাজপূজনম্ ।
প্রাপ্নোতি ন চ সন্দেহঃ কুজপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

শ ম চ ০।১।৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

নীলং বৃষঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বাহনং সুখভোজনম্ ।
জায়তে নিয়তং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥
শনের্দ্দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

শ বু বু ০।২।২৫ ফলম্ ।

আরোগ্যং বিজয়ং লাভং রাজসম্মানমেব চ ।
ধনং পুত্রং বুধো দদ্যাৎ নিজপ্রত্যন্তরে শতঃ ॥

শ বু শ ০।১।২৬।৪০ ফলম্ ।

বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিরহো বন্ধুভিঃ সহ ।
বিদেশগমনং বিঘ্নং বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

শ বু বৃ ০।৩।৪।৪০ ফলম্ ॥

রাজপূজা ধনং ধান্যং নীরোগং শত্রুমর্দ্দনম্ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

শ বু রা ০ ২।৬।৪০ ফলম্ ।

বিরোধং ধনহানিশ্চ রাজোপদ্রবমেব চ ।
করোতি সৈংহিকেয়শ্চ বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ ।

শ বু শু ০ ১৩।৫৩।২০ ফলম্ ।

অসন্তোষং মনস্তাপং স্ত্রীষু পীড়া মহদ্ভয়ম্ ।
জায়তে তত্র সন্তাপং বুধপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ ॥

শ বু র ০।১।৭।৪৬।৪০ ফলম্ ।

দানধর্ম্মক্রিয়াযোগং বন্ধুভিঃ প্রীতিমুত্তমাম্ ।
করোতি সর্ব্বকল্যাণং বুধপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

শ বু চ ০।২।১৫।৩৩।২০ ফলম্ ।

আরোগ্যং ভার্য্যয়া ভোগং মহজ্‌জ্ঞানং প্রিয়ো ভবেৎ ।
ধনসঞ্চয়মাপ্নোতি বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

শ বু ম ০।১।১৭।১৩।২০ ফলম্।
ব্রণরোগং নিদানঞ্চ নানাদুঃখং প্রজায়তে।
বন্ধনং পরিতুষ্টিঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে কুজে॥
অথ গুরোর্দ্দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বৃ বৃ বৃ ০ ৬।২০।৩৩।২০ ফলম্।
সৌখ্যং শ্রিয়ং সুতার্থং বা রাজ্যার্থলাভমেব চ।
সুরাচার্য্যঃ স্বদশায়াং কুরুতে নিয়তং বরঃ॥

বৃ বৃ রা ০ ৪।২০।২৩।২০ ফলম্।
স্থাননাশং বিবাদঞ্চ মিথ্যাভিশংশয়ং ভয়ম্।
কুরুতে ধনহানিঞ্চ গুরোঃপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

বৃ বৃ শু ০ ৭। ০।৩৬।৪০ ফলম্।
ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিং নৃপাদ্ভয়ম্।
রোগশোকঞ্চ কুরুতে গুরোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

বৃ বৃ র ০।২।২০।২৩।২০ ফলম্।
বহুস্বাম্যং ধনং স্বর্গং রাজসৌখ্যঞ্চ ভূষণম্।
দদাতি দিননাথশ্চ গুরোঃ পাকদশাং গতঃ॥

বৃ বৃ চ ০ ৫।১০।২৭।৪০ ফলম্।
সুখারোগ্যং রাজপূজাং জনানুরাগরঞ্জনম্।
করোতি চ শুভাং কান্তিং গুরোঃ প্রত্যন্তরং গতঃ।

বৃ বৃ ম ০। ।১৩।১৬।৪০ ফলম্।
ভৃত্যমিত্রার্থলাভঞ্চ ধনধান্যং সুখাশ্রয়ম্।
ধর্ম্মবৃদ্ধিং নরং কুর্য্যাদ্‌গুরোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

বৃ বৃ বু ০।৬।০।৩০ ফলম্।
মনঃপ্রীতিং জয়ং লাভং তথা ধনস্য সংক্ষয়ম্।
করোতি সোমপুত্রশ্চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বৃ বৃ শ ০।৫।০।২০ ফলম্।
লুপ্তনীতির্মনোদুঃখং সর্পচৌরাগ্নিতো ভয়ম্।
শনির্নৃনং প্রকুরুতে গুরোঃ পাকদশাং গতঃ॥

গুরোর্দ্দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

বৃ রা রা ০।২।২৮।৪০ ফলম্ ।

স্থাননাশং জ্বরং দুঃখং বন্ধনং সংশয়ং ভয়ম্ ।
তমঃ করোতি নিয়তং গুরোঃ প্রত্যন্তরে গতঃ ॥

বৃ রা গু ০।৪।৯।২০ ফলম্ ।

শিরোরোগং ধনং লাভং মান্যঞ্চ পুষ্টিবর্দ্ধনম্ ।
ভৃগুজঃ কুরুতে নিত্যং রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ।

বৃ রা র ০।১।২০।৪০ ফলম্ ।

বহ্নিশত্রুভয়ং শোকং বন্ধনং রাজতো ভয়ম্ ।
রবিঃ করোতি নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

বৃ রা চ ০।৩।১১।২০ ফলম্ ।

ধননাশং রাজভয়ং প্রাণনাশং করোতি চ ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥

বৃ রা ম ০ ২।৩।২০ ফলম্ ।

বিষশস্ত্রাদিসংযুক্তং নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্ ।
নিয়তং কুরুতে ভৌমো রাহোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ রা বু ০।৩।২৪।০ ফলম্ ।

জ্বরং ক্ষুধাগ্নিভীতিঞ্চ মনোদুঃখং প্রজায়তে ॥
রাজপীড়া ভবেৎ তত্র রাহো প্রত্যন্তরে বুধে ॥

বৃ রা শ ০।২।২৪।০ ফলম্ ।

মিত্রভৃত্যার্থসৌখ্যানি মনোহনুকুলমেব চ ।
জায়তে তত্র নিয়তং রাহোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বৃ রা বৃ ০। ।৬।৪০ ফলম্ ।

দানধর্ম্মস্য নিয়তং বস্ত্রভূষণবাহনম্ ।
কুরুতে দেবতাপূজাঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ ॥

গুরোর্দ্দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

বৃ শু শু ০।৮।৩।৫০ ফলম ।

রাজপীড়া জ্বরং ঘোরং মলিনং ধনসংক্ষয়ম্ ।
কুরুতে দানবাচার্য্যো নিজপ্রত্যন্তরেঽপি চ ॥

বৃ শু র ০।৪।২৪।০ ফলম্

ব্রণরোগং ভয়ং দুঃখং ধননাশং মহদ্ভয়ম্।
কুরুতে চ দিবানাথঃ শুক্রপাকদশাং গতঃ॥

বৃ শু চ ০।৫।২৭।২০ ফলম্।

নখাননজ্বরং ঘোরং ত্রাসং রাজভয়ং সদা।
করোতি বহুদুঃখানি ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

বৃ শু ম ০।৪।২০।৫০ ফলম্।

ধনং ধান্যং শুভাপত্যং জনপ্রমোদলাভকম্।
ভূমিজঃ কুরুতে নিত্যং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বৃ শু বু ০।৬।১৯।৩০ ফলম্।

লাভং নানাধর্ম্মসৌখ্যং নানাসুখং করোতি চ।
জায়তে সোমপুত্রশ্চ ভৃগোঃ পাকদশাং গতঃ॥

বৃ শু শ ০।৪।১৩।০ ফলম্।

নষ্টনাভং বপুঃপুষ্টিং ধনং শত্রুবিনাশনম্।
মন্দঃ করোতি কুশলং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বৃ শু রা ০।৫।৫।১০ ফলম্॥

ব্রণরোগং বন্ধনঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥
গুরোর্দ্দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বৃ র র ০।০।২৫।০ ফলম্।

ঐশ্বর্য্যং রাজপূজা চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ।
শুভং ভবেন্ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরেঽপি চ॥

বৃ র চ ০।১।২০।৪০ ফলম্।

বিত্তনাশং শত্রুভয়ং রোগং বিবাদমেব চ।
কুরুতে চ বিধুস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বৃ র ম ০।১।১।৪০ ফলম্।

সুবর্ণং ভূষণং তত্র সঞ্চয়ং সুখসম্পদম্।
জায়তে চ ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

বৃ ব বু ০।১।২৭ ফলম্।

জ্বরং ঘোরং দস্যুভয়ং বিত্তনাশং মনঃক্ষয়ম্।
করোতি সোমজস্তত্র রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ ব শ ০।১।৮ ফলম্।

মনস্তাপং রাজপীড়া বন্ধুনাশং পরাজয়ম্।
কুরুতে রবিজো দুঃখং রবেঃ প্রত্যন্তরে যদি ॥

বৃ র বৃ ০।২।৩।২০ ফলম্।

নানাদুঃখমবাপ্নোতি রূপমাখ্যাতি পৌরুষম্।
কুরুতে দেবপূজ্যশ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

বৃ র রা ০।১।১৪।২০ ফলম্।

ব্যাধিপীড়া রাজশত্রুবহ্নিভীতিধনক্ষয়ম্।
সৈংহিকেয়ঃ প্রকুরুতে রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ র শু ০।২।৯।৫০ ফলম্।

শিরোরোগং শত্রুভয়ং অলসং পাপসঞ্চয়ম্।
দদাতি ভৃগুজো নিত্যং রবেঃ প্রত্যন্তরে পুনঃ ॥

গুরোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বৃ চ চ ০।৪।৬।৪০ ফলম্।

ধনং প্রমোদিতং শস্যং কামনাপূরিতং সদা।
করোত্যেব ন সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ।

বৃ চ ম ০।২।১৯।১৫ ফলম্।

চক্ষুরোগং চৌরভয়ং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্।
করোতি নির্দয়ং ভৌমো বিধোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

বৃ চ বু ০।৪।২২।৩০ ফলম্

রাজবল্লভতামেতি ধনং সুখপ্রমোদকম্।
আত্মজা জায়তে তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

বৃ চ শ ০।৩।৫।০ ফলম্।

বন্ধুদ্বেষং নৃপাদ্ভয়ং শোকসঙ্কুলমেব চ।
করোতি নিয়তং তত্র বিধোং প্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বৃ চ বৃ ০।৫।৮।২০ ফলম্।

ধর্ম্মবত্বং ভূষণঞ্চ ধনসঞ্চয়মেব চ।
করোতি সুরপূজ্যশ্চ চন্দ্রপ্রত্যন্তরে যদা॥

বৃ চ রা ০।৩।২০।৫৩ ফলম্।

বন্ধুনাশং ধননাশং বহ্নিশত্রুভয়ং তথা।
তমঃ করোতি সততং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গতঃ॥

বৃ চ শু ০।৫।২৪।১০ ফলম্।

শ্রিয়া যুক্তং শত্রুনাশং ধনসম্পত্তথা সুখম্॥
জায়তে নাত্র সন্দেহো বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

বৃ চ র ০।২ ৩।২০ ফলম্।

ঐশ্বর্য্যং মনসঃ প্রীতিং রাজবল্লভমেব চ।
জায়তে মিত্রবহুলং বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

গুরোর্দ্দশায়াং মঙ্গলান্তান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বৃ ম ম ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্।

ধনং যশঃ সুখারোগ্যং মনঃপ্রীতিঞ্চ সম্পদম্।
কুরুতে সততং লাভং নিজপ্রত্যন্তরে কুজঃ॥

বৃ ম বু ০।২।২৬।৪০ ফলম্।

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং নানাসুখসমাশ্রয়ম্।
কুরুতে সোমজস্তত্র কুজপ্রত্যন্তরে গতঃ॥

বৃ ম শ ০।১।২০।৪০ ফলম্।

চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং রাজতো ধননাশনম্।
জায়তে রোগশোকঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

বৃ ম বৃ ০।২।২৪।২৮।৪০ ফলম্।

ধর্ম্মবত্বং ধনৈশ্বর্য্যং লাভং শত্রুবিনাশনম্।
করোতি ভূষণাঢ্যঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে গুরুঃ॥

বৃ ম রা ০।১।২৯।২৬।৪০ ফলম্।

কার্য্যার্থনাশং রোগঞ্চ প্রাণসংশয়মেব চ।
করোতি রাহুঃ সততং কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

বৃ ম শু ০।৩।২০।৫৩।২০ ফলম্ ।
ধনং সুখং বাহনাঢ্যং নানাবস্তুসমন্বিতম্ ।
কুরুতে দানবাচার্য্যো ভৌমপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ ম র ০।১।৩।৪৬।৪০ ফলম্ ।
ভূমিলাভং ধনং সৌখ্যং রাজবল্লভমেব চ ।
কুরুতে নাতিধর্ম্মঞ্চ কুজপ্রত্যন্তরে রবৌ ॥

বৃ ম চ ০।২।৭।৩৩।২০ ফলম্ ।
সুখং লাভং জরারোগ্যং কন্যাজননমেব চ ।
করোতি নিয়তং চন্দ্রো ভৌমপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
গুরোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

বৃ বু বু ০।৫।১১।৩০ ফলম্ ।
ধনং ধান্যং সুখারোগ্যং প্রবলো শত্রুনাশনম্ ।
করোতি চন্দ্রজস্তত্র প্রত্যন্তরদশাং গতঃ ॥

বৃ বু শ ০।৩।১৭ ৪০ ফলম্ ।
শ্লেষ্মরোগং চৌরশত্রুসর্পাদ্ভীতিজ্বরং তথা ।
করোতি নিয়তং তত্র বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ ॥

বৃ বু বৃ ০।৫।২৯।২৬।৪০ ফলম্ ।
ধনাঢ্যং বহ্বপত্যঞ্চ বাহনাদি বিভূষনম্ ।
করোতি সততং ক্ষোভং বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

বৃ বু রা ০।৪।৫।৩৬।৪০ ফলম্ ।
বহ্নিশত্রুরাজপীড়াং সর্পভীতিং ধনক্ষয়ম্ ।
রাহুঃ করোতি সততং বুধপাকদশাং গতঃ ॥

বৃ বু শু ০।৬।২৭।২৩।২০ ফলম্ ।
তীর্থপুতং রাজসৌখ্যং স্ত্রীসুখং মাল্যভূষণম্ ।
করোতি ভৃগুজো লাভং বুধপ্রত্যন্তরে যদা ॥

বৃ বু র ০।২।১১।৪৬।৪০ ফলম্ ।
নানাসুখং পুত্রমিত্রং ধনধান্যযুতং সুখম্ ।
রবিঃ করোতি নিয়তং বুধপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

বৃ বু চ ০।৪।২৩।৩৩।২০ ফলম্।
জলাদ্ভয়ং ধননাশং শৃঙ্গিদংষ্ট্রিভয়ং তথা।
জায়তে নাত্র সন্দেহো বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

বৃ বু ম ০।২।২৯।৪৩।২০ ফলম্।
ব্রণং তাপং শক্রভীতিং বহ্নি-চৌরভয়ং তথা।
কুজঃ করোতি নিয়তং বুধপ্রত্যন্তরে কিল॥

গুরোর্দ্দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

বৃ শ শ ০।২।৫।২০ ফলম্।
মনস্তাপং দস্যুভয়ং শৃঙ্গিসর্পভয়ং তথা।
করোতি সততং মন্দঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ।

বৃ শ বৃ ০।৩।১৫।৩৬।২০ ফলম্।
ধনং সম্পৎ সুখারোগ্যং নানাসুখবিভূষণম্।
করোতি নিয়তং তত্র শনেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

বৃ শ রা ০।২।১৫।৫৩।২০ ফলম্।
জ্বরঞ্চ শারীরং ক্লেশং বিস্ফোটকভয়ং তথা।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

বৃ শ শু ০।৩।২৬।৬।৪০ ফলম্।
বন্ধুনাশং বন্ধনঞ্চ কোষবৃদ্ধিঃ জ্বরং তথা।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরং প্রাপ্য অনাচারঃ প্রজায়তে॥

বৃ শ র ০।১।১২।১৩।২০ ফলম্।
ধননাশং তথা রোগং নানাদুঃখং ভয় তথা।
মন্দপ্রত্যন্তরে সূর্য্যে দদাতি মিশ্রিতং-ফলম্॥

বৃ শ চ ০।২।২৪ ২৬।২০ ফলম্।
শরীরক্লেশদৈন্যঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহো মন্দপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

বৃ শ ম ০।১।২২।২৬।৪০ ফলম্।
অকস্মাদ্দৈবঘটনং ধননাশং বিঘাতকম্।
জায়তে চিত্তবৈকল্যং শনেঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

বৃ শ বু ০।৩।৫ ফলম্।

আরোগ্যং ভয়নাশঞ্চ শস্তসম্পত্তিকারকম্।
রাজপূজা ভবত্যাশু শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

অথ রাহোর্দ্দশায়াং রাহোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা রা রা ০।১।২৬ ফলম্।

অন্তর্ম্মনসি তাপঞ্চ দুঃখং শোকং ব্রণং ফলম্।
করোতি সৈংহিকেয়োঽসৌ স্বীয়প্রত্যন্তরে যদা॥

রা রা শু ০।২।২৮ ফলম্।

ধনং যশঃ সুখারোগ্যং মনঃসংশোভনং তথা।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে চৈব ভৃগুঃ কুর্য্যাৎ সুনিশ্চিতম্॥

রা রা র ০।১।২ ফলম্।

শরীরক্লেশদৈন্যঞ্চ মিথ্যাবাদং ধনক্ষয়ম্।
সূর্য্যঃ করোতি সন্তাপং রাহোঃ প্রত্যন্তরে যদি॥

রা রা চ ০।২।৪ ফলম্।

স্ত্রীবিয়োগং শত্রুপীড়াং ক্লেশং রাজভয়ং মহৎ।
নিয়তং কুরুতে চৈব রাহোঃ প্রত্যন্তরে বিধুঃ॥

রা রা ম ০।১।১০ ফলম্।

বুদ্ধিনাশং ভয়ং ঘোরং কষ্টং ক্লেশতরং মহৎ।
জায়তে নিয়তং তত্র রাহোঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

রা রা বু ০।২।১২ ফলম্।

সুখং দুঃখং শস্তপূর্ণং তথা মনসি পীড়নম্।
জায়তে স্বজনৈর্ব্বৈরং রাহোঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

রা রা শ ০।২।১৮ ফলম্।

শত্রুনাশং ধনং ধান্যং ভূষণাদ্যৈর্ম্মনঃসুখম্।
কুরুতে বিস্ময়ং তত্র তমঃ প্রত্যন্তরে যদা।

রা রা বৃ ০।২।২০ ফলম্।

কার্য্যংসিদ্ধিং ধনাঢ্যং স্যাৎ নীরোগং লাভকৃদ্ভবেৎ।
রাহোঃ প্রত্যন্তরে সৌখ্যং দদাতি নিয়ত গুরুঃ॥

গুরোর্দ্দশায়াং শক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা গু শু ০।৫।৪ ফলম্।

সততং মনসন্তুষ্টিং রাজপূজা সুখাবহম্।
করোতি ভার্গবঃ প্রীতিং প্রত্যন্তরদশাং গতঃ॥

রা গু র ০।১।২৬ ফলম্।

বন্ধনং রাজচৌরাভ্যাং তথা চ প্রাণনাশনম্।
জায়তে সুখকার্য্যঞ্চ শুক্রপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

রা গু চ ০।৩।২২ ফলম্।

শিরোরোগং সদা দুঃখং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্।
জায়তে চাশুভং ধর্ম্মং শুক্রপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

রা গু ম ০।২।১০ ফলম্।

মনোঽনুকূলধর্ম্মত্বং লাভং সম্মানমেব চ।
কুজঃ করোতি নিয়তং ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে যদা॥

রা গু বু ০।৪।৬ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং মণিকাঞ্চনভূষণম্।
কন্যাজননমেব স্যাৎ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

রা গু শ ০।২।২৪ ফলম্।

নষ্টলাভং রাজপূজাং নীরোগং নিরুপদ্রবম্।
জায়তে সততং লাভো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥

রা গু বৃ ০।৪।২০ ফলম্।

রাজপূজাং সুখং প্রীতিং কন্যাজননমেব চ।
করোতি ধনলাভঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরোঃ॥

রা গু রা ০।৩।৮ ফলম্।

রোগবৃদ্ধির্বন্ধনঞ্চ বহ্নিশক্রভয়ং তথা।
জায়তে কণ্ঠরোগঞ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

রাহোর্দ্দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা র র ০।০।১৬ ফলম্।

সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ বন্ধুনাশং পরাজয়ম্।
করোতি নিয়তং সূর্য্যঃ প্রত্যন্তরদশাং গতঃ॥

রা র চ ০।১।২ ফলম্।

ত্রাসং ধনক্ষয়ং চৌররাজশত্রুভয়ং তথা।
করোতি সোমঃ সন্তাপং রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিত

রা র ম ০।০।২০ ফলম্।

ধনলাভং স্ত্রিয়া যুক্তং জয়ং শত্রুবিনাশনম্।
জায়তে চাপদো নাশং রবেঃ প্রত্যন্তরে কুজে॥

রা র বু ০।১।৬ ফলম্।

ক্লেশং মনসি দুঃখঞ্চ স্ত্রীষু পুত্রেষু পীড়নম্।
করোত্যেব ন সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

রা র শ ০।০।২০ ফলম্

সন্তাপং বিত্তনাশঞ্চ ধননাশং মহদ্ভয়ম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥

রা র বৃ ০।১।১০ ফলম্।

ধর্ম্মার্থসুখমাপ্নোতি শত্রুনাশং মনঃসুখম্।
গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ রবেঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ॥

রা র রা ০।০।২৮ ফলম্।

ব্রণরোগং ভয়ং ত্রাসং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
রবেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ চৌরশত্রুভয়ং তথা॥

রা র শু ০।১।১৬ ফলম্।

শিরোরোগং জ্বরং ত্রাসং শত্রুনাশং ভয়ং ভবেৎ।
রবেঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে রাজপীড়াভয়ং তথা॥
রাহোর্দ্দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা চ চ ০।০।২।২০ ফলম্।

স্ত্রীপুত্রৈঃ কলহো নিত্যং বিত্তনাশং পরাজয়ম্।

রা চ ম ০।১।২০ ফলম্।।

জ্বরং রোগং রাজপীড়াং ধননাশং মনঃক্ষতিম্।
বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে সদা চঞ্চলকুন্তলঃ॥

রা চ বু ০।৩।০ ফলম্।

সর্ব্বত্র লভতে লাভং সদা সৌভাগ্যবর্দ্ধনম্।
রাজবল্লভতামেতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে॥

রা চ শ ০।২ ফলম্।

রাজভীতিং শোকদুঃখং বন্ধুদ্বেষো ধনক্ষয়ম্।
করোতি রবিজস্তত্র বিধোঃ প্রত্যন্তরে যদা॥

রা চ বৃ ০।৩।১০ ফলম্।

ভূষণাদি ধনং সৌখ্যং নানাসুখমরিক্ষয়ম্।
রাজপূজা সুখং তত্র চন্দ্রপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

রা চ রা ০।২।১০ ফলম্

শোকং বন্ধুবিনাশঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ।
অকস্মাদ্দৈবমাপ্নোতি চন্দ্রপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

রা চ শু ০ ৩।২০ ফলম্।

শত্রুনাশং ধনারোগ্যং রাজবল্লভমেব চ।
চন্দ্রপ্রত্যন্তরে শুক্রে করোতি বিবিধং ধনম্॥

রা চ রা ০।২।১০ ফলম্।

বহ্নিশত্রুভয়ং নিত্যং রোগং শোকং ভয়ং সদা।
রাজপীড়াং ব্রণং তত্র চন্দ্রপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

রাহোর্দ্দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা ম ম ০।০।২৬।৪০ ফলম্

বিষশত্রুভয়ং তত্র রাজভীতি ধনক্ষয়ম্।
জায়তে রাজপীড়া চ স্বীয়প্রত্যন্তরে কুজে॥

রা ম বু ০।১।১৮ ফলম॥

নানাসুখমবাপ্নোতি রাজবল্লভমেব চ।
ধনং ধান্যং ভবেত্তত্র কুজপ্রত্যন্তরে বুধে॥

রা ম শ ০।১।২ ফলম্।

চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং ধনহানিশ্চ জায়তে।
কণ্ডুরোগং ব্রণং তত্র ভৌমপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

রা ম বৃ ০।১ ২৩.২০ ফলম্।

পুণ্যাপত্যং ধনং ধান্যং রাজসৌভাগ্যমেব চ।
মন্ত্রসিদ্ধিপরো নিত্যং কুজপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

রা ম রা ০.১.৭.২০ ফলম্।

উদ্বেগং ধনহানিশ্চ কার্য্যনাশো ভয়ং ভবেৎ।
জ্বরাতিসারপীড়া চ কুজপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

রা ম শু ০।১।২৮।২০ ফলম্।

ধনবৃদ্ধিং সুখং প্রীতিং নানাবস্ত্রসমন্বিতম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ কুজপ্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

রা ম র ০ ০।২১।২০ ফলম্।

নানারত্নং ধনং সৌখ্যং ভূমিলাভং মহদ্ধনম্।
অপত্যবহুলং তত্র কুজপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

রা ম চ ০।১।১২।৪০ ফলম্।

ধনং ধান্যং সদা মিত্রং শত্রুনাশং মনঃসুখম্।
চন্দ্রঃ করোতি কল্যাণং কুজপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

রাহোর্দ্দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা বু বু ০।৩।১২ ফলম্।

জ্বরং রোগং তথা পীড়াং বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ।
স্বীয়প্রত্যন্তরে সৌম্যো কিঞ্চিৎ সুখমবাপ্নুয়াৎ॥

রা বু শ ০।২।৮ ফলম্।

শ্লেষ্মরোগং নেত্রপীড়াং বিবাদং বন্ধুভিঃ সহ।
বিদেশগমনঞ্চৈব বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

রা বু বৃ ০.৩.২৩.২০ ফলম্।

আরোগ্যং ধনলাভঞ্চ রাজবল্লভমেব চ।
পুত্রলাভং ভবেত্তত্র বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

রা বু রা ০।২।১৯।২০ ফলম্।

বন্ধনঞ্চ কুসম্মানং মিথ্যাভিসংশয়ং ভয়ম্।
রোগং শোকং জায়তে চ বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

রা বু শু ০।৪ ৪।৭০ ফলম্।
লাভং ধনং তীর্থপুণ্যং বহুপুত্রসুখাগমম্।
কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধপ্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

রা বু র ০।১।১৫।২০ ফলম্।
নানাবিধসুখং বস্ত্রং ভূষণানি প্রজায়তে।
সৌম্যপ্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ করোতি বিবিধং সুখম্॥

রা বু চ ০।২।২০।৪০ ফলম্।
শৃঙ্গিকণ্টকভীতিশ্চ জলজং শত্রুতো ভয়ম্।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

রা বু ম ০।২৬।৪০ ফলম্।
বিচর্চ্চিকা ভবেৎ ক্লেশং রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্।
বিরোধো জায়তে তত্র বুধপ্রত্যন্তরে কুজঃ॥
রাহোর্দ্দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

রা শ শ ০।১।১০ ফলম্।
বেশ্যাজনাশ্রয়াৎ সৌখ্যং মনোহৃদকুলতামিয়াৎ।
স্বীয়প্রত্যন্তরে মন্দঃ করোতি বিবিধং ভয়ম্॥

রা শ বৃ ০।২।৪০ ফলম্।
দেবতাভিরতং পুণ্যং তীর্থপূতো ভবেন্নরঃ।
কার্য্যসিদ্ধির্দ্ধনং লাভং শনিপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

রা শ রা ০।১।১৬।৪০ ফলম্।
জ্বররোগং ভয়ং ত্রাসং নানাদুঃখং নৃপাদ্ভয়ম্।
শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ বিবিধং জায়তে ধ্রুবম্॥

রা শ শু ০।২।১৩।২০ ফলম্।
বহুশস্যধনৈঃ পূর্ণো বস্ত্রঞ্চ ভূষণং ভবেৎ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে নষ্টলাভঞ্চ জায়তে॥

রা শ র ০।০।২৬।৪০ ফলম্॥
সংশয়ো জায়তে তত্র নানাদুঃখসমন্বিতম্।
অকস্মাদ্দৈবমাপ্নোতি শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

রা শ চ ০।১।২৩।২০ ফলম্ ।
স্ত্রীদুঃখং চক্ষুরোগঞ্চ চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে শ্লেষ্মরোগশ্চ জায়তে ॥

রা শ ম ০।০।৩।২০ ফলম্ ।
ধননাশং ব্রণরোগং রাজতো ভয়মেব চ ।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে শ্লেষ্মা ভবতি নিশ্চিতম্ ॥

রা শ বু ০।২ ফলম্ ।
আরোগ্যং বিজয়ং লাভং তথা চাপত্যকৌতুকম্ ।
করোতি রৌহিণেয়শ্চ শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥
রাহোর্দ্দশায়াং গুর্ব্বন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

রা বৃ বৃ ০।৪।৬।৪০ ফলম্ ।
বিত্তাদয়স্তনয়বন্ধুগণৈরাশ্রিতঃ সৌখ্যবান্ ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো স্বীয়প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

রা বৃ রা ০।২ ২৮।৪০ ফলম্ ।
কলহঃ স্বজনৈঃ সার্দ্ধং মিথ্যাভিশমনং ভবেৎ ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ ব্রণরোগং ধনক্ষয়ঃ ॥

রা বৃ শু ০ ৪ ২৯ ২০ ফলম্ ।
ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ জায়তে ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে শুক্রে অতিত্রাসং করোতি চ ॥

রা বৃ র ০।১।২০.৪০ ফলম্ ।
অতিত্রাসং মনোদুঃখং দেশভ্রমণমেব চ ।
তত্র করোতি মার্ত্তণ্ডো গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

রা বৃ চ ০।৩।১১।২০ ফলম্ ।
ভার্য্যালাভং সুখং ভোগং আরোগ্যং বিজয়ং তথা
জায়তে রাজপূজা চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ ॥

রা বৃ ম ০।২।৩।২০ ফলম্ ।
রিপুহানির্ম্মহৎ সৌখ্যং পুণ্যাপত্যং নীরোগতা ।
জায়তে ভূমিপুত্রে চ গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

রা বৃ বু ০।৩।২০ ফলম্ ।

লাভং তত্র বিরোধশ্চ ভয়ং সৌখ্যঞ্চ জায়তে ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে ফলমিশ্রসমন্বিতম্ ॥

রা বৃ শ ০।২।১৬ ফলম্ ।

অজস্রং অর্থনাশঞ্চ লুপ্তনীতির্মহদ্ভয়ম্ ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে মন্দে মিথ্যাবাদং ভয়ং ভবেৎ ॥

অথ শুক্রস্য দশায়াং শুক্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্ ।

শু শু শু ০।০।৮।২৯।৩০ ফলম্ ।

স্ত্রীলাভং বাহনাঢ্যশ্চ পুণ্যং ধনাগমস্তথা ।
শুক্রপ্রত্যন্তরে স্বীয়ে রাজপূজা সুখং ভবেৎ ॥

শু শু র ০।৩।৮ ফলম্ ।

জ্বররোগং বিরোধশ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং ভবেৎ ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যে বন্ধনং ধনসংশয়ম্ ॥

শু শু চ ০।৬ ১৬ ফলম্ ।

নখাননশিরোরোগং কার্য্যনাশশ্চ জায়তে ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে শত্রুতো ভয়মেব চ ॥

শু শু ম ০।৪।২।৩০ ফলম্ ।

মহোৎসাহী ধনাঢ্যশ্চ সুকণ্ঠঃ সুমনাঃ সুখী ।
লাভো বৈরিবিনাশশ্চ ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে কুজে ॥

শু শু বু ০।৭।১০।৩০ ফলম্ ।

সর্ব্বত্রব্যং ভবেল্লাভং দানসৌখ্যাদিভূষণম্ ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে বুধে ॥

শু শু শ ০।৪।২৭ ফলম্ ।

নষ্টলাভং জয়ং বিত্তং মিত্রলাভং সুখং ভবেৎ ।
ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে মন্দে দেবভক্তো ভবেন্নরঃ ॥

শু শু বৃ ০।৮।৫ ফলম্ ।

অপত্যং রাজপূজা চ মনঃপ্রীতিং সুখং ভবেৎ ।
জায়তে চ দশাপাকে ভৃগোঃ প্রত্যন্তরে গুরৌ ॥

শু শু রা ০।৫।২১।৩০ ফলম্।

ব্রণরোগং ভবেৎ ত্রাসং শিরোরোগশ্চ জায়তে।
এবং দশা ভৃগোঃ পাকে যদা প্রত্যন্তরে তমঃ॥
শুক্রস্য দশায়াং রবেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শু র র ০।০।২৮ ফলম্।

জ্বররোগং মনস্তাপং বন্ধুনাশং ধনক্ষয়ম্।
করোতি দিননাথশ্চ স্বীয়প্রত্যন্তরে যদা॥

শু শু চ ০।১।১৬ ফলম্।

খলনং শত্রুবৃদ্ধিশ্চ ধনবন্ধুভয়ানি চ।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

শু র ম ০।১।৫ ফলম্।

স্বর্ণপ্রবালসৌখ্যানি করোতি বর্দ্ধিতং যশঃ।
রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে রাজপূজা সুখং ভবেৎ॥

শু র বু ০।২।৩ ফলম্।

ধননাশং মহৎ ক্লেশং রাজোপদ্রব এব চ।
রবেঃ প্রত্যন্তরে সৌম্যে করোতি বিবিধং ভয়ম্॥

শু র শ ০।১।১২ ফলম্।

রাজভয়ং বন্ধুনাশং জায়তে ধনসংক্ষয়ম্।
রবেঃ প্রত্যন্তরে মন্দে সন্তাপং জায়তে ধ্রুবম্॥

শু র বৃ ০।২।১ ফলম্।

ধর্ম্মার্থ-সৌখ্যলাভঞ্চ রাজপূজা সুখং ভবেৎ।
রবেঃ প্রত্যন্তরে জীবে বস্ত্রভূষণতৎপরঃ॥

শু র রা ০।১।১৯ ফলম্।

শোকঞ্চ ধননাশঞ্চ বহ্নিশত্রুভয়ং তথা।
রাহুঃ করোতি সততং রবেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শু র শু ০।২।১৭।৩০ ফলম্।

বিষমকার্য্যলাভঞ্চ স্ত্রিয়া যুক্তঞ্চ ভূষণম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহো রবেঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

শুক্রস্য দশায়াং চন্দ্রস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম।

শু চ চ ০।৪।২০ ফলম্।

সম্মাননাশো রোগশ্চ কার্য্যনাশশ্চ নিত্যশঃ।
স্বীয়প্রত্যন্তরে চন্দ্রে স্ত্রীনাশো নিয়তং ভবেৎ॥

শু চ ম ০।২।২।২৭।৩০ ফলম্।

রোগশোকং চক্ষুঃপীড়া চৌরশত্রুভয়ং ভবেৎ।
ধনহানিস্তথা দুঃখং চন্দ্রপ্রত্যন্তরে কুজঃ॥

শু চ বু ০।২।৭ ৩০ ফলম্।

গোধনৈঃ পরিপূর্ণশ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ঃ।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহো চন্দ্রপ্রত্যন্তরে বুধে॥

শু চ শ ০।৩।১৫ ফলম্।

কলহং রাজভীতিশ্চ রোগশোকং দদাতি চ।
বন্ধুবিচ্ছেদনঞ্চৈব বিধোঃ প্রত্যন্তরে শনৌ॥

শু চ বৃ ০।৫।২৫ ফলম্।

ধনধান্যঞ্চ সৌখ্যঞ্চ বস্ত্রালঙ্কারভূষণম্।
যশঃ প্রাপ্নোতি সম্মানং বিধোঃ প্রত্যন্তরে গুরুঃ॥

শু চ রা ০ ৪ ২ ৩০ ফলম্।

বন্ধনং রাজভীতিঞ্চ ধননাশং পরাক্রমম্।
ব্রণজ্বরং ভবেন্মৃত্যুং বিধোঃ প্রত্যন্তরে তমঃ॥

শু চ শু ০ ৬।১২।৩০ ফলম্।

সৌখ্যং ধনসমাযোগং নিত্যং সুহৃৎসমাশ্রয়ঃ।
স্বর্ণধনং প্রাপ্যতে চ বিধোঃ প্রত্যন্তরে ভৃগৌ॥

শু চ র ০।২।১০ ফলম্।

প্রাপ্নোতি ধনধান্যঞ্চ নানাসুখসমাশ্রয়ম্।
গবাদিলাভসম্পুষ্টো বিধোঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

শুক্রস্য দশায়াং মঙ্গলস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শু ম ম ০।১৬।৪০ ফলম্।

সুখভাগ্যমবাপ্নোতি উৎসাহী ধনধান্যকম্।
মিত্রলাভকরশ্চৈব স্বীয়প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শু ম বু ০।২।২৪ ফলম্।

পরমৈশ্বর্য্যমতুলং রাজসম্মানমেব চ।
কুজপ্রত্যন্তরে সৌম্যে নষ্টপ্রাপ্তির্ভবেদ্‌ধ্রুবম্॥

শু ম বৃ ০।১।২৬ ফলম্।

চৌরশত্রুভয়ং নিত্যং ধননাশশ্চ জায়তে।
কুজপ্রত্যন্তরে মন্দে ধ্রুবং সংশয়মেব চ॥

শু ম বৃ ০।৩।৩।২০ ফলম্।

বস্ত্রভূষণসৌখ্যঞ্চ দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
কুজপ্রত্যন্তরে জীবে বহুপুত্রসুখং ভবেৎ॥

শু ম রা ০ ২.৫।২০ ফলম্।

কার্য্যার্থনাশমুদ্বেগং কুরুতে ধনসংক্ষয়ম্।
কুজপ্রত্যন্তরে রাহৌ ব্রণরোগমসংশয়ম্॥

শু ম শু ০।৩।১২।৪০ ফলম্।

ধনবৃদ্ধিং সুখং প্রীতিঃ কন্যাজননমেব চ।
কুজপ্রত্যন্তরে শুক্রে লাভং ভবতি নিশ্চিতম্॥

শু ম র ০।১।৭।২০ ফলম্।

রোগবৃদ্ধির্ধনং ধান্যং লাভং মিত্রবিবর্দ্ধনম্।
কুজপ্রত্যন্তরে সূর্য্যে প্রসাদং রাজতো ভবেৎ॥

শু ম চ ০.২।২।১৪।৪০ ফলম্।

আরোগ্যসুখমাপ্নোতি জয়ং লাভং ধনাগমম্।
কুজপ্রত্যন্তরে চন্দ্রে হৃষ্টো মনসি জায়তে॥

শুক্রস্য দশায়াং বুধস্যান্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শু বু বু ০।৫।২৮।৩০ ফলম্।

ধনধান্যসুখারোগ্যং তথা মিত্রবিবর্দ্ধনম্।
করোতি চন্দ্রজস্তত্র স্বীয়প্রত্যন্তরে যদা॥

শু বু শ ০।৩।১৯ ফলম্।

বাতশ্লেষ্মকৃতা পীড়া বিবাদো বন্ধুভিঃ সহ।
বিদেশগমনঞ্চৈব বুধপ্রত্যন্তরে শনৌ॥

শু বু বৃ ০।৬।১৮।২০ ফলম্।

ব্যাধিশত্রুভয়ৈস্ত্যক্তো ধনাঢ্যো নৃপবল্লভঃ।
লভেদ্ভার্য্যাং সুপুত্রঞ্চ বুধপ্রত্যন্তরে গুরৌ॥

শু বু রা ০।৪।১৮।৫০ ফলম্।

বন্ধুনাশং মৃষাবাদং দেশত্যাগঞ্চ বন্ধনম্।
করোতি চ মহদ্দুঃখং বুধপ্রত্যন্তরে তমঃ॥

শু বু শু ০।৭।৮।১০ ফলম্।

ধনাঢ্যং বহুপুত্রঞ্চ রাজসম্মানমেব চ।
কুরুতে দানবাচার্য্যো বুধপ্রত্যন্তরে যদা॥

শু বু র ০।২।২৯।২০ ফলম্।

নানাবিধসুখপ্রাপ্তির্দ্ধনধান্যসমাগমম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহো বুধপ্রত্যন্তরে রবৌ॥

শু র চ ০।৫।৮।৪০ ফলম্।

শত্রুপীড়া মহৎ কষ্টং শৃঙ্গিণশ্চ ভয়ং ভবেৎ।
জ্বরঞ্চ জায়তে নিত্যং বুধপ্রত্যন্তরে বিধৌ॥

শু বু ম ০।৩।৯।১০ ফলম্।

জ্বরাতিসাররোগশ্চ নানাদুঃখসমন্বিতম্।
করোতি ভূমিজস্তত্র প্রত্যন্তরে বুধস্য চ॥

শুক্রস্য দশায়াং শনেরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্।

শু শ শ ০।২।১০ ফলম্।

মিত্রলাভং শত্রুনাশং বিত্তলাভং মহোদয়ম্।
কুশলঞ্চ ভবেন্নিত্যং স্বীয়প্রত্যন্তরে শনৌ॥

শু শ বৃ ০।৩।১২।৪০ ফলম্।

দেবতাভিরতঃ প্রীতির্দ্ধনধান্যং সুখান্বিতম্।
কুরুতে দেবমন্ত্রী চ শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শু শ রা ০।২।২১।৪০ ফলম্।

রাজভীতিং জ্বরং দুঃখং ধননাশশ্চ জায়তে।
শনেঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ বিবাদো শত্রুতো ভয়ম্॥

শু শ শু ০।৪।৮।২০ ফলম্।

ধনবন্ধুযশঃসৌখ্যং মানভূষণমেব চ।
দদাতি ভৃগুজস্তত্র শনেঃ প্রত্যন্তরে স্থিতং॥

শু শ র ০।১।১৬।৪০ ফলম্।

পরদাররতো নিত্যং সংশয়ো ধনসংক্ষয়ম্।
জায়তে নাত্র সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে রবৌ॥

শু শ চ ০।৩।৩।২০ ফলম্।

স্ত্রীনাশং রোগশোকঞ্চ ধননাশো মনঃক্ষতিম্।
ভবেত্তত্র ন সন্দেহঃ শনেঃ প্রত্যন্তরে বিধৌ॥

শু শ ম ০।১।২৮।২০ ফলম্।

ব্রণরোগং রাজভীতিং ধননাশশ্চ জায়তে।
শনেঃ প্রত্যন্তরে ভৌমে রাজপীড়া ধনক্ষয়ম্॥

শু শ বু ০।৩।১৫ ফলম্।

আরোগ্যং বিজয়ং রাজ্যং বহুবিত্তানি সোমজঃ।
করোতি স্বাদরং লোকে শনেঃ প্রত্যন্তরে বুধে॥

শুক্রস্য দশায়াং গুরোরন্তরে প্রত্যন্তর্দ্দশাফলম্

শু বৃ বৃ ০।৭।১১।৪০ ফলম্।

রাজপ্রীতিং সুখং প্রীতিং কন্যাজননমেব চ।
করোতি দেবপূজ্যশ্চ স্বীয়প্রত্যন্তরে স্থিতঃ॥

শু বৃ রা ০।৫।৫।১০ ফলম্।

মিথ্যাবাদং রোগশোকং বন্ধনঞ্চ প্রজায়তে।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে রাহৌ নানাদুঃখং ধনক্ষয়ম্।

শু বৃ শু ০।৮।৩।৫০ ফলম্।

ধননাশং স্ত্রীবিয়োগং কলহো বন্ধুভিঃ সহ।
কুরুতে দানবাচার্য্যো গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা॥

শু বৃ র ০।২।২৮।৪০ ফলম্।

বহুধনং সুখং প্রীতিং কল্যাণঞ্চ প্রজায়তে।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে সূর্য্যঃ কার্য্যসিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥

গু বৃ চ ০।৫।২৭।২০ ফলম্ ।

ভোগভার্য্যাসমাযুক্তং রোগশোকং তথা ভবেৎ।
গুরোঃ প্রত্যন্তরে চন্দ্রে নানাসুখধনাগমম্ ॥

গু বৃ ম ০।৩।২০।৫০ ফলম্ ।

রিপুহানিঃ সুখঞ্চৈব প্রীতিজননমেব চ।

গু বৃ বু ০।৬।১৯।৩০ ফলম্ ।

সুখসৌভাগ্যযুক্তঞ্চ শত্রুহানিস্ততো ভবেৎ।
মিত্রালাপং বুধস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে স্থিতঃ ॥

গু বৃ শ ০।৪।১৩ ফলম্ ।

ধনহানির্লুপ্তনীতির্ব্যসনাগমনেঽপি চ।
কুরুতে রবিজস্তত্র গুরোঃ প্রত্যন্তরে যদা ॥

রবির দশার অন্তর্দ্দশা

রাজদণ্ড, মনস্তাপ, প্রবাস, বন্ধনভয়।

আরোগ্য, শত্রুনাশ, বিত্তলাভ, সুখোদয়।

০

ক্ষমতা, গৌরব, মান্য, ধনধান্যরত্নযোগ।

০

দৈন্য, দুঃখ, কর্ম্মহানি, বিচর্চ্চিকা-রোগভোগ।

১০

অত্যাহিত, রাজপীড়া, ধৈর্য্য-বীর্য্য-ধনক্ষয়।

০

আরোগ্য, সৌভাগ্যবৃদ্ধি, ধর্ম্মার্থ-বিশ্বাস, জয়।

•

রোগ, শোক, শঙ্কা, মৃত্যু, মহাদুঃখ, বিত্তনাশ।

শিরঃপীড়া, অতিসার, শুল, জ্বর, দেহনাশ।

চন্দ্রের দশার অন্তর্দ্দশা

চচ ২।১।০ — সু-সম্পত্তি, যশোবৃদ্ধি, শান্তি, নারীরত্নলাভ।

চম ১।১।১০ — রক্তপিত্ত আদি রোগ, চৌরভীতি, দেহক্লেশ।

চবৃ ১।১।১০ — প্রভুত্ব, সুখ, সম্পত্তি, অশ্ব-ধেনু-গজ-লাভ।

চশ ১।৪।২০ — বুদ্ধিক্ষয়, সুহৃদ্ভেদ, অত্যাহিত, অমঙ্গল।

চবু ২।৭।২০ — ধন, ধর্ম্ম, দয়া, সুখ, অলঙ্কার-বস্ত্রলাভ।

চরা ১।৮ — রোগ, শোক, অতি দুঃখ, বন্ধুনাশ, ধনক্ষয়।

চশু ২।১১ — ধন-ধান্য, রত্ন-মণি, কামিনী-কাঞ্চনলাভ।

চর ০।১০।০ — মহৈশ্বর্য্য, রাজপূজা, পীড়া শান্তি, শত্রুক্ষয়।

মঙ্গলের দশার অন্তর্দ্দশা

মম ০।৭।৩।২০ — অগ্নিদাহ, দেহপীড়া, বিবাদ বান্ধবসহ।

মবৃ ১।৩।৩।৩০ — রোগ, তাপ, নৃপ,-শৃঙ্গী-তস্কর-অরাতিভয়।
(মতান্তরে)
অতুল ঐশ্বর্য্য, সুখ, নানাবিধ সুখাশ্রয়।

মশ ০।৮।২।২৩।৪ — মনস্তাপ, বিত্তনাশ, পীড়া, তাপ, বহুভয়।

মবু ১।৪।২৩।৪ — তীর্থযাত্রা, পুণ্যক্রিয়া, রাজপূজা, রাজভয়।

উদ্বেগ, বন্ধন, ভয়, অর্থহানি, কার্য্যনাশ

ব্যাধি-শত্রু-নৃপ-ভীতি-উপদ্রব ; অর্থক্ষয়।

(মতান্তরে)

বহুবস্ত্র, বরনারী, ধনবৃদ্ধি, সুখোদয়।

পদবৃদ্ধি, রাজপূজা, স্ত্রী-রত্ন, বিবিধ লাভ।

আরোগ্য, সৌভাগ্য, সুখ, বহুরত্ন,ধনলাভ।

বুধের দশার অন্তর্দ্দশা

সৌভাগ্য, বিপুলবিত্ত, ধর্ম্মবুদ্ধি, সুখোদয়।

বাতশ্লেষ্মা, বন্ধুদ্রোহ, প্রবাসাদি মহাক্লেশ।

শত্রুপীড়া-ভয়-ত্রাণ, পুত্রলাভ, ধনাগম।

মনস্তাপ, মিত্রলাভ, মহাকষ্ট, ধনক্ষয়।

ধর্ম্মে, রত্নে, ধনে, পুত্রে—সর্ব্বত্র সৌভাগ্যময়।

পরধন, সৌন্দর্য্য, যশঃ, সুবর্ণ, বাহনভোগ।

মহাবুদ্ধি, মহাবিত্ত, শত্রুভয়সমন্বিত।

পিত্তশ্লেষ্মা, শিরঃপীড়া, হৃদ্রোগ, তস্করভয়।

শনির দশার অন্তর্দ্দশা

শশ
০।১১।৩।১০
নিগৃহীত, খলবৃত্তি, প্রবাস, মিত্রার্থক্ষয়।

শবৃ
১।৯।৩।২৯
সম্পত্তি, দেবতানুরক্তি, শান্তি, শত্রুবিনাশন।

শরা
১।১।১০।০
অগ্নিদাহ, সুহৃদ্ভয়, বন্ধুদ্বেষ, দূরগতি।

শশু
১।১১।১০।০
সম্পত্তি, সুখ, সৌভাগ্য, ভার্য্যাবিত্তসমন্বিতি।

শর
০।৬।২০।০
ধন-পুত্র-বলক্ষতি, প্রাণান্তদুঃখবর্দ্ধন।

শচ
১।১৪।২০।০
কোপ, রোগ, মিত্রদ্রোহ, কলহ, জীবনাত্যয়।

শম
০।৮।২৬।৪০
ক্ষতি, ব্যাধি, দেহত্যাগ, নানাদুঃখসমন্বিত।

শবু
১।৬।২।৪০
অপত্য, সমৃদ্ধি, বিত্ত, আরোগ্য, সুখ, সম্মান।

বৃহস্পতির দশার অন্তর্দ্দশা

বৃবৃ
০।৫।৩।২০
সৎপুত্র, সুখ্যাতি, তপঃ, পৌরুষ, সুখ, বাহন।

বরা
২।২।১০।০
রাজপীড়া, মনস্তাপ, অকস্মাদ্ভয়, বন্ধন।

বৃশু
৩।৮।০।৯
মিত্রহানি, ভার্য্যানাশ, শত্রু-ব্যাধিসমাকুল।

বৃর
০।১।০।২০
১।৬।২৬।৪০
সুভার্য্যা, রাজবল্লভ, বহুমিত্র, বহুধন।
(মতান্তরে)
শত্রুপীড়া, রোগ, দুঃখ, উদ্বেগ, বধ, বন্ধন।

বৃচ
২।৭।২০।০
স্ত্রীলাভ, রাজসম্মান শত্রুপীড়াবিবর্জ্জিত।

বৃম — যোগ, ভোগ, রিপুহন্তা, গজবস্তামদর্শন।
১।৪।২৬।৪০

বৃ বু — সুস্থাসুস্থ, সুখী-দুঃখী, সশত্রু, দেবতার্চ্চন।
৩।১১।২৬।৪০

বৃশ — বেশ্যাশ্রিত, বিত্তহীন, নিরন্তর লুপ্তধর্ম্ম।
১।৯।২।২০

রাহুর দশার অন্তর্দ্দশা

রাস্ত — বন্ধু-বিত্ত-নারী-নাশ, রিপু-রোগ ভয়ঙ্কর।
১।৪।০।০ } মিত্রপ্রীতি, দ্বিজমিত্র, স্ত্রীলাভ, বিত্তসঞ্চয় :
(মতান্তরে)
২।৪।০।০ } কুদেহ, চঞ্চলভার্য্যা, শিরঃপীড়া, বন্ধুভয়।

রার — অর্থনাশ, মনস্তাপ, ব্যাধি, শত্রু সুদারুণ।
০।৮।০।০

রাচ — কুমতি, কলহ, ক্লেশ, বন্ধুহানি, ধনক্ষতি।
১।৮।০।০

রাম — বিষভয়, অস্ত্রভয়, ধনরত্নে চৌরভীতি।
০।১০।২০।০

রাবু — বিদ্বেষ, কলহ, ক্ষুধা, পীড়া কফপিত্তকৃত।
১।১০।২০।০

রাশ — বেশ্যাশ্রিত, বিত্তহীন, বান্ধবসহ বৈরিতা।
২।১।১০।০

রাবৃ — অর্চ্চনা, আরোগ্য, শান্তি, নানাধর্ম্ম-সমন্বিত।
২।১।১০।০

শুক্রের দশার অন্তর্দ্দশা

শুশু — নীতি, কীর্ত্তি, সর্ব্বলোভ, বনিতা-ভোগবর্দ্ধন।
৪।১।০।০

শুর — তীব্র, ব্রণ, অক্ষিপীড়া, ভক্ত্যমিত্র, মহদ্ভয়।
১।২।০।০

শুচ ২।১১।০।০	নখ-দন্ত-শিরপীড়া, সর্ব্বত্র কলহ, ক্ষতি।
শুম ১।০।২০।৭	ভূমি-নারী-ধন-যুক্ত, প্রোৎসাহী, নিয়ত সুখী।
শুবু ৩।৩।২।০।০	পুষ্টি, স্মৃতি, খ্যাতিবৃদ্ধি, সৌভাগ্যসুখসংযুক্ত।
শুশ ১।১১।১০।০	শত্রুনাশ, সুহৃল্লাভ, চৌরভয়।
শুবৃ ৩।৮।২০।০	ভাগ্য, প্রীতি, সুতলাভ, কন্যা-মিত্রসমন্বিত।
শুরা ২।৪।০।০	কুমতি, দুর্ভাগ্য, দৈন্য, সম্পর্ক অন্ত্যজসহ।

অন্তর্দ্দশারিষ্ট। কোন পাপগ্রহের দশাভোগের সময় যদি অন্য পাপ-গ্রহের অন্তর্দ্দশা উপস্থিত হয়, আর ঐ অন্তর্দ্দশাধিপতি যদি দশাধিপতি শত্রু হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের মৃত্যু ঘটে। আর যদি মিত্র হয়, তবে সেই সময়ে জাতকের জীবনসংশয় পীড়া হইয়া থাকে।

সত্যাচার্য্যের মতে লগ্নাধিপতি গ্রহের দশাকালে যখন তাহার শত্রুগ্রহের অন্তর্দ্দশাকাল উপস্থিত হয়, তখনই জাতকের মৃত্যু সম্ভব।

রিষ্টভঙ্গযোগ। দশা বা অন্তর্দ্দশার প্রবেশ সময়ে ঐ দশাধিপতি বা অন্তর্দ্দশাধিপতি গ্রহ যদি বলবান্ থাকে, অথবা যদি কোন শুভগ্রহের সম্পূর্ণ দৃষ্টি প্রাপ্ত বা কোন শুভ বা অধিমিত্র গ্রহের নবাংশস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের জীবন সংশয় পীড়া হইবে মাত্র, মৃত্যু হইবে না।

যে কোন নক্ষত্রের প্রথম পাদে প্রথম ক্ষণে জাতকের জন্ম হইলে, যে গ্রহের দশা জন্মদশা হয় ও তাহার যত দিন ভোগ হয় এবং যে যে গ্রহ যতদিন পরিমাণে তৎপরে তাহার জীবনকালে দশা ভোগ করে, শিক্ষার্থিগণের সুখবোধের জন্য নিম্নে তাহার নাক্ষত্রিকী দশাচক্র অঙ্কিত ও প্রকাশিত হইল। জন্মনক্ষত্রের যত দণ্ডপল ভুক্ত হইবার পর জাতক ভূমিষ্ঠ হইবে, জন্মদশায় চক্রলিখিত ভোগপরিমাণ হইতে তত পরিমিত দশাকালে অন্তর করিয়া লইলেই সূক্ষ্মরূপে দশা নির্ণয় হইবে।

নাক্ষক্ষিকী দশাচক্র

১ অশ্বিনী	২ ভরণী	৩ কৃত্তিকা	৪ রোহিণী
শু ১০।৬	শু ৫।৩	র ৬	র ৪
র ১৬।৬	র ১১।৩	চ ২১	চ ১৯
চ ৩১।৬	চ ২৬।৩	ম ২৯	ম ২৭
ম [illegible]৯।৬	ম ৩৪।৩	বু ৪৬	বু ৪৪
বু ৫৬।৬	বু ৫১।৩	শ ৫৬	শ ৫৪
শ ৬৬।৬	শ ৬১।৩	বৃ ৭৫	বৃ ৭৩
বৃ ৮৫।৬	বৃ ৮০।৩	রা ৮৭	রা ৮৫
রা ৯৭।৬	রা ৯২।৩	শু ১০৮	শু ১০৬

৫ মৃগশিরা	৬ আর্দ্রা	৭ পুনর্ব্বসু	৮ পুষ্যা
র ২	চ ১৫	চ ১১।৩	চ ৭।৬
চ ১৭	ম ২৩	ম ১৯।৩	ম ১৫।৬
ম ২৫	বু ৪০	বু ৩৬।৩	বু ৩২।৬
বু ৪২	শ ৫০	শ ৪৬।৩	শ ৪২।৬
শ ৫২	বৃ ৬৯	বৃ ৬৫ ৩	বৃ ৬১।৬
বৃ ৭১	রা ৮১	রা ৭৭।৩	রা ৭৩।৬
রা ৮৬	শু ১২০	শু ৯৮।৩	শু ৯৪।৬
শু ১০৪	র ১০৮	র ১০৪।৩	র ১০০।৬

৯ অশ্লেষা	১০ মঘা	১১ পূর্ব্ব-ফ	১২ উত্তর-ফ
চ ৩।৯	ম ৮	ম ৫।৪	ম ২৮
ম ১১।৯	বু ২৫	বু ২২।৪	বু ১৯।৮
বু ২৮।৯	শ ৩৫	শ ৩২।৪	শ ২৯।৮
শ ৩৮।৯	বৃ ৫৪	বৃ ৫১।৪	বৃ ৪৮।৮
বৃ ৫৭।৯	রা ৬৬	রা ৬৩।৪	রা ৬[illegible]।৮
রা ৬৯।৯	শু ৮৭	শু ৮[illegible]।৪	শু ৮১।৮
শু ৯০।৯	র ৯৩	র ৯০।৪	র ৮৭।৮
র ৯৬।৯	চ ১০০।৮	চ ১০৫।৪	চ ১০২।৮

১৩ হস্তা	১৪ চিত্রা	১৫ স্বাতী	১৬ বিশাখা
বু ১৭	বু ১২।৯	বু ৮।৬	বু ৪।৩
শ ২৭	শ ২২।৯	শ ১৮।৬	শ ১৪।৩
বৃ ৪৬	বৃ ৪১।৯	বৃ ৩৭।৬	বৃ ৩৩।৩
রা ৫৮	রা ৫৩।৯	রা ৪৯।৬	রা ৪৫।৩
শু ৭৯	শু ৭৪।৯	শু ৭০।৬	শু ৭২।৩
র ৮৫	র ৮০।৯	র ৭৬।৬	র ৭২।৩
চ ১০০	চ ৯৫।৯	চ ৯১ ৬	চ ৮৭।৩
ম ১০৮	ম ১০৩।৯	ম ৯৯।৬	ম ৯৫।৩

১৭ অনুরাধা	১৮ জ্যেষ্ঠা	১৯ মূলা	২০ পূর্বাষাঢ়া
শ ১০	শ ৬ ৮	শ ৩।৪	বৃ ১৯
বৃ ২৯	বৃ ২৫।৮	বৃ ২২.৪	রা ৩১
রা ১৪	রা ৩৭ ৮	রা ৩৪।৪	শু ৫২
শু ৬২	শু ৫৮।৮	শু ৫৫।৪	র ৫৮
র ৬৮	র ৬৪।৮	র ৬১।৪	চ ৭৩
চ ৮৩	চ ৭৯।৮	চ ৭৬।৮	ম ৮১
ম ৯১	ম ৮৭।৮	ম ৮৪।৪	বু ৯৮
বু ১০৮	বু ১০৪।৮	বু ১০১।৪	শ ১০৮

২১ উত্তরাষাঢ়া	২২ শ্রবণা	২৩ ধনিষ্ঠা	২৪ শতভিষা
বৃ ১৪।৩	বৃ ৭।১।১৫	রা ১২	রা ৮
রা ২৬।৭	রা ১৯।১.১৫	শু ৩৩	শু ২৯
শু ৪৭।৩	শু ৪০।১।১৫	র ৩৯	র ২৯
র ৫৩।৩	র ৪৬।১।১৪	চ ৫৪	চ ৫০
চ ৬৮।৩	চ ৬১।১।১৫	ম ৬১	ম ৫৮
ম ৭৬ ৩	ম ১৯।১।১৫	বু ৭৯	বু ৭৫
বু ৯৩।৩	বু ৮৯।১.১৫	শ ৭৯	শ ৮৫
শ ১০৩।৩	শ ৯৬।১।১৫	বৃ ১০০	বৃ ১০৪

২৫ পূর্ব্ব-ভা	২৬ উত্তর-ভা	২৭ রেবতী
রা ৪	শু ২১	শু ১৫।৯
শু ২৫	র ২৭	র ২১।৯
র ৩১	চ ৪৩	চ ২০
চ ৪৬	ম ৫০	ম ২৪।৯
ম ৫৪	বু ৭৭	বু ৬১।৯
বু ৭১	শ ৭৭	শ ৭১।৯
শ ৮১	বৃ ৯৮	বৃ ৯০।০
বৃ ১০০	রা ১০৮	রা ১০২।৯

জন্মনক্ষত্রের যত দণ্ডপল অতীত হইলে জাতকের জন্ম হইবে, জন্মদশার লিখিত পরিমাণ হইতে তত পরিমিত কাল অন্তরিত করিলে উল্লিখিত দশাগত বয়ঃক্রমের যেরূপ তারতম্য ঘটে, তাহা সাধন করিয়া লইবে।

নিত্যদশা।

গর্গ প্রভৃতি মহামতি মহর্ষিগণ যে অতি সামান্য সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বনে জাতকের নিত্যদশা অর্থাৎ প্রতিদিনের সাধারণ শুভাশুভ ফল গণনা করিতেন, শিক্ষার্থী পাঠকবৃন্দের বিনোদনের জন্য নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল।

যে দিবসের দশা গণনা করিবে, সেই দিবসের তিথির অঙ্ক, বারের অঙ্ক ও নক্ষত্রের অঙ্ক এবং যাহার দশা গণনা করিবে, তাহার জন্মনক্ষত্রের অঙ্ক, এই চারি অঙ্কের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার ১এ রবি, ২এ চন্দ্র, ৩এ মঙ্গল, ৪এ বুধ, ৫এ শনি, ৬এ বৃহস্পতি, ৭এ রাহু এবং ৮ বা ০ সংখ্যায় শুক্রের দশা বলিয়া জানিবে।

রবির দশা হইলে সেই দিন বিত্তনাশ, চন্দ্রের হইলে ধর্ম্ম ও অর্থলাভ, এইরূপে মঙ্গলের অস্ত্রাঘাত, বুধের সম্পদ, শনির মন্দবুদ্ধি, বৃহস্পতির সম্পত্তি, রাহুর বন্ধন ও শুক্রের সর্ব্বসুখ দশাফল, ইহা নিশ্চিত জানিবে।

(প্রকারান্তরে)

জন্মনক্ষত্রের অঙ্ককে ৪ দিয়া গুণিত করিয়া, ঐ গুণফলের সহিত ইষ্ট দিবসের বার ও তিথির অঙ্ক যোগ করিবে, যোগফলের অঙ্ককে '৯' দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে রবি, যদি ২ থাকে, তবে চন্দ্র। এইরূপে

৩এ মঙ্গল, ৪এ রাহু, ৫এ বৃহস্পতি, ৬এ শনি, ৭এ বুধ, ৮এ কেতু, ৯ বা ০ সংখ্যায় ঐ দিবসের শুক্র দশাধিপতি জানিবে।

রবির দশায় শোক অথবা ক্লেশ, চন্দ্রের দশায় শৌর্য্য ও মনোরথসিদ্ধি, মঙ্গলের অস্ত্রাগ্নিভয়, রাহুর অর্থক্ষয়, বৃহস্পতির সৌভাগ্য, শনির ধনক্ষয়, বুধের পুণ্যক্রিয়া, কেতুর কার্য্যনাশ এবং শুক্রের দশায় শৌর্য্যলাভ ও পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

এই গণনায় যে দিনে যতক্ষণ তিথি থাকে, দশাফলও ততক্ষণ থাকে; তিথির ক্ষয় হইলে দশাফলেরও ক্ষয় হয়।

ডিম্বচক্র

জন্মকালে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত থাকেন, সেই নক্ষত্রমাত্র অবলম্বন করিয়া যে প্রক্রিয়া দ্বারা জাতকের পরমায়ু ও চরিত্রাদির স্থূল বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাকে "ডিম্বচক্র" কহে। ডিম্বচক্রের নির্ম্মাণ ও গণনাপ্রথা নিম্নে প্রকটিত হইল:—

প্রথমে একটি মানবাকার মূর্ত্তি অঙ্কিত কর। জন্মসময়ে যে নক্ষত্রে রবি অবস্থিত ছিলেন, সেই নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তির মস্তকে ৩, মুখে ৩, স্কন্ধে ১, বাহুতে ২, হস্তে ২, বক্ষে ৬, নাভিতে ১, গুহ্যে ১, জানুতে ৪ ও পদতলে ৪, পর পর নক্ষত্র স্থাপিত কর। যদি কোন জাতকের জন্মকালে অশ্বিনী নক্ষত্রে রবি থাকে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত জাতকমূর্ত্তির অঙ্গগত নক্ষত্র অবলোকন কর।

মস্তকে ১।২।৩

মুখে ৪।৫।৬

বামস্কন্ধে ৮

দক্ষিণস্কন্ধে ৭

বামবাহুতে ১০

দক্ষিণবাহুতে ৯

বামহস্তে ১২

দক্ষিণহস্তে ১১

নাভিতে ১৮

হৃদয়ে ১৩ হইতে ১৭

গুহ্যে ১৯

দক্ষিণজানুতে ২০।২১

বামজানুতে ২২।২৩

দক্ষিণপদে ২৪।২৫

বামপদে ২৬।২৭

এক্ষণে জাতকের জন্মনক্ষত্র অর্থাৎ যে নক্ষত্রে জন্মসময়ে চন্দ্র অবস্থিত ছিলেন, তাহা কোন্ অঙ্গে পতিত হইল, দেখ। যে অঙ্গে উক্ত নক্ষত্র পতিত দেখিবে, জাতক সেই অঙ্গ-নির্দ্দিষ্ট * পরমায়ু ও চরিত্রাদি নিশ্চয় প্রাপ্ত হইবে। অঙ্গনির্দ্দিষ্ট ফল যথা—

অথ জাতচক্রম্

যস্মিন্নৃক্ষে বসেদ্ভানুস্তদাদি ত্রীণি মস্তকে।
মুখে ত্রীণি তথা দ্বে দ্বে স্কন্ধয়োর্ভুজয়োরুভে ॥
দ্বে হস্তয়োঃ পঞ্চ হৃদি নাভাবেকং তথা গুদে।
তথা জানুযুগে দ্বে দ্বে পাদয়োর্জলধিং ন্যসেৎ। ১

অস্য ফলম্

চরণর্ক্ষেষু যো জাতঃ সোঽল্পায়ুর্ভবতি প্রিয়ে।
জানুনোর্ভ্রমণাসক্তো গুহ্যে স্যাৎ পারদারিকঃ ॥
নাভৌ স্বল্পধনো দেবি, হৃদয়ে স্যান্মহাধনী।
পাণ্যোর্জাতো ভবেচ্চৌরো ভুজয়োর্দুঃখভাজনঃ।
মূর্দ্ধ্নি রাজা ভবেদ্দেবি, বালানাং জন্মতঃ ক্রমাৎ। ২

অর্থাৎ চরণে জন্মনক্ষত্রে অল্পায়ু, জানুতে ভ্রমণকারী, গুহ্যে পারদারিক, নাভিতে অল্পধনী, হৃদয়ে অতিশয় ধনবান্, হস্তে চোর, বাহুতে দুঃখী, স্কন্ধে ভোগবান্, মুখে ধার্ম্মিক এবং মস্তকে রাজা হইয়া থাকে।

মুখে শীর্ষে শতং বর্ষং নবতিঃ স্কন্ধয়োর্দ্বয়োঃ।
পঞ্চাশীতের্হৃদি প্রোক্তো হস্তয়োঃ সপ্ততিঃ ক্রমাৎ ॥
বাহ্বোঃ ষট্‌ষষ্টিবর্ষাণি গুহ্যে ষট্‌ষষ্টিকা ক্রমাৎ।
পঞ্চাশৎ জানুনোঃ পাদে নির্ধনশ্চাল্পজীবনঃ ॥ ৩

জন্মনক্ষত্র জাতচক্রের মস্তকে ও মুখে দৃষ্ট হইলে ১০০ বৎসর, স্কন্ধে দৃষ্ট হইলে ৯০, হৃদয়ে ৮৫, হস্তে ৭০, বাহু ও গুহ্যে ৬৬ এবং জানুতে ৫০ বৎসর আয়ু জানিতে হয়।

মস্তক। † ১০০। নানারত্ন-ছত্র-বস্ত্র-রাজভোগসমন্বিত।
মুখ। ১০০। বক্তা, ভোক্তা, দিব্যকান্তি, সুপ্রকৃতি, স্মেরানন।

---

* লগ্নগত গ্রহগণের বলাবলানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট ফলের তারতম্য হইবে।

† অঙ্গের পার্শ্বস্থ সংখ্যা—নির্দ্দিষ্ট পরমায়ু।

স্কন্ধ। ৯০। কীর্ত্তি-বীর্য্য-প্রভাযুক্ত, উদার, বংশ-ভূষণ।
বাহু। ৬৬। শূর, ক্রূর, দূরবাসী, যশস্বী, মদগর্ব্বিত।
হস্ত। ৭০। কৃপণ, অস্থিরবাদী, অসদ্‌গুণসমাবৃত।
বক্ষঃ। ৮৫। স্ত্রী-রত্ন-কীর্ত্তি-সংযুক্ত, রাজমান্য, সুশাস্ত্রবিৎ।
নাভি। ৭০। শান্তি-নীতি-ক্ষমা-প্রিয়, উদার, ধর্ম্মজীবন।
গুহ্য। ৬৬। কন্দর্পকান্তি, সুকীর্ত্তি, সৎক্রিয়, সঙ্গীতপ্রিয়।
জানু। ৫০। উৎসাহী, প্রবাসী, ধূর্ত্ত, মিথ্যাভাষী, শ্যামদেহ।
পদ। ০ * কৃষক, পরসেবক, অল্পধর্ম্মপরায়ণ।

নারীজাতির শুভাশুভ ফল নিরূপণ করিতে হইলে প্রাগুক্ত ডিম্বচক্রে বিভিন্ন অঙ্কপাত করিয়া ফল অবগত হইতে হয়; যথা—

একটি নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া উক্তরূপে রবিভোগ্য নক্ষত্র হইতে তাহার মস্তকভাগে ৩ তিন, মুখমণ্ডলে ৭ সাত, প্রত্যেক স্তনে ৪।৪ চারি চারি ৮ আট, বক্ষঃস্থলে ৩ তিন, নাভিতে ৩ তিন এবং গুহ্যদেশে ৩ তিন নক্ষত্র-বিন্যাস করিবে। এইরূপে নক্ষত্রবিন্যাস করিয়া পরে পূর্ব্বমত চন্দ্রভোগ্য নক্ষত্রের অবস্থিতিস্থান দৃষ্টে ফলাফল অবগত হইবে। ফল যথা—

মস্তক। সন্তাপিতা, শান্তিহরা, অস্থিরধনসংযুতা।
মুখ। মধুরান্নাদিসেবিনী—নানাসৌখ্যসমন্বিতা।
স্তন। পতিপ্রিয়া, প্রিয়ংবদা, পতিপ্রেমবিবর্দ্ধিনী।
বক্ষঃ। প্রমোদানন্দসন্দোহা, স্থিরভাগ্যা, সুহাসিনী।
নাভি। চঞ্চলা, ক্রোধনা, সাধ্যা, সুভগা, ভাগ্যদায়িনী।
গুহ্য। কামাতুরা, বিপ্রলব্ধা, বহুপ্রেমবিলাসিনী।

বামাকোষ্ঠী অথবা স্ত্রীজাতক

যেমন জন্মলগ্ন হইতে গণনা করিয়া, তন্বাদি দ্বাদশ ভাবগত গ্রহগণের অবস্থান দৃষ্টে পুরুষের শুভাশুভ জানিতে হয়, সেইরূপ বামাদিগের জন্মলগ্ন ও জন্মরাশি হইতে গণনা করিতে হয়। †

লগ্ন ও রাশিগত গ্রহ দ্বারা স্ত্রীজাতির শারীরিক শুভাশুভ, লগ্ন ও রাশি হইতে সপ্তম দৃষ্টে পতির বৈভবাদি, পঞ্চম স্থান হইতে সন্তানের শুভাশুভ এবং অষ্টম স্থানে বৈধব্যাদি বিষয় নির্দ্ধারিত হয়।

---

* '০' শূন্যচিহ্ন অল্পায়ুজ্ঞাপক।

† যজ্জন্মকালাদ্‌গদিতং নরাণাং হোরাপ্রবীণৈঃ ফলমেতদেব। স্ত্রীণাং প্রকল্প্যং খলু বেদযোগ্যং, লগ্নেন্দুতস্তৎ পরিবেদিতব্যম্‌॥

লগ্ন ও চন্দ্র সমরাশি হইলে অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন—ইহার এক রাশিতে নারীর জন্ম হইলে এবং উহার কোন এক রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত হইলে, সেই নারী যার-পর-নাই শান্তস্বভাবা হয়। যদি ঐ লগ্নে ও চন্দ্রে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সেই নারী বহুভূষণা ও চারুশীলা হইবে।

যদি লগ্ন ও চন্দ্র বিষম * রাশি হয়, তাহা হইলে সেই নারী পুরুষের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্টা ও কুৎসিৎরূপা হইয়া থাকে। ঐ লগ্ন ও চন্দ্র পাপগ্রহযুক্ত অথবা পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে নারী গুণহীনা ও কুশীলা হইবে।

লগ্ন ও চন্দ্র (রাশি) এতদুভয়ের মধ্যে যে বলবান্ হইবে, সে যেরূপ গ্রহের ক্ষেত্র হইয়া যেরূপ গ্রহে ত্রিংশাংশ † গত হয়, তদনুরূপ নারী ফলভাগিনী হইয়া থাকে। যেরূপে ক্ষেত্র ও ত্রিংশাংশভেদে নারীজীবনের ফলভেদ হয়, নিম্নে যথাক্রমে তাহা বর্ণিত হইল ঃ—

মঙ্গলের ক্ষেত্র

শুক্রের ত্রিংশাংশ—	নিন্দনীয়া।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	দুষ্টপ্রকৃতি।
বুধের ত্রিংশাংশ—	মায়াবিনী।
শনির ত্রিংশাংশ—	দাসী।

বুধের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাং—	কপটচারিণী।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	কামাতুরা।
বুধের ত্রিংশাংশ—	গুণবতী।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ—	ক্লীবের ভার্য্যা।

বৃহস্পতির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	গুণবতী।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	যশস্বিনী।
চন্দ্রের ত্রিংশাংশ—	বিভবশালিনী।

---

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদে—"বিষমাদি সংজ্ঞা" দেখ।

† পরিভাষা পরিচ্ছেদে—"ষড়্ বর্গ বিবরণ" দেখ।

শুক্রের ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ—	স্বল্পসুরতা।

শুক্রের ক্ষেত্র

বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	গুণবতী।
মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	অতি দুষ্টা।
বুধের ত্রিংশাংশ—	কলাবিদ্যা (সঙ্গীত, চিত্রাদি) নিপুণা।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	অতিশয় চঞ্চলা।
শনির ত্রিংশাংশ—	পুনর্ভূ (দুইবার বিবাহিতা)

শনির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	দাসীবৃত্তি।
বুধের ত্রিংশাংশ—	খলস্বভাবা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	পতিপরায়ণা।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	বন্ধ্যা।
শনির ত্রিংশাংশ—	নীচানুরক্তা।

রবির ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	ম্লেচ্ছসঙ্গতা (নীচগামিনী)।
বুধের ত্রিংশাংশ—	দুষ্টাশয়া।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	রাজপত্নী।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	পুংশ্চলী (বেশ্যা)।
শনির ত্রিংশাংশ—	পুরুষের ন্যায় প্রগল্‌ভা।

চন্দ্রের ক্ষেত্র

মঙ্গলের ত্রিংশাংশ—	স্বেচ্ছাচারিণী।
বুধের ত্রিংশাংশ—	শিল্পকুশলা।
বৃহস্পতির ত্রিংশাংশ—	সদ্‌গুণা।
শুক্রের ত্রিংশাংশ—	সাধ্বী।
শনির ত্রিংশাংশ—	প্রিয় ব্যক্তির প্রাণঘাতিনী।

যদি জন্মলগ্ন শুক্রের গৃহ হয় এবং উহাতে শুক্র, শনি এই দুই গ্রহ কুম্ভের নবাংশে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে নারী পরমরূপবতী, পরুষভাবা ও ভয়বিহীনা হয়। শুক্র ও শনি যদি পরস্পরে নবাংশস্থিত হইয়া পরস্পর কর্ত্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত থাকে, তাহা হইলেও অভেদফল জানিবে।

জন্মলগ্নে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে, নারী রূপবতী ও কলাবিদ্যানিপুণা হয়; শুক্র বা বুধ থাকিলে মনোহররূপা ও ভাগ্যবতী হয়; শুভগ্রহ থাকিলে শুভফল এবং অশুভ গ্রহ থাকিলে অশুভ ফল নিশ্চয় করিবে।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থানে যদি কোন গ্রহের অবস্থান না থাকে অথবা কোন গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত না হয়, সেই নারীর পতি কাপুরুষ হয়।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে সপ্তম স্থান চররাশি হইলে পতি প্রবাসী হয়। স্থিররাশি হইলে স্বদেশবাসী এবং দ্ব্যাত্মকরাশি হইলে পতি স্বদেশে ও বিদেশে অবস্থান করে। ঐ সপ্তম স্থান বুধ বা শনির ক্ষেত্র হইলে, সে নারীর পতি ক্লীব নিশ্চয় করিবে।

সপ্তম স্থানে—রবি থাকিলে নারী পতিবিরহিতা, মঙ্গল থাকিলে বালবিধবা, পাপগ্রহ থাকিলে ভর্ত্তৃবিহীনা, শুভগ্রহের দৃষ্টিবর্জ্জিত দুর্ব্বল পাপগ্রহযুক্ত থাকিলে গুণহীনা, পাপ ও শুভগ্রহযুক্ত থাকিলে পুনর্ভূ (দ্বিবিবাহিতা) এবং পাপযুক্ত বা পাপদৃষ্ট শনি থাকিলে নারী যৌবনে জরাগ্রস্তা হইয়া থাকে।

সপ্তম স্থানে—চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল ও শুক্র থাকিলে নারী পতিব্রতা ও পতির একান্ত আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হয়।

শুভ গ্রহের নবাংশে শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকিলে শুভ ফল, আর পাপগ্রহের নবাংশে পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে।

লগ্নস্থিত শুক্র ও চন্দ্র যদি শনি অথবা মঙ্গলের গৃহে পাপদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে নারী কুলটা হইবে; আর সপ্তম স্থানে মঙ্গলের নবাংশে শনির দৃষ্টি থাকিলে, সে নারী বিনষ্টযোনি অর্থাৎ গুহ্যাংশে অনিষ্টগ্রস্তা হয়।

সপ্তম স্থানে—রবির ক্ষেত্র ও রবির নবাংশ হইলে পতি কার্য্যক্ষম, চন্দ্রের ক্ষেত্র ও চন্দ্রের নবাংশ হইলে কামাতুর ও মৃদু; মঙ্গলের ক্ষেত্র ও মঙ্গলের নবাংশ হইলে স্ত্রীপ্রিয় ও ক্রোধী; বুধের ক্ষেত্র ও বুধের নবাংশ হইলে বিদ্বান্; বৃহস্পতির ক্ষেত্র ও বৃহস্পতির নবাংশ হইলে জিতেন্দ্রিয় ও গুণবান্; শুক্রের ক্ষেত্র ও শুক্রের নবাংশ হইলে ভোগান্বিত এবং শনির নবাংশ হইলে মূর্খ হইবে।

লগ্ন ও রাশি হইতে অষ্টম স্থানে যদি কোন পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সে নারী বিধবা হয়। ঐ অষ্টম স্থানের অধিপতি গ্রহ যে গ্রহের

নবাংশভুক্ত থাকিবে, সেই গ্রহের দশাকালে নারীর মৃত্যু হয়। যদি ইহাতে দ্বিতীয় স্থানে শুভগ্রহ থাকে, তাহা হইলে নিশ্চিত মৃত্যু ঘটিবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে দুইটি পাপগ্রহের মধ্যবর্ত্তী হইয়া চন্দ্র অবস্থিত থাকিলে অগ্নিদাহে অথবা শস্ত্রাঘাতে নারীর মৃত্যু ঘটে। সপ্তম স্থানে পাপগ্রহ থাকিলে যদি নবম স্থানে অন্য কোন গ্রহের অবস্থিতি থাকে, তাহা হইলে নারী গৃহধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃতা হয়।

জন্মলগ্ন হইতে সপ্তম স্থানে দুইটি পাপগ্রহ থাকিলে, নারী কামাতুরা ও কুলনাশিনী এবং তিনটি পাপগ্রহ থাকিলে বেশ্যা ও স্বামিঘাতিনী হয়। সপ্তম স্থানে শুভগ্রহ থাকিলে নারী বরাঙ্গনা অর্থাৎ রমণীশ্রেষ্ঠা হয়। সপ্তম স্থানে তিনটি শুভগ্রহ থাকিলে সে নারী রাজমহিষী হইবে।

পুত্রস্থানে যদি শুভগ্রহের অবস্থান ও শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সে নারীর অনেক সন্তান হয়। যদি কন্যা, বৃশ্চিক, বৃষ বা সিংহ রাশিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সে নারীর অল্প সন্তান হইবে।

বৃহস্পতি যদি লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, নবমে অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী ঐশ্বর্য্যশালিনী, সুখভাগিনী, পুত্রবতী, গুণবতী ও সাধ্বী হয়। এরূপে বৃহস্পতি থাকিলে সপ্তম বা অষ্টমের পাপগ্রহ কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারে না।

শুক্র যদি লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে, নবমে অথবা দশমে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সেই নারী নির্ম্মলমূর্ত্তি, স্নিগ্ধদৃষ্টি ও চারুশীলা হয় এবং পিতৃকুলের ও স্বামিকুলের সম্পত্তি হইতে কীর্ত্তিমতী হইয়া পতিসুখ-বিবর্দ্ধিনী ও আনন্দস্বরূপা হইয়া থাকে।

দম্পতি-বিবেক

অথবা

বরকন্যার কোষ্ঠীবিচার

বিবাহজনিত সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য মনুষ্যের আজীবন ভোগ হইয়া থাকে; বিবাহের পূর্ব্বে এইজন্যই বর ও কন্যার জন্মপত্রিকার সামঞ্জস্য-সাধন করিতে হয়। যেরূপে বর্ণ, গণ ও রাশি প্রভৃতি সম্মিলন-গণনা দ্বারা দম্পতি-মিলন করিতে হয়; সংক্ষেপে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।—

বর্ণ।—বর্ণ চারি প্রকার;—বিপ্রবর্ণ, ক্ষত্রিয়বর্ণ, বৈশ্যবর্ণ ও শূদ্রবর্ণ। রাশিভেদে বর্ণভেদ হয়, যথা—

বিপ্রবর্ণ।—জন্মরাশি 'কর্কট,' 'বৃশ্চিক' বা 'মীন' হইলে জাতকের বিপ্রবর্ণ হয়।

ক্ষত্রিয়বর্ণ।—জন্মরাশি 'মেষ', 'সিংহ' বা 'ধনু' হইলে জাতকের ক্ষত্রিয়বর্ণ হয়।

বৈশ্যবর্ণ।—জন্মরাশি 'বৃষ', 'কন্যা' বা 'মকর' হইলে জাতকের বৈশ্যবর্ণ হয়।

শূদ্রবর্ণ।—'মিথুন', 'তুলা' বা 'কুম্ভ' জন্মরাশি হইলে জাতকের শূদ্রবর্ণ হয়। দম্পতি-মিলন—বর 'বিপ্রবর্ণ' হইলে কন্যা যে-কোন বর্ণ; বর 'ক্ষত্রিয়বর্ণ' হইলে কন্যা 'ক্ষত্রিয়বর্ণ', 'বৈশ্য' বা 'শূদ্রবর্ণ'; বা 'বৈশ্যবর্ণ' হইলে কন্যা 'বৈশ্য' বা 'শূদ্রবর্ণ' বা এবং বর 'শূদ্রবর্ণ' হইলে কন্যা 'শূদ্রবর্ণ'। ফলতঃ বরের বর্ণ হইতে কন্যার বর্ণ কুত্রাপি যেন শ্রেষ্ঠ না হয়।

গণ।—গণ তিন প্রকার;—দেবগণ, নরগণ ও রাক্ষসগণ। নক্ষত্রভেদে গণভেদ হয়; যথা—

দেবগণ।—জন্মনক্ষত্র অশ্বিনী, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা, স্বাতী, অনুরাধা, শ্রবণা বা রেবতী হইলে জাতকের দেবগণ হয়।

নরগণ।—জন্মনক্ষত্র ভরণী, রোহিণী, আর্দ্রা, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ হইলে জাতকের নরগণ হয়।

রাক্ষসগণ।—জন্মনক্ষত্র কৃত্তিকা, অশ্লেষা, মঘা, চিত্রা, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, ধনিষ্ঠা বা শতভিষা হইলে জাতকের রাক্ষসগণ হয়।

দম্পতি-মিলন—বরকন্যার সমান গণ হইলে অর্থাৎ দেবে দেব, নরে নর ও রাক্ষসে রাক্ষস মিলিলে উত্তম মিল হয়। একের দেবগণ ও অপরের নরগণ হইলে তাহাকে মধ্যম মিলন কহে এবং একের দেবগণ ও অপরের রাক্ষসগণ হইলে তাহা অধম মিলন বলিয়া জানিবে। নর ও রাক্ষসে কদাপি মিলন হয় না; প্রত্যুত এরূপ যোগে উভয়েরই নিধন হইয়া থাকে।

নাড়ীনক্ষত্র।—নাড়ীনক্ষত্র ছয়টি;—জন্ম, কর্ম্ম, সাংঘাতিক, সমুদয়, বিনাশ ও মানস। জন্মনক্ষত্রকে জন্মনাড়ী, জন্মনক্ষত্র হইতে গণনায় দশম নক্ষত্রকে কর্ম্ম-নাড়ী, এইরূপ ষোড়শ, অষ্টাদশ, ত্রয়োবিংশ, পঞ্চবিংশ নক্ষত্রকে যথাক্রমে সাংঘাতিকনাড়ী, বিনাশনাড়ী ও মানসনাড়ী কহে।* বর-কন্যার মধ্যে একের জন্মনক্ষত্র অপরের নাড়ীনক্ষত্র হইলে তাহাতে নাড়ীবেধ হয়। নাড়ীবেধে দম্পতিমিলন নিধনের কারণ জানিবে; কিন্তু

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদে "ষণ্নাড়ীচক্র" দেখ।

রাজযোটক হইলে নাড়ীবেধ দূষণীয় হয় না। [রাজযোটকের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।]

নবতারা।—জাতকের জন্মনক্ষত্র হইতে ত্রিরাবৃত্তিক্রমে সপ্তবিংশতি নক্ষত্র ক্রমান্বয়ে জন্ম, সম্পদ্, বিপদ, ক্ষেম, প্রত্যরি, সাধক, বধ, মিত্র ও অতিমিত্র, এই নয় সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাকে নবতারা কহে; জন্ম, বিপদ, প্রত্যরি ও বধ—এই চারিটি অশুভ তারা ও অবশিষ্ট পাঁচটি শুভ। * শুভ তারায় দম্পতি-মিলন হইলে তারাবল এবং অশুভ তারায় হইলে তারাশুদ্ধি জানিবে। রাজযোটকে অশুভ তারা দূষণীয় হয় না।

রাশি।—বর-কন্যার জন্মরাশি মিলনভেদে রাজযোটক, ষড়ষ্টক, দ্বি-দ্বাদশ ও নবপঞ্চম প্রভৃতি বিভিন্ন মেলককে বিভিন্ন ফলের উৎপাদন করিয়া থাকে। ষড়ষ্টক ও দ্বি-দ্বাদশ মেলক আবার প্রকারভেদে দ্বিবিধ;—অরি-দ্বিদ্বাদশ ও মিত্র-দ্বিদ্বাদশ এবং অরি-ষড়ষ্টক ও মিত্র-ষড়ষ্টক। প্রত্যেক মেলকের বিবরণ যথা—

রাজযোটক।—বর-কন্যার একরাশি † বা সম-সপ্তম, চতুর্থ-দশম অথবা তৃতীয়-একাদশ হইলে তাহাকে রাজযোটক কহে। এক রাশি অর্থাৎ বরের যে রাশি কন্যারও সেই রাশি হইলে (যেমন বরের জন্মরাশি মেষ, কন্যারও জন্মরাশি মেষ, 'বরের বৃষ, কন্যারও বৃষ ইত্যাদি), সম-সপ্তম অর্থাৎ বরের রাশি হইতে গণনায় সপ্তম, এরূপ কোন সমরাশি (মেষ বিষম, বৃষ সম ইত্যাদি—বিষমারি সংজ্ঞা—সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ দেখ) যেমন বরের যদি বৃষ রাশি হয় এবং বৃষ হইতে গণনায় সপ্তম বৃশ্চিক এই রাশি যদি কন্যার রাশি হয় ইত্যাদি। চতুর্থ-দশম—অর্থাৎ বর ও কন্যা উভয়ের রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর চতুর্থ-দশম (যেমন মেষের সহিত কর্কট ও মকর, বৃষের সহিত সিংহ ও কুম্ভ ইত্যাদি)। তৃতীয়-একাদশ ঐরূপ—(যেমন মেষের সহিত মিথুন ও কুম্ভ, বৃষের সহিত কর্কট ও মীন) ইত্যাদি। রাজযোটক দম্পতি-মেলকের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন। এই যোগ থাকিলে গ্রহ-বিপাক, গণবর্ণাদি দোষ, তারাশুদ্ধি ও নাড়ীবেধাদি কোন দোষই হয় না।

ষড়ষ্টক।—দম্পতির জন্মরাশি আপেক্ষিক গণনায় ষষ্ঠ আর অষ্টম হইলে তাহাকে ষড়ষ্টক মেলক বলে; যেমন মেষের সহিত কন্যা ও বৃশ্চিক, বৃষের সহিত তুলা ও ধনু ইত্যাদি। ষড়ষ্টক অরি ও মিত্রভেদে দ্বিবিধ; যথা—

---

* সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—"নবতারা চক্র" দেখ।

† যদি এক রাশি হইয়া নক্ষত্রও এক হয় তাহা হইলে অতীব শুভ জানিবে।

অরি-ষড়ষ্টক।—দম্পতির রাশি মেষ ও কন্যা, বৃষ ও ধনু, মিথুন ও বৃশ্চিক, কর্কট ও কুম্ভ, সিংহ ও মকর এবং তুলা ও মীন, ইহার কোন দুইটি হইলে, তাহাতে অরি-ষড়ষ্টক হয়। অরি-ষড়ষ্টকে বিবাহে মৃত্যুফল হয়।

মিত্র-ষড়ষ্টক।—দম্পতির রাশি মেষ ও বৃশ্চিক, বৃষ ও তুলা, মিথুন ও মকর, কর্কট ও ধনু, সিংহ ও মীন, কন্যা ও কুম্ভ, ইহার কোন দুইটি হইলে তাহাতে মিত্র-ষড়ষ্টক হয়। ইহাতে বিবাহে কলহাদি ফল হয়। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি ষষ্ঠ এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি অষ্টম হইলেও মিত্রষড়ষ্টকে বিবাহ কদাপি বিধেয় নহে।

দ্বি-দ্বাদশ।—আপেক্ষিক গণনায় দম্পতির রাশি দ্বিতীয় ও দ্বাদশ হইলে দ্বি-দ্বাদশ মেলক কহে; যেমন, বৃষের সহিত মিথুন ও মেষ ইত্যাদি। অরি ও মিত্রভেদে দ্বি-দ্বাদশ দুই প্রকার যথা—

অরি-দ্বি-দ্বাদশ:—মেষ ও বৃষ, মিথুন ও কর্কট, সিংহ ও কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক, ধনু ও মকর, কুম্ভ ও মীন, ইহার কোন দুইটি দম্পতির রাশি হইলে, তাহাতে অরি-দ্বি-দ্বাদশ হয়। অরি-দ্বি-দ্বাদশে বিবাহে মৃত্যু ও ধনহানি ফল হয়।

মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ।—মেষ ও মীন, বৃষ ও মিথুন, কর্কট ও সিংহ, কন্যা ও তুলা, বৃশ্চিক ও কুম্ভ ইহার কোন দুইটি দম্পতির রাশি হইলে মিত্র-দ্বি-দ্বাদশ হয়। মিত্র-দ্বি-দ্বাদশে বিবাহে আয়ু ও ধন বৃদ্ধি করে। বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি দ্বিতীয় হইলে বিবাহ কর্ত্তব্য নহে। এরূপ মেলকে আয়ু ও ধনের বৃদ্ধি না হইয়া ক্ষয় হয়।

নব-পঞ্চম।—দম্পতির রাশি আপেক্ষিক গণনায় পরস্পর নবম ও পঞ্চম হইলে তাহাকে নব-পঞ্চম মেলক কহে। গণনায় বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি নবম এবং কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি পঞ্চম হইলে শুভযোগ হয়। শুভযোগের ফল শুভ—ইহাতে প্রীতি, পুত্র ও ভাগ্যলাভ হয়। আর বরের রাশি হইতে কন্যার রাশি পঞ্চম ও কন্যার রাশি হইতে বরের রাশি নবম হইলে অশুভযোগ হয়। অশুভযোগের ফল অশুভ; ইহাতে অনৈক্য, অনপত্য এবং দুর্ভাগ্য ফল হয়। নব-পঞ্চমে মেষের সহিত শুভযোগ ধনু, অশুভযোগ সিংহ—বৃষের সহিত শুভযোগ মকর, অশুভযোগ কন্যা ইত্যাদি।

সাধারণ বিধি।—বরের রাশির অধিপতি গ্রহ যদি কন্যার রাশির অধিপতি হয় অথবা উভয় রাশ্যধিপতি গ্রহের যদি মিত্রতা থাকে কিংবা

যদি বরের রাশি ও কন্যার রাশি পরস্পর বশ্য হয় এবং তারাবল থাকে, তাহা হইলে নাড়ীবেধাদি দোষ সত্ত্বেও অমঙ্গল হয় না। এরূপ স্থলে, দ্বি-দ্বাদশ বা নবম-পঞ্চম মেলকেও বিবাহ বিধি হইতে পারে; কিন্তু কুত্রাপি ষড়ষ্টক মেলকে* বিবাহ কর্ত্তব্য নহে।

বরের জন্মলগ্ন হইতে গণনায় যে গৃহে চন্দ্র অবস্থিত থাকে, কন্যার জন্মলগ্ন হইতে গণনায় সেই গৃহে যদি রবির অধিষ্ঠান হয় এবং উভয়ের রাশ্যধিপতি যদি একই বা মিত্র গ্রহ হয়, তাহা হইলে অন্য কোন বিচার না করিয়াও বিবাহ হইতে পারে এবং এরূপ যোগে দম্পতির সুখসম্মিলন হয়।

জাতকের লগ্ন হইতে দক্ষিণাবর্ত্তে জাতচক্রে সপ্তম রাশির উদিতাংশ পর্য্যন্ত স্থানকে 'উদিতার্দ্ধ' এবং অবশিষ্ট ভাগকে 'অস্তমিতার্দ্ধ' কহে। যদি চন্দ্র উদিতার্দ্ধে সংস্থিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের অল্পবয়সে বিবাহ হয়; আর যদি অস্তমিতার্দ্ধে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে অধিক বয়সে বিবাহ হইবে।

বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার কোষ্ঠীবিচার কর্ত্তব্য। বরকন্যার বর্ণ, গণ, রাশি, নাড়ী ও যোটকাদির সম্মিলন গণনা করিয়া পরে জাতচক্রস্থিত তন্বাদি দ্বাদশভাব, পরস্পরের সুখ, দুঃখ, আয়ু ইত্যাদি জীবনফলও অবগত হইবে। এরূপ সামঞ্জস্য সাধিয়া পূর্ব্বাপর দৃষ্টে দম্পতি-মিলন করিলে, সে দম্পতি সংসারে চিরজীবন সুখে অতিবাহন করিবে, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের বিষয় নাই।

শিক্ষার্থিগণের সহজবোধের জন্য পরপৃষ্ঠায় "দম্পতি-মিলন-চক্র" প্রকাশিত হইল। বরের যে যে রাশির সহিত কন্যার যে যে রাশির শুভ সম্মিলন হয়, চক্রদর্শনে অতি সহজে তাহা বোধগম্য হয়।

* কদাচিৎ ভ্রম বা প্রমাদবশতঃ ষড়ষ্টকাদিনিষিদ্ধ মেলকে যদি বিবাহ ঘটে, তাহা হইলে জ্ঞাত হইবামাত্র নিম্নলিখিতরূপে তাহার শান্তিবিধান করিবে। যদি ষড়ষ্টক ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণকে গো-মিথুন, একটি গাভী ও বলীবর্দ্দ দান করিবে। যদি নব-পঞ্চক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরৌপ্য কাংস্যপাত্র দান করিবে। যদি দ্বি-দ্বাদশ হইয়া থাকে, তাহা হইলে যথাবিধি বিপ্রার্চ্চনা করিয়া সুবর্ণ দান করিবে।

দম্পতি-মিলন-চক্র

কন্যার রাশি

বরের রাশি — রাজযোটক বা সর্ব্বোৎকৃষ্ট মিলন — উত্তম মিলন — মধ্যম মিলন — সাংঘাতিক — মিলন

মেষ— মে, মি, কর্ক, ম, কু. ধ, মী, বি বৃ, সিংহ, ক, তু,
বৃষ— বৃ, কর্ক, সিং, বি, কু. মী. ম, মে, তু, মি, ক, ধ,
মিথুন—মি. সিং, ক, মী, মে, কু, বৃ, ম, কর্ক, তু, বি, ধ,
কর্কট—কর্ক, ক, তু, ম, মে, বৃ. মী, মি, ধ, সিং, বি, কু,
সিংহ—সিং, তু, বি, বৃ. মি, মে. কর্ক, মী, ক, ধ. ম, কু,
কন্যা— ক, বি, ধ. মী. মি, কর্ক, বৃ, সিং, কু. তু, ম. বি,
তুলা— তু, ধ, ম, কর্ক, সিং, মি, ক, বৃ, মে, মে, বি, কু, মী,
বৃশ্চিক—বি, ম. কু, সিং. ক, কর্ক, তু, মে, মি, ধ, মী,
ধনু— ধ, কু, মী. ক. তু. সিং, বি, কর্ক মে, বৃ. মি, ম,
মকর—ম, মী, মে, কর্ক. তু. বি. ক, ধ, মি, বৃ. সিংহ. কু,
কুম্ভ— কু, মে, বৃ, বি. ধ, তু, ম. বি, মি, কর্ক. সিং, মী,
মীন— মী, বৃ, মি, ক, ধ, ম, বি, কু. সিং, মে, কর্ক, তু,

অকালমৃত্যু

রিষ্ট-কোষ্ঠী

পতাকী—গণ্ড—নক্ষত্র—লগ্ন—গ্রহ—দ্রেক্কাণ

জাতক পরিনির্ণীত পরমায়ুর মধ্যবর্ত্তী বয়ঃক্রমবিভাগে যে কোন বর্ষে মৃত্যুগ্রস্ত হইলে তাহাকে "অকাল-মৃত্যু" কহে। জাতচক্রগত যে প্রকৃতি-বিশেষের ফলস্বরূপ জাতক বা তদাত্মীয় জন ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট বর্ষে মৃত্যুযোগ প্রাপ্ত হয়, জ্যোতিঃশাস্ত্রে তাহাকে 'রিষ্ট' ও সাধারণে তাহাকে ফাঁড়া কহে। নিম্নে সহজে সংক্ষেপে এতদ্বিষয় প্রকাশিত হইল।
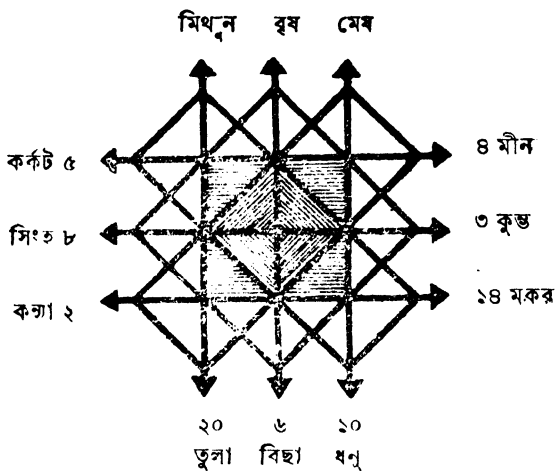
পতাকী-চক্র

পতাকী-চক্রে উপরিলিখিতরূপে দীর্ঘ-প্রস্থে তিন তিনটি করিয়া রেখা টানিয়া সমভাবে সকলের সঙ্গে মিলিত করিবে। তাহাতে পাঁচ, আট, দুই, কুড়ি, ছয়, দশ, চৌদ্দ, তিন ও চারি এই কয় অঙ্ক কর্কট অবধি মীন পর্য্যন্ত প্রদান করিবে। লগ্ন হইতে শুভ দণ্ডে বেধ হইলে জাতকের শুভ ও পাপদণ্ডে বেধ হইলে জাতকের অশুভ হইবে। বেধের নিয়ম ; যথা—মিথুন, মীন ও ধনুর সহিত কর্কটের বেধ ; বৃষ, বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত সিংহের বেধ ইত্যাদিরূপে সকলের বেধ হইবে। যাহার সহিত যে রাশির বেধ হইবে, তাহাতে যত অঙ্ক থাকিবে, একত্র মিলন করিলে যত হইবে, ততদিন বা তত মাস অথবা তত বৎসর পতাকীর রিষ্টকাল জানিবে। যেমন সিংহ-রাশির বৃশ্চিক ও কুম্ভের সহিত বেধ হওয়াতে বৃশ্চিকের অঙ্ক ৬ ও কুম্ভের অঙ্ক ৩ এবং সিংহের অঙ্ক ৮, এই তিনকে একত্র করায় ১৭ হইল। ইহাতে বোধ হইবে যে, ১৭ দিনে বা ১৭ মাসে অথবা ১৭ বৎসরে বালকের পতাকী-রিষ্টি আছে। প্রতি যামার্দ্ধের পরিমাণ চারি দণ্ড ; যামার্দ্ধপতি* যামার্দ্ধের প্রথম দণ্ডের অধিপতি হইয়া থাকে ; পরে ঐ গ্রহের যে অঙ্ক, তদর্দ্ধে দ্বিতীয় দণ্ডাধিপতি হইবে। রবির

* চিরপঞ্জিকা—যামার্দ্ধবিবরণ দেখ।

অঙ্ক ১ বলিয়া রবির পরে রাহু যামার্দ্ধপতি হইবে। অঙ্ক যদি অযুগ্ম অর্থাৎ ১।৩।৫।৭।৯ হয়, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত গ্রহণ করিবে। রাত্রিমান প্রথম দণ্ডাধিপতি হইতে ছয় ছয় গণনায় (যামার্দ্ধপতির ন্যায়) পর পর দণ্ডাধিপতি স্থির থাকিবে।

জন্মকালীন দণ্ডাধিপতি গ্রহ যদি শুভ হন এবং তাঁহার সহিত শুভগ্রহের বেধ থাকে আর লগ্নে ও লগ্নের বেধস্থানে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে জাতকের শুভ হইবে। ইহার বিপরীত হইলে বালকের মৃত্যু হইবে। শুভাশুভ মিলন হইয়া শুভের আধিক্য হইলে ক্লেশে প্রাণধারণ, শুভাশুভ সমান হইলে জীবন-সংশয়, অশুভের আধিক্য হইলে মৃত্যু এবং বুধের দণ্ডে পতাকী বেধ হইলে অবশ্য মৃত্যু জানিবে। কাহারও মতে ৩৯ বৎসর পর্য্যন্তও পতাকীর রিষ্টিকাল থাকে।

গণ্ডরিষ্টি।—গণ্ডযোগ ;—অশ্বিনী, মঘা ও মূলা, এই তিন নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ডকাল এবং রেবতী, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা, এই তিন নক্ষত্রের শেষ তিন দণ্ডকালকে গণ্ডযোগ কহে। গণ্ডযোগে সন্তান জন্মিলে গণ্ডরিষ্ট হয়। ইহা মহা অমঙ্গলকর জানিবে। গণ্ড তিন প্রকার ;—দিবাগণ্ড, নিশাগণ্ড ও সন্ধ্যাগণ্ড। প্রত্যেকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যথা—

দিবাগণ্ড।—মূলা ও জ্যেষ্ঠা এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে দিবাগণ্ড কহে। দিবাগণ্ডে সন্তান জন্মিলে পিতার মৃত্যু হয়। কন্যাসন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। নিশামানে দিবা গণ্ডযোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) দোষপ্রাপ্ত হয় না। নিশাগণ্ড।—অশ্লেষা ও মঘা এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে নিশাগণ্ড বলে। নিশাগণ্ডে জাত সন্তানের মাতার মৃত্যু হয় ; পুত্রসন্তান হইলে গণ্ডদোষ হইবে না। দিবামানে নিশাগণ্ডযোগে জাত সন্তান (পুত্র বা কন্যা হউক) গণ্ডদোষ প্রাপ্ত হয় না।

সন্ধ্যাগণ্ড।—রেবতী ও অশ্বিনী এই দুই নক্ষত্রের গণ্ডকে সন্ধ্যাগণ্ড বলে। সন্ধ্যাগণ্ডে জাত সন্তান স্বয়ং বিনস্ট হইয়া যায়।

গণ্ডরিষ্টশান্তি।—গণ্ডযোগে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, বিশিষ্টচেতা ঋষিগণ সে সন্তানকে পরিত্যাগ করিবার বিধি দিয়াছেন। পিতা এরূপ সন্তানকে ছয়মাসকাল পর্য্যন্ত দেখিবেন না। অতঃপর কুঙ্কুম, চন্দন, কুষ্ঠ (কুড়), গোরোচনা ও ঘৃতযুক্ত চারি কলস জল দ্বারা "সহস্রাক্ষ" মন্ত্রে * উহাকে স্নান করাইবে। দিবাগণ্ড হইলে পিতার সহিত,

* সহস্রাক্ষেণ শতশারদেন শতায়ুষা হবিষমেনং শতং যথেমং শরদো-নয়তীন্দ্রো বিশ্বস্য দুরিতস্য পারং শতজীব শরদো বর্দ্ধমানঃ শতং হেমন্তাং

নিশাগণ্ড হইলে মাতার সহিত এবং সন্ধ্যাগণ্ড হইলে পিতা ও মাতা উভয়ের সহিত সংযুক্ত করাইয়া স্নান করাইবে, কিংবা প্রায়শ্চিত্তার্থ বল্মীকমৃত্তিকা, নদীতীরের মৃত্তিকা, গোশৃঙ্গ মৃত্তিকা ও হস্তিদন্তের মৃত্তিকা তীর্থজলে সংমিশ্রিত করিয়া তাহাতে পঞ্চগব্য * প্রদানপূর্ব্বক উক্ত জলে পিতামাতার সহিত সন্তানকে স্নান করাইবে। তদনন্তর অপ্রমত্ত ও অবহিতভাবে গ্রহদেবতার পূজা করিয়া, ব্রাহ্মণকে ঘৃতপূর্ণ কাংস্যপাত্র, ধেনু (সবৎসা গাভী) ও সুবর্ণ দান করিবে। এইরূপে গণ্ডরিষ্টি প্রশান্ত বা উপশমিত হইবে। পিতৃরিষ্টি।—দশম স্থানে শনি, ষষ্ঠ স্থানে চন্দ্র ও সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে, জাতকের পিতৃরিষ্টি (পিতার মৃত্যু) হয়। চন্দ্র যদি শুভগ্রহদৃষ্ট না হইয়া তিনটি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলেও পিতার মৃত্যু হইবে।

মাতৃরিষ্টি।—কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে (লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম, দশমে এবং নবম, পঞ্চম) যদি বলবান্ পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলে সপ্তাহমধ্যে জাতকের মাতার মৃত্যু হয়। চতুর্থ স্থানে বলবান্ পাপগ্রহ ও তাহার কেন্দ্রস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে মাতার মৃত্যু হয়। যদি চন্দ্র তিনটি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয় ও ষষ্ঠ স্থানে পাপগ্রহ থাকে, তাহা হইলেও মাতার মৃত্যু হয়। পাপযুক্ত শুক্রের চতুর্থ স্থানে পাপগ্রহ স্থিত হইলেও ঐরূপ মাতৃরিষ্টি অর্থাৎ মাতার মৃত্যু হইবে। সূর্য্যরিষ্টি।—যদি কেন্দ্র ও ত্রিকোণে পাপগ্রহ এবং ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশে শুভগ্রহ হয়, তাহা হইলে সূর্য্যোদয়কালে প্রসূত জাতক তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

শতমুপশাণ্ডাং শতমিন্দ্রাগ্না সবিতা বৃহস্পতিঃ শতায়ুষা হবিষেমং পুনর্ন্নঃ। অহোবিষয়স্তাবিদন্তা পুনরাগা পুনর্ন্নবঃ সর্ব্বাঙ্গী সর্ব্বন্তে চক্ষুঃ সর্ব্বামায়ুশ্চ তে বিদং শতমানাশ্চ আয়ুষ্মামঃ শতায়ুর্বৈ পুরুষঃ, শতবীর্য্যঃ শতেন্দ্রিয়ঃ আয়ুষ্য এবৈনং তদ্বীর্য্যমিন্দ্রিয়ে দধাতু ইতি স্নানমন্ত্রঃ। তথা জপপূজাদিকন্তু রাজমার্ত্তণ্ডে উক্তম্। কাংস্যপাত্রং প্রকুর্ব্বীত পলৈঃ ষোড়শভির্বুধঃ। অষ্টাভির্ব্বা চতুর্ভির্ব্বা দ্বাভ্যাং বা শোভনঃ নরঃ। তন্মধ্যে স্থাপিতে শঙ্খে নবনীতপ্রপূরিতে। রাজতং চন্দ্রমভ্যর্চ্য সিতপুষ্পসহস্রকৈঃ। দৈবজ্ঞং সোপবাসশ্চ শুক্লাম্বরসুপূজিতঃ। সোমোঽহমিতি সঞ্চিন্ত্য কুর্য্যাদেবমতন্দ্রিতঃ। জপেৎ সহস্রং মন্ত্রঞ্চ শ্রদ্দধানঃ সমাহিতঃ। ওঁ অমৃতাত্মনে নমস্তভ্যং মন্ত্রমেতদুদাহৃতম্। তপ্তচামীকরং দদ্যাৎ তাম্রপাত্রে তিলান্বিতম্। গণ্ডদোষোপশান্ত্যর্থং যজুর্ব্বেদবিদে শুচিঃ।

* গোময়, গোমূত্র, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি (কুশোদকসহ)।

চন্দ্ররিষ্টি।—লগ্নের ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে যদি চন্দ্র থাকেন এবং ঐ চন্দ্রের প্রতি যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকের মৃত্যু হইবে। যদি চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে আট বৎসর মধ্যে মৃত্যু হইবে। *

পাপযুক্ত চন্দ্ররিষ্টি।—চন্দ্র যদি পাপদ্বয়মধ্যবর্ত্তী হইয়া চতুর্থ, সপ্তম বা অষ্টমে থাকে অথবা বলবান্ বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টি প্রাপ্ত না হইয়া, পাপযুক্ত চন্দ্র, লগ্ন, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম, নবম বা দ্বাদশে থাকে, তাহা হইলে বালকের অবশ্য মৃত্যু জানিবে।

লগ্নস্থ ক্ষীণ চন্দ্ররিষ্টি।—যদি পাপগ্রহ সকল কেন্দ্রে বা অষ্টমে থাকে, আর লগ্নে ক্ষীণচন্দ্র অবস্থিতি করে, তাহা হইলে সেই বালকের নিশ্চিত বিপত্তি হয়। ত্রিংশাংশবিশেষে চন্দ্ররিষ্টি।—ত্রিংশাংশস্ফুটমানে—মেষের ৮ম—বৃষের ৯ম—মিথুনের ২৪শ—কর্কটের ২২শ—সিংহের ৫ম—কন্যার ১ম—তুলার ৪র্থ—বৃশ্চিকের ২৩শ—ধনুর ১৮শ—মকরের ২০শ—কুম্ভের ২১শ—এবং মীনের দশম—অংশমধ্যে যদি কোন বালকের জন্ম হয়, তাহা হইলে সেই সংখ্যানুযায়ী বর্ষমধ্যে তাহার মৃত্যু হইবে।

ভৌমরিষ্টি।—লগ্নাবস্থিত মঙ্গল শুভগ্রহের দৃষ্টি প্রাপ্ত না থাকিলে, ষষ্ঠ, অষ্টমস্থ মঙ্গল শনিযুক্ত থাকিলে বা সপ্তমস্থ শনিযুক্ত মঙ্গল শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট না হইলে, জাতকের জন্মদিবসেই নিধনপ্রাপ্তি হয়।

বুধরিষ্টি।—ধনু বা কুম্ভরাশি লগ্ন হইলে তাহার অষ্টম বা ষষ্ঠ স্থানে কর্কট রাশিতে যদি বুধ কর্ত্তৃক দৃষ্ট থাকে, তাহা হইলে চার বর্ষমধ্যে শিশুর মৃত্যু হইবে।

গুরুরিষ্টি।—যদি লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে মেষ বা বৃশ্চিকরাশিতে বৃহস্পতি থাকেন এবং সূর্য্য, চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি এই কয় গ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে তিন বৎসরমধ্যে জাতকের মৃত্যু হয়। শুক্ররিষ্টি।—যদি কর্কট বা সিংহ রাশিতে শুক্র অবস্থিত হয় এবং লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশগত সমস্ত পাপগ্রহের তথায় দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ছয় বৎসরমধ্যে জাত বালকের নিধনপ্রাপ্তি হয়।

শনিরিষ্টি—শনি পাপদৃষ্ট হইয়া লগ্নস্থ হইলে ষোড়শ দিনে শিশুর মৃত্যু

---

* জাতক যদি শুক্লপক্ষের নিশামানে বা কৃষ্ণপক্ষের দিবামানে প্রসূত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ বা অষ্টমস্থ চন্দ্র তাহাকে বিনাশ করেন না; প্রত্যুত পিতার ন্যায় সর্ব্ববিপদে পরিত্রাণ করেন।

উপস্থিত হয়। ঐরূপ পাপযুক্ত হইলে ষোড়শ মাসে এবং পাপদৃষ্ট না হইয়া শুদ্ধ লগ্নস্থ হইলে ষোড়শ বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে। * '

রাহুরিষ্টি।—লগ্ন হইতে চতুর্থ স্থানে পাপদৃষ্ট রাহু অবস্থান করিলে, দশ বৎসরের মধ্যে (মতান্তরে ষোড়শ বর্ষে) জাতকের মৃত্যু হয়। +

কেতুরিষ্ট।—যদি জন্মনক্ষত্রে কেতুর অবস্থান থাকে, আর আর্দ্রা বা অশ্লেষানক্ষত্র জন্মমুহূর্ত্তের অধিপতি হয় ‡ তাহা হইলে কেতুরিষ্টিতে জাত বালক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করে।

লগ্নাধিপতিরিষ্টি।—জন্মলগ্নের অধিপতি জন্মরাশির অধিপতি, এই দুই গ্রহ যদি অস্তমিত না হইয়া ষষ্ঠ অথবা অষ্টম স্থানে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ অথবা অষ্টম বর্ষমধ্যে জাতকের নিশ্চয় মৃত্যু হইবে।

শুভগ্রহরিষ্টি।—শুভদৃষ্টিবঞ্চিত শুভগ্রহ পাপ বা বক্রী গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া যদি ষষ্ঠ বা অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে একমাসের মধ্যে জাতকের মৃত্যু হইবে। পাপগ্রহরিষ্টি।—কোন এক পাপগ্রহ শত্রুক্ষেত্রে শত্রুদৃষ্ট হইয়া যদি অষ্টম স্থানে অবস্থান করে, তাহা হইলে বর্ষমধ্যে শিশুর নিশ্চিত প্রাণত্যাগ ঘটিবে।

দ্রেক্কাণরিষ্টি।—যদি নিগড়, সর্প, পক্ষী, পাশধর, সংজ্ঞক ? দ্রেক্কাণ কর্ত্তৃক অবলোকিত না হয়, তাহা হইলে জাত ব্যক্তির সপ্তম বর্ষে মৃত্যু হইবে। সর্ব্বরিষ্টভঙ্গ।—যদি অস্তাদিদোষবিরহিত একটি শুভগ্রহ কেন্দ্র বা ত্রিকোণে অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বরিষ্ট বিনষ্ট হয়; প্রত্যুত জাতক ইহার বলে নীরোগ ও দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

পরমায়ু-কোষ্ঠী ও যোগজায়ু

মনুষ্যের পূর্ণ পরমায়ু একশত কুড়ি বৎসর পাঁচ দিন। জন্মলগ্নক্ষণাদির বৈলক্ষণ্যানুসারে জাতকের উক্ত পরমায়ুর তারতম্য সাধিত হয়। মনুষ্যের আয়ুর সহিত সমানুপাতবিশেষে ইতরজীবেরও আয়ু নির্দ্ধারিত হইয়াছে। £

---

* শুভগ্রহের সংযোগ বা দৃষ্টি সংপ্রাপ্ত হইলে রিষ্টিভঙ্গ হইবে।

\+ মেষ, বৃষ বা কর্কটরাশিতে রাহু অবস্থিত হইলে রিষ্টিভঙ্গ হইবে।

‡ সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—মুহূর্ত্ত তদধিপতিসংজ্ঞা দেখ।

? সংজ্ঞা ও পরিভাষা পরিচ্ছেদ—দ্রেক্কাণ-সংজ্ঞা দেখ।

£ "সমাঃ ষষ্টির্দ্বিঘ্না মনুজকরিণাং পঞ্চ চ নিশা হয়ানাং দ্বাত্রিংশৎ খরকরভয়োঃ পঞ্চককৃতিঃ। বিরূপা সত্ত্বায়ুর্বৃষমহিষয়োর্দ্বাদশ শুনঃ স্মৃতং ছাগাদীনাং দশকসহিতাঃ ষট্‌ চ পরমম্।"

যেমন গজাদি জীবের আয়ু মানবের আয়ুর সমান ৫ রাত্র্যধিক ১২০ বৎসর, ঘোটকাদির ৩২ বৎসর ও উষ্ট্রাদির ২৫ বৎসর, মৃগ ও মহিষাদির ২৪ বৎসর, কুক্কুরাদির ১২ বৎসর, ছাগ, মেষ ও মৃগাদির ১৬ বৎসর ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত লগ্নে জন্ম হইলে মনুষ্য পূর্ণায়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যথা—

যদি মীন রাশির নবম নবাংশ লগ্ন হয় ; বৃষরাশিভুক্ত পঞ্চবিংশতি কলাতে বুধ অবস্থান করেন এবং অপর সকল গ্রহ সুতুঙ্গস্থিত হয়।

যদি ধনুর শেষার্দ্ধে জন্ম হয়, বৃষ রাশির ২৪ অংশে বুধ অবস্থান করেন, এবং অপর সকল গ্রহ সুতুঙ্গস্থিত হয়।

যদি লগ্নাধিপতি ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে থাকেন এবং লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে কোন পাপগ্রহ না থাকে।

যদি সমুদয় শুভগ্রহ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টম স্থানে লগ্নাধিপতি অবস্থিত না থাকেন।

যদি বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে এবং চন্দ্র একাদশে থাকেন। যদি লগ্ন ও চন্দ্র হইতে অষ্টমে কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং বৃহস্পতি ও শুক্র বলবান্ হয়।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠী হইলে জাতকের ১০০ বৎসর পরমায়ু হয়

যদি জন্মকালে শুক্র ও বৃহস্পতি কেন্দ্রস্থানে অর্থাৎ লগ্নে, চতুর্থে, সপ্তমে বা দশমে থাকেন।

যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও কেন্দ্রে শুক্র থাকেন।

যদি লগ্নে বা নবমে শনি এবং দ্বাদশে বা নবমে চন্দ্র থাকেন।

যদি কেন্দ্রে ও ত্রিকোণে কোন পাপগ্রহ না থাকে এবং ধনু বা মীন জন্মলগ্ন হয়, আর বৃহস্পতি ও শুক্র কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টমে ও নবমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে।

যদি জন্মলগ্ন মীনরাশিতে শুক্র, অষ্টম স্থানে চন্দ্র ও কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকেন এবং চন্দ্রের প্রতি শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে, চন্দ্র দশমে এবং অবশিষ্ট গ্রহসকল নবমে সংস্থিত হয়, আর বৃহস্পতি বলবান্ থাকে।

যদি কর্কট জন্মলগ্ন হয়, আর চন্দ্র ও বৃহস্পতি তৃতীয়, ষষ্ঠ বা একাদশে এবং বুধ ও শুক্র কেন্দ্রে থাকেন।

যদি শুভগ্রহ সকল চতুর্থ ও নবম স্থানে বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হয়, অথবা যদি শুভগ্রহগণ দ্বিতীয় বা দ্বাদশ স্থানে সমরাশির নবাংশে থাকে এবং পূর্ণচন্দ্র লগ্নস্থ হয়।

যদি ধনুরাশির শেষ নবাংশ জন্মলগ্ন হয় এবং শুভগ্রহগণ ধনুর আদ্য নবাংশে স্থিত হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করে।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠী হইলে জাতক দীর্ঘজীবী হয়

যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্‌ভাবে ও শুভগ্রহদৃষ্ট হইয়া কেন্দ্রে অবস্থান করে।

যদি বৃহস্পতি তুঙ্গস্থানে এবং শুভগ্রহ মূলত্রিকোণে থাকে, আর লগ্নাধিপতি বলী হয়।

যদি কর্কটে বৃহস্পতি ও ত্রিকোণে শুভগ্রহ থাকে।

যদি বৃশ্চিক জন্মলগ্নে বৃহস্পতি অবস্থিত থাকেন।

যদি রবি, মঙ্গল, শনি, বৃহস্পতির নবাংশে স্থিত হইয়া কেন্দ্রে থাকেন এবং অন্যান্য গ্রহ অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থিত হয়।

যদি সকল গ্রহ কেন্দ্রস্থানে স্থিত হইয়া পাপগ্রহের নবাংশে থাকে।

যদি সকল গ্রহ তৃতীয়, চতুর্থ বা ষষ্ঠ স্থানে থাকে।

নিম্নলিখিতরূপ কোষ্ঠীবিশিষ্ট জাতক মধ্যমায়ু প্রাপ্ত হইয়া থাকে

যদি লগ্নে বৃহস্পতি থাকেন এবং চন্দ্র হইতে কেন্দ্রস্থানে শুভগ্রহের অবস্থিতি হয়, আর শুভ গ্রহের প্রতি দশমস্থ পাপগ্রহের দৃষ্টি না থাকে।

যদি লগ্নে পাপগ্রহের যোগরহিত চন্দ্র এবং কেন্দ্রে শুভগ্রহ আর অষ্টম স্থান শূন্য থাকে।

যদি শুভগ্রহ সকল বলবান্ হয় ও শুভগ্রহের ক্ষেত্রহোরাদিতে চন্দ্র অবস্থিত থাকেন, আর লগ্নাধিপের প্রতি পাপদৃষ্টি না থাকে।

যদি রবি শত্রুগ্রহ ও মঙ্গলের সহিত একত্র জন্মলগ্নে এবং বৃহস্পতি বলহীন আর চন্দ্র পঞ্চমে বা দ্বাদশে থাকেন।

যদি লগ্নাধিপতি গ্রহ পূর্ণ বলবান্ হইয়া কেন্দ্রস্থিত শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্টিপ্রাপ্ত হয়।

যদি শুভগ্রহ কেন্দ্র বা স্বক্ষেত্রে, চন্দ্র তুঙ্গস্থানে এবং লগ্নাধিপতি বলবান্‌ভাবে লগ্নে অবস্থিত হয়।

যদি চন্দ্র লগ্নে বা স্বক্ষেত্রে এবং শুভগ্রহ সপ্তমে অবস্থিত হয়।

যদি শুভগ্রহ সকল স্ব স্ব ক্ষেত্রে এবং বৃষলগ্নে চন্দ্র অবস্থান করেন।

যদি দিবালগ্নে জন্ম হয় এবং চন্দ্র হইতে অষ্টমে পাপগ্রহ থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি পাপযুক্ত হইয়া ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে এবং শুভগ্রহ সকল অষ্টম ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি করে।

যদি লগ্নাধিপতি ও রাশ্যধিপতি রবিযুক্ত হইয়া অষ্টমে থাকে এবং কেন্দ্রে বৃহস্পতি না থাকেন।

যদি চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি গ্রহ ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে, আর ঐ লগ্নাধিপতি শনির নবাংশস্থিত হয়।

যদি কর্কট রাশিতে সূর্য্য এবং দশম স্থানে পাপযুক্ত চন্দ্র অবস্থিতি করে, আর কেন্দ্রে বৃহস্পতি থাকেন।

যদি লগ্নে, অষ্টমে বা দ্বাদশে চন্দ্র এবং চতুর্থ বা দশমে বুধ, আর যে কোন রাশিতে বৃহস্পতি ও শুক্র মিলিত থাকেন।

যদি পঞ্চম স্থানে সকল গ্রহ থাকে।

নিম্নলিখিত স্থলে জাতক অল্পায়ু হইবে

যদি লগ্নে পাপযুক্ত বৃহস্পতি থাকেন ও তাহাতে চন্দ্রের দৃষ্টি থাকে, আর অষ্টম স্থান শূন্য হয়।

যদি পাপদৃষ্ট লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি নবমে সংস্থিত হয়।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে থাকে।

যদি দ্ব্যাত্মক রাশি জন্মলগ্ন হয়, আর তাহাতে শনি থাকেন এবং অষ্টমাধিপতি ও দ্বাদশাধিপতি বলহীন হয়।

যদি লগ্ন ও চন্দ্রের অষ্টমাধিপতি গ্রহ কেন্দ্রে বা দ্বাদশে থাকে।

যদি কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকিয়া অষ্টম স্থানে থাকে।

যদি শুভগ্রহগণ শুভগ্রহের ক্ষেত্রে শুভগ্রহের নবাংশে থাকে।

যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় বা ষষ্ঠ স্থানে মকর রাশিতে শনি ও রবি থাকে এবং অষ্টমাধিপতি কেন্দ্রস্থ হয়।

যদি লগ্নে অষ্টমাধিপতি থাকে এবং অষ্টম স্থানে কোন শুভগ্রহ না থাকে।

যদি অষ্টমাধিপতি ও লগ্নাধিপতি বলহীন হইয়া কেন্দ্রে থাকে।

যদি পাপগ্রহের দৃষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশ স্থানে দুর্ব্বলভাবে চন্দ্র ও লগ্নাধিপতি থাকে।

যদি লগ্নে রবি এবং দ্বিতীয় ও দ্বাদশে পাপগ্রহ থাকে।

যদি বৃহস্পতি স্বক্ষেত্রে বা স্বীয় দ্রেক্কাণে থাকেন।

যদি বলবান্ বুধ কেন্দ্রে থাকেন এবং অষ্টমে কোন পাপগ্রহ না থাকে।

যদি ঐ অষ্টমে শুভগ্রহের দৃষ্টি থাকে।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জাতক আয়ুর্হীন বা অত্যল্পায়ুঃ হয়

যদি কর্কটরাশিতে চন্দ্র ও মঙ্গল অবস্থিত হয় এবং অষ্টমে ও কেন্দ্রস্থানে কোন গ্রহ না থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি অষ্টমে ও অষ্টমাধিপতি লগ্নে থাকে।

যদি কেন্দ্রে বা দ্বাদশে বৃহস্পতি এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ বা নবমে পাপযুক্ত লগ্নাধিপতি থাকে।

যদি জন্মকালে ক্ষীণ চন্দ্র * হয় এবং অষ্টম স্থানে পাপগ্রহ থাকে, আর অষ্টমাধিপতি কেন্দ্রে অবস্থিত ও লগ্নাধিপতি বলহীন হয়।

যদি শুভগ্রহসকল তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম বা দ্বাদশে, আর শনি ও চন্দ্র ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশে থাকে।

যদি রাহু ও চন্দ্র ব্যতীত অপর যে কোনও দুই পাপগ্রহ অষ্টমে বা দ্বিতীয়ে থাকে।

যদি মঙ্গল লগ্নে এবং শনি ও রবি কেন্দ্রে থাকে।

যদি লগ্নে বৃহস্পতি ও শুক্র এবং পঞ্চমে মঙ্গল ও অপর যে কোন পাপগ্রহ থাকে।

যদি জন্মরাশির অধিপতি গ্রহ শুভবিযুক্ত হইয়া লগ্নে অবস্থান করে, আর ঐ লগ্নের প্রতি পাপগ্রহের যোগ বা দৃষ্টি থাকে।

যদি লগ্নাধিপতি লগ্নে ও অষ্টমাধিপতি অষ্টমে থাকে এবং ঐ লগ্নাধিপের সহিত শুভগ্রহ যুক্ত হয়, আর অষ্টমাধিপের প্রতি কোন দৃষ্টি না থাকে।

* কৃষ্ণদশমী হইতে শুক্লপঞ্চমী পর্য্যন্ত কালের চন্দ্রকে "ক্ষীণ চন্দ্র" কহে।

আদর্শকোষ্ঠী

১৭৭৮ শকের ২৫এ শ্রাবণ শুক্রবার দিবা ২২ দণ্ড ৫০ পল সময়ে যদি কাহারও জন্ম হইয়া থাকে, তবে তাহার জাতচক্র ও স্থূলকোষ্ঠী যেরূপে নির্ম্মিত হইবে, তাহার বিবরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।*

ম ৪		কে ২৬
র চ বু ৯	শ্রী— ১৭৭৮।৩ ২৫।২২।৫০ শুক্রবার	২১ বৃ
শু ১২ রা ১৩	শ ১৫	লং

পূর্ব্বাহ্ন	জাতাহ্ন
দিবামান ৩২।২৪।৩৯	দিবামান ৩২।২২।১৬
নিশামান ২৭।৩৫।২১	নিশামান ২৭।৩৭।৪৪
মুহূর্ত্তমান ২।৯।৩৮।৩৬	মুহূর্ত্তমান ১।৯।২৯।৪
৫ ৮ ১৬	৬ ৯ ১৭
২৯ ৫৪ ২৪	৩০ ৫৮ ১৯
৪০ ২৬ ১৪	৩৭ ২ ৫৭
৫৮ ০ ২৫	৩৭ ৪ ২৬

* বাহুল্য ভয়ে অঙ্কন মাত্র এখানে প্রকাশিত হইল। যেরূপে লগ্ন-নিরূপণ, গ্রহ সংস্থাপন ও নিম্নগত ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদির প্রকটন করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। শিক্ষার্থিগণ যে কোন ব্যক্তির কোষ্ঠী প্রস্তুত সময়ে এইরূপে জাতচক্রাদি গঠিত করিয়া তন্নিম্নে পূর্ব্ব-বর্ণিত-মতে গ্রহগণ-ভাববিচার প্রভৃতি ও সর্ব্বনিম্নে নাক্ষত্রিকী দশা যোগে জাতকের বয়োবিভাগ করিয়া, প্রতিপার্শ্বে দশাফলের সন্নিবেশ করিলেই প্রচলিত কোষ্ঠী প্রস্তুত সমাধা হইবে।

পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান ও স্বরসাধন

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও বোম (অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ) এই পাঁচটি মূল পদার্থ হইতেই পৃথিবীর সমুদয় পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল এবং জল হইতে মৃত্তিকার উৎপত্তি হইয়াছে। আমাদের দেহও পঞ্চভূতাত্মক অর্থাৎ এই পাঁচটি পদার্থের সমষ্টিমাত্র। জাতকের দেহে অস্থি, মাংস, ত্বক্, নাড়ী ও রোম এই পাঁচটি মৃত্তিকার গুণ; শুক্র, শোণিত, মজ্জা, লালা ও মূত্র এই পাঁচটি জলের গুণ; ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ক্লান্তি ও আলস্য এই পাঁচটি তেজের গুণ; ধারণ, চালন, গন্ধ, সঙ্কোচ ও প্রসারণ এই পাঁচটি বায়ুর গুণ এবং রাগ, দ্বেষ, লজ্জা, ভয় ও মোহ এই পাঁচটি আকাশের গুণ বিদ্যমান থাকে। এই মৃত্তিকাদি পঞ্চভূত (রূপান্তরে পঞ্চপ্রাণ নাগাদি পঞ্চ এই দশবিধ) প্রাণবায়ুরূপে জাতকের দেহপিণ্ডকে সজীব ও সতেজ রাখিয়াছে। পঞ্চ প্রাণ যথা;—প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। প্রাণ হৃদয়ে, অপান গুহ্যে, উদান কণ্ঠে, সমান নাভি-দেশে ও ব্যানবায়ু সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে।

নাগাদিপঞ্চ—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয়। নাগ উদ্গার-কার্য্যে, কূর্ম্ম চক্ষুরুন্মীলনে, কৃকর ক্ষুৎকার্য্যে, দেবদত্ত জৃম্ভণে এবং ধনঞ্জয়বায়ু সর্ব্বসময়ে সর্ব্বদেহে ব্যাপিয়া থাকে। সর্পের ন্যায় কুণ্ডলাকারে এক নাড়ী জাতকের নাভিমূলে 'কুণ্ডলীশক্তি' নামে প্রাণের আধারস্বরূপ রহিয়াছে। তাহা হইতে দ্বিসপ্ততি সহস্র (৭২ হাজার) সূক্ষ্ম নাড়ী উঠিয়া স্কন্ধদেশের ঊর্দ্ধ দিয়া সমস্ত শরীরভাগে প্রাণ সঞ্চারিত রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দশটি প্রধান নাড়ী সেই দশটি প্রাণবায়ুকে সম্পূর্ণ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের নাম—ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, গান্ধারী, হস্তিজিহ্বা, পূষা, যশস্বিনী, অলম্বুষা, কুহূ এবং শঙ্খিনী। দেহের বামভাগে ইড়া, দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা, মধ্যে সুষুম্না, বামচক্ষে গান্ধারী, দক্ষিণচক্ষে হস্তিজিহ্বা, দক্ষিণকর্ণে পূষা, বামকর্ণে যশস্বিনী, মুখে অলম্বুষা, লিঙ্গে কুহূ এবং মূলস্থানে শঙ্খিনী অবস্থিত আছে। উক্ত দশ নাড়ীর মধ্যেই প্রথমোক্ত ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিন নাড়ীই সকলের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ। যোগিগণ এই তিন নাড়ী দ্বারাই দেহমধ্যে প্রাণের সঞ্চার প্রত্যক্ষ দর্শন করেন। ইড়া নাড়ীতে চন্দ্র ও পিঙ্গলা নাড়ীতে রবি অবস্থিতি করে এবং মধ্যগত সুষুম্না নাড়ীতে সংহাররূপী শম্ভুর অবস্থান। নিশ্বাস-প্রশ্বাস মনুষ্যের জীবন। নিশ্বাসে বায়ু আকর্ষণ বা গ্রহণ ও প্রশ্বাসে বায়ু

বিকর্ষণ বা পরিত্যাগ হয়। প্রতি নিশ্বাসে জাতকের 'স', এই অক্ষর উচ্চারিত এবং প্রতি প্রশ্বাসে 'হং' এই অক্ষর ধ্বনিত করে। একবার শ্বাসপ্রক্রিয়ায়,' হংস' শব্দ উচ্চারিত হয়, এবং জাতকের পরমায়ুর মধ্যে যতবার শ্বাসপতন হইবে, ঐ একটিবারের 'হংস' উচ্চারণে তাহার তত ভাগের একভাগ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্য ঐ হংসই শম্ভু নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

জাতকের দুই নাসিকায় এককালে বায়ুবহন হয় না—কখনও বাম-নাসিকায়, কখনও দক্ষিণ নাসিকায় বহিয়া থাকে। বামনাসিকায় ইড়া নাড়ী ও দক্ষিণনাসায় পিঙ্গলা নাড়ী বহন করে; ক্বচিৎ উভয় নাসায় বহিয়া থাকে, তাহাকে সুষুম্নায় 'বহন' কহে। শাস্ত্রে ইড়ার অধিষ্ঠাতা চন্দ্রকে 'শক্তি' ও পিঙ্গলার অধিষ্ঠাতা রবিকে 'শিব' কহে। এবং শিব-শক্তির একত্র সমবায়ে সুষুম্নার অধিষ্ঠাতা সংহারমূর্ত্তি হন।

শুক্লপক্ষের প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া প্রথমে ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী অর্থাৎ বামনাসিকায় শ্বাস এবং কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদাদি তিন দিন করিয়া প্রথমে পিঙ্গলা বা রবি নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস, সূর্য্যোদয়ের সহিত বহিতে আরম্ভ করিয়া আড়াই দণ্ড কাল (এক ঘণ্টা) করিয়া উদিত থাকে। অহোরাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে শুক্লপক্ষে ইড়া ও পিঙ্গলা এবং কৃষ্ণপক্ষে পিঙ্গলা ও ইড়া, ২৪বার নাসিকাপুটে উদয় হয়।

তাৎপর্য্য।—শুক্লপক্ষের প্রতিপদ তিথিতে প্রাতঃকালে সূর্য্যের উদয়ের সহিত জাতকের বামমাসিকায় শ্বাসবহন আরম্ভ হয়। আড়াই দণ্ড পরে দক্ষিণনাশায় বহিতে আরম্ভ করে, আবার আড়াই দণ্ড পরে বামনাসায় বহে; এইরূপে ২৪ ঘণ্টায় একবার বামনাসিকায়, একবার দক্ষিণনাসিকায় ২৪ বার করিয়া শ্বাস পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। প্রতিপদ, দ্বিতীয়া ও তৃতীয়ায় এইরূপে প্রথমে বামনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়। চতুর্থী, পঞ্চমী ও ষষ্ঠী তিন দিনে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হয়। সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিন তিথিতে বামনাসিকায়, দশমী, একাদশী ও দ্বাদশীতে দক্ষিণ-নাসিকায় এবং ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমা তিথিতে বামনাসিকায় শ্বাস আরম্ভ হইয়া পর্য্যায়ক্রমে নিয়ত বহিতে থাকে। কৃষ্ণপক্ষে প্রতিপদ তিথিতে প্রথমে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাসের আরম্ভ হইয়া থাকে; তৎপরে শুক্লপক্ষের তিন তিন তিথি করিয়া এক এক পর্য্যায়ে অবস্থিত থাকে। অহোরাত্র মধ্যে ১২ বার চন্দ্র-নাড়ী ও ১২ বার রবি-নাড়ী বহন করে।

ইড়া বা চন্দ্রনাড়ী—স্ত্রী, লোহিতবর্ণ, যুগ্ম এবং সৌম্য; আর পিঙ্গলা বা রবিনাড়ী—পুরুষ, শুক্লবর্ণ, অযুগ্ম এবং রৌদ্র।

যখন ইড়া নাড়ীতে শ্বাস বহিতে থাকে, তখন সমস্ত সৌম্য ও শুভকার্য্য সুসম্পন্ন ও শুভফলপ্রদ হইবে। যখন পিঙ্গলা নাড়ীতে বহিতে থাকে, সেই সময়ে সমস্ত রৌদ্র ও ক্রুর কর্ম্ম উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। সুষুম্না নাড়ীতে যখন শ্বাস বহে (অর্থাৎ ক্ষণেক দক্ষিণে, ক্ষণেক বামে, ক্ষণেক উভয়ে এরূপ ভাবে বহিতে থাকে), তখন সকল কর্ম্মই নিষ্ফল ও অমঙ্গলপ্রদ জানিবে। কেবল অর্চ্চনা, আরাধনা, মুক্তিকামনা প্রভৃতি যোগিগণবাঞ্ছিত কর্ম্মসকল সাধন করিবার এই প্রশস্ত সময়।

শুক্লপক্ষে, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র, এই চারি শুভবার শুভভাবে বাম-নাড়ীর বহনসময়ে যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা নিঃসন্দেহ সুসিদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণপক্ষে রবি মঙ্গল ও শনি এ তিন উগ্রবারে, দক্ষিণনাড়ীর বহনকালে ঐকান্তিকহৃদয়ে যাহার অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই সুসম্পন্ন হইবে।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবার সময় যে নাড়ীতে শ্বাস বহে, সেই দিকের হস্তে মুখ স্পর্শ করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক উঠিলে বাঞ্ছিত-ফল লাভ হইবে।

চন্দ্রনাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে চারিপদ এবং রবিনাড়ী বহিবার সময়ে মৃত্তিকাতে পঞ্চপদ ক্ষেপণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলে কার্য্য সিদ্ধ হয়।

যাত্রাকালে যে নাড়ী বহিতে থাকে, সেই দিকের পদ অগ্রে ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিলে অশুভ হইবে না।

যদি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে চন্দ্রনাড়ী এবং সায়ংকালে রবিনাড়ী প্রবাহিত হয়, তবে সর্ব্বত্র জয়লাভ হইবে।

যে অঙ্গে শ্বাস বহে, তাহাকে 'পূর্ণাঙ্গ' এবং অপরাঙ্গকে 'রিক্তাঙ্গ' কহে। যিনি গুরু, বন্ধু, অমাত্য রাজা বা তত্তুল্য ক্ষমতাশালী ব্যক্তির আনুকূল্য-প্রার্থনায় যাত্রা করিবেন, রিক্তাঙ্গে পদক্ষেপ করিলে তিনি নিশ্চয়ই নিষ্ফল এবং পূর্ণাঙ্গে পদক্ষেপ করিলে পূর্ণমনোরথ হইবেন।

পূর্ণাঙ্গে শয়ন ও পূর্ণাঙ্গে উপবেশন করিলে কামিনীগণ বশীভূতা হইবে, উপায়ান্তরের প্রয়োজন নাই।*

শত্রু, চৌর ও অমাদিকৃত উৎপাত বিনাশের জন্য রিক্তাঙ্গে শান্তিকর্ম্ম করিবে।

"আসনে শয়নে বাপি পূর্ণাঙ্গে বিনিবেশিতাঃ।
বশীভবন্তি কামিন্যো ন কার্য্যং নিয়মান্তরম্॥"

দূরযাত্রায় চন্দ্রনাড়ী ও নিকট যাত্রায় রবিনাড়ী প্রশস্ত জানিবে।

ঋণদানে, অভিযোগস্থলে অর্থাৎ মোকদ্দমায়, দস্যুতস্করাদির নিকট, ক্রুদ্ধ প্রভুর নিকট, বিদ্বেষণে ও দুষ্টলোকের নিকটে রিক্তাঙ্গের পদ প্রথম ক্ষেপণ করিয়া যাত্রা করিবে।

যদি পূর্ব্বোত্তরে চন্দ্র এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সূর্য্য অবস্থিত থাকে, তবে চন্দ্রনাড়ী-প্রবাহে পূর্ব্বোত্তরে, রবিনাড়ীপ্রবাহে দক্ষিণ-পশ্চিমে কদাচ গমন করিবে না।

এই কর্ম্মক্ষেত্রে সংসারী লোকমাত্রকেই কোন না কোনও কর্ম্মবিশেষে নিয়ত ব্যাপৃত থাকিতে হয়। কার্য্য শুভই হউক আর অশুভই হউক, অহর্নিশ তাহার সাধনা হইতেছে,—অতএব কোন্ কার্য্যকালে কোন্ নাড়ীর প্রবাহ মঙ্গলদায়ক হয়, তাহার সহজবোধের জন্য ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না, তিন নাড়ীর কার্য্যগত তিনটি পৃথক্ পৃথক্ তালিকা প্রস্তুত করিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ইড়া

এই সমস্ত কার্য্যকালে ইড়া নাড়ীর প্রবাহ প্রশস্ত, যথা—স্থিরকর্ম্ম, অলঙ্কারকার্য্য, দূরযাত্রা, অট্টালিকা, মঠ ও সৌধাদিনির্ম্মাণ, বস্ত্রসংগ্রহ, বাপীকূপ-তড়াগ ও দেবমন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা, যাত্রা, দান, বিবাহ, বস্ত্রালঙ্কার প্রভৃতি ভূষণ, শান্তিকপৌষ্টিকাদিবৌষধি-রসায়নকার্য্য, স্ব-স্বামিদর্শন, মন্ত্র, বাণিজ্য, ধনসংগ্রহ, গৃহপ্রবেশ, সেবা ও কৃষিকার্য্য, বীজাদি বপন, সন্ধি, বিদ্যারম্ভ, বন্ধুদর্শন, জলমোক্ষণ, ধর্ম্মকার্য্য, দীক্ষা, মন্ত্রসাধন, কলাবিজ্ঞান, পশুগৃহ-নির্ম্মাণ, কপট-ব্যাধিচিকিৎসা, স্বামিসম্বোধন, গজারোহণ, গজাশ্ববন্ধন, ধনুর্দ্ধারণ, পরোপকার, নিধিস্থাপন, নৃত্যগীতবাদ্য, গীতশাস্ত্র-বিচার, পুরঃপ্রবেশ, গ্রামপ্রবেশ, তিলক ও সূত্রধারণ, পুত্রশোক, বিষাদ, জ্বর, মূর্চ্ছা, স্বজন ও স্বামিসম্বন্ধ, ধান্যাদি সংগ্রহ, কাষ্ঠসংগ্রহ, স্ত্রীগণের দন্তসজ্জা, কৃষিকার্য্যারম্ভ, গুরুপূজা, ইষ্টনাম, যোগাভ্যাস প্রভৃতি কর্ম্ম ও সমুদয় শুভকার্য্য।

পিঙ্গলা

এই সকল কার্য্যকালে পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহ প্রশস্ত ;—কঠিন ও ক্রূর বিদ্যার অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, স্ত্রীসঙ্গ, মহানৌকারোহণ, নষ্টকার্য্য, বীরমন্ত্রাদির উপাসনা, দেশধ্বংস, বৈরিকার্য্য, মন্ত্রাভ্যাস, মৃগয়া, ব্যসন, পশুবিক্রয়, ইষ্টক, কাষ্ঠ, পাষাণ ও রত্নাদির ঘর্ষণ ও বিদারণ ; গতি, অভ্যাস, যন্ত্র; দুর্গ ও পর্ব্বত-আরোহণ, দৌত্যকার্য্য, চৌর্য্য, রথ, গজ ও

অশ্বাদির বাহন ও সংগ্রহ, ব্যায়াম, মারণোচ্চাটনাদি ষট্‌কর্ম্ম, নদী-প্রস্রবণাদি উত্তরণ, ঔষধসেবন, লিপিলেখন, মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, ক্ষোভদান, প্রেরণ, আকর্ষণ ও ক্রয়বিক্রয় কর্ম্ম, খড়্গধারণ, শত্রুহনন, ঐশ্বর্য্যভোগ, রাজদর্শন, স্নান, ভোজন, ঋণদান ও সমস্ত ক্রূরকর্ম্ম।

ভোজন করিয়া অগ্নিমান্দ্য ঘটিলে অথবা স্ত্রীবশীকরণের প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, রবিনাড়ীর প্রবাহকালে শয়ন করিবে।

সুষুম্না।

সুষুম্না-প্রবাহ দুই প্রকার;—বিষমভাব ও বিষুবভাব। যখন ক্ষণে বামনাসিকায়, ক্ষণে দক্ষিণনাসায় প্রবাহিত হয় তখন উহাকে 'বিষমভাব' কহে। বিষমভাবের সময় যে কার্য্য করিবে, তাহার বিপরীত ফল উৎপাদন হইবে; সুতরাং বিশেষ সতর্কতার সহিত এরূপ মুহূর্ত্ত সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিবে। যখন একবারে দুই নাসায় বায়ু বহিতে থাকে, তখন তাহাকে বিষুবভাব কহে। এই বিষুবভাব বা নাড়ীসংক্রমণসময়ে যোগাভ্যাস, ঈশ্বরারাধনা ও ইষ্টদেবতার নাম-স্মরণ ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম করিবে না। কচিৎ এক বা অর্দ্ধমুহূর্ত্তের জন্য জাতকের যখন সুষুম্না-প্রবাহ উপস্থিত হয়, তখন তাহার অশুভ সময় উপস্থিত জানিবে। সাবধানতার সহিত নির্লিপ্ত, নিষ্ক্রিয় ও সাত্ত্বিকভাবে সেই মুহূর্ত্ত অতিবাহন করিলে নিষ্কৃতি হয়; নচেৎ নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে।

তত্ত্বজ্ঞানের প্রথমাবস্থা স্বরজ্ঞান বর্ণিত হইল। শিক্ষার্থিগণ প্রথমাবস্থায় বিশেষরূপে শিক্ষিত হইলে, পরে দ্বিতীয়াবস্থাতত্ত্ব-নির্ণয়-প্রণালী শিক্ষা করিবেন; দ্বিতীয়াবস্থা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

ইড়া ও পিঙ্গলার প্রতি উদয়কালে পূর্ব্ব-বর্ণিত আড়াই দণ্ড সময়ের মধ্যে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চতত্ত্বের যথাক্রমে উদয় হয়। পৃথিবীতত্ত্ব ৫০ পল, জলতত্ত্ব ৪০ পল, অগ্নিতত্ত্ব ৩০ পল, বায়ুতত্ত্ব ২০ পল, এবং আকাশতত্ত্ব ১০ পল মাত্র উদিতাবস্থায় থাকে।

কখন্ কোন্ তত্ত্বের উদয় হয়, নিম্নলিখিত কতিপয় প্রক্রিয়ার যে কোনটির দ্বারা তাহা অবগত হইবে।

১। দুই হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুই কর্ণ, দুই মধ্যাঙ্গুলী দ্বারা দুই নাসারন্ধ্র দুই অনামিকা ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী দ্বারা মুখ ও তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দুই চক্ষু রোধ কর, সম্মুখে একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাইবে। উহার বর্ণ যদি পীতবর্ণ হয়, তবে জানিবে, পৃথ্বীতত্ত্বের উদয় হইয়াছে। এইরূপে যদি

শুভ্রবর্ণ হয়, তবে জলতত্ত্ব ; যদি রক্তবর্ণ হয়, তবে অগ্নিতত্ত্ব ; যদি শ্যামবর্ণ হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব ও যদি বিন্দু বিন্দু বিবিধবর্ণ হয়, তবে জানিবে, ঐ সময়ে শ্বাসরূপে আকাশতত্ত্ব উদিত হইয়াছে।

২। স্বচ্ছ দর্পণের উপর শ্বাস পরিত্যাগ করিলে তাহাতে বাষ্প পতিত হয়। ঐ বাষ্প যদি চতুষ্কোণ হইয়া মিলিয়া যায়, তবে পৃথ্বীতত্ত্ব ; যদি অর্দ্ধচন্দ্রবৎ হয়, তবে জলতত্ত্ব ; যদি ত্রিকোণ হয়, তবে অগ্নিতত্ত্ব ; যদি বর্ত্তুলবৎ গোলাকার হয়, তবে বায়ুতত্ত্ব ; আর যদি বিন্দু বিন্দু হইয়া বিলীন হয়, তবে জানিবে, ঐ সময়ে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে।

৩। তূলা, কাগজ, পালক বা অন্য কোন অতি লঘু পদার্থ অবলম্বন করিয়া শ্বাস যদি নাসাপুটের মধ্যদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি অধোদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে জল ; যদি উর্দ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে অগ্নি ; যদি পার্শ্বদেশ দিয়া প্রবাহিত হয়, তবে বায়ু ; আর যদি বিঘূর্ণিত হইয়া বহির্গত হয়, তবে জানিবে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে।

৪। উক্তরূপ তূলাদি পদার্থ অবলম্বনে পরীক্ষা করিবে। নিক্ষেপের সময় শ্বাস যদি দ্বাদশাঙ্গুলী পরিমিত হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি ষোড়শাঙ্গুলী হয়, তবে জল ; যদি চতুরঙ্গুলী হয়, তবে অগ্নি ; যদি অষ্টাঙ্গুলী হয়, তবে বায়ু এবং যদি বিঘূর্ণিতভাবে প্রবাহিত হয়, (সুতরাং পরিমাণ করা না যায়), তবে আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে জানিবে।

৫। ইষ্টদেবতাকে স্মরণপূর্ব্বক নিরবলম্বনে রসনা পরীক্ষা করিলে, একপ্রকার স্বাদ অনুভূত হয়। যদি মধুর রস হয়, তবে পৃথ্বী ; যদি মধুমিশ্রিত কষায়রস হয়, তবে জল ; যদি তিক্তরস হয়, তবে অগ্নি ; যদি অম্লরস হয়, তবে বায়ু ; আর যদি কটুরস হয়, তবে জানিবে, আকাশতত্ত্বের উদয় হইয়াছে।

পৃথ্বীতত্ত্বের উদয়কালে যে কোন স্থিরকার্য্য করা যায়, তাহা নিশ্চিত শুভজনক হয়। ঐরূপ জলতত্ত্বের উদয়ে সমস্ত চরকার্য্য, অগ্নিতত্ত্বের উদয়ে সমুদয় ক্রূরকর্ম্ম, বায়ুতত্ত্বের উদয়ে মারণোচ্চাটনাদি কার্য্য নিশ্চিত মঙ্গলদায়ক হয়। আকাশতত্ত্বের উদয়ে যোগাভ্যাসাদি ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম ফলপ্রদ নহে।

রবি বা পিঙ্গলা নাড়ীর প্রবাহকালে অর্থাৎ যে সময়ে দক্ষিণনাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, সে সময়ে পৃথ্বীতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রবি গ্রহ, জলতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা শনি গ্রহ; অগ্নিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা মঙ্গল গ্রহ এবং বায়ুতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রাহুগ্রহ হন। চন্দ্র বা ইড়া নাড়ীর প্রবাহকালে অর্থাৎ যে

সময়ে বামনাসিকায় শ্বাস বহিতে থাকে, তখন পৃথ্বীতত্ত্বের বুধগ্রহ, জলতত্ত্বের চন্দ্র গ্রহ, অগ্নিতত্ত্বের শুক্রগ্রহ এবং বায়ুতত্ত্বের বৃহস্পতি গ্রহ অধিষ্ঠাতা হন।

পঞ্চতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা নক্ষত্র যথাক্রমে 'ধনিষ্ঠা,' 'রোহিনী,' 'জ্যেষ্ঠা,' 'অনুরাধা,' 'শ্রবণা' ও 'উত্তরাষাঢ়া' পৃথ্বীতত্ত্বের। 'পূর্ব্বাষাঢ়া,' অশ্লেষা,' 'মূলা,' 'আর্দ্রা,' 'রোহিনী,' 'উত্তরভাদ্রপদ' ও 'শতভিষা' জলতত্ত্বের। 'ভরণী,' 'কৃত্তিকা,' 'পুষ্যা,' 'পূর্ব্বফল্গুনী,' 'পূর্ব্বভাদ্রপদ' 'স্বাতী' অগ্নিতত্ত্বের। 'বিপাশা,' 'হস্তা, 'উত্তরফল্গুনী,' 'চিত্রা,' 'পুনর্ব্বসু,' 'অশ্বিনী' ও 'মৃগশিরা,' বায়ুতত্ত্বের জানিবে।

বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিগণ অনুকূল গ্রহনক্ষত্রযোগে তত্ত্ববিহিত যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাই সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইবে।

তিনিই সাধক, তিনিই সর্ব্বজ্ঞানী এবং তিনিই মহাপুরুষ, শ্বাসরূপী পঞ্চতত্ত্বজ্ঞান যাঁহার সম্যক্ অধিকৃত হইয়াছে। শাস্ত্রে ছয় মাসের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার যে সহজ উপায়ের উল্লেখ আছে, শিক্ষার্থিগণের জন্য নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

রাত্রি তিন প্রহরের পর উঠিয়া পবিত্র ও ঋজুভাবে ভূপৃষ্ঠে এরূপে উপবেশন কর, যেন উভয় হস্তের মুষ্টিদ্বয় বিপরীতক্রমে জানুর উপর সংস্থাপিত, অঙ্গুলীসকল উদরের দিকে আনত এবং উভয় গুল্ফ গুহ্যের নিম্নদেশে স্থাপিত থাকে; পরে সংযতমনে নাসাপুটের অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাক। দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক একপ্রহর কাল পর্য্যন্ত প্রতিরাত্রে যথানিয়মে এইরূপ করিলে, ছয় মাসের মধ্যে পঞ্চতত্ত্বের স্বরূপমূর্ত্তির দর্শন ও সম্পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ হইবে।

গণক-চূড়ামণি

প্রশ্ন-গণনা।

শুদ্ধ ও পবিত্র কেরলী শাস্ত্রানুমত প্রশ্নগণনায় প্রত্যক্ষসিদ্ধি হয়। ইহাতে গ্রহ, নক্ষত্র, রাশি, লগ্ন বা ভাবাদি বিচারের প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নের অক্ষরমাত্র অবলম্বন করিয়া নিম্ন প্রক্রিয়ামতে যে কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর।

অক্ষরসমুদায় প্রথমে আট ভাগে বিভক্ত হয় এবং এক এক ভাগকে এক এক বর্গ কহে। যথা ;—অবর্গ, কবর্গ, চবর্গ, টবর্গ, তবর্গ, পবর্গ, যবর্গ ও শবর্গ। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ, অং, অঃ ইহারা অবর্গ। কখগঘঙ—কবর্গ। চছজঝঞ—চবর্গ। টঠডঢণ—টবর্গ। তথদধন—তবর্গ। পফবভম—পবর্গ। যরলব—যবর্গ। শষসহক্ষ—শবর্গ।

অবর্গ তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—আলিঙ্গিত, অভিধূমিত এবং দগ্ধ। অ ই এ ও—ইহারা আলিঙ্গিত। আ ঈ ঐ ঔ—অভিধূমিত, আর উ ঊ অং অঃ—দগ্ধ।

অবশিষ্ট সাত বর্গের (অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণের) প্রতি বর্গ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—উত্তর, উত্তরোত্তর, অধর, অধরাধর ও দগ্ধ। বর্গের প্রথম বর্ণ ক চ ট ত প য শ, এই সাতটি উত্তর। দ্বিতীয় বর্ণ—খ ছ ঠ থ ফ র ষ, এই সাতটি উত্তরোত্তর। তৃতীয় বর্ণ—গ জ ড দ ব ল স, এই সাতটি অধর। চতুর্থ বর্ণ—ঘ ঝ ঢ ধ ভ ব হ, এই সাতটি অধরাধর। পঞ্চম বর্ণ—ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটি দগ্ধ। অবস্থান্তরভেদে 'এ ও' দুই বর্ণ উত্তরোত্তর, 'অ ই উ' তিনটি উত্তরাধর, 'ঐ ঔ' অধরাধর এবং 'অং অঃ' নপুংসক বলিয়া কথিত হয়।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রথমাক্ষরই শ্রেষ্ঠ। প্রথমাক্ষর আলিঙ্গিত বর্ণ হইলে প্রশ্নকর্ত্তার জীবচিন্তা, অভিধূমিত বর্ণ হইলে মূলচিন্তা, আর দগ্ধ বর্ণ হইলে ধাতুচিন্তা বুঝিবে। 'জীব' শব্দে জীবনবিশিষ্ট চেতন পদার্থ—দেবতা, উপদেবতা, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি। "মূল" শব্দে উদ্ভিদ পদার্থ—বৃক্ষ, লতা, তৃণ, গুল্ম বা তাহার অংশ বা বিকৃতি। 'ধাতু' শব্দে মণি, মাণিক্য, সুবর্ণ-রজতাদি বা গৈরিক, প্রস্তর ইত্যাদি কিংবা শর্করা, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি।

অবর্গের প্রথমাক্ষর অ বর্ণের অঙ্ক ১০ দশ, তৎপর প্রতিবর্ণের অঙ্কে দশ দশ বৃদ্ধি হইলে শেষাক্ষর অঃ বর্ণের অঙ্ক ১২০ একশত কুড়ি হইবে যথা—অ ১০, আ ২০, ই ৩০, ঈ ৪০, উ ৫০, ঊ ৬০, এ ৭০, ঐ ৮০, ও ৯০, ঔ ১০০, অং ১১০, এবং অঃ ১২০। অবশিষ্ট সাত বর্গের বর্ণাঙ্ক ব্যঞ্জনবর্ণের স্থান-ক্রমে জানিবে, যথা—ক ১, খ ২, গ ৩, ঘ ৪, ঙ ৫, চ ৬, ছ ৭, জ ৮, ঝ ৯, ঞ ১০, ট ১১, ঠ ১২, ড ১৩, ঢ ১৪, ণ ১৫, ত ১৬, থ ১৭, দ ১৮, ধ ১৯, ন ২০, প ২১, ফ ২২, ব ২৩, ভ ২৪, ম ২৫, য ২৬, র ২৭, ল ২৮, ব ২৯, শ ৩০, ষ ৩১, স ৩২, হ ৩৩, এবং ক্ষ ৩৪। ঋকার, ৯কার ও ব্যঞ্জনবর্ণযুক্ত আকার প্রশ্নাক্ষর গণনাকালে গ্রহণীয় হইবে না।

প্রশ্নককর্ত্তার প্রশ্নের মধ্যে স্বর ব্যঞ্জন যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহাদের

সকল বর্ণাঙ্ক লইয়া সমষ্টি কর এবং তিন দিয়া ঐ সমষ্টিকে হরণ করিয়া কত অবশেষ থাকে দেখ। ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, এবং তিন থাকিলে মূল চিন্তা হইতেছে জানিবে। যদি 'জীব' স্থির হয়, তবে 'দ্বিপদ,' 'চতুষ্পদ,' 'পদহীন' ও 'বহুপদ' এই চারি প্রকার জীবের কোন্ জীব, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রশ্নগত বর্ণাঙ্ক-সমষ্টিকে ৪ দিয়া হরণ কর। যদি ১ থাকে, তবে দ্বিপদ, যদি ২ থাকে, তবে চতুষ্পদ, যদি ৩ থাকে, তবে পদহীন এবং যদি ৪ থাকে, তবে, বহুপদবিশিষ্ট জীব বুঝিবে। যদি দ্বিপদ স্থির হয়, তবে 'দেবতা,' 'তির্য্যক্' (পক্ষী) ও 'উপদেবতা' ইহার কোন্‌বিধ জীব, তাহা স্থির করিতে হইবে। প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি অবর্গ, বা কবর্গ হয়, তবে দেবতা ; যদি চবর্গ বা টবর্গ হয়, তবে মনুষ্য ; যদি তবর্গ বা পবর্গ হয়, তবে তির্য্যক্ এবং যদি যবর্গ বা শবর্গ হয়, তবে উপদেবতা হইবে।

সাধারণ জীবচিন্তা-গণনায় প্রশ্নাঙ্ক-সমষ্টিকে ৩ দ্বারা হরিয়া ১ থাকিলে জীব, ২ থাকিলে ধাতু, ৩ থাকিলে মূল বুঝাইবে ; কিন্তু যদি লুক-চিন্তা গণনা অর্থাৎ চৌর্য্যাদি-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন গণিতে হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ জীবস্থলে ধাতু, ধাতুস্থলে মূল ও মূলস্থলে জীব ধরিতে হইবে অর্থাৎ ১ থাকিলে ধাতু, ২ থাকিলে মূল ও ৩ থাকিলে জীব ধরিবে। যদি মুষ্টি-চিন্তা গণনা হয় অর্থাৎ হস্তের মুষ্টির মধ্যে কোন্ দ্রব্য আছে, ইহা বলিতে হয়, তবে উক্তরূপ জীবস্থলে মূল, ধাতুস্থলে জীব ও মূলস্থলে ধাতু ধরিবে, ১ থাকিলে মূল ২ থাকিলে জীব ও ৩ থাকিলে ধাতু নিশ্চয় করিবে।

অক্ষরসকলের মধ্যে অ ই উ এ ও অং ক গ চ ইত্যাদিগুলিকে অযুগ্ম বা বিষমাক্ষর এবং আ ঈ ঊ ঐ ঔ অঃ খ ব ঝ ইত্যাদিকে যুগ্ম বা সমাক্ষর কহে।

প্রশ্নাক্ষরমধ্যে যদি বিষমবর্ণ অধিক হয়, তবে উহাতে ১ যোগ, আর যদি সমবর্ণ অধিক হয়, তবে উহা হইতে ১ বিয়োগ করিয়া পিণ্ডাঙ্ক লইবে। গণনাস্থলে দগ্ধবর্ণ ঙ ঞ ণ ন ম পরিত্যক্ত হয়।

জীবচিন্তা স্থির হইলে, স্ত্রী, পুরুষ কি নপুংসক--ইহা স্থির করিতে পিণ্ডাঙ্ক অর্থাৎ ঐ বর্ণাঙ্কসমষ্টিকে ৩ দিয়া হরিয়া ১এ পুরুষ, ২এ স্ত্রী ও ৩এ নপুংসক জানিবে। বালক, কুমার, যুবা, প্রৌঢ় কি বৃদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে, ৫ দিয়া হরিয়া ১এ বালক, ২এ কুমার, ৩এ যুবা, ৪এ প্রৌঢ় ও ৫এ বৃদ্ধ বুঝিবে। শরীরের বর্ণ কিরূপ, ইহা জানিতে হইলে, ৩এ হরিয়া ১এ গৌর, ২এ শ্যাম ও ৩এ কৃষ্ণবর্ণ লইবে। ২দিয়া হরিয়া ১এঅঙ্গে ক্ষতচিহ্নহীন এবং ২এচিহ্নহীন ধরিবে। ২এ হরিলে ১এ উত্তম ও ২এ অধম হইবে। ব্রাহ্মণাদি জাতি নিরূপণ

করিতে ৫ দিয়া হরিয়া ১এ ব্রাহ্মণ, ২এ ক্ষত্রিয়, ৩এ বৈশ্য, ৪এ শূদ্র, এবং ৫এ ম্লেচ্ছ ও ইতর জাতি জানিবে। যদি স্ত্রী হয়, সতী কি অসতী জানিতে ২এ হরিয়া ১এ সতী, ২এ অসতী বুঝিবে।

যদি পক্ষিচিন্তা স্থির হয়, তবে জলচর, কি স্থলচর, তাহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ স্থলচর, ২এ জলচর বুঝিবে। ভক্ষ্য কি অভক্ষ্য, ইহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ ভক্ষ্য, ২এ অভক্ষ্য ধরিবে। বর্ণ জানিতে ৫এ হরিয়া ১এ শুক্ল, ২এ কৃষ্ণ, ৩এ হরিত, ৪এ পীত ও ৫এ লোহিতবর্ণ হইবে।

যদি চতুষ্পদ চিন্তা স্থির হয়, তবে খুরী, নখী, দন্তী কি শৃঙ্গী, তাহা দেখ—৪দ্বারা হরিয়া ১এ খুরী, ২এ নখী, ৩এ দন্তী ও ৪এ শৃঙ্গী জন্তু বুঝিবে। প্রশ্নের প্রথমাক্ষর আ কিংবা ঐ হইলে খুরী, চ বা ফ হইলে দন্তী, র বা য হইলে শৃঙ্গী বলিয়া জানিবে। গ্রাম্য কি বন্য, ইহা জানিতে হইলে, ২এ হরিয়া ১এ গ্রাম্য ও ২এ বন্য বুঝিবে।

অপদ জীব স্থির হইলে, পক্ষিচিন্তার ন্যায় তাহার জলমধ্যস্থ, জলজ ও ভক্ষ্যাভক্ষ্য ভেদ করিবে। বহুপদ জীব হইলে, ২এ হরিয়া ১এ অণ্ডজ, ২এ স্বেদজ জানিবে।

যদি ধাতু-চিন্তা স্থির হয়, তবে কোন্ ধাতু, তাহা জানিতে হইবে। ধাতু প্রধানতঃ দ্বিবিধ ;—ধাম্য ও অধাম্য। স্বর্ণ-রৌপ্যাদি অষ্টধাতু দুই প্রকার ;—উত্তম ও অধম। মণিমাণিক্যাদি উত্তম ও শর্করা, মৃত্তিকা, প্রস্তরাদি অধম। বর্ণাঙ্ককে ২এ হরিয়া ১এ ধাম্য ও ২এ অধাম্য জানিবে। যদি ধাম্য হয় তবে ৮এ হরিয়া ১এ স্বর্ণ, ২এ রৌপ্য, ৩এ তাম্র, ৪এ কাংস্য, ৫এ পিত্তল, ৬এ রঙ্গ, ৭এ সীসক ও ৮এ লৌহ বুঝিবে।

যদি অধাম্য হয়, তবে ২এ হরিয়া ১এ উত্তম ও ২এ অধম জানিবে। গঠিত ধাতু নিশ্চয় করিতে, ২এ হরিয়া ১এ গঠিত ও ২এ অগঠিত বুঝিবে। যদি গঠিত অলঙ্কারাদি হয়, তবে কোন্ অঙ্গের ভূষণ, তাহা জানিতে ৮এ হরিয়া ১এ মস্তকের, ২এ কর্ণের, ৩এ গ্রীবার, ৪এ বক্ষের, ৫এ বাহুর, ৬এ হস্তের, ৭এ কটির এবং ৮এ চরণের বলিয়া জানিবে। দক্ষিণাঙ্গের কি বামাঙ্গের, তাহা জানিতে, ২এ হরিয়া ১এ দক্ষিণাঙ্গ, ২এ বামাঙ্গ বুঝিবে। যদি অধমাধাম্য ধাতু হয়, তবে ৫এ হরিয়া ১এ শুক্ল, ২এ কৃষ্ণ, ৩এ হরিত, ৪এ পীত ও ৫এ লোহিতবর্ণ জানিবে।

মূলচিন্তা যদি স্থির হয়, তবে বৃক্ষ, গুল্ম, লতা কি তৃণ, ইহা জানিতে, ৪এ হরিয়া ১এ বৃক্ষ, ২এ গুল্ম, ৩এ লতা ও ৪এ তৃণ জানিবে। ৫এ হরিয়া ১এ ত্বক্, ২এ পত্র, ৩এ মূল, ৪এ ফল ও ৫এ নির্য্যাস জানিবে। ৬এ হরিয়া ১এ

কর্কশ, ২এ কোমল, ৩এ গুরু, ৪এ লঘু, ৫এ স্নিগ্ধ এ ৬এ রুক্ষ জানিবে। ২এ হরিয়া সুগন্ধ, ভক্ষ্য, আর্দ্র, শুষ্ক প্রভৃতি ভেদ জানিবে। পরে, ৬এ হরিয়া ১এ তিক্ত, ২এ কটু, ৩এ কষায়, ৪এ অম্ল, ৫এ লবণ ও ৬এ মধুর বলিয়া নির্ণয় করিবে।

যদি ঈ ঐ ঔ এই তিন বর্ণের কোন বর্ণ প্রশ্নের প্রথমাক্ষরে বা শেষাক্ষরে থাকে, তবে পিণ্ডাঙ্ককে ৩এ হরিয়া, ১এ বস্ত্র, ২এ সূত্র ও ৩এ কার্পাস, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

ফলাফল-গণনা।

যে কোন প্রশ্নের ফলাফল গণনা করিতে হইলে, সেই প্রশ্নোক্ত বর্ণাঙ্ক-সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ কর। ১ থাকিলে সুফল, ২ থাকিলে কুফল এবং ৩ থাকিলে সুফল হইয়াও ফলপ্রদ হইবে না, ভঙ্গযোগ উপস্থিত হইয়া পণ্ড হইয়া যাইবে।

সময় গণনা

কত দিনের মধ্যে কোন্ নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মের ফলভোগ হইবে, তাহা গণনা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইলে, প্রশ্নের আদি বর্ণের প্রকৃতি অনুসারে তাহার নিরূপণ করার স্বরূপাদি নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

'অ ই এ ও' এই চারি বর্ণ সুখকর ও সিদ্ধিদায়ক এবং একমাসমধ্যে ফল প্রদান করে। 'আ ঈ ঐ ঔ' এই চারিবর্ণ সুখকর ও সিদ্ধিদায়ক এবং একমাসমধ্যে ফল প্রদান করে। 'উ ঊ অং অঃ' এই চারিবর্ণ দুঃখপ্রদ ও বিনাশক এবং বৎসরের মধ্যে ফল প্রদান করে।

'অ এ ক চ ট ত প য শ'—উত্তম, দ্বিপদ, শুক্লবর্ণ, দ্বিজজাতি, পুরুষ, প্রথম প্রহর, সুগন্ধ, জ্ঞানী, মধুরস্বর, পৃথ্বী ও পুত্রদানকারী, শীঘ্র, জয়সূচক, মুক্তিপ্রদ, পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী, সর্ব্বার্থসাধনকারী ও বর্ত্তমানকালাত্মক।

'ই উ গ জ ড দ ব ল স'—পূর্ব্ববর্ণিত গুণবিশিষ্ট এবং দীর্ঘ, বৈশ্যজাতি, ত্রিকোণ, বসু অর্থাৎ রত্নরূপ, তৃতীয় প্রহর, পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী ও জলাত্মক।

'আ ঐ খ ছ ঠ থ ফ র ষ'—দক্ষিণদিক্, যুবা, স্ত্রী, সূক্ষ্মভক্ত, শূদ্র ও চতুষ্পদ।

'ঈ ঔ ঘ ঝ ঢ ধ ভ হ'—পীড়ক, ভবিষ্যৎকাল, উত্তরদিগ্বর্ত্তী, অধোদেশ এবং নানা দ্রব্য ও শূন্যসূচক।

'উ ঊ অং অঃ ঙ ঞ ণ ন ম'—নষ্ট, শূন্য, নিষ্ফল, সন্ধ্যাকাল, রক্তবর্ণ, পশ্চিমদিগ্বর্ত্তী, দগ্ধ, তৈজস এবং অতিদাহক ; মতান্তরে—ক্লীব, কুষ্ঠ, বৃদ্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, একচক্ষু ও অশুভাত্মক।

মানসিক চিন্তা-গণনায় প্রশ্নের প্রথমাক্ষর যদি জীবমাত্রাযুক্ত থাকে, তবে জীব, আর যদি মূলমাত্রাযুক্ত থাকে, তবে মূল নিশ্চয় করিবে।

যদি আলিঙ্গিত বর্ণের সংখ্যা অধিক হয়, তবে জীব ; যদি দগ্ধ বর্ণের সংখ্যা অধিক হয়, তবে ধাতু ; আর যদি দীর্ঘ স্বরবর্ণ অধিক হয়, তবে মূল নিশ্চিত জানিবে।

যদি অক্ষরসংখ্যার তিন ভাগ আলিঙ্গিত ও এক ভাগ অভিধূমিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ জীব নির্দ্ধারিত করিবে।

যদি সমস্ত দগ্ধ ও একটিমাত্র লঘু হয়, তবে নির্ভয়ে ধাতু নির্দ্দেশ করিবে।

যদি সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণগুলির মধ্যে অধিকাংশ জীববর্ণ হয়, তবে মূল আর সমুদয় স্বরবর্ণগুলির মধ্যে অধিকাংশ জীবস্বর হইলে ধাতু, ধাতুস্বর হইলে মূল ও মূলস্বর হইলে জীব নিশ্চয় করিবে।

নষ্টবস্তুর সন্ধান ও চোরের নাম নিরূপণ

পূর্ব্বপ্রক্রিয়ামতে, কোন্ দ্রব্য অপহৃত হইয়াছে এবং কিরূপ ব্যক্তি অপহরণ করিয়াছে, তাহা নিরূপণ করিয়া নিম্নপ্রক্রিয়ামতে চোরের নাম নির্ণয় ও নষ্টবস্তুর সন্ধান করিতে পারা যায়।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে অথবা যে দিকে অবস্থিত থাকিবে, নষ্টদ্রব্য অথবা চোর সেই দিকেই আছে জানিবে।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকিবে, তত সংখ্যা বর্ণাঙ্কসমষ্টি অর্থাৎ পিণ্ডাঙ্ক হইতে বাদ দাও। অবশিষ্ট রাশিকে ৩ দিয়া হরণ করিয়া যদি ১ অবশেষ থাকে, তবে নষ্টবস্তু বিক্রীত হইয়াছে ; যদি ২ অবশেষ থাকে, তবে উহা অতি দূরস্থানে পড়িয়াছে জানিবে।

পিণ্ডাঙ্ককে ৫ দিয়া হরিয়া ১ থাকিলে নষ্টবস্তু গৃহের মধ্যেই আছে, ২ থাকিলে মৃত্তিকায় প্রোথিত আছে, ৩ থাকিলে দেবগৃহে আছে, ৪ থাকিলে বিদেশে গিয়াছে, আর ৫ বা ০ শূন্য থাকিলে অপরিচিত লোকে অপহরণ করিয়াছে নিশ্চয় জানিবে।

চোরের নাম জানিতে হইলে, প্রশ্নের বাক্যের ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাকে দ্বিগুণ করিয়া ও প্রতি মাত্রার পিণ্ডাঙ্ককে চতুর্গুণ করিয়া, সমুদয়ের সমষ্টি করিবে ও ঐ সমষ্টিকে ৭ দিয়া হরণ করিবে। ১ অবশেষ থাকিলে অবর্গ অর্থাৎ স্বরবর্ণের মধ্যে কোন বর্ণ চোরের নামের আদি বর্ণ জানিবে। এইরূপে ২ থাকিলে কবর্গ, ৩ থাকিলে চবর্গ, ৪ থাকিলে টবর্গ, ৫ থাকিলে তবর্গ, ৬ থাকিলে পবর্গ, ৭ থাকিলে যবর্গ এবং ০ শূন্য থাকিলে শবর্গমধ্যে আদি বর্ণের নির্ণয় পাইবে সন্দেহ নাই। বর্গের কোন্ বর্ণ, তাহা জানিতে হইলে, যদি অবর্গ হয়, তবে ১৬ দিয়া, যদি ক চ ট ত বা পবর্গ হয়, তবে ৫ দিয়া ও যদি শবর্গ হয়, তবে ৪ দিয়া পিণ্ডাঙ্ককে হরিয়া অক্ষর নিরূপণ করিবে।

রোগীর জীবন-মরণ-গণনা

যে কোন ব্যক্তি পীড়িত হইলে, সেই রোগে তাহার আরোগ্যলাভ হইবে কিংবা তাহাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিবে, এ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিতমতে গণনা করিবে।

প্রশ্নের মধ্যে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহাকে দ্বিগুণ ও যতগুলি মাত্রা থাকে, তাহাদের পিণ্ডাঙ্ককে চতুর্গুণ কর। পরে উভয়ের সমষ্টিকে ৮ দিয়া হরণ কর; অবশিষ্ট যে রাশি থাকিবে, তাহা যদি যুগ্মরাশি হয়, অর্থাৎ ২।৪।৬।০ হয়, তবে মৃত্যু নিশ্চিত, আর যদি ঐ অবশিষ্ট রাশি অযুগ্ম রাশি হয় অর্থাৎ ১।৩।৫।৭ হয়; তবে রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।

প্রকারান্তর।—অক্ষরসংখ্যা ও মাত্রাসংখ্যার সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরিয়া ১ থাকেলে জীবন, ২ থাকিলে মরণ ও ৩ থাকিলে বহুদিন ঐ রোগভোগ হইবে।

তান্ত্রিক প্রশ্ন-গণনা

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্ন যদি অস্পষ্ট অথবা দীর্ঘ ও জটিল বলিয়া উক্তমতে পিণ্ডাঙ্ক ধরিয়া গণনা করা অসাধ্য বা দুরূহ বোধ হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত তান্ত্রিক-গণনামতে সহজে প্রক্রিয়ার সাধন হয়।

ইহাতে প্রশ্নবাক্যের পরিবর্ত্তে যদৃচ্ছা-উচ্চারিত পুষ্পাদির নামে একটিমাত্র শব্দ অবলম্বনস্বরূপ হয় এবং বর্ণাঙ্ক এই প্রকার হয়। যথা—

অ ১২, আ ২১, ই ১১, ঈ ১৮, উ ১৫, ঊ ২২, এ ১৮, ঐ ৩২, ও ১৯, ঔ ২৫, অং ১৩, অঃ ১১।

ক ২১, খ ৩০, গ ১০, ঘ ১৫, ঙ ২১, চ ২৩, ছ ২৬, জ ২৬, ঝ ১০, ঞ ১৩, ট ২২. ঠ ৩৫, ড ৪৫, ঢ ১৪, ণ ১৮, ত ১৭, থ ১৩, দ ৩৫, ধ ২৮, ন ১৮, প ১৬, ফ ২৭, ব ২৬, ভ ১৬, ম ২৬, য ১৩, র ১৩, ল ৩৫, ব ২৬, শ ৩৫, ষ ৩২, স ৩৫, হ ১২।

যদি প্রাতঃকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে কোন একটি বালকের মুখে একটি ফুলের নাম শুনিতে হইবে। যদি মধ্যাহ্নকালে প্রশ্নকাল হয়, তবে একটি যুবার মুখে কোন মূলের নাম ; যদি অপরাহ্ণ হয়, তবে বৃদ্ধের মুখে কোন বৃক্ষের নাম আর যদি রাত্রিকাল হয়, তবে যে কোন লোকের মুখে যে কোন একটি নদী বা দেবতার নাম শ্রবণ করিবে। এই ফুলাদির নামে যে কয়টি অক্ষর আছে, উপরিলিখিতমতে তাহাদের বর্ণাঙ্কের সমষ্টি গ্রহণ কর,—ইহাকে ধ্রুবাঙ্ক বলিয়া জানিবে। প্রত্যক্ষ ফল বলিয়া দিবে।

লাভ-ক্ষতি-গণনা

যদি লাভ ও ক্ষতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হয়, তবে পূর্ব্বমতে প্রশ্নের কালানুযায়ী ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা বস্তুবিশেষের নাম উচ্চারণ করাইয়া লইবে। উহার মধ্যে যতগুলি বর্ণ থাকে, তাহাদের সমষ্টি ধ্রুবাঙ্কস্বরূপ গ্রহণ কর। তৎপরে লাভক্ষতি-প্রশ্নের ক্ষেপাঙ্ক '৪২' উহাতে যোগ কর। হারকাঙ্ক ৩ দিয়া ঐ যোগফলকে হরণ করিলে, যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে লাভ ; যদি ২ থাকে, তবে অল্পলাভ ; আর যদি ০ থাকে, তবে সমূহ ক্ষতি হইবে জানিবে।

সুখ-দুঃখ-গণনা

সুখ-দুঃখ-বিষয়ক প্রশ্ন হইলে, পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহাতে ক্ষেপকাঙ্ক '৩৮' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ২ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে সুখ, যদি ২ থাকে, তবে দুঃখ হইবে।

যুদ্ধে জয়পরাজয়-গণনা

পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া, তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৪' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক '৩' দিয়া হরণ করিলে যদি '১' থাকে, তবে 'জয়' ; যদি '২' থাকে, তবে 'সন্ধি' আর যদি ০ থাকে তবে পরাজয় হইবে।

গমনাগমন-গণনা

পূর্ব্বমতে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৬' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক '৩' দিয়া হরণ করিয়া যদি '১' থাকে, তবে গমন ; যদি ২ থাকে, তবে অবস্থিতি আর যদি ৩ থাকে, তবে নিশ্চয় গতি জানিবে।

জীবন ও মৃত্যু-গণনা

উক্তরূপ ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৪০' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে রক্ষা, যদি ২ থাকে, তবে বহুকষ্টে রক্ষা, আর যদি ০ থাকে, তবে মরণ অবধারিত জানিবে।

গর্ভসঞ্চার-গণনা

পূর্ব্বমতে গৃহীত ধ্রুবাঙ্কের সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৪৬' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে সত্যই গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, যদি ২ থাকে, তবে সঞ্চার সত্য, কিন্তু রক্ষা সংশয় ; আর যদি ০ থাকে, তবে গর্ভ হয় নাই, সকলই মিথ্যা।

যাত্রাগণনা

পূর্ব্বমতে ধ্রুবাঙ্ক লইয়া তাহার সহিত ক্ষেপকাঙ্ক '৩৯' যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে সুযাত্রা ; যদি ২ থাকে, তবে মধ্যমযাত্রা ; যদি ০ থাকে, তবে নিশ্চয়ই কুযাত্রা ঘটিবে।

লাগ্নিক প্রশ্ন-গণনা

যেরূপ রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া জন্মকালীন লগ্নাদি নিরূপিত করা যায়, সেইরূপ রাশিচক্রের অঙ্কন করিয়া প্রশ্নকালীন লগ্নাদি নিরূপিত ও তাহা হইতে তাৎকালিক শুভাশুভ গণিত হইয়া থাকে।

শক্র হইতে জয়পরাজয়-গণনা

প্রশ্নলগ্নের তৃতীয় গৃহ হইতে অষ্টম গৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে 'পৌর' ও অবশিষ্ট অর্থাৎ নবম হইতে দ্বিতীয় গৃহ পর্য্যন্ত স্থানকে 'যায়ী' কহে। পৌরস্থানে পুরবাসীর ও যায়ী স্থানে আক্রমণকারীর শুভাশুভ গণনা হয়। যদি পৌরস্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে পুরবাসীর জয়, আর যদি যায়ী স্থানে শুভগ্রহ থাকে, তবে আক্রমণকারীর জয় হইয়া থাকে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ, এই তিন গৃহে যদি পাপগ্রহ থাকে, তবে আক্রমণকারীর অমঙ্গল ও পুরবাসী অর্থাৎ প্রশ্নকর্ত্তার নিশ্চিত অমঙ্গল হইবে।

কার্য্যসিদ্ধি-গণনা

প্রশ্নলগ্ন যদি শীর্ষোদয় রাশি হয় ও তাহাতে যদি শুভগ্রহ সংস্থিত থাকে এবং ঐ গৃহ যদি শুভগ্রহের বর্গ হয়, তবে প্রশ্নকর্ত্তার নিশ্চিত কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে, অর্থাৎ ঐ লগ্নগৃহ পাপগ্রহের অধিষ্ঠিত, পাপগ্রহের বর্গ ও পৃষ্ঠোদয় রাশি হইলে প্রশ্নকর্ত্তার বৃথা প্রয়াস—পণ্ড-শ্রম হইবে মাত্র ; প্রত্যুত, আরব্ধ বা কল্পিত কর্ম্মে শুভ না হইয়া বরং উহাতে অতি অশুভঘটন হইবে। যদি লগ্নস্থান মধ্যাবস্থায় থাকে অর্থাৎ শুভাশুভ গ্রহের অধিষ্ঠিত ও শুভাশুভ গ্রহের বর্গস্থান হয়, তবে কষ্টেসৃষ্টে কার্য্যোদ্ধার জানিবে।

প্রকারান্তর।—প্রশ্নকালীন লগ্নে, চতুর্থে, পঞ্চমে, সপ্তমে, নবমে বা দশমে যদি শুক্রগ্রহ থাকে, আর কেন্দ্রে ও অষ্টমে পাপগ্রহ না থাকে, তবেই প্রশ্নকর্ত্তার কার্য্যসিদ্ধি ; অন্যথা কার্য্যনাশ হইবে।

কার্য্যসিদ্ধির কাল-গণনা

প্রশ্নসময়ের তিথি, বার, নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কের সমষ্টিকে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলে ৬ যোগ করিলে যে রাশি হইবে, সেই রাশিকে ৮ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে এক পক্ষ পরে; যদি ২ থাকে, তবে এক মাস পরে; যদি ৩ থাকে, তবে এক ঋতু পরে; যদি ৪ থাকে, তবে ১ অয়ন পরে; যদি ৫ থাকে, তবে অহোরাত্র পরে; যদি ৬ থাকে, তবে ১ প্রহর পরে; যদি ৭ থাকে, তবে ২॥০ দণ্ড অর্থাৎ এক ঘণ্টা পরে, আর যদি ০ থাকে, তবে কয়েক পলের মধ্যেই কার্য্যসিদ্ধি ঘটিবে।

বিবাহ-গণনা

বিবাহ হইবে কি না, এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, প্রশ্নকালীন রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখিবে যে, ত্রিকোণ বা কেন্দ্রে শুভগ্রহ আছেন কি না; অথবা লগ্ন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ; সপ্তম বা একাদশ স্থানে রবি, বৃহস্পতি, বুধের দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্র আছেন কি না। যদি এরূপ থাকে, তবেই বিবাহ হইবে; নচেৎ কখনই বিবাহ হইবে না।

প্রবাসীর কুশল-গণনা

বিদেশস্থ আত্মীয়স্বজনের বাটী আসিবার সম্ভাবনা বোধ হইলে, প্রকৃতপক্ষে আগমন ঘটিবে কি না, নিম্নলিখিত গণনায় তাহা অবগত হওয়া যায়।

প্রশ্নকালীন লগ্ন স্থির কর। লগ্ন হইতে যত গৃহ অন্তরে প্রথমে কোন গ্রহের অবস্থান দেখিবে, তত সংখ্যা দ্বারা ১২কে গুণিত কর। গুণফল যত সংখ্যা হইবে, তত দিবসের মধ্যে প্রবাসী প্রত্যাগত হইবে জানিবে।

যদি কোন গ্রহ প্রশ্নলগ্নের সপ্তম স্থান হইতে বক্রগামী হয়, তবে প্রবাসী আর ফিরিবে না জানিবে আর যদি বক্রগামী না হইয়া সপ্তম হইতে অষ্টমে গতি করে, তবেই প্রবাসী ত্বরায় প্রত্যাগমন করিবে বুঝিবে।

প্রশ্নলগ্নের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম স্থানে গ্রহ থাকিলে, প্রবাসী বাটী আসিবে, আর শুক্র ও বৃহস্পতি ঐ স্থানে দৃষ্ট হইলে শীঘ্র আগমন বুঝিবে।

পূর্ণচন্দ্র, বৃহস্পতি, বুধ ও শুক্র ঐ তিন স্থানে অবস্থিত থাকিলে প্রশ্নকর্ত্তার নষ্টবস্তু পুনঃপ্রাপ্তি হইবে।

অষ্টম স্থানে চন্দ্র থাকিলে ও কেন্দ্রে কোন অশুভ গ্রহ না থাকিলে নির্ব্বিঘ্নে আগমন ঘটে। যদি অষ্টমে চন্দ্র ও কেন্দ্রে শুভগ্রহ থাকে, তবে প্রবাসী বহু ধনলাভযুক্ত হইয়া আসিতেছে জানিবে।

যদি কোন পৃষ্ঠোদয় রাশি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, কর্কট, মকর, ধনু অথবা মীন, ইহাদের যে কোনটি প্রশ্নের লগ্ন হয় এবং সেই লগ্নে যদি পাপগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তবে জানিবে যে, প্রবাসীর হয় মৃত্যু, না হয় বন্ধনদশা ঘটিয়াছে। যদি লগ্ন হইতে তৃতীয় গৃহে অশুভ গ্রহের অবস্থান থাকে এবং তাহাতে কোন শুভগ্রহের দৃষ্টি পতিত না হয়, তবে জানিবে, প্রবাসী পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেছে। ষষ্ঠস্থানে যদি পাপগ্রহ থাকে এবং তাহাতে শুভগ্রহের দৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জানিবে যে, প্রবাসী জীবিত নাই। যদি কেন্দ্রে পাপগ্রহ থাকে ও তথায় শুভগ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তবে নিশ্চয় বুঝিবে যে, প্রবল শত্রু কর্ত্তৃক প্রবাসী উৎপীড়িত হইতেছে বা শত্রুজনে তাহাকে হরণ করিয়াছে।

সুজাতক-বিজাতক-গণনা

যে কোন ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মগহণ করিয়াছে কি অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে, ইহা জানিতে হইলে, এই সকল প্রক্রিয়ার অবলম্বন কর।

জাতকের কোষ্ঠী থাকিলে দেখ, জন্মলগ্ন ও চন্দ্র যে স্থানে আছে, সে স্থানে যদি বৃহস্পতির দৃষ্টি না থাকে অথবা চন্দ্র ও রবি যুক্ত না থাকে, যদি পাপচন্দ্রের সহিত রবি যুক্ত হয় তবে জানিবে, ঐ ব্যক্তি অপরের ঔরসে জন্মগহণ করিয়াছে।

যদি জন্মতিথি—দ্বিতীয়া, দ্বাদশ বা সপ্তমী হয়; জন্মনক্ষত্র—কৃত্তিকা, মৃগশিরা, পুনর্ব্বসু, উত্তরফল্গুনী, চিত্রা, বিশাখা, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা বা পূর্ব্বভাদ্রপদ হয় এবং জন্মবার রবি, সোম বা মঙ্গল হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিবে, ঐ ব্যক্তি (জারজ) পরবীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে।

এইরূপে ইহার প্রশ্ন-গণনা করিবে; যথা—

প্রশ্নকালীন যোগ (বিষ্কুম্ভাদি) সংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ১৪ যোগ কর। সমষ্টিকে হারকাঙ্ক ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে,

তবে পিতার ঔরসে, যদি ২ থাকে, তবে অপরের ঔরসে আর যদি ৩ বা ০ শূন্য থাকে তবে উভয়ের ঔরসযোগে জন্ম হইয়াছে জানিবে।

প্রকারান্তর।—যত দণ্ড সময়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইবে, সেই দণ্ডসংখ্যাকে ৫ দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে তাৎকালিক তিথি, নক্ষত্র ও বারের সংখ্যা যোগ কর। যোগফলকে প্রশ্নলগ্নের রাশির সংখ্যা দিয়া পূরণ করিয়া তাহাতে ক্ষেত্রাঙ্ক ১৩ যোগ কর। যোগফল যে অঙ্ক হইবে, তাহাকে প্রশ্নের মাসাঙ্ক দিয়া হরণ কর। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা যদি সমাঙ্ক অর্থাৎ ২।৪।৬।৮।১০ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি পিতার ঔরসে জন্মিয়াছে, আর যদি বিষমাঙ্ক হয়, অর্থাৎ ১।৩।৫।৭।৯।১১ হয়, তবে নিশ্চিত পরের বীর্য্যে তাহার উৎপত্তি হইয়াছে জানিবে। মাসাঙ্ক চৈত্রে ১, বৈশাখে ২, জ্যৈষ্ঠে ৩, আষাঢ়ে ৪, শ্রাবণে ৫, ভাদ্রে ৬, আশ্বিনে ৭, কার্ত্তিকে ৮, অগ্রহায়ণে ৯, পৌষে ১০, মাঘে ১১, ফাল্গুনে ১২।

পঞ্চতত্ত্ব-প্রশ্ন গণনা

প্রশ্ন পৃথ্বীতত্ত্বে * উপস্থিত হইলে মূলচিন্তা, জলতত্ত্বে অথবা বায়ুতত্ত্বে উপস্থিত হইলে জীবচিন্তা, অগ্নিতত্ত্বে উপস্থিত হইলে ধাতুচিন্তা এবং আকাশতত্ত্বে উপস্থিত হইলে প্রশ্নকর্ত্তার কোন নির্দ্দিষ্ট চিন্তা নাই বুঝিবে। পৃথ্বীতত্ত্বে বহুপদের, জল বা বায়ুতত্ত্বে দ্বিপদের, অগ্নিতত্ত্বে চতুষ্পদের এবং আকাশতত্ত্বে পদহীন জীবের চিন্তা জানিবে।

যদি চন্দ্রনাড়ীতে পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের এবং রবিনাড়ীতে অগ্নিতত্ত্বের উদয়কালে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তবে যে কোন বিষয়ক হউক না, সে প্রশ্ন শুভফলপ্রদ ও সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

প্রশ্নকালীন পৃথ্বী ও জলতত্ত্বের প্রবাহ শুভপ্রদ, অগ্নিতত্ত্বের প্রবাহ মিশ্রফলপ্রদ এবং বায়ু ও আকাশতত্ত্বের প্রবাহ অশুভপ্রদ—ক্ষতি ও মৃত্যু-প্রদায়ক হইয়া থাকে।

পৃথ্বীতত্ত্বে বিলম্বে লাভ, জলতত্ত্বে তৎক্ষণাৎ লাভ, বহ্নি ও বায়ুতত্ত্বে ক্ষতি এবং আকাশতত্ত্বে নিষ্ফল প্রশ্ন জানিবে।

জীবিত, জয়, লাভ, কৃষি, ধন, কর্ষণ, মন্ত্র, অর্থ, যুদ্ধ এবং গমনাগমন

* পঞ্চতত্ত্ব ও স্বরজ্ঞান দেখ।

প্রভৃতি প্রশ্নে, জলতত্ত্বে আগমন, পৃথ্বীতত্ত্বে নির্ব্বিঘ্নে সমভাবে স্থিতি, বায়ুতত্ত্বে গমন এবং আকাশ ও অনলতত্ত্বে হানি ও মৃত্যু-সংঘটন হয়।

(প্রবাসিপ্রশ্ন)—বায়ু যখন চন্দ্র-সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া রাহুগ্রস্ত হয়, সেই সময়ে প্রবাসিপ্রশ্ন উপস্থিত হইলে বুঝিবে, সে ব্যক্তি অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পূর্ব্বস্থান হইতে স্থানান্তরগমনের অপেক্ষা করিতেছে। জলতত্ত্বে প্রশ্ন হইলে বাটী আসিতেছে, পৃথ্বী ও বায়ুতত্ত্বের প্রশ্নে কুশলে আছে এবং অগ্নিতত্ত্বের প্রশ্নে প্রবাসীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে বুঝিবে।

সন্তান-গণনা

প্রশ্নের তিথির অঙ্ককে চতুর্গুণ কর ; তাহাতে প্রশ্নের বার ও যোগের অঙ্ক এবং অতিরিক্ত ১ যোগ করিয়া সমষ্টির অর্দ্ধেক গ্রহণ কর। পরে ঐ গৃহীত অঙ্ককে ৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৪ দিয়া হরণ কর। যদি ১ থাকে, তবে কালবিলম্বে সন্তান জন্মিবে, যদি ২ থাকে, তবে কখনও সন্তান জন্মিবে না, আর যদি ০ শূন্য থাকে, তবে শীঘ্র সন্তান জন্মিবে।

পুত্র-কন্যা-গণনা

প্রশ্নের বর্ণাঙ্ক, মাত্রাঙ্ক এবং বার, তিথি ও নক্ষত্রের অঙ্ক একত্র সমষ্টি করিয়া ৭ দিয়া হরণ করিলে যদি অযুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ১।৩।৫।৭ ইহার কোন অঙ্ক অবশেষ থাকে, তবে পুত্র জন্মিবে, আর যদি যুগ্মাঙ্ক অর্থাৎ ২।৪।৬ ইহার কোন অঙ্ক থাকে, তবে কন্যা জন্মিবে সন্দেহ নাই।

(মতান্তরে)

গর্ভিণীর নামের অক্ষরসংখ্যার সহিত বার, তিথি, নক্ষত্র ও যোগের অঙ্কসংখ্যা একত্র করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া হরণ করিলে যদি ১ থাকে, তবে পুত্র, যদি ২ থাকে, তবে কন্যা, আর যদি ০ শূন্য থাকে, তবে গর্ভপাত হইবে জানিবে।

সধবা-বিধবা-গণনা

অর্থাৎ

স্ত্রীপুরুষের অগ্রপশ্চাৎ মৃত্যুনির্ণয়

স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের নামে যতগুলি অক্ষর থাকে, তাহার ব্যঞ্জন-সংখ্যাকে দ্বিগুণ ও মাত্রার সংখ্যাকে চতুর্গুণ করিয়া সমষ্টিকে ৩ দিয়া

হরণ কর। যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ১ অথবা ০ হয়, তবে স্ত্রী বিধবা হইবে অর্থাৎ পুরুষ অগ্রে মরিবে, আর যদি অবশিষ্ট অঙ্ক ২ হয়, তবে স্ত্রী সধবা থাকিবে অর্থাৎ স্বামীর অগ্রে স্ত্রী মরিবে।

দিব্যনারী-গণনা

জাতকের জন্মকালে যদি তাহার মাতার মৃত্যু হয় এবং পিতা প্রবাসে থাকে, তবে তাহার বিবাহকালে দিব্যনারী লাভ হইবে অর্থাৎ তাহার পরমা সুন্দরী স্ত্রী হইবে।

যে পুরুষ উচ্চরাশিতে, উত্তরাষাঢ়া বা শতভিষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পরম রূপবতী কন্যার সহিত বিবাহ হইবে, ইহা নিশ্চয় জানিবে।

আয়ুর্গণনা

আয়ুর্গণনা সকল গণনার প্রধান। জীবন থাকিলেই তবে জীবনের ফলাফলজ্ঞানের প্রয়োজন। বিবিধ উপায়ে জাতকের পরমায়ু নিরূপণ হইয়া থাকে, কিন্তু খনার প্রচলিত সামান্য গ্রাম্য কবিতার এক চরণে যে আয়ুর্গণনা নিরূপিত হইয়াছে, বহু তর্কের মীমাংসায় ও বহু জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে তাহাই সকল গণনার সার ও একমাত্র অভ্রান্ত বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

"পলকে জীবন বার দিন।"

[খনা]

জাতক ভূমিষ্ঠ হইবার পরে, জন্মনক্ষত্রের ভোগ্যমান্ যত দণ্ডপল থাকে, তাহাকে পল করিয়া; প্রতি পলে ১২ দিন হিসাবে পরমায়ুর পরিমাণ করিবে।

পিশাচ-প্রশ্ন

অঙ্গবিদ্যা

পিশাচ-প্রশ্ন-গণনায় পূর্ব্বপ্রক্রিয়ামতে লগ্নজ্ঞান, তত্ত্বনির্ণয়, প্রশ্নাক্ষর নিরূপণ বা তন্ত্রশিক্ষা প্রভৃতি কিছুরই প্রয়োজন হয় না। প্রশ্নকর্ত্তার অবস্থান, অঙ্গচালনা, হস্তস্থিত বস্তু অথবা সম্মুখস্থিত যে কোন পদার্থ দৃষ্টিমাত্র করিয়া, ইহা দ্বারা অতি সহজে যে কোন প্রশ্নের সমাধান করা যায়। পবিত্রক্রিয় নিগূঢ়মন্ত্র দৈবজ্ঞ বিজ্ঞানপ্রভাবেই প্রশ্নের উত্থাপন হইতে না হইতে তাহার উত্তর প্রদান করিবেন।

যে কোন স্থানে বসিয়া গণনা করিলে অভীষ্টফল পাওয়া যাইবে না। যে সকল স্থান শাস্ত্রে শুভ বলিয়া কীর্ত্তিত ও প্রশংসিত আছে, সেইরূপ স্থানে অবস্থান করিয়া গণনা করিবে। কিরূপ স্থান শুভ আর কিরূপ স্থান অশুভ, তাহা বর্ণিত হইতেছে।—

যে সকল স্থান সুন্দর, স্নিগ্ধ ও মনোরম, মনোজ্ঞ পাদপগণ ফলকুসুমে সুশোভিত হইয়া যে স্থানের সুষমা বৃদ্ধি করিতেছে, শ্যামল শস্যক্ষেত্র বা শষ্পবীথিকাসকলে পরিবেষ্টিত হইয়া প্রকৃতি যে স্থানে হাস্যমুখী হইয়া রহিয়াছে, মধুরকণ্ঠে বিহঙ্গমগণ অস্ফুট ধ্বনিতে যে স্থানকে মানসরঞ্জন করিতেছে, সে স্থানে প্রস্ফুটিত সুগন্ধ কুসুমরাজি মধুকরগণের ও স্বচ্ছ শাদ্বলশোভিত সলিলরাশি তৃষিত জনের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া রহিয়াছে, যে স্থান দেব, দ্বিজ, সিদ্ধ, সদাত্মা ও সৎপুরুষগণের আনন্দক্ষেত্র বলিয়া স্বভাবতঃ অন্তঃকরণে আনন্দ সঞ্চারিত হয়, সেই অনুত্তম রমণীয় ও পবিত্র স্থানই শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়, শুভ ও সম বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। আর [যে স্থান ছিন্নভিন্ন কৃমিকণ্টকাদিদলিত শুষ্কবৃক্ষসকলে সমাকীর্ণ, হিংস্র চতুষ্পদ জন্তু ও কঠোররবকারী পক্ষিসকল কর্ত্তৃক পীড়িত, যে স্থান অতি কুৎসিতদর্শন, যে স্থান শ্মশান বা শূন্যগৃহ, চতুষ্পথ, অপবিত্র ক্ষেত্র, ঊষরভূমি এবং অঙ্গার, অস্থি, তুষ, ভস্ম, বিষ্ঠা ও শুষ্ক তৃণাদি দ্বারা দূষিত অথবা যে স্থানে অস্ত্র ও মদিরা বিক্রীত হয়; নির্ব্বাসিত, নগ্ন, নাপিত, মুচি, রিপু, কারাবাসী, বাজীকর উন্মাদ বা রুগ্ন ব্যক্তি যে স্থানে বসতি করে, শাস্ত্রে সেই সকল স্থান অতি নিন্দনীয়, ত্যজ্য অশুভ ও বিষম বলিয়া অভিহিত।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি পূর্ব্ব, উত্তর ও ঈশান, এই তিন দিকের কোন দিকে অবস্থিত হইয়া প্রশ্ন করেন, তবে তাহাতে শুভ আর যদি দক্ষিণ, পশ্চিম, বায়ু, নৈর্ঋত ও অগ্নি, এই পাঁচ দিকের কোন দিকে অবস্থিত হইয়া

প্রশ্ন করেন, তবে তাহাতে নিশ্চিত অশুভ হইবে। পূর্ব্বাহ্ণকালই প্রশ্ন-গণনার প্রকৃত সময় ও সর্ব্বত্র প্রশস্ত ; অপরাহ্ণ বা নিশামানের প্রশ্ন অমঙ্গলকর হয়।

প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে বা বস্ত্রে যদি কোন বস্তু থাকে, তাহা দেখিয়াই প্রশ্নের উত্তর হইবে। পুরুষের উরু, ওষ্ঠ, বৃষণ (মুষ্ক), চরণ, দন্ত, বাহু, হস্ত, গণ্ড, কেশ, নখ, অঙ্গুষ্ঠ, কক্ষ, অংস, কর্ণ, জিহ্বা, গ্রীবা, গুল্‌ফ, নাভি, পার্শ্ব, বক্ষঃ, তালু, নেত্র ও বদন প্রভৃতি, নারীর ভ্রূ, নাসিকা, নিতম্ব, কটি ও অঙ্গুলীলেখা (অঙ্গুলীচিহ্ন) প্রভৃতি এবং নপুংসকের মুখ, মস্তক; কপাল এবং বক্ষঃ ক্ষত কি কৃশ বা ভগ্নাঙ্গ প্রভৃতি দ্বারা শুভাশুভ নির্ণয় করিবে।

প্রশকর্ত্তা প্রশ্ন করিবার সময় যদি আপনার পদাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ বা সঞ্চালন করে, তবে চক্ষুরোগ উপস্থিত হইবে। যদি অঙ্গুষ্ঠ ভিন্ন অপরাঙ্গুলী হয়; তবে কন্যাশোক হইবে।

যদি প্রশ্নকর্ত্তা তৎকালে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়, তবে রাজভয়, যদি ঐ আঘাত বক্ষঃস্থলে ঘটে, তবে পত্নী-বিরহাশঙ্কা উপস্থিত জানিবে।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা পদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ভূমি বিলিখন করে, তবে ক্ষেত্র-চিন্তা, আর যদি পাদকণ্ডুয়ন করে, তবে দাসীচিন্তা জানিবে।

প্রশ্নকালে যদি তাল, ভূর্জ্জপত্র বা পট্টবস্ত্র দৃষ্টিপথে পতিত হয়; তবে কেশ, তুষ, অস্থি বা ভস্মসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি রজ্জুকাল দৃষ্ট হয়; তবে ব্যাধি-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন এবং যদি বল্কল দৃষ্ট হয়; তবে জ্ঞাতি বা বন্ধনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে।

প্রশ্নকালে যদি বৃদ্ধ দৃষ্টিগোচর হ , তবে বন্ধু বা বেশ্যাসম্বন্ধীয় ; যদি পরিব্রাট্ দৃষ্ট হয়, তবে ধন বা নবপ্রসূতি নারীসম্বন্ধীয় এবং যদি উন্মাদ দৃষ্ট হয়; তবে নৃপতি বা দ্যূতক্রীড়া-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন হইবে।

প্রশ্নসময়ে শাক্য দৃষ্টে তস্কর; উপাধ্যায় দৃষ্টে দলপতি; আহত দৃষ্টে ব্যবসায়ী; নিগ্রহ দৃষ্টে দাসী; নিমিত্ত দৃষ্টে আক্রমণকারী; নিগম দৃষ্টে বিক্রেয় বস্তু এবং কৈবর্ত্তজাতি দৃষ্টে অতি শত্রু বা বধ্য প্রাণিসম্বন্ধে প্রশ্ন জানিবে।

প্রশ্নকালে গাভী দৃষ্ট হইলে মেষ; হস্তী দৃষ্ট হইলে ধন; মহিষ দৃষ্ট হইলে চন্দন; রৌপ্য দৃষ্ট হইলে কৌষেয় বসন এবং ব্যাঘ্র দৃষ্ট হইলে ভূষণ লাভ হইবে।

প্রশ্নকালে ধান্য, পূর্ণপাত্র ও পূর্ণকুম্ভ দর্শনে কুটুম্ববৃদ্ধি, হস্তীর মল দর্শনে ধনহানি, গোময় দর্শনে যুবতীবিনাশ ও কুক্কুরপুরীষ দর্শনে সুহৃদ্‌ক্ষয় বুঝিবে।

প্রশ্নকালে তপস্বিনী দর্শনে প্রবাসী জন, শৌণ্ডিক দর্শনে পশুপাল এবং উঞ্ছবৃত্তি দর্শনে প্রশ্নকর্ত্তার বিপদ ও বন্ধনবিষয়ক প্রশ্নজানিবে।

প্রশ্নকালে পিপ্পলী দৃষ্টে নারীবিষয়, মরিচ দৃষ্টে পুরুষবিষয়, শুণ্ঠি দৃষ্টে দুষ্ট জন, বালা দৃষ্টে পীড়িত ব্যক্তি, লোধ দৃষ্টে অধ্ব (পথ), কুড় দৃষ্টে পুত্র, বসন দৃষ্টে ধন, বারি দৃষ্টে ধান্য, জীবক দৃষ্টে কন্যা, গন্ধমাংসী দৃষ্টে দ্বিপদ, শতপুষ্প দৃষ্টে চতুষ্পদ এবং তগর দৃষ্টে ভূমিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিশ্চয় জানিবে।

প্রশ্নকালে যদি বিষ, তুষ, অস্থি, রোদনধ্বনি বা ক্ষুৎ (হাঁচির শব্দ) গোচর হয়, তাহা হইলে পীড়িতের মৃত্যু বুঝিবে। যদি সহসা গৃহাভ্যন্তরে বাত্যা প্রবিষ্ট হইয়া বাহিয়া যায়, তবে অনুমান করিবে যে, কোন ব্যক্তি পথ্যবিষয়ে অত্যাচারী হইয়া বা অতিভোজন করিয়া মৃতবৎ হইয়াছে।

প্রশ্নসময়ে প্রশ্নকর্ত্তার হস্তে বটফল থাকিলে ধন, মধূফল থাকিলে স্বর্ণ, তিন্দুকফল থাকিলে মনুষ্য, জম্বুফল থাকিলে ধাতু, অশ্বত্থফল থাকিলে বস্ত্র, আম্রফল থাকিলে রৌপ্য এবং বদরীফল থাকিলে তাম্রলাভ হইবে জানিবে।

প্রশ্নকর্ত্তা যদি প্রশ্ন করিবার সময়ে অন্তস্থ অঙ্গ সঞ্চালিত করে, তবে স্বজনসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি বহিরঙ্গ চালিত করে, তবে অপর ব্যক্তিসম্বন্ধীয় প্রশ্ন; যদি পদাঙ্গুলী চালিত করে, তবে দাসদাসীবিষয়ক প্রশ্ন; যদি জঙ্ঘা চালনা করে, তবে বিদেশী ব্যক্তিবিষয়ে প্রশ্ন; যদি নাভি সঞ্চালন করে, তবে ভগিনীসম্বন্ধে প্রশ্ন ও যদি বক্ষঃ চালনা করে, তবে নারীসম্বন্ধীয় প্রশ্ন বুঝিবে।

প্রশ্নকর্ত্তা হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পুত্র এবং অপর অঙ্গুলী স্পর্শ করিলে কন্যাবিষয়ে প্রশ্ন জানিবে।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি জঠর স্পর্শ করে, তবে জননী; যদি মস্তক স্পর্শ করে, তবে গুরু; যদি দক্ষিণবাহু স্পর্শ করে, তবে ভ্রাতা এবং যদি বামবাহু স্পর্শ করে, তবে ভ্রাতৃপত্নীর চিন্তা জানিবে।

যদি অন্তস্থ অঙ্গ ত্যাগ করিয়া প্রশ্নকর্ত্তা আপনার বাহ্য অঙ্গ স্পর্শ করে কিংবা যদি প্রশ্নকালে শ্লেষ্মা, মূত্র বা মল ত্যাগ করে, আর সেই সময়ে হস্তস্থিত বস্তু ভূতলে পড়িয়া যায় অথবা যদি প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে শরীর অবনত করে কিংবা সেই সময়ে কেহ রিক্তভাণ্ড অর্থাৎ শূন্য কলস লইয়া যায়, তাহা হইলে তস্করবিষয়ক চিন্তা বুঝিবে।

প্রশ্নকালে যদি 'হৃত' 'পতিত', 'ক্ষত', 'মৃত' বা 'গত' ইত্যাদি সূচক কথা শুনা যায়, তবে তস্করচিন্তা হইতেছে এবং ঐ নষ্টদ্রব্য আর পাওয়া যাইবে না, ইহা বুঝিবে।

যদি প্রশ্নকারক আপনার ললাট কিংবা হৃদয় অথবা গ্রীবা স্পর্শ করে, আর যদি তৎকালে শস্যশীর্ষ (শীষ) দৃষ্ট হয়, তবে অন্নবিষয়ক চিন্তা জানিবে।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে স্বীয় কুক্ষি স্পর্শ করিলে আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্য, মুখ বিকৃত করিলে অম্লরসদ্রব্য, হিক্কা ত্যাগ করিলে কটু তিক্ত কষায় বা উষ্ণ দ্রব্য এবং নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিলে লবণাক্ত দ্রব্যসম্বন্ধীয় চিন্তা জানিবে।

যদি প্রশ্নকালে হিংস্র জন্তু দৃষ্ট হয় কিংবা প্রশ্নকর্ত্তা যদি তৎকালে শ্লেষ্মা ত্যাগ করে, তবে শুষ্ক ও তিক্তবস্তুসম্বন্ধীয় প্রশ্নআর যদি প্রশ্নকারক স্বীয় ভ্রূ, গণ্ড ও ওষ্ঠ স্পর্শ করে, তবে বুঝিবে, সেই ব্যক্ত অভক্ষ্য ভোজন করিয়াছে।

গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত হইলে, নিম্নলিখিতমতে সমাধান কর।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে যদি অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা অপরাঙ্গুলী বা ভ্রূ স্পর্শ করে কিংবা যদি তৎকালে মাতা, পুত্র ও ধাত্রী নিকটে থাকে অথবা যদি ঘৃত, মধু বা স্বর্ণ-প্রবালাদি রত্ন দৃষ্ট হয়, তবে গর্ভসম্বন্ধীয় প্রশ্ন উপস্থিত হইবে।

গর্ভপ্রশ্নসময়ে প্রশ্নকর্ত্তা যদি জঠর স্পর্শ করে, তবে নিশ্চয় গর্ভ হইয়াছে জানিবে। যদি প্রশ্নকর্ত্তা উদর আকুঞ্চিত করে, হস্তের উপর হস্ত স্থাপন করে কিংবা যদি তৎকালে তাহার আসন পরিচালিত হয় বা সেই সময়ে কোন দুর্নিমিত্ত দৃষ্ট হয়, তবে গর্ভের সঞ্চার হয় নাই বুঝিবে।

গর্ভপ্রশ্ন সময়ে পানীয় দ্রব্য, অন্ন, পুষ্প ও ফল দৃষ্ট হইলে মঙ্গলদায়ক হয়।

প্রশ্নকর্ত্তা প্রশ্নকালে দক্ষিণনাসা স্পর্শ করিলে এক মাস পরে, বামনাসা বা কর্ণ স্পর্শ করিলে দুই মাস পরে এবং স্তন স্পর্শ করিলে চারি মাস পরে প্রসব হইবে জানিবে।

প্রশ্নকর্ত্তার প্রশ্নকালে যদি কোন পুরুষ দর্শন বা স্পর্শ করে তাহা হইলে পুত্র, যদি নারী দর্শন বা স্পর্শ করে, তবে কন্যা এবং যদি ক্লীব দর্শন বা স্পর্শ করে, তবে নপুংসক সন্তান হইবে।

যদি প্রশ্নকালে প্রশ্নকর্ত্তা মস্তকের শিখা স্পর্শ করে, তাহা হইলে তিন পুত্র, দুই কন্যা ; যদি কর্ণ স্পর্শ করে. তবে পাঁচ পুত্র ; যদি হস্ত স্পর্শ করে, তবে তিন পুত্র—এইরূপ করাঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ করিলে পাঁচ পুত্র এবং পদাঙ্গুষ্ঠ বা পার্শ্বদ্বয় স্পর্শ করিলে কন্যামাত্র জন্মিবে।

উক্তরূপে বাম উরু স্পর্শ করিলে দুই কন্যা, দক্ষিণ উরু স্পর্শ করিলে দুই পুত্র, মধ্যললাট স্পর্শ করিলে চারি কন্যা এবং প্রান্তললাট স্পর্শ করিলে তিন কন্যা উৎপন্ন হইবে।

রাক্ষসী-বিদ্যা

প্রশ্নকর্ত্তাকে যে কোন একটি ফলের নাম উচ্চারণ করিতে বলিবে। কথিত ফলের আদ্যক্ষর লইয়া সংজ্ঞাষ্টক অবলম্বনে প্রশ্নের উত্তর প্রদান কর।

সংজ্ঞাষ্টক—১ ধ্বজ, ২ ধূম্র, ৩ সিংহ, ৪ শ্বান, ৫ বৃষ, ৬ খর, ৭ গজ, ৮ ধ্বাঙ্ক্ষ।

বর্ণমালার অষ্টবর্গ এই অষ্ট সংজ্ঞায় বিভক্ত অর্থাৎ অবর্গ বা সমুদায় স্বরবর্ণে ধ্বজ, কবর্গ বা ক খ গ ঘ ঙ এই পঞ্চবর্ণে ধূম্র, চবর্গ বা চ ছ জ ঝ ঞ এই পঞ্চবর্ণে সিংহ, টবর্গ বা ট ঠ ড ঢ ণ এই পঞ্চবর্ণে শ্বান, তবর্গ বা ত থ দ ধ ন এই পঞ্চবর্ণে বৃষ, পবর্গ বা প ফ ব ভ ম এই পঞ্চবর্ণে খর, যবর্গ বা য র ল ব এই কয় বর্ণে গজ ও শবর্গ অর্থাৎ শ ষ স হ এই কয় বর্ণে ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞা হয়।

ঐ অষ্ট সংজ্ঞায় অষ্টবর্গ আবার সপ্তগ্রহ দ্বারা বিভক্ত হয়;—ধ্বজ বা অবর্গের অধিপতি রবি গ্রহ, ধূম্র বা কবর্গের অধিপতি মঙ্গল গ্রহ, সিংহ বা চবর্গের অধিপতি বৃহস্পতি গ্রহ, খর বা পবর্গের অধিপতি চন্দ্র গ্রহ হয়।

পুনশ্চ, দ্বাদশ রাশিতে ঐ অষ্ট সংজ্ঞা এইরূপে বিভক্ত হয়। যথা— ধ্বজে সিংহরাশি; ধূম্রে মেষ ও বৃশ্চিক; সিংহে তুলা ও বৃষ রাশি; শ্বানে মিথুন ও কন্যা রাশি; বৃষে ধনু ও মীন রাশি; খরে মকর ও কুম্ভ রাশি এবং গজে ও ধ্বাঙ্ক্ষে কর্কট রাশি হয়। তাহা হইলেই প্রশ্নকর্ত্তা যে ফলের নাম উচ্চারণ করিবে, তাহার আদিবর্ণ যদি অ আ ই ঈ উ ঊ ও ঔ অং অঃ ইহার কোন অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধ্বজ, গ্রহ রবি ও রাশি সিংহ হইবে। যদি ফলের আদিবর্ণ ক খ গ ঘ ইহার কোন অক্ষর হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা ধূম্র, গ্রহ মঙ্গল ও রাশি মেষ এবং বৃশ্চিক হইবে। যদি চ ছ জ ঝ ইহার কোন বর্ণ হয়, তবে তাহার সংজ্ঞা সিংহ, গ্রহ শুক্র ও রাশি তুলা ও বৃষ হইবে ইত্যাদি।

এই ধ্বজাদি অষ্ট সংজ্ঞা দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালে সকল প্রশ্নই অতি সহজে গণনা করা যায়।

———

পরমায়ুর্গণনা

প্রশ্নকর্ত্তার উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধূম্র হয়, তবে ১ বৎসর ; যদি ধ্বজ বা সিংহ হয়, তবে ৬ বৎসর ; যদি শ্বান হয়, তবে ৫০ বৎসর ও যদি বৃষ হয়, তবে ৬০ বৎসর পরমায়ু জানিবে।

সত্যমিথ্যা-গণনা

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে সত্য আর যদি ধূম্র, শ্বান, খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয়, তবে প্রশ্ন মিথ্যা জানিবে।

গর্ভস্থ সন্তান-গণনা

উচ্চারিত ফলের নাম যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে গর্ভিণীর "পুত্র" হইবে, আর যদি ধূম্র, শ্বান, খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয়, তবে "কন্যা" জন্মিবে।

কার্য্যসিদ্ধি-গণনা

ফলের আদিবর্ণ যদি ধ্বজ বা গজ হয়, তবে স্থিরকার্য্যসিদ্ধি, যদি বৃষ বা সিংহ হয়, তবে শীঘ্র কার্য্যসিদ্ধি, যদি খর বা শ্বান হয়, তবে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, আর যদি ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না বুঝিবে।

লাভালাভ-গণনা

আদিবর্ণ যদি ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হয়, তবে নিশ্চিত লাভ হইবে, আর যদি খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হয়, তবে লাভ কোনরূপেই হইবে না।

ব্যবহার (মোকদ্দমা) গণনা

উচ্চারিত ফলের আদ্যক্ষর ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হইলে মোকদ্দমায় মঙ্গল হইবে, আর খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে অমঙ্গল ঘটিবে।

শত্রুর আগমন-গণনা

ফলের আদিবর্ণ ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হইলে শীঘ্রই শত্রুর সমাগম বুঝিবে, আর খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে শত্রুর আশঙ্কা নাই জানিবে।

প্রবাসীর কুশলাকুশল-গণনা

আদিবর্ণ ধ্বজ, গজ, বৃষ বা সিংহ হইলে প্রবাসী কুশলে আছে জানিবে, আর খর, শ্বান, ধূম্র বা ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে তাহার অমঙ্গল ঘটিয়াছে জানিবে।

প্রবাসীর গতি-গণনা

ধ্বজ অথবা গজ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী স্থির আছে, বৃষ বা সিংহ সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী চঞ্চল হইয়াছে, শ্বান বা ধূম্র সংজ্ঞা হইলে প্রবাসী যাত্রা করিয়াছে এবং খর বা ধ্বাঙ্ক্ষ হইলে প্রবাসী কাষ্ঠযানে আরোহণ করিয়াছে জানিবে।

মাস-গণনা

মাসঘটিত প্রশ্ন হইলে ধ্বজ সংজ্ঞায় ১ পক্ষ, ধূম্র সংজ্ঞায় সপ্তাহ, সিংহ সংজ্ঞায় ২০ দিন, শ্বান সংজ্ঞায় ১ মাস, বৃষ সংজ্ঞায় দেড় মাস, খর সংজ্ঞায় ২ মাস, গজ সংজ্ঞায় ৩ মাস এবং ধ্বাঙ্ক্ষ সংজ্ঞায় অয়ন অর্থাৎ ৬ মাস জানিবে।

দিন-গণনা

দিনঘটিত প্রশ্ন হইলে বৃষে ১ দিন, ধূম্রে ৭ দিন, শ্বানে ২০ দিন, ধ্বজে ২৭ দিন, সিংহে ও বৃষে ৪০ দিন এবং খরে ও ধ্বাঙ্ক্ষে ঋতু অর্থাৎ দুই মাস বুঝিবে।

৪ দণ্ড, শুক্রবার তৃতীয় যামার্দ্ধ অর্থাৎ একপ্রহরের পর ৪ দণ্ড এবং শনিবার প্রথম ও শেষ যামার্দ্ধ অর্থাৎ প্রথম ৪ দণ্ড ও শেষ ৪ দণ্ড কালবেলা বলিয়া জানিবে।

বারবেলা ও কালবেলায় যাত্রা করিলে মৃত্যু, বিবাহে কন্যা বিধবা ও উপনয়নে বালকের মৃত্যু হয়,—অতএব সকল কর্ম্মেই বারবেলা কালবেলা পরিত্যাগ করিবে।

পঞ্চতিথি

প্রতিপদ্ হইতে পূর্ণিমা বা অমাবস্যা পর্য্যন্ত ১৫ তিথি ৫ ভাগে বিভক্ত; যথা—নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা। প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী, এই তিন তিথিকে নন্দা; দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী, এই তিন তিথিকে ভদ্রা; তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী, এই তিন তিথিকে জয়া, চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী, এই তিন তিথিকে রিক্তা এবং পঞ্চমী, দশমী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা, এই তিন তিথিকে পূর্ণাতিথি কহে।

সিদ্ধিযোগ

শুক্রবার নন্দাতিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়। এইরূপ শনিবার রিক্তা, মঙ্গলবার জয়া, বুধবার ভদ্রা ও বৃহস্পতিবার পূর্ণাতিথি হইলে তাহাকে সিদ্ধিযোগ কহে। 'সিদ্ধিযোগে' যাত্রাদি কর্ম্মে নামানুযায়ী ফল জানিবে।

অমৃতযোগ

বুধ অথবা শনিবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে অমৃতযোগ কহে। এইরূপ মঙ্গলবারে ভদ্রা ও বৃহস্পতিবারে জয়া, শুক্রবারে রিক্তা এবং রবিবারে বা সোমবারে পূর্ণাতিথি হইলে 'অমৃতযোগ' হয়।

পাপযোগ

রবিবারে বা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, তবে তাহাকে পাপযোগ কহে। এইরূপ শুক্র বা সোমবারে ভদ্রা, বুধবারে জয়া, বৃহস্পতিবারে রিক্তা এবং শনিবারে পূর্ণাতিথি হইলে 'পাপযোগ' হয়।

দিনদগ্ধা

যদি রবিবারে দ্বাদশী তিথি হয়, তবে তাহাকে 'দগ্ধা' কহে। এইরূপ সোমবারে একাদশী, মঙ্গলবারে দ্বাদশী, বুধবারে তৃতীয়া, বৃহস্পতিবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে দ্বিতীয়া এবং শনিবারে সপ্তমী হইলে 'দিনদগ্ধা' হয়।

কালঘণ্ট যোগ

সোমবারে ষষ্ঠী, শুক্রবারে সপ্তমী ও দশমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধবারে নবমী, শনিবারে দশমী, মঙ্গলবারে একাদশী ও রবিবারে দ্বাদশী হইলে 'কালঘণ্টাযোগ' হয়। কালঘণ্টাযোগে কোন কর্ম্মই সুসিদ্ধ হয় না।

বিষ্টিভদ্রা

কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া ও দশমী তিথির পরার্দ্ধ অর্থাৎ শেষ ত্রিশ দণ্ড, শুক্লপক্ষের চতুর্থী ও একাদশী তিথির ঐরূপ ত্রিশ দণ্ড এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্ব্ব ত্রিশ দণ্ডকে বিষ্টিভদ্রা কহে। ষট্‌কর্ম্ম ও উগ্রকর্ম্মাদি ভিন্ন অন্য কোন কর্ম্ম ইহাতে প্রশস্ত নহে। বিষ্টিভদ্রার শেষ তিন দণ্ড 'পুচ্ছ' বলিয়া কথিত। পুচ্ছে সকল কর্ম্মই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

মাসদগ্ধা

বৈশাখের শুক্লা ষষ্ঠী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, ভাদ্রের শুক্লা দশমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া, ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্থী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী ও চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া 'মাসদগ্ধা' হয়।

মাসদগ্ধায় যাত্রা করিলে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিরও মৃত্যু হয়, বিবাহে কন্যা বিধবা হয়, বিদ্যারম্ভে মূর্খ হয়, স্ত্রীসহবাসে গর্ভপাত হয় এবং বাণিজ্যে মূলধনের বিনাশ হয়—অতএব বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেই ইহাতে কোন শুভকর্ম্ম করিবে না।

অবম ও ত্র্যহস্পর্শ

একদিনের মধ্যে তিন তিথিসম্পাত হইলে, তাহাকে 'অবম' ও এক তিথির মধ্যে তিন বারের সম্পাত হইলে তাহাকে 'ত্র্যহস্পর্শ' কহে।

অবম এবং ত্র্যহস্পর্শে বিবাহ বা যাত্রাদি মঙ্গলকর্ম্ম করিবে না; কিন্তু দানাদি কার্য্য ইহাতে প্রশস্ত জানিবে।

নক্ষত্রামৃতযোগ

রবিবারে উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, হস্তা, মূলা ও রেবতী, ইহার কোন এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়; সোমবারে শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, মৃগশিরা, রোহিণী, পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা ও অশ্বিনী, ইহার কোন এক নক্ষত্র হইলে অমৃতযোগ হয়। এইরূপ যদি মঙ্গলবারে কৃত্তিকা, স্বাতী, পুষ্যা, উত্তরভাদ্রপদ বা রেবতী হয়; বুধবারে কৃত্তিকা, রোহিণী, শতভিষা বা অনুরাধা হয়; বৃহস্পতিবারে অনুরাধা, স্বাতী, পুনর্ব্বসু বা পুষ্যা হয়; শুক্রবারে অনুরাধা, ফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, অশ্বিনী বা শ্রবণা হয় অথবা শনিবারে স্বাতী বা রোহিণী নক্ষত্র হয়, তবে সেই দিবস অমৃতযোগ হয়।

'অমৃতযোগ' অতি শুভদায়ক। সূর্য্যের উদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অমৃতযোগে বিষ্টিভদ্রা, ব্যতীপাত আদি সকল বিঘ্ন নিবারিত হয়।

ত্র্যমৃতযোগ

রবিবারে অথবা মঙ্গলবারে যদি নন্দাতিথি হয়, আর সেই দিন কৃত্তিকা, মূলা, অশ্লেষা, চিত্রা, রেবতী, শতভিষা, আর্দ্রা কিংবা স্বাতী নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে। সোমবারে বা শুক্রবারে যদি ভদ্রাতিথি হয়, আর সেই দিন পূর্ব্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ বা উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র হয়, তবে তাহাকে ত্র্যমৃতযোগ কহে। এইরূপ বুধবার জয়াতিথিযোগে মৃগশিরা, পুষ্যা, ভরণী বা অভিজিৎ নক্ষত্র ঘটিলে, বৃহস্পতিবার রিক্তাযোগে কৃত্তিকা, জ্যেষ্ঠা, হস্তা, উত্তরাষাঢ়া, রোহিণী, মঘা বা পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইলে অথবা শনিবার পূর্ণাতিথিযোগে হস্তা, ধনিষ্ঠা বা রোহিণী নক্ষত্র সংঘটিত হইলে, সেইদিন ত্র্যমৃতযোগ হইবে।

'অমৃতযোগ' সকল যোগের শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকে।

———

বিষযোগ

একদিবসের মধ্যে সিদ্ধিযোগ ও অমৃতযোগ উভয়ের সম্পাত হইলে, তাহাকে 'বিষযোগ' কহে। যেমন ঘৃত ও মধু একত্র হইলে মধুরতা ছাড়িয়া বিষময় হয়, সেইরূপ অমৃতযোগ ও সিদ্ধিযোগ উভয়ে মিলিয়া এই বিষযোগের উৎপাদন করে।

যেমন বজ্রপাতে বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, সেইরূপ চন্দ্রশুদ্ধি থাকিলে সকল যোগের দোষ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

———

বর্জ্জিত যোগ

বিষ্কুম্ভযোগের প্রথম ৫ দণ্ড, শূলযোগের প্রথম ৭ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাতযোগের প্রথম ৬ দণ্ড, হর্ষণ ও বজ্রযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, পরিঘযোগের প্রথমার্দ্ধ এবং বৈধৃতি ও ব্যতীপাত যোগের সমুদায় ভাগ পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করিবে।

———

বর্জ্জিত মাস

ভাদ্র, পৌষ ও চৈত্র, এই তিন মাস বর্জ্জিত মাস। ইহাতে বিবাহ, দূরযাত্রা, গৃহারম্ভ ও ক্ষৌরকার্য্যাদি সমুদায় নিষিদ্ধ।

———

কোন্ বারে কোন্ দিকে গমনে শুভ

শুক্রবার ও রবিবার পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিলে শুভ হয়, সোমবার ও শনিবারে পশ্চিমদিকে কল্যাণজনক হয় এবং দক্ষিণদিকে মঙ্গলবারে ও উত্তরদিকে বৃহস্পতিবারে যাত্রা করিলে অবশ্য মঙ্গল হয়।

দিক্‌শূল

শুক্র ও রবিবারে পশ্চিমদিকে, বুধ ও মঙ্গলবারে উত্তরদিকে, শনি ও সোমবারে পূর্ব্বদিকে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণদিকে দিক্‌শূল হয়। দিক্‌শূল লঙ্ঘন করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি কর্ম্মসিদ্ধির আশায় গমন করিবে, তাহার কার্য্য নিষ্ফল হইবে এবং ম্লানচিত্তে গৃহে প্রত্যাগত হইবে।

যোগিনী-নির্ণয়

যে তিথিতে যেদিকে যোগিনী থাকে, সেই তিথিতে সেদিকে গমন নিষেধ। যদি বিশেষ কার্য্যবশতঃ সেদিকে গমন অপ্রতিহার্য্য হয়, তবে তিথির শেষ ৯ দণ্ডের কোথাও কোনমতে যাইবে না। যাত্রাকালে যোগিনী বামভাগে থাকিলে শুভফল, পৃষ্ঠভাগে থাকিলে কার্য্যসিদ্ধি, সম্মুখে থাকিলে বধ-বন্ধন ভয় এবং দক্ষিণভাগে থাকিলে মৃত্যু হয়।

যোগিনী প্রতিপদ্ ও নবমী তিথিতে পূর্ব্বদিকে থাকে, তৃতীয়া ও একাদশী তিথিতে অগ্নিকোণে থাকে। এইরূপ পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈঋ‍´তকোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরদিকে এবং অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানকোণে যোগিনীর স্থিতি জানিবে।

রাহু-কালানল চক্র

রাহু অশ্বগতিক্রমে* দিবসে অষ্টযামার্দ্ধে অষ্টদিকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করে। যখন যেদিকে রাহুর অবস্থিতি হয়, সে দিঙ্মুখ তখন কালানলতুল্য প্রজ্বলিত থাকে। কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষী বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সম্মুখরাহুতে কদাপি যাত্রা করিবে না। এরূপ গমনে শুভফল দূরে থাকুক, পদে পদে বিঘ্ন ও অমঙ্গল উপস্থিত হয়।

রাহু রবিবারে প্রথম যামার্দ্ধে পশ্চিমে, দ্বিতীয় যামার্দ্ধে অগ্নিকোণে, তৃতীয় যামার্দ্ধে উত্তরে, চতুর্থ যামার্দ্ধে নৈঋ‍´তকোণে, পঞ্চম যামার্দ্ধে পূর্ব্বে, ষষ্ঠ যামার্দ্ধে বায়ুকোণে, সপ্তম যামার্দ্ধে দক্ষিণে এবং অষ্টম যামার্দ্ধে অর্থাৎ

* সতরঞ্চখেলায় অশ্বের যেমন গতি।

রবিবার শেষভাগে ঈশানকোণে অবস্থিতি করে। অন্যবারেও ঐরূপক্রমে গতি হইবে অর্থাৎ প্রথম যামার্দ্ধে সোমবারে অগ্নিকোণে, বুধবারে উত্তরদিকে, মঙ্গলবারে বায়ুকোণে, শুক্রবার নৈঋর্তকোণে, বৃহস্পতিবার দক্ষিণদিকে ও শনিবার ঈশানকোণে স্থিতি জানিবে।

লালাটিক যোগ

বিশেষ কার্য্যোদ্দেশে যাত্রা করিতে হইলে, যাত্রাকালের রাশিচক্র অঙ্কিত করিয়া দেখ। যদি লগ্নে সূর্য্য, দ্বিতীয়ে বা তৃতীয়ে বৃহস্পতি, চতুর্থে বুধ, পঞ্চমে বা ষষ্ঠে চন্দ্র, সপ্তমে শনি, অষ্টমে বা নবমে রাহু, দশমে মঙ্গল, একাদশে বা দ্বাদশে শুক্র অবস্থিত থাকে, তাহাকে 'লালাটিকযোগ' কহে। এ যোগে যাত্রা করিলে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও নিধন প্রাপ্ত হয়।

কোন্ তিথিতে যাত্রায় কিরূপ ফল

দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিলে গন্তব্যস্থানে নির্ব্বিবাদে উপস্থিত হওয়া যায়, কার্য্যও নিষ্ফল হয় না। তৃতীয়ায় যাত্রা করিলে জয়লাভ, চতুর্থীতে বধবন্ধন ও ক্লেশ, পঞ্চমীতে কার্য্যসিদ্ধি, ষষ্ঠীতে নিষ্ফল, সপ্তমীতে ভূমি ও অর্থলাভ অষ্টমী তিথিতে কুত্রাপি গমন করিবে না, নবমীতে গমন করিলে মৃত্যু হইবে, দশমীতে ভূমিলাভ, একাদশীতে আরোগ্যলাভ, দ্বাদশীতে নিষ্ফল, ত্রয়োদশীতে সর্ব্বসিদ্ধি, চতুর্দ্দশী তিথিতে যাত্রা করিবে না, পূর্ণিমায় যাত্রা নিষ্ফল ও অমাবস্যায় যাত্রা মৃত্যুকর জানিবে। আর প্রতিপদ তিথি (শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে) এই প্রকার ফল প্রদান করে—কৃষ্ণ প্রতিপদ সিদ্ধিপ্রদ ও শুক্ল প্রতিপদ নিষ্ফল জানিবে।

কোন্ নক্ষত্রে যাত্রায় কিরূপ ফল

অশ্বিনী, অনুরাধা, রেবতী, মৃগশিরা, মূলা, পুনর্ব্বসু, পুষ্যা, হস্তা ও জ্যেষ্ঠা, এই কয়েকটি উত্তম যাত্রিক নক্ষত্র। রোহিণী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, চিত্রা, স্বাতী, শতভিষা ও ধনিষ্ঠা, এই কয়েকটি যাত্রিক মধ্যম নক্ষত্র। উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, বিশাখা, মঘা, আর্দ্রা, ভরণী, কৃত্তিকা ও অশ্লেষা, এই কয়টি নক্ষত্র যাত্রিক অধম বলিয়া

জানিবে। উত্তম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে উত্তমফল, মধ্যম নক্ষত্রে মধ্যবিধ এবং অধম নক্ষত্রে যাত্রা করিলে মৃত্যুফল ঘটিয়া থাকে।

বর্জ্জিত নক্ষত্র ও নক্ষত্রশূল

পূর্ব্বদিকে শ্রবণা ও জ্যেষ্ঠা, দক্ষিণদিকে পূর্ব্বভাদ্রপদ ও অশ্বিনী, পশ্চিমদিকে পুষ্যা ও রোহিণী এবং উত্তরদিকে হস্তা ও উত্তরফল্গুনী, এই অষ্টনক্ষত্র মহাশূলস্বরূপ। ইহাতে কদাপি যাত্রা করিবে না।

যদি প্রতিপদ তিথিতে উত্তরাষাঢ়া, নবমীতে কৃত্তিকা, অষ্টমীতে পূর্ব্বভাদ্রপদ, একাদশীতে রোহিণী, দ্বাদশীতে অশ্লেষা, অথবা ত্রয়োদশী তিথিতে মঘা নক্ষত্র হয়, তাহাতে ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তিও যাত্রা করিলে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

যাত্রিক করণ

গর, বণিজ ও বিষ্টি, এই তিন করণ ভিন্ন অন্য সকল করণই যাত্রায় প্রশস্ত হয়, কাহারও কাহারও মতে গরকরণও প্রশস্ত। বণিজকরণ বাণিজ্যকার্য্যে অতি শুভজনক।

যাত্রিক লগ্ন

ধনু, মেষ বা তুলা লগ্নে যাত্রা করিলে বিলম্বে কার্য্যসিদ্ধি, সিংহে ও কুম্ভে স্থিরকার্য্য সিদ্ধ, কন্যা, মীন ও মিথুনে অভীষ্টলাভ এবং মকর, কর্কট ও বৃশ্চিকে যাত্রা করিলে নিশ্চিত মৃত্যু* হয়।

কোন্ লগ্নে কোন্ দিকে যাত্রায় শুভ

পূর্ব্বদিকে ধনু, সিংহ মেষলগ্ন প্রশস্ত, উত্তরদিকে কর্কট, বৃশ্চিক ও মীনলগ্ন প্রশস্ত, পশ্চিমদিকে মিথুন, তুলা ও কুম্ভলগ্ন প্রশস্ত এবং বৃষ, কন্যা ও মকরলগ্ন দক্ষিণদিক্‌গমনে প্রশস্ত জানিবে।

* মৃত্যু সর্ব্বত্র নিধনবাচক নহে, কার্য্যহানি, মনস্তাপ, বিত্তনাশ, অপমান, রোগ, শোক ও দীনতা প্রভৃতির উৎকট আতিশয্যকেও মৃত্যু কহে।

যদি জন্মমাসে অষ্টমী তিথিতে জন্মনক্ষত্রের সংযোগ হয়, তবে সেই দিন যতই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট হউক না, কুত্রাপি যাত্রা করিবে না। ইহাতে আয়ুক্ষয়, পীড়া ও বধবন্ধন নিশ্চিত ফল জানিবে।

যাত্রাগণনায় চন্দ্রতারাশুদ্ধিই সর্ব্বপ্রধান জানিবে। যদি বিশেষ প্রয়োজনে বিরুদ্ধ তিথিনক্ষত্রে চন্দ্রতারার অশুদ্ধি সত্ত্বেও কাহাকে কোথাও গমন করিতে হয়, তবে ঊষা বা গোধূলিতে যাত্রা করিবে।

ঊষাতে পূর্ব্বদিকে এবং গোধূলিতে পশ্চিমদিকে কদাপি গমন করিবে না।

নিশাবসানে যখন পূর্ব্বদিক্ আরক্তবর্ণ ধারণ করে, অথচ সূর্য্যোদয় না হয়, সেই সময় 'ঊষা' এবং দিবাবসানে যখন পশ্চিমদিক্ আরক্তবর্ণ ধারণ করে, সেই সময়কে 'গোধূলি' কহে।

যাত্রাকাল

কোন স্থানে যাইবার জন্য যাত্রা করিয়া যদি তিন দিনের মধ্যে যাওয়া না ঘটে, তবে পুনর্ব্বার শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করিবে।

তিন দিন স্থলে কাহারও মতে পাঁচ দিন, কাহারও মতে সাত দিন হয়। কেহ কেহ কহেন, যতদিন না যাত্রার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ততদিন যাত্রাভঙ্গ হয় না।

গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইয়া, তথা হইতে অন্যস্থানে যাইতে হইলে এই বিধি জানিবে।

যাত্রাবিধি

দিবসে যাত্রা করিয়া ভোজনগৃহ এবং রাত্রিতে যাত্রা করিয়া শয়নগৃহ পরিত্যাগ করিবে। গার্গমুনি বলেন—গৃহ হইতে গৃহান্তরে থাকিবে। ভৃগু বলেন,—সীমা পরিত্যাগ করিবে। ভরদ্বাজ বলেন—তীরক্ষেপণ করিলে যতদূর যায়, ততদূর অতিক্রম করিয়া থাকিবে এবং বশিষ্ঠমুনির মতে গ্রাম ত্যাগ করিয়া থাকিতে হইবে।

প্রত্যঙ্গ-বিবেক

মানবদেহের হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ এবং অঙ্গুলী, বাহু, গ্রীবা, ললাট, নখ, কর্ণ ও নাসা ইত্যাদি অঙ্গের অবয়বসকলকে 'প্রত্যঙ্গ' কহে। মানবের অবয়ব অর্থাৎ এই প্রত্যঙ্গ-সমুদয়ের লক্ষণাদি দৃষ্টে তাহার চিরজীবনের শুভাশুভ লক্ষণাদির বিনির্ণয় হইয়া থাকে। পরিমাণ, প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে প্রত্যঙ্গসকলের লক্ষণভেদ হয়। প্রত্যঙ্গের প্রকৃত পরিমাণ আপন অঙ্গুলীর দুই অঙ্গুল। মধ্যমা তর্জ্জনীর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ; অনামিকা মধ্যমার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ এবং কনিষ্ঠা অনামিকার পাঁচ ভাগের চারি ভাগ হয়। পদতলের আয়তন চারি অঙ্গুলী ও বিস্তার পঞ্চাঙ্গুল, পদতলের উপরিভাগ হইতে অঙ্গুলীর মূলদেশ পর্য্যন্ত স্থানেরও এই পরিমাণ। পার্শ্বদেশ চারি অঙ্গুলী বিস্তীর্ণ এবং আয়তনে পঞ্চাঙ্গুল। সমগ্র পদতলের দৈর্ঘ্য চতুর্দ্দশাঙ্গুল। গুল্‌ফ, জঙ্ঘা ও জানুর মধ্যবর্ত্তী স্থানের বিস্তার চতুর্দ্দশাঙ্গুল। জঙ্ঘার দৈর্ঘ্য অষ্টাদশাঙ্গুল ও জানুর উপরিভাগের পরিমাণ দ্বাত্রিংশদঙ্গুল। এইরূপে সমগ্র পরিমাণ পঞ্চাশৎ অঙ্গুলী হয়। জঙ্ঘা ও উরু উভয়ের দৈর্ঘ্য একরূপ। কোষ, চিবুক, দন্ত, নাসিকাপুট, কর্ণমূল এবং নয়নের মধ্যস্থলের পরিমাণ দুই অঙ্গুল। শিশ্ন, মুখবিবর, নাসাপুট, কর্ণ, কপাল, গ্রীবার উচ্চতা ও চক্ষুর আয়তন চতুরঙ্গুল। যোনির বিস্তার দ্বাদশাঙ্গুল। শিশ্ন হইতে নাভি ও নাভি হইতে গ্রীবাস্থলের পরিমাণ দ্বাদশাঙ্গুল। স্তনদ্বয়ের অন্তরস্থান ও মুখমণ্ডলের দৈর্ঘ্য দ্বাদশাঙ্গুল। প্রকোষ্ঠ ও মণিবন্ধের স্থূলতা দ্বাদশাঙ্গুল। বস্তি (তলপেট) ষোড়শাঙ্গুলী বিস্তীর্ণ এবং স্কন্ধদেশ হইতে কনুইয়ের অন্তর ঐ ষোড়শাঙ্গুল। উরুদ্বয় ও ভুজদ্বয়ের দৈর্ঘ্য দ্বাত্রিংশদঙ্গুল। মণিবন্ধ হইতে কনুইয়ের অন্তর ষোড়শাঙ্গুল, হস্ততলের দৈর্ঘ্য ষড়ঙ্গুল এবং প্রসারে চতুরঙ্গুল। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অন্তরস্থান দুই মধ্যমাঙ্গুলীর পরিমাণের সমান। কর্ণ হইতে অপাঙ্গ (চক্ষুর কোণ) পঞ্চাঙ্গুল। অনামিকা ও তর্জ্জনীর অন্তরস্থান সার্দ্ধ দুই অঙ্গুল এবং অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার অন্তর সার্দ্ধ তিন অঙ্গুল। গ্রীবা ও মুখমণ্ডল উভয়ের বিস্তার প্রত্যেকের দ্বাদশাঙ্গুল। নাসিকারন্ধ্র একাঙ্গুলীর চারি ভাগের তিন ভাগ, চক্ষুর তারার পুত্তলীর পরিমাণ তারার নয় ভাগের একভাগ। মস্তিষ্ক হইতে ললাটের উর্দ্ধস্থ কেশস্থান পর্য্যন্ত একাদশাঙ্গুল ও পশ্চাদ্ভাগের কেশান্ত পর্য্যন্ত দশাঙ্গুল। কর্ণ ও গ্রীবার অন্তর সপ্তাঙ্গুল। পুরুষের বক্ষঃস্থল ও নারীর কটিতল পরিমাণে একরূপ।

নারীর বক্ষঃস্থল ও পুরুষের কটি, এ দুয়েরই পরিমাণ অষ্টাদশাঙ্গুল। পুরুষের সর্ব্বশরীর একশত বিংশতি অঙ্গুল।

যে পরিমাণ লিখিত হইল, পুরুষ বা নারীর সমুদয় প্রত্যঙ্গ তাহার নিজাঙ্গুলী দ্বারা যদি ঐরূপে পরিমিত হয়, তবে সেই পুরুষ বা স্ত্রী সংসারে দীর্ঘজীবন ও বহুধন সম্ভোগ করে। অধিকাংশ অঙ্গের উক্তরূপ পরিমাণ হইলে মধ্যবিধরূপে আয়ুঃ ও ধনের অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদি উক্তরূপে পরিমিত প্রত্যঙ্গ অতি অল্পই হয় অথবা একেবারেই না থাকে, তবে সে সংসারে অতি অল্পায়ুঃ ও অল্পবিত্ত হইয়া থাকে।

প্রত্যঙ্গের মধ্যে তিনটি বিশাল, তিনটি গভীর, পাঁচটি দীর্ঘ, পাঁচটি সূক্ষ্ম, ছয়টি উন্নত, চারিটি হ্রস্ব এবং সাতটি রক্তবর্ণ হইলে, মহা সুলক্ষণ হয়। কপাল, মুখমণ্ডল ও বক্ষঃস্থল বিশাল; নাভি, কণ্ঠস্বর ও বুদ্ধি গম্ভীর; স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান, বাহুযুগল, দন্তপংক্তি, নেত্রদ্বয় ও নাসিকা, এই পঞ্চস্থান দীর্ঘ; দন্ত, অঙ্গুলিপর্ব্ব, নখ, কেশ ও ত্বক্, এই পঞ্চস্থান সূক্ষ্ম; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, দন্ত, মুখ ও ঘাড়, এই ছয় স্থান উন্নত; জঙ্ঘা, গ্রীবা, লিঙ্গ ও পৃষ্ঠ, এই চারি স্থান হ্রস্ব এবং করতল, তালু, অধর, ওষ্ঠ, নখ, নয়নপ্রান্ত, চরণতল ও জিহ্বা, এই অষ্টস্থান রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজবৎ মান্য ও মহাভাগ্যবান্ পুরুষ হইবে সন্দেহ নাই।

দীর্ঘায়ুর লক্ষণ—হস্ত, পদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, স্তনাগ্র, দন্ত, বদন, স্কন্ধ ও ললাট দেশ বৃহৎ; অঙ্গুলিপর্ব্বের উচ্ছ্বাস, বাহু ও চক্ষুর্দ্বয় দীর্ঘ; ভ্রূ, স্তনদ্বয়ের মধ্যস্থান ও বক্ষঃস্থল বিস্তীর্ণ; জিহ্বা, মেঢ্র এবং গ্রীবাদেশ খর্ব্ব, নাভি এবং বুদ্ধি গম্ভীর; স্তনদ্বয় অনুচ্চ ও দৃঢ়; শ্রবণদ্বয় বিস্তৃত ও দীর্ঘ-রোমাবৃত; মস্তিষ্কস্থল মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অবস্থিত এবং স্নানান্তে অঙ্গে অনুলেপন প্রদান করিলে প্রথমে মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমেই পদতল পর্য্যন্ত শুষ্ক হইলে অবশেষে বক্ষঃস্থল শুষ্ক হয়। শরীরসন্ধিস্থান, শিরা স্নায়ুসকল অপ্রকাশিত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দৃঢ়, ইন্দ্রিয়সমুদয় স্থির, দেহ উত্তরোত্তর সুন্দর, আজন্ম রোগশূন্য এবং শরীর জ্ঞান ও বিজ্ঞান উত্তরোত্তর সংবর্দ্ধিত।

মধ্যমায়ুর লক্ষণ—চক্ষুর নিম্নভাগে তিন বা ততোধিক ব্যক্ত ও বিস্তৃত রেখা। পদদ্বয় ও কর্ণদ্বয় মাংসল, পৃষ্ঠে ঊর্দ্ধরেখা, নাসিকা উন্নত।

অল্পায়ুর লক্ষণ—অঙ্গুলীর পর্ব্বসকল হ্রস্ব, শিশ্ন বৃহৎ, বক্ষঃস্থল রোম এবং মাংসবিহীন, পৃষ্ঠদেশ অপ্রসর, কর্ণযুগল কিঞ্চিদূর্দ্ধে সন্নিবিষ্ট, নাসার অগ্রভাগ উন্নত, কথা কহিতে বা হাস্য করিতে দন্তের মাংস দৃষ্ট হয় এবং ভ্রান্তলক্ষণ হয় অর্থাৎ যে ব্যক্তি উন্মত্তবৎ দৃষ্টিপাত করে।

প্রত্যঙ্গসকলের আকৃতি-প্রকৃতি ও গঠনাদিভেদে মানবের যেরূপ শুভা-শুভ লক্ষণের বিনির্ণয় করা যায়, তাহার সহজবোধের নিমিত্ত প্রত্যঙ্গ ও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় লিখিত হইল।

———

জঙ্ঘা

জঙ্ঘার গঠন হস্তিশুণ্ডের ন্যায় হইলে সুলক্ষণ, আর শৃগালের জঙ্ঘার তুল্য হইলে কুলক্ষণ হয়। যদি অল্প রোমযুক্ত হয়, তবে সেই ব্যক্তি অগম্যাগমনে বড়ই সন্তুষ্ট থাকে ; যদি অধিক লোমযুক্ত হয়, তবে নিশ্চয় সে দুর্ভাগ্য ভোগ করে ; যদি হস্তিশুণ্ডাকার জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে এক একটি লোম থাকে, তবে সৌভাগ্যের চিহ্ন ও সুলক্ষণ ; শৃগাল-জঙ্ঘার তুল্য জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে এক একটি লোম থাকিলে তাহা দরিদ্রের চিহ্ন ও কুলক্ষণ। জঙ্ঘার প্রতি লোমকূপে সাধারণতঃ দুইটি করিয়া লোম থাকিলে মনুষ্য ধীমান্, পণ্ডিত, লক্ষ্মীযুক্ত, যশস্বী ও ভূপতিতুল্য হয়, তিনটি করিয়া থাকিলে দরিদ্র হয় এবং চারিটি করিয়া থাকিলে মহাদরিদ্র হয় জানিবে।

স্ত্রীলোকের জঙ্ঘা রোমশূন্য, শিরাবিহীন, সরল, সুগোল ও স্থূল হইতে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, সমান আকার ও স্নিগ্ধ হইলে রাজপত্নী হয়। জঙ্ঘা লোমশূন্য অথবা প্রতি লোমকূপ একটি করিয়া লোমবিশিষ্ট হইলে রাজরাণী, দুইটি করিয়া হইলে সুখভাগিনী এবং তিনটি করিয়া হইলে বিধবা ও বহু দুঃখভাগিনী হয়।

———

জানু

জানু মাংসহীন অর্থাৎ কৃশ হইলে মনুষ্য রুগ্ন ও অল্প ভোগসম্পন্ন হয়, নিম্ন হইলে মনুষ্য স্ত্রীরত হয় ; বিকট হইলে দরিদ্র হয় ; মাংসযুক্ত হইলে ধনবান্ হয় এবং জানু ও উরুস্থল সমানায়ত হইলে রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

স্ত্রীজাতির জানু যদি সুগোলগঠন ও পিশিত লগ্ন (অর্থাৎ হাড়ে মাসে জড়িত) হয় ও সন্ধিস্থান উচ্চনীচ না হয়, তবে সেই নারী সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে ; জানু কৃশ হইলে নারী স্বেচ্ছাচারিণী এবং শিথিল হইলে দুঃখভাগিনী হয়।

নিতম্ব

নিতম্ব স্থূল হইলে পুরুষ দরিদ্র; মাংসল হইলে সুখভোগী এবং সিংহের তুল্য সুদৃঢ় হইলে মহাসৌভাগ্যবান্ হয়।

স্ত্রীজাতির নিতম্ব যদি সমুন্নত ও চতুরস্র অর্থাৎ উন্নত এবং বিস্তৃত ও মাংসযুক্ত হয়, তবেই সে সৌভাগ্যভাগিনী হয়; নতুবা আজীবন তাহার অসুখে অতিবাহিত হইয়া থাকে। নিতম্ব কপিথের (কৎবেল) ন্যায় সুগোল, মাংসল, বিপুল, ঘন ও বলিরেখাহীন হইলে সেই কামিনী রতিসুখবর্দ্ধিনী ও গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা হয়।

নাভি

নাভি প্রশস্ত, গভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে সুলক্ষণ এবং অপ্রশস্ত, ব্যক্তগ্রন্থিবিশিষ্ট ও কুৎসিত বা বামাবর্ত্ত হইলে অতি অলক্ষণের হয়। নাভির মধ্যস্থান মৎস্যোদরাকৃতি হইলে মনুষ্য বিপুল ধনাধিপতি হয়; নাভি বিস্তৃত হইলে মনুষ্য সুখী; পার্শ্বভাগে বিস্তৃত হইলে দীর্ঘজীবী; স্নিগ্ধ হইলে বহুভোগী; নিম্ন হইলে ক্লেশভোগী; দুই বলির মধ্যস্থিত হইলে শূলরোগী; উন্নত হইলে অল্পজীবী; দক্ষিণাবর্ত্ত রেখাযুক্ত হইলে অতি মেধাবী; বামাবর্ত্ত চিহ্নিত হইলে পশুশক্তিসম্পন্ন; ঊর্দ্ধমুখ হইলে দূরদৃষ্ট; অধোমুখ হইলে শুভাদৃষ্ট এবং অভ্যন্তরভাগ পদ্মকোষের ন্যায় ও মনোরম হইলে ভূপতি হয়।

যাহার নাভি বিস্তৃত, মাংসল, পদ্মকোষের তুল্য, দক্ষিণাবর্ত্ত এবং মধ্যভাগে ত্রিবলীবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি কখনও জীবনে দুঃখভোগ করে না।

উদর

উদর সমানাকার হইলে মনুষ্য ভোগী, ঘটের ন্যায় দীর্ঘাকার হইলে নিঃস্ব, সর্পতুল্য প্রলম্বিত হইলে দরিদ্র এবং রেখাঙ্কিত হইলে দীর্ঘজীবী হয়।

স্ত্রীজাতির উদর স্নিগ্ধচর্ম্ম, অনুন্নত, শিরাহীন, কোমল ও সমাকৃতি হইলে সুলক্ষণ হয়। উদর কুম্ভাকার বা মৃদঙ্গাকার হইলে দরিদ্রা, যবতুল্য বা কুষ্মাণ্ডবৎ হইলে অসৎকুলজাতা, অতি বৃহৎ হইলে বন্ধ্যা ও দুর্ভাগ্যবতী এবং প্রলম্বিত হইলে শ্বশুর ও দেবরঘাতিনী হয়।

বস্তি

বস্তি অর্থাৎ তলপেট প্রশস্ত, কোমল ও শিরাযুক্ত রেখাঙ্কিত হইলে সুলক্ষণ।

কটি

কটি সিংহকটির তুল্য হইলে সৌভাগ্যভোগ এবং বানরকটির তুল্য হইলে দুর্ভাগ্যভোগ হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির কটি ক্ষীণ ও মনোজ্ঞ হইলে সুলক্ষণ। যে নারীর কটিদেশ অবনত, দীর্ঘল, চেপ্টা ও মাংসবিহীন হয়, তাহার বিপদ উপস্থিত হয়, আর যাহার কটি অতি খর্ব্ব ও রোমযুক্ত, তাহার বৈধব্য ও দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

বক্ষঃ

বক্ষঃ বিস্তৃত, উন্নত, মাংসল, অকম্প (অর্থাৎ যাহা সামান্য কারণে কম্পিত হয় না,) সমাকৃতি ও স্থূলতাসম্পন্ন হইলে সুলক্ষণ। বক্ষঃ সমতল হইলে ধনবান, কর্কশ, রোমশ ও স্পষ্ট শিরাযুক্ত হইলে দরিদ্র এবং বন্ধুর বা বিষম অর্থাৎ অসমতল হইলে দুর্ভাগ্যভোগী হয়। যাহার বক্ষঃস্থল অতিশয় বন্ধুর (উচ্চনীচ) তাহার অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু হয়।

স্ত্রীজাতির বক্ষঃ অষ্টাদশ অঙ্গুলী বিস্তৃত, স্থূল, উন্নত, সমতল, লোমশূন্য ও অনিম্ন হইলেই প্রশস্ত হয়, এরূপ নারী কখনও বিধবা হয় না; প্রত্যুত পতিপ্রেমভাগিনী ও ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়। যে নারীর বক্ষঃস্থল সমতল, সে ভোগবতী; যে নারীর নিম্ন, সে দরিদ্রা এবং যে নারীর বক্ষঃ বিশাল, সে নির্দ্দয় ও কুলটা হয়। স্ত্রীলোকের বক্ষে লোম উৎপন্ন হইলে সে অচিরাৎ পতিঘাতিনী হয়।

স্তন

পুরুষের স্তনের অগ্রভাগ উন্নত না হইলেই সুলক্ষণ জানিবে। যে পুরুষের স্তনাগ্র বিষম, দীর্ঘ, পীতাভ, স্থূল, বিস্তৃত ও উন্নত, সে ব্যক্তি নির্ধন হয়।

স্ত্রীজাতির স্তনদ্বয় বৃত্তাকার, লোমশূন্য, স্থূল, ঘন ও সমোচ্চ হইলেই সুলক্ষণ আর ভিন্নাকার, বিষম, বিরল, উপান্তবিস্তৃত, উপরিভাগ স্থূল, শুষ্ক বা কৃশ হইলে অতি কুলক্ষণা হয়। যাহার বিপুল স্তনযুগল উদরের উপর পতিত হয়, সে স্বামিঘাতিনী হয়। যাহার স্তনযুগল মূলভাগে স্থূল হইয়া ক্রমশঃ অগ্রভাগে সূক্ষ্ম ও কৃশ, সে প্রথমাবস্থায় সুখভোগ করিয়া শেষাবস্থায় দুঃখে পতিত হয়। যাহার দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্রবতী ও যাহার বামস্তন উন্নত, সে কন্যাবতী হয়। যাহার স্তনদ্বয় লোমযুক্ত ও উচ্চনীচ, সে দুর্ভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

স্তনদ্বয়ের অগ্রভাগ সুদৃশ্য, শ্যামবর্ণ ও সুবর্ত্তুল হইলে তাহা শুভ এবং অন্তর্মগ্ন, দীর্ঘ ও কৃশ হইলে তাহা অশুভজনক হইয়া থাকে।

স্কন্ধ

পুরুষের স্কন্ধ কদলীস্কন্ধ তুল্য বা গজস্কন্ধ তুল্য হইলে সেই ব্যক্তি রাজা অথবা রাজতুল্য সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

স্ত্রীজাতির স্কন্ধ গূঢ়সন্ধি, খর্ব্ব, স্থূল, অবনত ও সংহিত হইলে তাহারা অতি ভাগ্যবতী হয়। যে নারীর স্কন্ধ বক্র, স্থূল ও লোমাবৃত, সে বিধবা হয় ও দাসবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করে। স্কন্ধদেশের অগ্রভাগ উচ্চ ও কৃশ হইলে সে নারী বিধবা ও চিরদুঃখিনী হয়।

বাহু

বাহুদ্বয় বিপুল, সুগোল, নাতিস্থূল, ঈষৎ বক্র, হস্তিশুণ্ডবৎ ও আজানুপ্রলম্বিত হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। বাহু লোমযুক্ত হইলে মনুষ্য দরিদ্র ও লোমহীন হইলে সুখী হয়। হস্তিশুণ্ডবৎ বিপুল বাহু অল্প রোমাবৃত হইলে মঙ্গলদায়ক

স্ত্রীজাতির বাহুদ্বয় শিরা ও লোমশূন্য, নিগূঢ়াস্থি, কোমলগ্রন্থি এবং দোষহীন ও সরল দৃষ্ট হইলে তাহারা অতি শুভলক্ষণা হয়; বাহু স্থূল, লোমবিশিষ্ট ও খর্ব্ব হইলে সে নারী বিধবা এবং কর্কশ ও শিরাবিশিষ্ট হইলে ক্লেশভাগিনী হয়।

হস্ত

হস্ত সুবৃত্ত এবং সুকোমল ও সুন্দর হইলে শুভ হয়; বানর-ব্যাঘ্র-কাক রাক্ষসাদির তুল্য হইলে অশুভজনক হয়। হস্ত শিরাময়, শুষ্ক ও বিষম হইলে মনুষ্য দরিদ্র হয়, ব্যাঘ্রের হস্তের-তুল্য হস্ত হইলে বলবান্ ও বানরের হস্তের তুল্য হস্ত হইলে নির্ধন হয়।

স্ত্রীজাতির হস্তদ্বয় দীর্ঘ হইলে স্বামিঘাতিনী হয় এবং যাহার হস্তের মাংস কৃষ্ণবর্ণ, সে নারী চৌর্য্যবৃত্তি আশ্রয় করে।

মণিবন্ধ

মণিবন্ধ (কব্জি) নিগূঢ়, সুগঠন ও সম্বন্ধবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ; ছেদযুক্ত ও শব্দবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য অধম ও নির্ধন হয়।

স্ত্রীজাতির মণিবন্ধ অর্থাৎ হাতের কব্জি নিগূঢ় ও পদ্মপুষ্পের অভ্যন্তরের ন্যায় মনোহর হইলে, সে মহা সুলক্ষণা হয়। যাহার মণিবন্ধে উর্দ্ধনাড়ী থাকে, সে নারী পাপাসক্তা, দুঃখভাগিনী এবং ডাকিনী অর্থাৎ ডাইন হয়।

করতল

করতল স্নিগ্ধ, সম ও লাক্ষার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার করতল নিম্ন, সে পিতৃধনবিনাশী; যাহার উচ্চ, সে দাতা; যাহার লাক্ষাবর্ণযুক্ত, সে ধনবান; যাহার বিষম, সে দুর্ভাগ্যবান্; যাহার সংবৃত অথচ নিম্ন, সে ধনশালী; যাহার পীতবর্ণ, সে পরস্ত্রীরত এবং যাহার রুক্ষ, সে নির্ধন হইয়া থাকে জানিবে। স্ত্রীজাতির পাণিতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্রশূন্য, প্রশস্ত, মধ্যভাগে উন্নত ও স্বল্প রেখাবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়।

পাণিপৃষ্ঠ

পুরুষের পাণিপৃষ্ঠ সমোচ্চ, স্বল্পলোমযুক্ত ও সুন্দর হইলে শুভলক্ষণ হয়।

স্ত্রীজাতির পাণিপৃষ্ঠ সমুন্নত, শিরাহীন এবং রোমহীন হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার পাণিপৃষ্ঠ রোমবিশিষ্ট, সে পতিঘাতিনী এবং যাহার কৃশ ও শিরাবিশিষ্ট, সে অশুভভাগিনী হয়।

অঙ্গুলী।

অঙ্গুলী কৃশ হইলে মনুষ্য বিনয়ী হয়, স্থূল হইলে ধনবান্, বিরল হইলে দীর্ঘজীবী, অপত্যবান্ এবং নির্ধন হয় ও যাহার অঙ্গুলীর পর্ব্বসকল দীর্ঘ, সে ব্যক্তি পুত্রবান্ হইয়া থাকে। যাহার অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের মূলে বা মধ্য ভাগে তাম্রবর্ণের যবরেখা থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্য ভোগ করে। যাহার মণিবন্ধ হইতে তিনটি রেখা উঠিয়া করতলমধ্যে প্রসারিত হয়, সেই ব্যক্তি রাজা হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির অঙ্গুলী রক্তবর্ণ, সুগোল, নখবিশিষ্ট, ক্রমসূক্ষ্ম, দীর্ঘল, সরল, উচ্চ, কোমল ও সুন্দর পর্ব্বযুক্ত হইলে সুলক্ষণ জানিবে। অঙ্গুষ্ঠ পদ্মমুকুলসদৃশ, ক্ষীণাগ্র, অঙ্গুলীগুলি রক্তবর্ণ, শিখাবিশিষ্ট, ও উচ্চ হইলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। যাহার অঙ্গুলী অতিশয় খর্ব্বাকার, কৃশ, বক্র ও বিরল, সে নারী আজীবন রোগ ভোগ করে, যাহার অঙ্গুলীতে তিনের অধিক পর্ব্ব থাকে, সে চিরদিন দুঃখভোগ করে। যাহার অঙ্গুলী সকল চিপিটাকার (চেপ্টা), বিষম, রুক্ষ, পৃষ্ঠভাগে রোমবিশিষ্ট, সে অতি অশুভভাগিনী হয় এবং যাহার সকল অঙ্গুলীই নিম্ন, বিবর্ণ অথবা পীতবর্ণ বা শুক্তির ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, সে নারী নিশ্চয় নির্ধনা হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

নখ

নখ সুগোল, কোমল ও উত্তমবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয় ; তুষের ন্যায় অতি লঘু নখ হইলে ক্লীব হয় ; নখ স্ফুটিত, বক্র ও কুৎসিৎ দর্শন হইলে দরিদ্র হয় এবং বিবর্ণ নখবিশিষ্ট মনুষ্য পরতর্ককারী অর্থাৎ পরের কথা লইয়া বিব্রত হয়।

রোমরাজী

শরীরের লোমসকল সূক্ষ্ম, কোমল ও সুন্দর হইলে শুভদায়ক হয়। উদরে কোমল, সুন্দর ও দক্ষিণাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে সেই পুরুষ রাজা বা রাজতুল্য সৌভাগ্যশালী হয়, আর উদরে কর্কশ, কুৎসিত ও বামাবর্ত্ত রোমশ্রেণী থাকিলে পুরুষ পরসেবক, নির্ধন ও দুঃখী হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির শরীরে সূক্ষ্ম, সরল ও কোমল লোমশ্রেণী থাকিলে তাহারা সর্ব্বসুখ-ভাগিনী হয় ; আর কপিলবর্ণ, কুটিল, স্থূল ও বিচ্ছিন্ন রোমরাজী থাকিলে,

দুর্ভাগ্যবতী, বিধবা, দুঃখিনী ও চৌর্য্যবৃত্তি-আশ্রয়কারিণী হয়। নারীর উদরের ঊর্দ্ধদেশে গোলাকারে ঐরূপ লোমশ্রেণী যদি দৃষ্ট হয়, তবে সে রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও দাসীবৃত্তি করিয়া থাকে।

বলি

উদরের বলি যদি সরল ও পার্শ্বদেশে মাংসল হয়, তবে এরূপ একটি বলি থাকিলে মনুষ্য শতায়ুঃ, দুইটি থাকিলে শ্রীসম্পন্ন এবং তিনটি থাকিলে রাজা বা অধ্যাপক হয়। যাহাদিগের বলি বক্রতাবিশিষ্ট, তাহারা অগম্যাগামী হয়।

লিঙ্গ

লিঙ্গ কৃশ, খর্ব্ব ও রক্তবর্ণ হইলে, সেই পুরুষ মহাসৌভাগ্যবান্ হয়। যদি স্থূল ও রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলেও পুরুষ ভাগ্যবান্ হয়। লিঙ্গ বৃহৎ হইলে পুরুষ আয়ুষ্মান্ হয়, ক্ষুদ্র হইলে ধনী হয়, শিরাবিশিষ্ট হইলে সুখী হয়; বিবর্ণ, স্থূল অথবা গ্রন্থিময় হইলে পুত্রকন্যা-সমন্বিত হয়; দীর্ঘ ও কৃশ হইলে দরিদ্র হয়; ক্ষুদ্র, বক্র ও দক্ষিণদিকে নত হইলে পুত্রবান্ হয়। ক্ষুদ্রলিঙ্গ হইলে বলবান্ ও যোদ্ধা হয় এবং কর্কশ, কঠিন ও স্বাভাবিক পরিমাণ অপেক্ষা অধিকতর বৰ্দ্ধিত হইলে, পুরুষ দরিদ্র, কামুক ও নীচস্ত্রীরত হইয়া থাকে।

মণি

লিঙ্গমণি স্নিগ্ধ, উন্নত, সমান ও সুন্দর হইলে সুলক্ষণ হয়। মণি অণ্ডদ্বয়ের উপর পতিত থাকিলে পুরুষ দীর্ঘায়ু হয়; কুৎসিত ও পাণ্ডুবর্ণ হইলে দ্রব্যহীন ও দরিদ্র হয়, মলিন হইলে সুখী হয়; মধ্যভাগ নিম্ন হইলে কন্যাবান্ হয় এবং যাহার রক্তবর্ণ লিঙ্গমণি, সে পুরুষ অনেকের প্রভু হয়।

কোষ

অণ্ডদ্বয় পরস্পর সমান ও অপ্রকাশিত হইলে সুলক্ষণ হয়। অসমান হইলে স্ত্রীলোকের ন্যায় চঞ্চলপ্রকৃতি হয়; লম্বমান হইলে অল্পজীবী হয়, দীর্ঘ ও বক্র হইলে বলহীন হয় এবং পরস্পর অসমান ও কুৎসিতদর্শন হইলে পুরুষ শ্রীভ্রষ্ট ও নিঃস্ব হয়।

শুক্র

শুক্র সরস, সুগন্ধ ও উত্তম বর্ণবিশিষ্ট হইলে শুভলক্ষণ হয়। পুষ্পবৎ সুগন্ধ হইলে পুরুষ রাজা, মধুর ন্যায় মিষ্ট গন্ধ হইলে মহাধনী, আমিষগন্ধ হইলে কন্যাবান্, আমিষগন্ধ ও শ্বেতবর্ণ হইলে পুত্রবান্, মাংসগন্ধ হইলে অতিশয় ভোগবান্, মদগন্ধ হইলে যাজ্ঞিক এবং ক্ষারগন্ধযুক্ত হইলে পুরুষ দরিদ্র হয়। যাহার মৈথুনকালে শুক্র সত্বর স্খলিত হয়, সে পুরুষ দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

যোনি

যোনি অশ্বত্থপত্রবৎ ঊর্দ্ধভাগে বিস্তৃত ও নিম্নভাগে সূক্ষ্ম, বিশাল, ত্রিকোণাকৃতি, সংমিলিতমুখ, সুদৃঢ়দ্বার অপ্রকাশিত ও অন্তর্মগ্নমণি, মুষিকগাত্রবৎ ক্ষুদ্র, বিরল ও কোমল, অধঃকুন্তলাবৃত, উন্নতমধ্য, পদ্মদলতুল্য মনোরম বর্ণ ও স্পর্শসম্পন্ন এবং মসৃণ, স্নিগ্ধ দক্ষিণাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে অতি শ্রেষ্ঠ লক্ষণাক্রান্ত হয়।

অগভীর ও বামাবর্ত্ত রেখাঙ্কিত হইলে নারী দুঃখিনী হয়, বামভাগে উন্নত হইলে কন্যাবতী ও দক্ষিণভাগে উন্নত হইলে পুত্রবতী হয়, শঙ্খাবর্ত্তবৎ চিহ্ন থাকিলে বন্ধ্যা হয়, খর্পর বা চিপিটাকৃতি হইলে দাসীবৃত্তি হয়, বংশ বা বেতসপত্রবৎ অপ্রসর ও বক্র এবং হস্তিলোমবৎ কুৎসিত, অধঃকুন্তলাবিষ্ট ও ভীষণ হইলে অতি অমঙ্গলদায়িনী হয় এবং অশ্বখুরাকৃতি, উনানগহ্বরতুল্য, বহুলোমাচ্ছন্ন ও ব্যক্তমুখ হইলে সেই নারী মহাকুলক্ষণা ও অনর্থদায়িনী হয়।

মূত্র

প্রস্রাব নিঃশব্দে পতিত হইলে বা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া পতিত হইলে অথবা একাধিক ধারাবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার প্রস্রাবপতন কালে শব্দ উৎপন্ন হয়, সে দরিদ্র; যাহার মূত্রপতনকালে কখনও শব্দ হয়, কখনও হয় না, সে দুর্ভাগ্য এবং যাহার প্রস্রাস বিস্তীর্ণ হইয়া পতিত হয়, সে কখনও সুখী হয় না।

স্ত্রীজাতির মূত্র একধারায় পতিত হইলে তাহারা সুলক্ষণা ও সুখদায়িনী হয়।

কক্ষ

অশ্বত্থপত্রাকৃতি, স্বল্প-সূক্ষ্ম-উর্দ্ধ-রোমাবৃত, সুগন্ধবিশিষ্ট, গভীর শিরাযুক্ত ও ঘর্ম্মাক্ত কক্ষ হইলে কুলক্ষণ হয়। বহুল নিম্ন-রোমাবৃত, দুর্গন্ধবিশিষ্ট ও গভীর কক্ষ দরিদ্রের লক্ষণ এবং যাহার বিষম কক্ষ, সে ব্যক্তি কুটিল হইয়া থাকে।

স্ত্রীজাতির উভয় কক্ষ স্নিগ্ধ ও সমোন্নত হইলে সুলক্ষণ। যে নারীর কক্ষ গর্ত্তবৎ নিম্ন, সে চিরদুঃখিনী হয়।

পার্শ্ব

পার্শ্বদ্বয় বিস্তৃত, উন্নত ও মাংসল হইলে সুলক্ষণ হয়। বিস্তৃত পার্শ্ব হইলে ধনবান্ হয়, উন্নত পার্শ্ব হইলে দয়ালু হয় এবং পার্শ্বদেশ মাংসল হইলে পুরুষ বহুভোগী হয়। পার্শ্ব নিম্ন, রক্তবর্ণ ও বক্র হইলে পুরুষ দরিদ্র ও নানা দুঃখে দুঃখী হয়।

যে নারীর দুই পার্শ্ব সমান, সেই নারী সৌভাগ্যবতী ও চিরসুখিনী হয়। যাহার পার্শ্ব শিরাযুক্ত, রোমাবৃত ও উন্নত, সে সুশীলা, দুঃখভাগিনী ও বন্ধ্যা হয়।

পৃষ্ঠ

পৃষ্ঠ রোমরহিত ও অভগ্ন হইলে শুভলক্ষণ এবং রোমশ ভগ্ন হইলে অমঙ্গলের কারণ হয়।

যে নারীর পৃষ্ঠ অবনত, রোমরহিত, মাংসল ও অপ্রকাশিত অস্থিবিশিষ্ট সেই নারী অতি সুলক্ষণা ও শুভপ্রদায়িনী হইয়া থাকে আর শিরাবিশিষ্ট রোমযুক্ত ও বিষমপৃষ্ঠ হইলে, নারী বহুদুঃখ পীড়িতা হয়।

গাত্র

স্ত্রী অথবা পুরুষের গাত্র পরীক্ষা করিতে হইলে, যে যে অঙ্গ রুক্ষ, শিরাল ও মাংসবর্জ্জিত, সেই সেই স্থান দৃষ্টে অশুভ ফল এবং অপরাঙ্গ দৃষ্টে শুভফল নিশ্চয়।

স্নেহ

স্নেহ দ্বারা নেত্রের শোভা হইলে সৌভাগ্য, দন্তের শোভা হইলে ভোজন, ত্বকের শোভা হইলে দিব্যাঙ্গনা, পদের শোভা হইলে বাহন এবং হস্তের শোভা হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়।

কণ্ঠ

কণ্ঠ মাংসল বর্ত্তুল ও চতুরঙ্গুলী-পরিমিত হইলে নারী সুলক্ষণা হয়। গ্রীবা সুগঠন, ত্রিরেখাঙ্কিত ও অপ্রকাশিত অস্থি হইলে শুভ হয়; আর বিষম উন্নত, চিপিটাকার এবং দীর্ঘ ও কৃশ কণ্ঠ নিশ্চয় অশুভদায়ক।

কণ্ঠঘণ্টী

কণ্ঠঘণ্টী অর্থাৎ উপজিহ্বা অস্থূল, সুবৃত্ত, সূক্ষ্মাগ্র, সুলোহিত ও খর্ব্ব হইলে নারীর শুভলক্ষণ হয়। স্থূল ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারী দুর্ভাগ্যভাগিনী হইয়া থাকে।

গ্রীবা

গ্রীবা যদি কঠিন, মৃদু, রোমশ, সুখস্পর্শ ও শঙ্খতুল্য হয়, তবে সুলক্ষণ জানিবে।

নারীর গ্রীবা অতিখর্ব্ব হইলে নির্ধন, দীর্ঘ হইলে কুলনাশিনী, বিস্তৃত হইলে প্রচণ্ডা, স্থূল হইলে বিধবা, বক্র হইলে দাসী, চিপিটাকার হইলে বন্ধ্যা এবং খর্ব্ব হইলে সন্তানহীনা হয়।

কৃকাটিকা

কৃকাটিকা অর্থাৎ ঘাড় যদি সরল, স্থূল ও উন্নত হয়, তবে শুভ লক্ষণ আর যদি শুষ্ক, শিরাল, লোমশ, বিস্তৃত বা বক্র হয়, তবে অশুভ লক্ষণ জানিবে।

প্রথম বয়সে যে ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, যশস্বী, বিক্রমশালী ও সুখভোগী হয়, সে নিশ্চয় অল্পায়ুঃ হইবে।

যাহার দন্ত বিরল ও গণ্ডস্থল কূপবিশিষ্ট, সেই ব্যক্তি পরস্ত্রীরত ও পরধনে ধনী হইবে।

যে পুরুষের নাভি, পাণিতল ও পৃষ্ঠমধ্য এই তিন স্থান গভীর এবং কপাল, হৃদয়, পদতল এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ, তাহার সর্ব্বদা সম্পদ্‌বৃদ্ধি হইবে।

যাহার চিবুকে শ্মশ্রু নাই ও হৃদয়ে লোম নাই, সে ধূর্ত্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহার কপাল উচ্চ ও তাম্রবর্ণ এবং উহাতে কোন রেখা নাই, সে উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করিবে।

স্থূল, খঞ্জ, বধির ও কেকরচক্ষু (টেরা) চিরদিন দুর্বৃত্তসন্ধিবিশিষ্ট থাকিবে।

যে ব্যক্তি খর্ব্ব, তাহার দোষ ষষ্টি প্রকার; যে ভণ্ড বা চৌর, তাহার অশীতি প্রকার; যে খঞ্জ বা একচক্ষু, তাহার শত প্রকার এবং যে কুব্জ, তাহার দোষ গণনার অতীত হইবে।

যে নারীর অধরোষ্ঠ সরল, বাহু রেখাযুক্ত এবং তিলচিহ্নবিশিষ্ট, সে অল্পকালমধ্যেই বিধবা হইবে।

নারীর কপাল প্রলম্বিত হইলে শ্বশুরঘাতিনী, উদর প্রলম্বিত হইলে দেবরঘাতিনী এবং ভগ প্রলম্বিত হইলে পতিঘাতিনী হইবে।

যে নারীর বক্ষঃস্থল বিস্তৃত এবং উপরোষ্ঠ লোমবিশিষ্ট অথবা যাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসাগ্র তিল ও মশকযুক্ত, সে নারী বিবাহান্তে দশ দিনের মধ্যে বিধবা হইবে।

যে কামিনীর অঙ্গুলী বিরল (ফাঁক্ ফাঁক্), গাত্র কর্কশ ও রোমশ, এক স্তন ভেকের ন্যায় এবং আকৃতি খর্ব্ব, সে কখনও সুলক্ষণা হইবে না।

নারীর ললাটে প্রলম্ব (লম্বমান) রেখা থাকিলে দেবরবিনাশ, উদরে থাকিলে তাহার শ্বশুরবিনাশ এবং নিতম্বে থাকিলে পতিবিনাশ হইবে।

যে নারী মন্ত্রণায় মন্ত্রীর ন্যায়, আদেশপালনে সখীর ন্যায়, স্নেহে জননীর ন্যায় এবং সুরতকালে বারাঙ্গনার ন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকেই সর্ব্বসুলক্ষণা বলিয়া জানিবে।

যে পুরুষের নয়নের প্রান্তদেশ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী তাহাকে কচিৎ পরিত্যাগ করেন। যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ, সে ব্যক্তি কচিৎ নির্ধন হয়। যে ব্যক্তি দীর্ঘবাহু, সে কচিৎ ঐশ্বর্য্যচ্যুত হয়। যাহার বদন হাস্যপূর্ণ, সে কচিৎ দুঃখ ভোগ করে। যাহার দন্ত উন্নত, কচিৎ সে মূর্খ হয়; যাহার অঙ্গ লোমাচ্ছন্ন, কচিৎ সে সুখভোগ করে এবং যে নারী তুন্দিল (ভুঁড়ি-বিশিষ্ট), কচিৎ সে পতিপরায়ণা হইয়া থাকে।

বদন-দর্শন

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জন্মপত্রিকার সহিত জাতকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সামঞ্জস্য করিয়া জীবন-ফল নির্দ্ধারিত করেন এবং এইরূপে নির্দ্ধারিত ফলই সর্ব্বত্র অতি সূক্ষ্ম ও অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। দাম্ভিক ভাববিচারাদি বিষয়ক জন্মপত্রিকাদিবিবরণ কোষ্ঠী প্রকরণে প্রদত্ত হইয়াছে, আর শারীরিক লক্ষণগত ফলের নির্দ্ধারণার্থ অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির বিচারবিষয় পাঠকবর্গের সহজবোধের নিমিত্ত যথাক্রমে প্রত্যঙ্গবিবেক, বদন-দর্শন, পদাঙ্কজ্ঞান, কপালদর্শন, করকোষ্ঠী ও তিলাঙ্কদর্শন, এই ছয় সংজ্ঞায় পৃথক্ পৃথক্‌রূপে প্রকাশিত হইল। পদতল, মুখমণ্ডল, কপালফলক, করতল ও তিলক-চক্র প্রভৃতি চিহ্ন, শরীরের মধ্যে এই পঞ্চবিষয় প্রধান। এই নিমিত্ত এই কয়েক বিষয় স্বতন্ত্র ও পৃথক্ রাখিয়া, অবশিষ্ট জঙ্ঘা হইতে গ্রীবা পর্য্যন্ত দেহভাগের বিবরণ প্রত্যঙ্গবিবেক নামে স্বতন্ত্র প্রদত্ত হইল; ফলতঃ প্রত্যঙ্গবিবেক হইতে উক্ত পঞ্চবিষয় অভিন্ন ব্যতীত স্বতন্ত্র নহে।

মানবের সমগ্র দেহ যেরূপ সপ্তগ্রহ ও দ্বাদশ রাশি কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, সেইরূপ মুখমণ্ডলে, কপালফলকে ও করতলভাগের উহাদিগের স্বতন্ত্র আধিপত্য লক্ষিত হয়। মুখমণ্ডলে গ্রহগণের অবস্থান যথা—(১) কপালফলকে মঙ্গল, (২) দক্ষিণনেত্রে সূর্য্য, (৩) বামনেত্রে চন্দ্র, (৪) দক্ষিণকর্ণে বৃহস্পতি, (৫) বামকর্ণে শনি, (৬) নাসিকাপ্রদেশে শুক্র, (৭) মুখভাগে বুধ। দ্বাদশ রাশির অবস্থিতিস্থান; (১) কপালের উর্দ্ধভাগে কর্কট, (২) কপালের মধ্যভাগে বৃষ, (৩) দক্ষিণ-ভ্রূমধ্যে সিংহ, (৪) বাম-ভ্রূমধ্যে কুম্ভ, (৫) দক্ষিণ-নেত্রে ধনু, (৬) বাম-নেত্রে মিথুন, (৭) দক্ষিণগণ্ডে কন্যা, (৮) বামগণ্ডে মীন, (৯) দক্ষিণকর্ণে তুলা, (১০) বামকর্ণে মেষ, (১১) নাসিকায় বৃশ্চিক, (১২) এবং চিবুকমধ্যে মকর। মুখমণ্ডলস্থিত গ্রহ ও রাশিগণের দ্বারা ভাববিচার পরিস্ফুট হয়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ ইহা হইতে জাতকের লগ্নজ্ঞান এবং ভাবী শুভাশুভ বিনির্ণয় করিয়া থাকেন। জন্মকালে যে গ্রহ প্রবল থাকে, মুখমণ্ডলে সেই গ্রহের নির্দ্দিষ্ট স্থলে জাতক চিহ্নবিশিষ্ট হইবে এবং চিহ্ন ধরিয়া অনেক স্থলে সহজে তাহার জীবনের শুভাশুভ ঘটনা স্থিরীকৃত হয়।

মনুষ্যের সমস্ত মুখমণ্ডলই প্রথম পরিদৃষ্ট হয়। এই জন্য মস্তক হইতে চিবুক পর্য্যন্ত প্রত্যঙ্গসকলের পৃথক্ পৃথক্ বিবরণ স্বতন্ত্রভাবে নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

মস্তক

যাহার ক্ষুদ্র মস্তক, সে অসাধু ও পল্লবগ্রাহী। যাহার মস্তক অতি বৃহৎ, সে মূর্খ, বর্ব্বর, উন্মাদবৎ, আকণ্ঠভোজী এবং উদ্দেশ্যবিহীন। যাহার মস্তক দীর্ঘ ও ক্রমসূক্ষ্ম, সে নির্লজ্জ এবং বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমের পরই নিস্তেজ হয়। এরূপ ব্যক্তিও বহুভোজী এবং মস্তিষ্কের শুষ্কতাপ্রযুক্ত উগ্র ও দুর্দ্ধর্ষ। যাহার মস্তক বৃহৎ, কপাল প্রশস্ত এবং বদন বিশাল, সেই ব্যক্তি ধীর, নম্র, পরিশ্রমী ও অপ্রেমিক। যাহার মস্তক সম্পূর্ণ গোলাকার, সে উচ্চাশয়, ভ্রান্ত, অল্পজ্ঞানী এবং বিলাসী।

মস্তক ছত্রাকার বা গজকুম্ভ সদৃশ হইলে মহাশুভপ্রদ হয়; শীর্ষদেশ সুবৃত্ত, স্থূল, বিষম, শূলাকৃতি, উপরিভাগে শিরাযুক্ত ও উন্নত, ইহার যে কোন প্রকার হইলেও সুলক্ষণ হয়। যাহার মস্তক ঘটাকার সে, পাপী ও দরিদ্র, যাহার স্থূল ও পটবৎ, সে অধম ও পাপিষ্ঠ, যাহার দীর্ঘ ও শীর্ণ, সে মহাদুঃখভোগী ও যাহার চিপিটাকার, সে পিতৃহীন হয়।

স্ত্রীজাতির মস্তক দীর্ঘাকার হইলে বন্ধ্যা ও দেবরঘাতিনী, লোম ও শিরা-বিশিষ্ট হইলে চিররোগিণী, স্থূল হইলে স্বামিঘাতিনী এবং বিশাল হইলে অতি দুর্ভাগিনী হয়।

বদন

অত্যুত্তম, শ্যামবর্ণ, স্নিগ্ধ, সৌম্য, শান্ত ও সংবৃত মুখমণ্ডল অতি সুলক্ষণ, আর উহার বিপরীতভাবাপন্ন এবং মণ্ডলযুক্ত ও সূক্ষ্ম (ছুঁচাল) বদন অতি অলক্ষণের হয়। যাহাদের মুখ স্ত্রীমুখাকৃতি, তাহারা পুত্রহীন ও বিলাসী হয়; যাহাদের দীর্ঘাকৃতি, তাহারা সংস্থানশূন্য হয়। বদন ভয়শীল হইলে পাপাত্মা, চতুরস্র হইলে ধূর্ত্ত, নিম্ন হইলে অপুত্রক এবং খর্ব্ব হইলে সেই ব্যক্তিকে সর্ব্বত্র কৃপণ জানিবে। মুখমণ্ডল পদ্মবৎ প্রফুল্ল হইলে ধনে রত্নে ভাগ্যবান্ এবং চন্দ্রের ন্যায় মনোহর হইলে ধর্ম্মাত্মা ও পুণ্যবান্ হয়। যাহার মৃগমূষিকের ন্যায় বদন, সে দুর্ভাগ্যভোগী এবং যাহার বদন হাস্যশূন্য, সে চিরদারিদ্র্যভোগী।

নারীর মুখমণ্ডল সুস্নিগ্ধ, সুগোল, সম, পূর্ণিত, সৌরভান্বিত এবং পিতৃবদনের প্রতিবিম্বস্বরূপ হইলে অতি সুলক্ষণ হয়।

হাস্য

হাস্যকালে যদি প্রত্যঙ্গাদি কম্পিত না হইয়া কপোলতল প্রফুল্ল ও মুখশ্রী সংবর্দ্ধিত হয়, তবে সে হাসি অতি সুলক্ষণ বলিয়া জানিবে।

যে পুরুষের হাস্য সুস্পষ্ট প্রকাশিত হয় না, সে অতি ভয়াবহ এবং যে পুরুষ পুনঃ পুনঃ হাস্য করে, সে অতি দুষ্ট অথবা উন্মত্ত জানিবে।

যে স্ত্রীর হাস্যকালে দন্তপংক্তি অপ্রকাশিত থাকে, নয়নদ্বয় মুদ্রিতপ্রায় হয় এবং হাস্য অপরের আনন্দবর্দ্ধন করে, সেই স্ত্রী সৌভাগ্যবতী, সন্দেহ নাই। যাহার হাস্যকালে গণ্ডদেশ কূপবৎ লক্ষিত হয়, সে নারী নিশ্চয় ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে এবং যাহার মুখ হাস্যকালে রক্তিমাবর্ণ ধারণ করে, সে নারী জীবনের শেষাবস্থায় স্বামিঘাতিনী হয়।

স্বর

কণ্ঠস্বর মধুর ও গভীর হইলে সুলক্ষণ। যাহার স্বর মেঘশব্দবৎ, সে মহাসৌভাগ্যবান্; যাহার ভ্রমরধ্বনিবৎ, সে ধনবান্ ও ভোগী; যাহার বক-শব্দবৎ, সে ভাগ্যবিশিষ্ট; যাহার সিংহগর্জ্জনবৎ, সে পরাক্রান্ত: যাহার চক্রবাকশব্দবৎ, সে নিষ্ঠুর ও দুঃখিত এবং যাহার স্বর গর্দ্দভশব্দবৎ, সে নির্ধন ও পাপিষ্ঠ হইয়া থাকে।

নারীর কণ্ঠস্বর কন্যাবস্থায় হংসের ন্যায়, কুমারীকালে কোকিলের ন্যায় এবং যৌবনে চক্রবাকীর তুল্য হইলে অতি সুলক্ষণ হয়।

অশ্রু

যাহার ক্রন্দনকালে অনর্গল অশ্রুপাত হয় এবং অপরে তাহাতে শোকার্ত্ত হয়, সেই ভাগ্যবান্; আর যাহার ক্রন্দনকালে নেত্র রুক্ষ থাকে ও অপরে তাহাতে শোকানুভব করে না, সে ভাগ্যহীন জানিবে।

ক্ষুৎ

যাহার হাঁচি দীর্ঘ, সে দীর্ঘজীবী ও যাহার হাঁচি হ্রস্ব, সে অল্পজীবী হয়। এককালে যাহার একটি হাঁচি হয়, সে বলশালী; যাহার একের অধিক হাঁচি

হয়, সে অল্পায়ু এবং সন্তুষ্টচিত্ত আর যাহার কথা সানুনাসিক, সে দীর্ঘজীবী হয়।

অধরোষ্ঠ

অধরোষ্ঠ বিম্বফলতুল্য হইলে অতি সুলক্ষণ হয় আর মাংসল হইলে পুরুষ ধনসম্পন্ন এবং অব্যক্ত অথবা অবক্র ও বিম্বতুল্য হইলে মহাসৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। ওষ্ঠ স্ফুটিত, রুক্ষ, খণ্ডিত ও বিষম হইলে অতি দরিদ্র হয়।

স্ত্রীজাতির অধর পাটলবর্ণ, বর্ত্তুল, স্নিগ্ধ ও মধ্যদেশ রেখাঙ্কিত হইলে অতি শুভলক্ষণ হয়। ওষ্ঠ চিক্কণ, রোমরহিত ও মধ্যে কিঞ্চিদুন্নত হইলে সে নারী দুর্ভাগিনী, অধরোষ্ঠ স্থূল ও ধূসরবর্ণ বা শ্যামবর্ণ হইলে বিধবা ও কলহপ্রিয় এবং মসৃণ হইলে বিবিধ ভোগবিলাসিনী হয়।

দন্ত

দন্ত কুন্দপুষ্পবৎ শুভ্রবর্ণ, সমান, স্নিগ্ধ, ঘন ও সংখ্যায় দ্বাত্রিংশ হইলে শুভ লক্ষণ হয়। যাহার দন্ত কুন্দপুষ্পতুল্য, সে মহাসৌভাগ্যযুক্ত হয়; যাহার দন্ত পরিষ্কৃত, উজ্জ্বল, দাড়িম্ববীজের মত, সে ব্যক্তি অতি সুশীল ও প্রিয়ংবদ হয়; যাহার দন্ত মিলিত, সে ভাগ্যবান্; যাহার দন্ত উচ্চ, সে বিদ্বান্, এবং যাহার দন্ত গণনায় ঊনত্রিংশটি, সে দুর্ভাগ্যশীল হয়। ভল্লুক ও বানরদন্তের ন্যায় যাহার দন্ত, সে সর্ব্বদা ক্ষুৎপিপাসার অধীনে থাকে, যাহার দন্ত রুক্ষ, বিকটাকার ও মূষিক দন্তের মত তীক্ষ্ণাগ্র, সে ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করে; যাহার দন্ত নিম্ন ও বিকট, সে নিম্নকর্ম্মে রত হয়; যে ব্যক্তি দন্তুর সে অতি বাচাল ও দেশান্তরে অনুরক্ত এবং যাহার দন্ত অসমান, সে দরিদ্র ও দুঃখযুক্ত হয়।

স্ত্রীজাতির দন্ত যদি উভয় পংক্তিতে সমসংখ্যক, শুভ্র, স্নিগ্ধ, সম, মিলিত ও গণনায় দ্বাত্রিংশৎ থাকে, তবে সুলক্ষণ হয়। যে নারীর দন্ত করাল ও বিষম, সে শঙ্কাতুরা ও ক্লেশভাগিনী হয়; যাহার দন্ত বিবর্ণ, স্থূল, দীর্ঘ, বিরল, সে দুর্ভাগ্যবতী হয়; যাহার দন্ত নিম্ন পংক্তিতে অধিক থাকে, সে মাতৃঘাতিনী হয়; যাহার দন্ত বিকট, সে বিধবা ও যাহার বিবর্ণ, সে বেশ্যা হয়। যে নারী নিদ্রাকালে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া উৎকট শব্দ উৎপাদন করে ও প্রলাপ বকে, সে সুলক্ষণা হইলেও সর্ব্বদা পরিত্যাজ্যা।

জিহ্বা

জিহ্বা স্নিগ্ধ, কোমল ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার জিহ্বা স্থূল বা বক্র, তাহার কথা সুশ্রাব্য হয়; যাহার জিহ্বা রক্তবর্ণ, সে বিদ্বান্ ও শ্রীমান্ হয়; জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে পুরুষ দুঃখভাজন হয়; শ্বেতবর্ণ হইলে আচারভ্রষ্ট হয়। যে মনুষ্য সর্ব্বদা জিহ্বা দ্বারা নাসিকাগ্র স্পর্শ অথবা লেহন করে, সে ধর্ম্মাত্মা হইলে যোগী হয়; নতুবা অনুদিন পাপকর্ম্মে লিপ্ত হইয়া থাকে।

নারীর জিহ্বা যদি শুক্লবর্ণ হয়, তবে সে জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। যদি শ্যামবর্ণ হয়, তবে কলহপ্রিয় হয়; যদি স্থূল হয়, তবে ধনহীনা হয়; যদি বিস্তৃত হয়, তবে প্রমোদভাগিনী; যদি প্রলম্বিত হয়, তবে অভক্ষ্যভক্ষণে অনুরাগিণী এবং যদি মধ্যভাগে সংকীর্ণ ও প্রান্তভাগ বিস্তীর্ণ হয়, তবে সে নারী অতি দুঃখভাগিনী হইয়া থাকে।

তালু

তালু পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত হইলে সুলক্ষণ জানিবে। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ, সে ধনশালী, যাহার রক্তবর্ণ, সে বহু বিভবশালী এবং যাহার কৃষ্ণবর্ণ, সে কুলবিনাশকারী হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

রমণীর তালু স্নিগ্ধ, কোমল ও রক্তোৎপলবর্ণ হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার তালু শ্বেতবর্ণ, সে বিধবা; যাহার পীতবর্ণ, সে তপস্বিনী; যাহার কৃষ্ণবর্ণ, সে সন্তানশোকাতুরা এবং যাহার রুক্ষ, সে বহুকুটুম্ববতী হয়।

চিবুক

চিবুক দুই অঙ্গুলী পরিমাণে বিস্তৃত, স্থূল, বর্ত্তুল ও কোমল হইলে সুলক্ষণ হয়। যাহার চিবুকে বহুরেখা থাকে, সে নির্ধন; যাহার চিবুক কৃশ, সে সংস্থানহীন এবং যাহার চিবুক দুই ভাগে বিভক্ত, স্থূল, বিস্তৃত ও বহুরোমযুক্ত, সে ভাগ্যহীন হয়।

গণ্ড

গণ্ডস্থল পরিপূর্ণ, স্নিগ্ধ ও পদ্মপত্রের তুল্য মনোরম হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। এরূপ গণ্ডবিশিষ্ট ব্যক্তি বিদ্বান্, তেজস্বান ও কামিনীগণের অতি প্রিয়

হয়। যাহার কপোল সিংহ, ব্যাঘ্র বা হস্তীর কপোলের তুল্য, সে ব্যক্তি কৃষিভোগী ও বহু পুত্রবান্ হয়।

স্ত্রীর কপোল সমান, সুগোল, স্থূল ও উন্নত হইলে সুলক্ষণ হয়। যে নারীর গণ্ড শুভ্র, গর্ত্তবৎ ও চিহ্নবিশিষ্ট, তাহাকে দেখিতে সাধ্বীর মত, কিন্তু সে ব্যভিচারিণী হয়। যাহার কপোল কর্কশ, রোমযুক্ত, মাংসহীন ও নিম্ন, সে নারী অতি কুলক্ষণা জানিবে।

হনু

হনু অর্থাৎ গণ্ডস্থলের উপরিভাগ চিবুকের সহিত সংমিলিত, ঘন ও রোম শূন্য হইলে শুভলক্ষণ হয়। যাহার হনু রোমশ, বক্র, উচ্চ, ক্ষীণ ও খর্ব্ব, সেই ব্যক্তি অশুভভাগী।

শ্মশ্রু

শ্মশ্রু (দাড়ি) অস্ফুটতাগ্র, সম্পূর্ণ, মিলিত, স্নিগ্ধ, সুকোমল ও মনোজ্ঞ হইলে সুলক্ষণ হয়। শ্মশ্রুশালী ব্যক্তি মহাভোগে জীবনযাপন করে। যাহার শ্মশ্রু রক্তবর্ণ, সে তস্কর এবং যাহার শ্মশ্রু কর্কশ, বিরল, রক্তবর্ণ, পাপকার্য্যে তাহার মৃত্যু হয়।

নাসা

নাসিকা শুকচঞ্চুবৎ, সমপুট, সরল, স্বল্পরন্ধ্র ও পরিমিতরূপে দীর্ঘ ও উচ্চ হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যাহার নাসা শুকচঞ্চুবৎ, সে রাজা বা মহা ভাগ্যবান্; যাহার নাসা তিলফুলবৎ, সে ভাগ্যবান্ ও যাহার সরল ও দীর্ঘ, সে ধনবান্ হয়। নাসিকা খর্ব্ব হইলে পুরুষ অধার্ম্মিক, চিপিটাকার হইলে স্ত্রীবিয়োগী, বক্র হইলে চোর, শুষ্ক হইলে অল্পায়ুঃ এবং উচ্চ হইলে সর্ব্বজনপ্রিয় হয়। যাহার নাসার অগ্রভাগ সংকীর্ণ, মধ্যে তিলযুক্ত এবং সূক্ষ্মরোমে আবৃত, সে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, অধার্ম্মিক ও চিরদুঃখী হয়। নাসার অগ্রভাগ ছিন্ন ও রন্ধ্র দ্বার গভীর কূপসদৃশ হইলে সে পুরুষ অগম্যাগামী হয়।

স্ত্রীর নাসা সমপুট, সমদৃশ্য, সুগোল ও সরল হইলে সুলক্ষণ হয়। নাসার অগ্রভাগ স্থূল, উচ্চ এবং মধ্যভাগ নিম্ন হইলে অশুভপ্রদ হয়। যে নারীর নাসার অগ্রভাগ কুঞ্চিত ও রক্তবর্ণ, সে নারী বৈধব্যাদি ক্লেশভাগিনী হয়,

যাহা নাসা হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ, সে কলহরতা হয় এবং যাহার নাসা চিপিটাকৃতি, সে নারী পরপ্রেষ্যা অর্থাৎ পরের দাসী হয়।

নাসাপুট

নাসারন্ধ্র সরল, সুগোল ও সূক্ষ্ম হইলেই উত্তম লক্ষণবিশিষ্ট হয়। যাহার নাসাপুটের দক্ষিণভাগ বক্র, সে ক্রূর, যাহার সানুনাসিক বাক্য উচ্চারণ হয়, সে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়।

কর্ণ

কর্ণ নাতিহ্রস্ব, নাতিবৃহৎ এবং স্নিগ্ধ, বিস্তৃত ও লম্বমান হইলে সুলক্ষণ হয়। কর্ণ বৃহৎ হইলে বলবান্, ক্ষুদ্র হইলে কৃপণ, মৃদু হইলে নির্ধন, হ্রস্ব হইলে যশস্বী, দীর্ঘ হইলে বিদ্বান্, রোমশ হইলে সুখী, অধিক রোমযুক্ত হইলে অল্পায়ুঃ, মূষিকবর্ণ হইলে মেধাবী, হস্তিকর্ণবৎ হইলে সুপণ্ডিত, সিংহকর্ণ বা শৃগালবৎ হইলে ধনহীন, বক্র হইলে পাপিষ্ঠ এবং দীর্ঘ ও বৃহৎ হইলে মহাধনী হয়। যাহাদের কর্ণ দেখিতে চিপিটাকার ও অধিক মাংসল নহে, তাহারা নিশ্চয়ই অতি ভোগবান্ হয়।

স্ত্রীজাতির কর্ণ অনতিস্থূল, সমানাকার, সুগঠন, কোমল, লম্বিত ও আবর্ত্তবিশিষ্ট হইলে তাহারা সুলক্ষণা হয়। যাহার কর্ণ কুটিল, কৃশ ও যাহার কর্ণকুহর দৃষ্ট হয় না, সে নারী নিশ্চয় মন্দভাগিনী হয়।

নেত্র

চক্ষু পদ্মপত্রের ন্যায় বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও সুন্দর এবং প্রান্তদ্বয় ঈষদ্বক্র ও রক্তবর্ণসমন্বিত হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। চক্ষু বক্র হইলে বলবান, কেকর (টেরা) হইলে ক্রূর, পিঙ্গলবর্ণ হইলে দুঃশীল, হরিদ্রাবর্ণ বা মার্জ্জারবৎ হইলে পাপাত্মা, স্থূল হইলে সুমন্ত্রী, হস্তিবৎ হইলে সেনাপতি, গম্ভীর হইলে প্রভু, শ্যামবর্ণ হইলে সৌভাগ্যশালী, মণ্ডলাকার হইলে পাপিষ্ঠ, দীনভাবাপন্ন হইলে দরিদ্র, কুক্কুটবৎ হইলে দক্ষ ও পরোক্ষদর্শী, রক্তবর্ণ হইলে ভাগ্য ও শ্রীযুক্ত, সিংহ-ব্যাঘ্রবৎ রক্তবর্ণ হইলে কোপনস্বভাব, গোচক্ষুবৎ হইলে সৌভাগ্যশালী, শিখিনকুলবৎ হইলে সুখভোগী এবং নীলোৎপলবৎ হইলে বিদ্বান হয়। চক্ষুর তারকা কৃষ্ণবর্ণ হইলে সে চক্ষু উৎপাটিত হয়।

স্ত্রীজাতির নয়নতারা কৃষ্ণবর্ণ, প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, চতুষ্পার্শ শ্বেতবর্ণ, পদ্মপত্রের ন্যায় আয়ত, সুন্দর এবং স্নিগ্ধ ও প্রশান্তদৃষ্টিবিশিষ্ট হইলে সর্ব্বসুলক্ষণা হয়। যে নারীর চক্ষু গোল, সে কুলটা; যাহার চক্ষু উন্নত, সে অল্পায়ুঃ; যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সে পতিঘাতিনী; যাহার পিঙ্গলবর্ণ চক্ষু, সে গর্ব্বিতা; যাহার চক্ষু পারাবতের ন্যায়, সে দুঃশীলা; যাহার চক্ষু গজের ন্যায়, সে কুলক্ষণা; যাহার চক্ষু বক্র অথবা মেষমহিষের ন্যায়, সে ভাগ্যহীনা; যাহার চক্ষু-কপিলবর্ণ, সে ধনবতী; যাহার নয়নতারা স্বলান্বিত, সে দেবরঘাতিনী; যাহার চক্ষু মধুপিঙ্গলবর্ণ, সে সৌভাগ্য-শালিনী এবং যাহার বামচক্ষু কাণা, সে পুংশ্চলী আর যাহার দক্ষিণচক্ষু কাণা, সে বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

পক্ষ্ম

চক্ষুর পক্ষ্ম কৃষ্ণবর্ণ, ঘন, সূক্ষ্ম ও স্নিগ্ধ হইলে সুলক্ষণ হয়। স্ত্রীজাতির পক্ষ্ম কপিলবর্ণ, স্থূল ও বিরল হইলে অলক্ষণ হইয়া থাকে।

ভ্রূ

ভ্রূদ্বয় উন্নত, বিশাল, দীর্ঘ, সংমিলিত ও সুদৃশ্য হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যাহার ভ্রূমধ্য ছিন্ন থাকে, সে নির্ধন হয়, যাহার ভ্রূমধ্যে কোন চিহ্ন থাকে, সে অন্যনারীগামী হয় না এবং সকলেই তাহার বশীভূত হয়। যাহার ভ্রূ অবনত সে অগম্যাগামী থাকিয়া পুত্র কর্ত্তৃক নিবারিত হয়।

কামিনীর ভ্রূ অসংমিলিত, কৃষ্ণবর্ণ, ধনুরাকৃতি, কোমল, রোমবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ ও সুগোল হইলে অতি সুলক্ষণ হয়। যে নারীর ভ্রূ রেখাবৎ সরল, সংমিলিত, পিঙ্গল-বর্ণ, কর্কশ, দীর্ঘরোমাবৃত, বিস্তৃত ও বিষম, সে নারী অতি কুলক্ষণা জানিবে।

কেশ

পুরুষের কেশ শুক্লবর্ণ, স্নিগ্ধ, কোমল, বিরল এবং অভিন্নাগ্র ও অবহুমূল হইলে অতি সুলক্ষণাক্রান্ত হয়; কপিলবর্ণ, স্থূলাগ্র, স্ফুটিতাগ্র, বহুমূল, নিম্ন, কুটিল, ঘন ও বিষম, কর্কশ ও বিরল, মৃদু ও রুক্ষ ইত্যাদিরূপ কেশবিশিষ্ট ব্যক্তি কুলক্ষণযুক্ত জানিবে। যাহার কেশ অতি সুন্দর, সে প্রবাসে প্রাণ পরিত্যাগ করে। যাহার কেশ অতি রুক্ষ ও স্থূল, সে তস্কর হয়। কুৎসিতকেশশালী ব্যক্তি নিশ্চয় দারিদ্র্য ভোগ করে।

নারীর কেশদাম ভ্রমরকৃষ্ণ, কুঞ্চিতাগ্র, সূক্ষ্ম, স্নিগ্ধ ও সুকোমল হইলে সুলক্ষণ হয়।

পদাঙ্ক-জ্ঞান।

—:*:—

বামপদ। দক্ষিণপদ।

মানবের পদাঙ্ক (পদতলাঙ্কিত চিহ্ন) দেখিয়া তাহার জীবনের শুভাশুভ লক্ষণ সুস্পষ্ট পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। পদাঙ্ক বহুবিধ, তন্মধ্যে উপরিপ্রদর্শিত ঊনবিংশতিটিই প্রধান। বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্য ও শঙ্খ—এই অষ্টচিহ্ন এবং দক্ষিণপদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, ঊর্দ্ধরেখা ও পদ্ম—এই একাদশ চিহ্ন। যাহার পদতলে এই ঊনবিংশতি পদাঙ্ক বর্ত্তমান আছে, স্বয়ং কমলা তাঁহার সেবা করেন।

যে পুরুষের চরণতলে পদ্ম, চক্র, তড়াগ, তোড়ণ, অঙ্কুশ অথবা বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি রাজা বা রাজতুল্য ক্ষমতাশালী ও মহাসৌভাগ্যবান্ হইয়া থাকে।

যাহার পদতলে বৃদ্ধাঙ্গুলী মূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা থাকে, সে নিশ্চয়ই মহাসৌভাগ্যবান্ উৎকৃষ্ট পুরুষ সন্দেহ নাই।

যে ব্যক্তির পদমূলে অবিচ্ছিন্ন বক্ররেখা দৃষ্ট হয়, নিশ্চিত বুঝিবে, তাহার শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বংশে উৎপত্তি হইয়াছে।

যাহার চরণের পর্ব্বরেখার মধ্যে অন্য রেখা থাকে, সে মহাভাগ্যবান্ হইবে।

পদদ্বয়ের গুল্‌ফ উন্নত ও অপ্রকাশিত, চরণতল পদ্মবৎ সুন্দর ও কোমল, ঈষৎ স্বেদযুক্ত এবং মৎস্য ও মকরচিহ্নাঙ্কিত থাকিলে অতি সুলক্ষণ হয়।

যাহার পদদ্বয় সুর্পবৎ (কুলার ন্যায়) কুৎসিত, বক্র ও কঠোরদর্শন এবং অঙ্গুলী-সকল অতি বিরল (ফাঁক্ ফাঁক্), সে ব্যক্তি সংসারে অতি দরিদ্র ও শ্রীভ্রষ্ট হয়।

যাহার পদদ্বয়ের বর্ণ পীতলোহিত মিশ্রিত, খঞ্জবৎ, বিচ্ছিন্ন, বক্র বা শঙ্কুর (গোঁজার) ন্যায় এবং গমনকালে বিষমভাবে নিক্ষিপ্ত হয়, সে ব্যক্তি ব্রহ্ম-হত্যাকারী অথবা মহাপাপী হইয়া থাকে।

পুরুষের চরণ যদি শিরাবিশিষ্ট, বক্র, শুষ্ক ও রুক্ষ হয়, পদপৃষ্ঠ সুর্পবৎ হয়, নখ-গুলি পাণ্ডুবর্ণ এবং অঙ্গুলি সকল অতি বিরল হয়, তবে তাহা মহাদরিদ্রের লক্ষণ।

মহাভাগ্যবান পুরুষের চরণের লক্ষণ।—পদদ্বয় পদ্মোদরের ন্যায় সুন্দর, ঈষদুষ্ণ ও শিরাবিহীন গুল্‌ফ অপ্রকাশিত ও মনোহর, পাদপৃষ্ঠ কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ উন্নত, চরণতল স্বেদরহিত, অঙ্গুলীসকল চম্পকতুল্য মনোহর এবং মিশ্রিত, নখশ্রেণী তাম্রবর্ণ ও চরণতল ঊনবিংশতি পদাঙ্ক বা তাহার কতিপয় চিহ্ন দ্বারা শোভিত।

স্ত্রীজাতির চরণতলে যদি বজ্র, পদ্ম ও হল-চিহ্ন থাকে, তবে সে দাসী হইলেও শেষে সে রাজরাণী হয়।

যাহার চরণতলে চক্র, স্বস্তিক, শঙ্খ, পদ্ম, ধ্বজ, মৎস্য ও ছত্ররেখা অঙ্কিত থাকে, সে নারী রাজপত্নী হয়।

যাহার পদদ্বয় স্নেহবিশিষ্ট, সুন্দর, উন্নত ও তাম্রবর্ণ নখযুক্ত এবং ঊন-বিংশতি পদাঙ্কের যে কতিপয় চিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত, সে স্ত্রী অখণ্ডবিভবশালিনী ও পুণ্যবতী হয়।

পদতলে তাম্রবর্ণ রেখা থাকিলে নারী সুলক্ষণসম্পন্না এবং পুত্র ও পৌত্র-বতী হয়।

চরণের নখরসমুদয় তাম্রবর্ণ স্নিগ্ধ, সমুন্নত, সুগোলগঠন ও সুদর্শন এবং চরণতল ধ্বজাঙ্কুশাদিচিহ্নে অঙ্কিত হইলে সে নারী মহাসৌভাগ্যবতী হয়।

যে কামিনীর পদতলে স্নিগ্ধ কোমল, মাংসল, স্বেদহীন, সমান, উত্তপ্ত ও আরক্ত, সে স্ত্রী বহুভোগশালিনী ও পতির সৌভাগ্যপ্রদায়িনী হয়।

যে মরালগামিনী কামিনীর চরণতলে ঊনবিংশতি পদাঙ্কের কতিপয় চিহ্নমাত্রও লক্ষিত হয়, গমনকালে মৃত্তিকাপৃষ্ঠে সমুদয় চরণের প্রতিকৃতি অঙ্কিত হয় এবং অতি নিঃশব্দে পদসঞ্চার হয়, সেই নারী সর্ব্বসুলক্ষণা জানিবে।

যে স্ত্রীর গমনকালে ভূমিকম্প হয়, যাহার গতি সবেগ, শব্দোৎপাদক ও ভয়ঙ্কর, সে নারী অতি শীঘ্র বৈধব্য লাভ করিয়া বাঞ্ছিতব্য পথ আশ্রয় করে।

পদতলে মূষিক, সর্প ও কাকরেখা অঙ্কিত থাকিলে সে নারী দুর্ভাগ্যবতী হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলী ভিন্ন অন্য অঙ্গুলীতে প্রদেশিনী রেখা মিলিত থাকিলে, সে নারী ব্যভিচারিণী হয় সন্দেহ নাই।

গমনকালে যে স্ত্রীর কনিষ্ঠাঙ্গুলী মৃত্তিকা স্পর্শ না করে, সে অচিরে পতি-ঘাতিনী হইয়া অন্য পতি গ্রহণ করে এবং তাহার পুত্রের মৃত্যু হয়।

যাহার অনামিকাঙ্গুলী ভূমিতে স্পৃষ্ট না হয়, সে বিধবা হইয়া দীর্ঘজীবন ভোগ করে।

যাহার তর্জ্জনী অথবা মধ্যমাঙ্গুলী গমনকালে ভূতল স্পর্শ করে না, সে সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হয়।

অঙ্গুষ্ঠ ভূমিস্পর্শ না করিলে সে নারী পতিবিনাশিনী ও স্বেচ্ছাচারিণী হয়।

গমনকালে যদি তর্জ্জনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুলীর উপর দিয়া যায়, তবে সে নারী নিশ্চিত কুলটা হইয়া থাকে।

গমনকালে যদি পৃথিবী হইতে ধূলি উৎক্ষেপ হয়, তবে সে নারী পিতৃ, মাতৃ ও পতি এই তিন কুলের ধ্বংসকারিণী হয়।

পদতলের মধ্যস্থান নত হইলে নারী দরিদ্রা, পদ শিরাবিশিষ্ট হইলে ভ্রমণ-কারিণী, কোমল হইলে দাসী এবং মাংসশূন্য হইলে ভাগ্যবিহীনা হয়।

পদতল খণ্ডিতাকার, অসমান, কঠোর, কর্কশ, বিবর্ণ ও সূর্পবৎ বিশালা-কৃতি এবং শুষ্ক হইলে নারী চিরদুঃখিনী ও হতভাগিনী হয়।

স্ত্রীর চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী সুগোল, মাংসল ও অগ্রভাগ উন্নত হইলে সুলক্ষণ আর বক্র, হ্রস্ব ও চিপিটাকৃতি হইলে কুলক্ষণ জানিবে।

পদের অঙ্গুলীসকল মৃদু, ঘন, সুগোল ও উন্নত হইলে শুভ, অন্যথা নারী অশুভদায়িনী হয়।

চরণের অঙ্গুলী দীর্ঘ হইলে কুলটা, কৃশ হইলে দরিদ্রা, খর্ব্ব হইলে আয়ুহীনা, বক্র হইলে দুর্ভগা, চিপিটাকৃতি হইলে পরপ্রেষ্যা (দাসী), বিরল হইলে দুঃখভাগিনী এবং অতি সংলগ্ন হইলে পরপ্রেষ্যা ও পতিঘাতিনী হয়।

চরণতলে যে কোন মাঙ্গল্যদ্রব্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিলে মঙ্গল হয়, আর অশুভচিহ্ন থাকিলে অশুভ হইয়া থাকে।

কপাল-দর্শন

—:*:০—

ললাটক্ষেত্র মানবের অন্তঃপ্রকৃতির দর্পণস্বরূপ। যেরূপ পুরোধৃত নির্ম্মল স্ফটিক-দর্পণে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহিঃপ্রকৃতির অবিকল প্রতিরূপ প্রতিভাসিত হয়, সেইরূপ শিরোধৃত সহজাত-ললাট-দর্পণে জাতকের ইহজীবনের শুভাশুভ সুখ-দুঃখাদি অন্তঃপ্রকৃতির অনুরূপ প্রতিবিম্ব দেদীপ্যমান থাকে। কপাল-প্রদেশের আকৃতি, গঠন, পরিমাণ ও অধিষ্ঠাতা গ্রহবর্গের অবস্থিতি এবং তদ্গত রেখাপুঞ্জের বৈষম্য ইত্যাদি দৃষ্টে বিচক্ষণ ব্যক্তিগত জ্ঞাননেত্রে জাতকের অদৃষ্ট দর্শন করিয়া ত্রিকালের ফলাফল ব্যক্ত করেন।

সকল মানবের কপালের আকৃতি একরূপ নহে। কাহারও শুক্তিতুল্য, কাহারও চতুরস্র, কাহারও অন্যবিধ;—এইরূপ বৃহৎ, ক্ষুদ্র, প্রশস্ত, দীর্ঘ, খর্ব্ব, উচ্চ, নিম্ন, অপ্রসর প্রভৃতি আয়তনভেদেও জাতকের কপালতলের শ্রেণীভেদ হইয়া থাকে।

কপালস্থিত রেখাপুঞ্জও স্থূল, সূক্ষ্ম, উজ্জ্বল, মলিন, অস্ফুট, সরল, বক্র, ছিন্ন, অবিচ্ছিন্ন ইত্যাদিরূপে বিভিন্ন প্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকে। কপালের সর্ব্বোচ্চ স্থানে কেশের নিকটস্থ প্রথমরেখার অধিষ্ঠাতা, বৃহস্পতি, তন্নিম্ন রেখার মঙ্গল, তৎপরে সূর্য্য, তৎপরে নিম্নস্থ রেখার শুক্র, তন্নিম্নে ষষ্ঠরেখার বুধ, সর্ব্বনিম্নে সপ্তম রেখা বা শেষ রেখার অধিপতি চন্দ্র হইয়া থাকেন।

কপালের আকৃতি ও গঠনভেদে মানবচরিত্রের যেরূপ প্রকৃতিভেদ হয়, সংক্ষেপে নিম্নে তাহা লিখিত হইল:—

যাহার ললাট ক্ষুদ্রাকৃতি, কোমল, মসৃণ ও সমান এবং সম্মুখভাগে কেশহীন অথবা অতি অল্প কেশযুক্ত, সেই মনুষ্য অবহিত, অব্যবস্থিতচিত্ত ও অবস্থাহীন হইয়া থাকে।

যাহার কপাল স্তূপাকার ও কুঞ্চিত, সেই ব্যক্তি প্রকৃত চাটুকার হয় এবং প্রবঞ্চনাপূর্ণ প্রিয়বাক্যে সর্ব্বদা স্বকার্য্যসাধন করে। ইতরপ্রাণীর মধ্যে কুকুর জাতি ইহাদিগের উৎকৃষ্ট তুলনার স্থল।

যাহাদিগের ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ও অসমান (উচ্চনীচ), তাহারা প্রবঞ্চক, প্রতারক, উচ্চাভিলাষী ও ভয়াভয় হয়। ইহারা লোকের নিকট বিনয়নম্র ও সদালাপী হইয়া থাকে। যদি এরূপ ললাট কুঞ্চিত হয়, তবে সে ব্যক্তি কপট

ও অতিকূটবুদ্ধি-বিশিষ্ট এবং সর্ব্বদা বিমর্ষপ্রকৃতি হয়। অধিক ধনসম্পন্ন হইলে ইহাদিগের বিমর্ষভাব সমধিক পরিবর্দ্ধিত হয়।

পরিষ্কৃত অনাকুঞ্চিত ললাট (অর্থাৎ ভ্রূকুটি করিলে যাহাদিগের কপাল আকুঞ্চিত হয় না) সারল্য-প্রকাশক, এরূপ কপালবিশিষ্ট ব্যক্তি অকপট ও সরলচিত্ত হয়। ইহারা বাদপ্রতিবাদকূটতর্ক অভিযোগাদিবিষয়ে পক্ষসমর্থনার্থ মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ললাট যদি সরলও নহে উচ্চনীচও নহে, মসৃণও নহে, এরূপ প্রকৃতি হয়, তবে সেই ব্যক্তি লোকের সহিত মধ্যবিধরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা কখন কোন বিষয়ের আতিশয্যসাধনে যত্নবান্ হয় না।

কপাল-ফলক নিষ্প্রভ ও কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নযুক্ত থাকিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বদা ক্রোধন-স্বভাব, অসমসাহসিক ও অপরিণামদর্শী হয়। বন্য বৃষ ও সিংহের সহিত ইহাদের তুলনা হয়।

যে সকল মনুষ্যের কপাল নিম্নভাগে এরূপ মাংসল ও দুই চক্ষুর পক্ষদ্বয় নিম্নভাগে অবনত হইয়া থাকে, তাহারা প্রতারক, বিশ্বাসঘাতক, নিষ্ঠুর ও অতিশয় নির্দ্দয় হয়।

দর্শনমাত্রই যাহাদের কপাল কর্কশ ও কঠোর বলিয়া বোধ হয় এবং অন্তঃকরণে একরূপ বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হয়, তাহারা নিশ্চয়ই বর্ব্বরপ্রকৃতি, তাহার সন্দেহ নাই; ইহারা করুণার লেশশূন্য, যতই কেন অমানুষিক নিষ্ঠুরের কার্য্য হউক না, প্রয়োজন হইলে অতি সহজে তাহা সাধন করিয়া থাকে।

যাহাদিগের কপাল-ফলক সংহত (চাপা) এবং নিম্নতল, তাহারা স্ত্রীজাতির ন্যায় মৃদুপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীজাতির সহিত ইহাদের অতি প্রণয় হইতে দেখা যায়।

ললাটের আকৃতি ও গঠনাদিভেদে যত প্রকার প্রকৃতিভেদ হইতে পারে, তাহার সহজ ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। এক্ষণে ললাটস্থ রেখাপুঞ্জের বিষয় বিবৃত হইতেছে;—

কপালের সর্ব্বোচ্চভাগস্থ কেশমূল হইতে সর্ব্বনিম্নভাগস্থিত নাসামূল পর্য্যন্ত স্থানে সপ্ত রেখায় সপ্তগ্রহ অবস্থিতি করে, ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। প্রতি গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বভাগে কখনও কখনও অতিরিক্ত রেখা পরিদৃষ্ট হয়, কখনও অধিষ্ঠিত রেখাও দৃষ্টিগোচর হয় না। রেখাপুঞ্জের কতিপয় রেখা সৌভাগ্যসূচক ও কতিপয় রেখা দুর্ভাগ্যসূচক হইয়া থাকে। যে যে রেখা সরল,

সমগ্র, লম্বিত, অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত অথবা নাসাভিমুখে ঈষদানত বলিয়া প্রতীত হয়, সেই সকল রেখা মানবের সৌভাগ্যসূচনা করে, আর যে যে রেখা কুঞ্চিত, বক্র, ছিন্নভিন্ন অথবা অসমান, তাহারা অনিষ্টদায়ক ও দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক হইয়া থাকে।

রেখাপুঞ্জ যদি সম ও সরল হয়, তবে সেই ব্যক্তি পাপবিরহিত, সদাত্মা ও ধার্ম্মিক হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

রেখাপুঞ্জ যদি কুঞ্চিত, বক্র ও বিচ্ছিন্ন হয়, তবে সেই ব্যক্তি পাপাসক্ত, প্রবঞ্চক ও দুষ্টবুদ্ধিবিশিষ্ট হয়।

পুংগ্রহের অধিষ্ঠিত রেখা যদি বামভাগে সমানত হয় (বিশেষ বুধের রেখা), তাহা হইলে সম্পূর্ণ অশুভ লক্ষণ প্রকাশ করে। যে গ্রহের অধিষ্ঠিত রেখার পার্শ্বে অতিরিক্ত রেখা থাকে, সেই গ্রহের দশাকালে তাহারই কারকশক্তি-মূলক ঘটনাচক্রে বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তন প্রকাশিত হয়।

বৃহস্পতিরেখা প্রস্ফুট ও উজ্জ্বলাকৃতি হইলে জাতক যশোকীর্ত্তিসমন্বিত হয়।

পাপগ্রহের রেখা যদি কুঞ্চিতভাবে প্রলম্বিত থাকে, তবে জাতকের কোন বিশেষ ক্ষতিমূলক দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়।

বৃহস্পতি রেখা যদি শনিরেখা অপেক্ষা দীর্ঘতর হয়, তবে বৃহস্পতির প্রদেয় বস্তুর অধিকারপ্রাপ্তি হয়।

যদি মঙ্গলের রেখা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হয়, তবে জাতক অস্ত্রপরায়ণ, দুর্দ্ধর্ষ ও প্রতাপান্বিত হয়।

বুধের অধিকৃত স্থানে যদি দুই বা তিনটি সমান ও সুস্পষ্ট সরল রেখা দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি সদাশয়, বিচক্ষণচেতা, সুবক্তা, কবি ও জ্ঞানী হয়। রেখা যদি তিনের অধিক থাকে, তবে উহার বিপরীত ফল উৎপন্ন হয়।

স্ত্রীজাতির ললাটে বুধের ক্ষেত্রে যদি তিনের অধিক রেখা দৃষ্ট হয়, তবে নিশ্চয় সেই নারীকে মুখরা, চঞ্চলা অসতী বা ডাকিনী বলিয়া জানিবে।

যদি নাসিকামূলের সমতটে দুইটি বা তিনটি রেখা মধ্যবিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি লম্পট হয়।

রবিরেখা যদি অবিচ্ছিন্ন, অপ্রতিহত, সরল ও সমভাবে সুস্পষ্ট প্রকাশিত থাকে, তবে জাতক বিপুল ধন, প্রচুর সম্ভ্রম ও রাজানুগ্রহ লাভ করিয়া মহা-সৌভাগ্যবান্ হয়।

চন্দ্ররেখা ঐরূপ থাকিলে ভ্রমণ, বাণিজ্য এবং ভূরি অর্থোপার্জ্জন প্রকাশিত হয়।

ললাট শুক্তিতুল্য ও বিপুলায়ত হইলে সেই ব্যক্তি অধ্যাপক এবং বহু-শিরাবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য পাপাত্মা হয়। যদি উন্নত শিরাসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া ললাটে স্বস্তিক-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তবে সে ব্যক্তি মহাধনবান্ হয়।

যাহার ললাট অতিনিম্ন সে নিষ্ঠুর ও বধকার্য্যে রত থাকে। ললাট আবৃত হইলে কৃপণ হয় এবং সমুন্নত ও সুদর্শন হইলে সৌভাগ্যবান্ হয়।

যাহার কপাল অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, অত্যুচ্চ ও দেখিতে সুন্দর, সে ব্যক্তি মঙ্গলাস্পদ ও ধনসম্পন্ন হয়।

উন্নত ও প্রশস্ত ললাট সৌভাগ্যের চিহ্ন। অসমান ললাট দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক এবং অর্দ্ধচন্দ্রচিহ্নবিশিষ্ট ললাট মনুষ্যকে মহাসৌভাগ্য প্রদান করে।

যে মানবের ললাট ফলকে শঙ্খ, ত্রিশূল এবং ময়ূর চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সংসারে সকলের পূজনীয়, দিব্যাঙ্গনাগণের অতিপ্রিয় এবং দীর্ঘায়ুঃ ও সর্ব্বসুখী হয়।

যাহার কপালে তিনটি রেখা দৃষ্ট হয়, সে ব্যক্তি সুখসম্পন্ন, পুত্রবান্ এবং ষষ্টিবৎসরপরিমিত পরমায়ুর্বিশিষ্ট হয়।

যাহার কপালে দুইটি রেখা থাকে, সে চত্বারিংশৎ বৎসর পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হয় এবং যাহার কপালে আকর্ণবিশ্রান্ত একটি রেখা থাকে, সে নিশ্চয় শত-বৎসরজীবী হয়।

কপালে স্পষ্ট ও অস্পষ্ট বহুরেখা থাকিলে জাতক অল্পায়ুঃ হইয়া থাকে। যাহার ললাটস্থ রেখাসকল ছিন্নভিন্ন, তাহার নিশ্চয়ই অপমৃত্যু হয়।

যাহার কপালে ত্রিশূল ও পট্টিশের চিহ্ন দীপ্যমান, সে ব্যক্তি ধনবান, বহু-সন্তানযুক্ত এবং শতায়ুঃ হয়।

কপালের রেখাসকল পৃথক পৃথকরূপে অঙ্কিত থাকিলে সে ব্যক্তি পুরুষ হইলে লম্পট ও নারী হইলে ব্যভিচারিণী হয়।

স্ত্রীজাতির ললাট শিরাশূন্য, রোমবিহীন, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অনিম্ন ও তিন অঙ্গুলী পরিমিত হইলে সে নারী রোগশূন্যা ও সৌভাগ্যবতী হয়। যদি এইরূপ ললাটে স্বস্তিকচিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তবে নিশ্চয়ই সেই নারী রাজ্যাধিকারিণী বা তত্তুল্য মহাবিভবশালিনী হয় সন্দেহ নাই।

যে নারীর ললাটে প্রলম্বিনী রেখা দীর্ঘরেখা দৃষ্ট হয়, সে দেবরঘাতিনী হয়।

যে নারীর ললাটে ত্রিশূল-চিহ্ন দীপ্যমান, সেই নারী সহস্র স্ত্রীলোকের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকে।

যদি আকর্ণবিস্তৃত নেত্র ও সুগভীর দৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তির ললাটে সরল ও সমান পঞ্চরেখা পরিদৃষ্ট হয়, তবে তাহাকে সার্থকজন্মা বলিয়া জানিবে।

কপালে চারিটি রেখা সমান ও সরল থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘজীবী, বিদ্বান্, সুখী ও সম্পত্তিবিশিষ্ট হয়।

যে নারীর ললাটে শ্রীবৎস ও স্বস্তিকচিহ্ন একটিমাত্র রেখা থাকে, সে অতি সুলক্ষণা।

যে অঙ্গনার ললাটে ত্রিশূলচিহ্ন কৃষ্ণ বা পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হয়, সে পঞ্চপুত্র-প্রসবিনী ও ধনধান্যরত্ন-সংবর্দ্ধিতা হয়।

যদি ললাট তাম্রবর্ণবিশিষ্ট ও উন্নত হয়, তবে সেই ব্যক্তি উন্মত্ত হইয়া পথে পথে ভ্রমণ করে।

ললাটের অধিষ্ঠাতা সপ্তগ্রহ কর্ত্তৃক মানবের কণ্ঠস্বর বিভক্ত হয়। জাতকের জন্মকালে কোন্ গ্রহের আধিপত্য ছিল এবং তজ্জনিত শুভাশুভ ফল কিরূপ, তাহা এতদ্বারা অভ্রান্তরূপে নির্ণীত হইয়া থাকে। গ্রহগণের আধিপত্যভেদে মানবের এইরূপ স্বরভেদ হয়, যথা—

শনি—অবিশুদ্ধ, দীর, গম্ভীর ও কর্কশ।

বৃহস্পতি—সুন্দর, সতেজ, সহাস্যযুক্ত, মনোজ্ঞ, সময়ে সময়ে বা সর্ব্বদা পরিমিত।

সূর্য্য—শান্ত, শুদ্ধ, মধুর ও বীণাধ্বনিবৎ।

বুধ—সরল, হৃদয়বান, অনুচ্চ ও দ্রুত এবং সময়ে সময়ে অতি দ্রুত ও ভগ্ন (তোতলা)।

মঙ্গল—তীব্র, কর্কশ, উচ্চ, অশান্ত ও কোপনস্বভাব।

চন্দ্র—নিম্ন, স্তম্ভিত ও অসমান।

শুক্র—মধুর, কোমল, শান্ত ও নারীকণ্ঠবৎ।

ষড়্জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ, এই সপ্ত পর্য্যায়েও গ্রহগণের আধিপত্যভেদ হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থী পাঠকবর্গের যুগপৎ বোধসৌকর্য্যসাধন ও বিনোদন এই উভয়-কল্পে নিম্নে কতিপয় নর-কপালের চিত্র বা প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল। অধিষ্ঠাতা গ্রহগণের ক্ষেত্র ও তদ্গত রেখাপুঞ্জের প্রকৃত বিচার করিয়া পশ্চাৎপ্রকাশিত সংখ্যানুযায়ী ফল দৃষ্টি করিলে কপালদর্শ-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি জন্মিতে পারিবে।

সপ্তচত্বারিংশদ্বিধ ললাটলিখন।
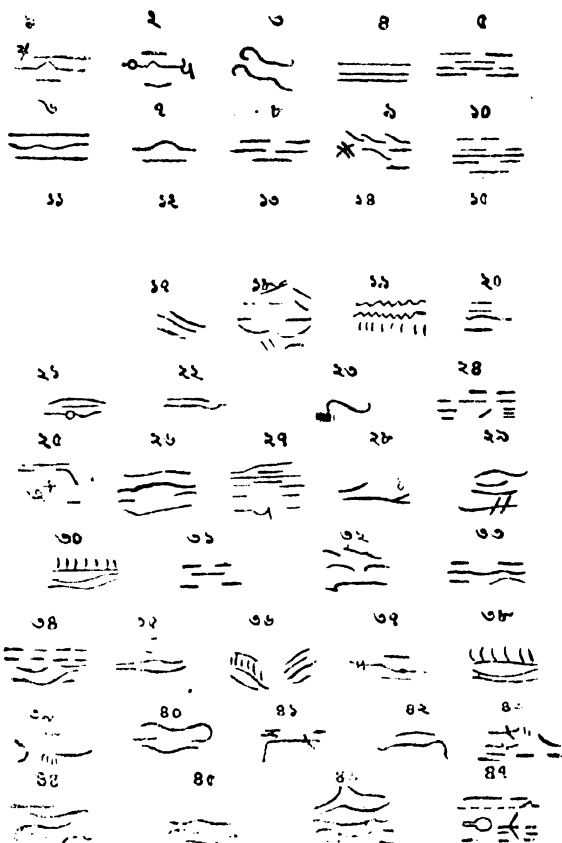
১। এই প্রকার বৃহস্পতিরেখা থাকিলে মানব ধনসম্পন্ন, বিচক্ষণচেতা ও সৎস্বভাব-বিশিষ্ট হয়।

২। বৃহস্পতিরেখায় এই প্রকার বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে মানবের ধনক্ষতি হয়।

৩। রেখা এইরূপ বক্র ও নাসিকাভিমুখে অবনত থাকিলে মনুষ্য যার-পর-নাই দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়।

৪। এই প্রকার সমান ও সরল রেখা থাকিলে মানব ধীমান, চরিত্রবান, যার-পর-নাই সংপ্রকৃতি, প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত এবং প্রশস্ত অবস্থাপন্ন হয়। এই শ্রেণীর মানবগণ বঞ্চনা, প্রতারণা বা কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিতে পারে না। ইহাদের ব্যবহার এত সরল ও এত সৎ যে, ভূরি উপার্জ্জনের প্রতিভাসত্বেও তাহার সাধন করিতে পারে না। আকস্মিক প্রাপ্ত বা দেব-প্রদত্ত ধন ভিন্ন ইহাদের সংসারে পরিপুষ্ট হইবার উপায়ন্তর নাই। ইহারা সমস্ত পদার্থে বঞ্চিত থাকে এবং অর্থ হইতে বিবিধ বিপত্তি উপস্থিত হয়।

৫। এই প্রকার ক্ষুদ্র ও বিচ্ছিন্ন রেখা থাকিলে মানব বহুবুদ্ধিসম্পন্ন, বহুবিষয়ব্যাপৃত, চাটুভাবলম্বী, অসত্যসঙ্গ এবং অস্থিরভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

৬। এরূপ রেখা দৃষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যবান্ ও ধনশালী হয়।

৭। বৃহস্পতিরেখা এই প্রকার বক্রভাবে থাকিলে মনুষ্য ধনসম্পন্ন হয়, কিন্তু সদুপায়ে নহে, প্রবঞ্চনা বা বলপ্রয়োগে ঐ ধনরাশি সংগৃহীত হইয়া থাকে।

৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যহীন হয় এবং জীবনের বহু অশুভ সংঘর্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য বৃহস্পতির অধিকৃত হয়।

১০। এই প্রকার শনিরেখা ও বিচ্ছিন্ন বৃহস্পতিরেখা থাকিলে মনুষ্য স্থাবর ও অস্থাবর উভয় সম্পত্তি হইতে ভূরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১১। এইরূপ বক্র ও উন্নতানত রেখা থাকিলে মনুষ্য জঘন্যভাববিশিষ্ট যার-পর-নাই অসদ্ব্যবহারী হয়।

১২। এই প্রকার রেখা থাকিলে মনুষ্য দুর্ভাগ্যবান্ হয়।

১৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য খড়্গহস্ত (খুনে) ও নরহত্যাকারী হয়। অপঘাতে ইহাদের নিশ্চিত মৃত্যু হইয়া থাকে।

১৪। এই প্রকার বক্র রেখা থাকিলে মানব কঠোর, কৃপণ ও ঘৃণিত অবস্থাপন্ন হয়।

১৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব পরিবর্ত্তন-প্রিয় সন্দিগ্ধহৃদয় ও অব্যবস্থিতচিত্ত হয় সন্দেহ নাই।

১৬। এই রেখা থাকিলে মনুষ্য সাধারণতঃ সৎপ্রকৃতি হয়।

১৭। রেখা এই প্রকারে অবস্থিত থাকিলে মনুষ্য উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হয়।

১৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব অস্থির-ভাগ্যবিশিষ্ট অর্থাৎ কচিৎ ধনবান্ হয়।

১৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব জলমগ্ন হয় অথবা জলপথে ভীষণ বিপদে পতিত হয়।

২০। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব উৎকৃষ্ট-বুদ্ধিসম্পন্ন, ধনবান্ এবং স্থিরসৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

২১। এইরূপ চিহ্নযুক্ত মঙ্গলরেখা থাকিলে মানব নিষ্ঠুর ও দুঃসাহসিক হয়।

২২। এই রেখা থাকিলে মানব অতিশয় ধনশালী ও ঐশ্বর্যবিশিষ্ট হয়।

২৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বাবদূক ও বালকবৎ অসংবদ্ধপ্রলাপী হয়।

২৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বহুকার্য্যভারগ্রাহী ও অল্পকার্য্যসাধক হয়।

২৫। এইরূপ ক্রুশের চিহ্নযুক্ত ললাট রেখা হইলে মানব উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করে।

২৬। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব উৎকৃষ্ট ও অসাধারণ ভাগ্যসম্পন্ন হয়।

২৭। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব প্রত্যুৎপন্ন-চিন্তাশক্তিসম্পন্ন, ন্যায়-পরায়ণ ও অস্থিরধনভাগ্যবিশিষ্ট হয়। মঙ্গলরেখা সর্বাপেক্ষা সংবর্দ্ধিত থাকায় ইহারা সহজক্রোধী হইয়া থাকে।

২৮। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব নরহত্যাকারী হয়।

২৯। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য সাংঘাতিকরূপ অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হয়।

৩০। রবি ও চন্দ্রের রেখা * পরস্পর সংযুক্ত থাকিলে মানব মহা-সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

৩১। শনি ও মঙ্গলের রেখা এইরূপ অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে মানব পতন হইতে সাংঘাতিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

৩২। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য পরিবর্ত্তনাপ্রিয়, অব্যবস্থিতচিত্ত, অসত্যাসক্ত, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক এবং অসার ও বৃথা গর্ব্বিত হয়।

৩৩। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব লোভী, বর্ব্বর, নিষ্ঠুর, নৃশংস ও অতি খলস্বভাব হয়।

* বিশেষ বিধি—দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে রবি ও বাম ভ্রূমধ্যে চন্দ্র অধিষ্ঠিত—[বদন-দর্শন দেখ]

৩৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বিনম্র, প্রফুল্ল ও প্রতিভাসম্পন্ন হয়।

৩৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য ধনহীন হয়।

৩৬। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য প্রথমে ভাগ্যবান্ থাকিয়া শেষে অকস্মাৎ অতি দুরবস্থায় পতিত হয়।

৩৭। বৃহস্পতিরেখায় বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে মানবের ধনক্ষতি হয়।

৩৮। এইরূপ রবি-চন্দ্র-রেখা সংযুক্ত থাকিলে মানব অতিশয় সৌভাগ্য-বিশিষ্ট হয়।*

৩৯। এইরূপ চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয়, কুকুর বা অপর জন্তুতে তাহাকে দংশন করে এবং বিষভয় প্রবল থাকে।

৪০। বুধরেখা এইরূপ বক্র থাকিলে মানব মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন, বিবাদপ্রিয়, তেজস্বী, প্রবঞ্চক ও প্রলোভনপরায়ণ হয়।

৪১। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য অতি বর্ব্বর ও নরহত্যাকারী হয়।

৪২। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব বহুনারী প্রাপ্ত হয়।

৪৩। এইরূপ বুধরেখা কর্ত্তিত থাকিলে মানব সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল-ভাগী হয় এবং বুধের আধিক্যকৃত † মানবগণের সহিত ইহাদের সর্ব্বদা বিবাদ উপস্থিত হয়।

৪৪। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব সুখী ও সৌভাগ্যবান্ হয়।

৪৫। এইরূপ রেখা থাকিলে মনুষ্য উগ্রপ্রকৃতি, অসমসাহসিক, অব্যবস্থিতচিত্ত ও অস্থিরভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

৪৬। এইরূপ মঙ্গলরেখা পূর্ণ ও প্রস্ফুট এবং বৃহস্পতি ও শনি-রেখা অসম্পূর্ণ ও বিচ্ছিন্ন থাকিলে মানব মঙ্গলরেখাগুণে অসাধারণ প্রতিভাপন্ন হইয়াও বৃহস্পতি রেখাদোষে প্রতি পদে বাধাবিপত্তি ভোগ করিতে থাকে, বহু বিষয়ের প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হয় এবং দৃঢ় অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমপরায়ণ হইয়াও তাহার কচিৎ কোন বিষয়ে বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

৪৭। এইরূপ রেখা থাকিলে মানব পরমধার্ম্মিক ও অশেষ সদ্গুণশালী হয় এবং সংসারে অশেষ দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

---

* The lines of the sun and moon thus joined denote a person very fortunate—Dr. Roback.

† কোষ্ঠীপ্রকরণ—গ্রহগণের স্বরূপ-বর্ণনা দেখ।

কর-কোষ্ঠী।

মানবের করতলে পদতলস্থিত চিহ্ন-সমূহের ন্যায় শঙ্খ-চক্র-যব-পদ্মাদি যে সকল চিহ্ন পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে 'করাঙ্ক' কহে, আর ললাটস্থিত রেখাপুঞ্জের ন্যায় ইহাতে যে সমুদয় বিভিন্নাকার রেখা পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে 'কররেখা' কহে। ফলতঃ পদাঙ্ক ও ললাটরেখা উভয়ের সাহায্যে মানবের যেরূপ জীবনের শুভাশুভ বিনির্ণীত হয়, এক করতল দর্শনেই সেই সমুদয় ও তদপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবনের আনুপূর্ব্বিক ঘটনাবলীর প্রস্ফুট চিত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। এই করতল দৃষ্টেই পুরাকালীন পুণ্যাত্মা আর্য্যজ্যোতির্ব্বিদ্ মুনিঋষিগণ মানবমাত্রেরই ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকালের ফলাফল অভিব্যক্ত করিতেন। এখনও পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদগণ সাক্ষাৎ ফলপ্রদ করকোষ্ঠী-গণনায় প্রত্যক্ষফল দর্শাইয়া সাধারণের পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। কোন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিতেছেন,—"আমরা কামনারূপ অন্ধতামিস্রে দিশাহারা হইয়া ভাগ্য ও যশের অন্বেষণে অনুক্ষণ অযথা পদক্ষেপ করি, তথাপি করতলস্থিত দিব্য দীপকের কেহ আশ্রয় গ্রহণ করি না, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।" * সহজে ও সংক্ষেপে যাহাতে শিক্ষার্থিগণ এই পরম প্রয়োজনীয় করকোষ্ঠীজ্ঞানের মূলমর্ম্ম গ্রহণে সমর্থ হইতে পারেন, তদনুরূপ মাত্র ইহার আমূল বিবরণ প্রদত্ত হইল।

করকোষ্ঠী দুই প্রকার—অঙ্ককোষ্ঠী ও রেখাকোষ্ঠী। শঙ্খচক্র-যবাদিরূপ করাঙ্কবিজ্ঞানকে অঙ্ককোষ্ঠী ও তদন্তর্গত রেখানুরেখাদিবিচারবিজ্ঞানকে রেখাকোষ্ঠী কহে। প্রথমে অঙ্ককোষ্ঠী বর্ণিত হইতেছে।

যে যে গ্রহ হইতে যে যে বিষয়ের ঘটনা নিরূপিত হয়, তাহা কোষ্ঠীপ্রকরণে সম্যক্ বিবৃত হইয়াছে। ফলতঃ শিক্ষার্থিগণ শুক্রগ্রহ হইতে বিবাহপ্রণয়াদি ঘটনা, বৃহস্পতিগ্রহ হইতে মানসম্ভ্রমাদি বিষয়, শনিগ্রহ হইতে দুঃখ-ক্লেশাদি, বুধগ্রহ হইতে বিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতি, চন্দ্র হইতে আন্তরিক পীড়া ও দুঃখাদি এবং মঙ্গলগ্রহ হইতে সামর্থ্য, পরাক্রম ও অস্ত্রাগ্নিভয় প্রভৃতি বিষয়ের ঘটনা গণনা করিবেন।

করতলে যুগল (জোড়া) মৎস্যের চিহ্ন থাকিলে মানবগণ ধনী ও ধার্ম্মিক হয়। এইরূপ মৎস্যপুচ্ছে বিদ্বান্, চক্রে ধনবান, শঙ্খ, ছত্র, সিঁচিকা, হস্তী বা

*Mr. Craig "your luck's in your hand,"

পদ্মচিহ্নে রাজা বা তত্তুল্য সৌভাগ্যবান্ ; কলস, অঙ্কুশ, মৃণাল বা পতাকা চিহ্নে নিধিপতি ; সূত্রচিহ্নে ধেনু অথবা দণ্ডের চিহ্নে ভূস্বামী এবং উদূখল বেদী, তড়াগ, দেবনদী বা ত্রিকোণচিহ্নে মানব যাজ্ঞিক ও ধার্ম্মিক হয়।

অঙ্ককোষ্ঠী

যাহার করতলে চক্র, শঙ্খ, পদ্ম এবং মাষাকৃতি চিহ্ন লক্ষিত হয়, সেই ব্যক্তি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী ও বিশিষ্টজ্ঞানী বলিয়া সহজে প্রতিষ্ঠালাভ করে।

যাহার করতলমধ্যে প্রস্ফুট ও উজ্জ্বল মীনচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি ধনবান্, পুত্রবান্ ও সুখী হয়। ইহারা সংসারে যে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাই সুসিদ্ধ হয়।

যাহার করতলে তুলাদণ্ড, গ্রাম, চতুষ্কোণ অথবা বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি সংসারে যে কোনরূপ বাণিজ্য অবলম্বন করে, তাহাই সৌভাগ্য-প্রদায়ক হয়।

যাহার করতলে ত্রিশূলের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি দাতা, ধার্ম্মিক ও সৌভাগ্যবান্ হয়। খড়্গ, ধনু ও তোমরাদি চিহ্নে মনুষ্য বীরত্বসম্পন্ন ও ভাগ্যবান্ হয় এবং অষ্টকোণ চিহ্ন থাকিলে মানব ভূস্বামী হয়।

যাহার হস্তে পর্ব্বত, কঙ্কণ, বাপী, নরমুণ্ড অথবা ঘটের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজমন্ত্রী হয়।

যাহার করতলে অঙ্কুশ, ছত্র ও কুণ্ডল, এই তিন চিহ্ন থাকে, সেই পুরুষ মহারাজচক্রবর্ত্তী হয়। যাহার করতলে উহার দুইটি চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সে সৌভাগ্যবান্ এবং যাহার একটি থাকে, সে দাসত্ব ভাগী হয়।

মৎস্যপুচ্ছ করতলে থাকিলে মানব বিদ্বান্ ও ধনবান্ হয়। ইহারা কিঞ্চিৎ পৈতৃক ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

করতলে যবচিহ্ন থাকিলে বিদ্যা এবং মৎস্য ও চক্রচিহ্ন থাকিলে ধনলাভ হয়।

যাহার করতলে একটি মুদ্রা-চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি রাজা, যাহার দুইটি থাকে, সে ধনবান্ এবং যাহার তিনটি থাকে, সে রোগমুক্ত আর যাহার হস্তে বহু মুদ্রাচিহ্ন থাকে, সে সন্তানযুক্ত হয়।

পাশ্চাত্যমতে করতলে মৎস্য অথবা মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত থাকিলে শতপতি, বজ্রচিহ্ন বা মকর চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে সহস্রপতি, পদ্ম চিহ্ন থাকিলে লক্ষপতি এবং শঙ্খচিহ্ন থাকিলে মানব কোটিপতি হয়।

যাহার অঙ্গুষ্ঠের মূলভাগে বজ্রচিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই ব্যক্তি বহুভাগশালী হয় সন্দেহ নাই।

অঙ্গুষ্ঠের উদরের মধ্যে যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ সর্ব্ববিদ্যাপারদর্শী অতুলৈশ্বর্য্যসম্পন্ন, বহুভোগী এবং মহাযশস্বী হয়। অঙ্গুষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগে যবচিহ্ন থাকিলে পুরুষ যোগী ও সুখী হইয়া থাকে।

তর্জ্জনী বা মধ্যমাঙ্গুলীর মধ্যে যবচিহ্ন থাকিলে ধনী, সুখবান্, ও স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদিসম্পন্ন হয়।

সকল অঙ্গুলীতে চক্র চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি মহাবলসম্পন্ন ও সর্ব্ব-সুলক্ষণ-যুক্ত হয়।

যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি বাণিজ্যে বিপুল উপার্জ্জনকারী হয়। যাহার কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন না থাকে, সে ব্যক্তি বাণিজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

যাহার অনামিকাতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে বিবিধ উপায়ে বা মিত্র কর্ত্তৃক

অর্থবান্ হয়। অনামিকাতে চক্রচিহ্ন না থাকিলে বিবিধ প্রকারে তাহার ধনক্ষতি হয়।

যাহার মধ্যমাঙ্গুলীতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে দৈব কর্ত্তৃক বিত্তবশালী হয়। মধ্যমায় চক্রচিহ্ন না থাকিলে তাহার দৈববিড়ম্বনায় ধনক্ষয় হয়।

যাহার তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে পিতা অথবা বন্ধু কর্ত্তৃক অর্থশালী হয়। তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন না থাকিলে তাহার আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক হয়।

যাহার অঙ্গুষ্ঠে চক্রচিহ্ন থাকে, সেই ব্যক্তি পিতৃপিতামহাদির ধনাধিকারী হয়। অঙ্গুষ্ঠে চক্রচিহ্ন না থাকিলে মনুষ্য পিতৃ-উদ্দেশে ব্যয়শালী হয়।

মধ্যমাঙ্গুলীতে বা অঙ্গুষ্ঠে যবচিহ্ন না থাকিলে মানব অন্যসঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীতে বজ্র, করতলে তোরণ এবং মধ্যমাতলে শ্বেতপদ্ম অঙ্কিত থাকিলে সেই ব্যক্তি অখণ্ড বিভবশালী ও বিপুলকীর্ত্তিমান্ হয়।

স্ত্রীজাতির করতলে অশ্ব, গজ, বিল্বতরু, যুগ, বাণ, যব, তোমর, ধ্বজ, চামর, মালা, ক্ষুদ্র পর্ব্বত, কর্ণভূষণ, বেদিকা, শঙ্খ, ছত্র, কমল, মীন, স্বস্তিক, চতুষ্পদ, সর্পফণা, অট্টালিকা, রথ, অঙ্কুশ ইত্যাদির মধ্যে যদি কোন চিহ্ন অঙ্কিত থাকে বা লক্ষিত হয়, সেই নারী রাজরাণী বা সৌভাগ্যশালিনী হয়।

যাহার করতলে অসি, ত্রিশূল, শক্তি, গদা বা দুন্দুভির চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, সেই নারী সংসারে অতি যশস্বিনী হয়।

যে নারীর করতলে অঙ্কুশ, কুণ্ডল বা চক্রচিহ্ন থাকে, সে পতির সৌভাগ্য-প্রদায়িনী ও সুন্দরপুত্র-প্রসবিনী হয়। ধনু বা চামরচিহ্ন থাকিলেও নারী সুলক্ষণা হয়।

করতলে শকট বা যুগ (জোয়াল) চিহ্ন থাকিলে, সেই নারীর পতি কৃষিজীবী হয়।

যে কামিনীর করতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল থাকে, সে স্বয়ং সিংহাসনাধিকারিণী হয়। যদি শঙ্খ, ছত্র, কমঠ অথবা পদ্মচিহ্ন থাকে, তবে তাহার গর্ভজাত পুত্র রাজা হয়। নারীর হস্তে স্বস্তিক থাকিলে তাহার কুলপাবন সুপুত্র হয়।

নারীর করতলে মৎস্য অঙ্কিত থাকিলে সে নিশ্চয় সৌভাগ্যবতী হয়। যদি প্রাচীরের চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তবে নারী দাসবংশে জন্মিয়াও রাজপত্নী হয়।

যে কামিনীর দক্ষিণ করতলে তুলাদণ্ড এবং বামকরতলে হস্তী, ঘোটক বা বৃষচিহ্ন সমঙ্কিত থাকে, তাহার পতি বাণিজ্যজীবী হয়।

যে নারীর করতলে পূর্ণকুম্ভচিহ্ন থাকে, সে পৌত্রবতী হয়।

যে নারীর করতলে কঙ্ক, শৃগাল, ভেক, ব্যাঘ্র, বৃশ্চিক, সর্প, গর্দ্দভ, উষ্ট্র বা মার্জ্জারচিহ্ন অঙ্কিত থাকে অথবা বামাবর্ত্ত মণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই নারী অতি দুর্ভাগ্যভাগিনী হয়।

জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মানবের করতলভাগকে প্রথমতঃ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন;—অঙ্গুলিভাগ, তলভাগ ও প্রকোষ্ঠভাগ। অঙ্গুলিভাগে অঙ্গুষ্ঠে শুক্রগ্রহ, তর্জ্জনীতে বৃহস্পতি, মধ্যমায় শনৈশ্চর, অনামিকায় সূর্য্য ও কনিষ্ঠায় বুধগ্রহ অধিষ্ঠিত, আর তলভাগে মধ্যস্থানে মঙ্গল ও তন্নিম্নে চন্দ্র অবস্থিতি করেন। অঙ্গুষ্ঠে দুইটি পর্ব্ব, তদ্ভিন্ন সমুদয় অঙ্গুলীতে তিন তিনটি পর্ব্ব আছে। তর্জ্জনীর মস্তকে মেষ, মধ্যে বৃষ, নিম্নে মিথুন; তৎপর অনামিকার মস্তকে কর্কট, মধ্যে সিংহ, নিম্নে কন্যা; কনিষ্ঠার মস্তকে তুলা, মধ্যে বৃশ্চিক ও নিম্নে ধনু এবং মধ্যমার মস্তকে মকর, মধ্যে কুম্ভ ও নিম্নে মীন—দ্বাদশরাশি যথাক্রমে এইরূপ মানবের করতলে অধিষ্ঠান করে। বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কোন রাশি নাই। প্রত্যেক অঙ্গুলীর পাদদেশকে সেই অঙ্গুলীর অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখাস্থান কহে। মঙ্গল ও চন্দ্রের শিখাস্থান নাই। উহাদের অধিষ্ঠিত স্থানকে উহাদের ক্ষেত্র কহে। যে কোন বিষয়ের শুভাশুভ নির্ণয় করিতে হইলে সেই বিষয়ের অধিষ্ঠাতৃগ্রহের * শিখা বা ক্ষেত্র দর্শন করিলেই অদৃষ্টফল অবগত হওয়া যায়। সম্পূর্ণ শিক্ষিত বিচক্ষণচেতা জ্যোতির্ব্বেত্তা হইলে এই প্রকারে গ্রহাদির অধিষ্ঠিত স্থান-দর্শনে রেখাপুঞ্জের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জাতকের জীবনকালের প্রতি মুহূর্ত্তের ঘটনা প্রকাশিত করিতে পারেন।

করতলের মধ্যে চারিটি রেখা প্রধান:—আয়ুরেখা, মাতৃরেখা, পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধরেখা। কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলভাগে বুধগ্রহের শিখাস্থানের নিম্ন হইতে তর্জ্জনীর মূলভাগে বৃহস্পতির শিখাস্থানের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে রেখা বিস্তৃত, তাহাকে 'আয়ুরেখা' কহে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অন্তর্ব্বর্ত্তী স্থান বৃহস্পতির শিখার নিম্নতল হইতে করতলের মধ্যভাগ দিয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত যে রেখা বিস্তৃত, তাহাকে 'মাতৃরেখা' কহে। মাতৃরেখার মূলভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়া শুক্রের শিখা ও চন্দ্রের ক্ষেত্র এই উভয়ের মধ্য ভেদিয়া যে প্রস্ফুট সাবক্র রেখা মণিবন্ধাভিমুখে সঞ্চারিত হইয়াছে, তাহাকে 'পিতৃরেখা' কহে। আর প্রকোষ্ঠ (মণিবন্ধ অর্থাৎ কাব্জ) ভাগ হইতে সঞ্চারিত হইয়া যে রেখা পিতৃ-মাতৃরেখার

---

* কোষ্ঠী প্রকরণ—"গ্রহগণের স্বরূপকথন" দেখ।

রেখা-কোষ্ঠী।
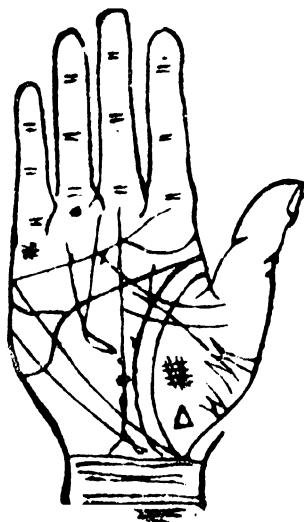
অন্তর্ভাগ স্পর্শন পূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগে মধ্যমামূলে শনৈশ্চরের শিখাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, তাহাকে ঊর্দ্ধ রেখা-কহে। এতদ্ভিন্ন 'প্রকোষ্ঠ', 'রতিপতাকা', 'বিবাহ', 'জ্ঞান', সন্তান', 'ববন্ধী', 'কাল', 'কীর্ত্তি', 'মৈত্রী' প্রভৃতি স্ফুট, অস্ফুট ও সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক শাখা ও প্রশাখা-রেখা মানবের করতলে আছে।

প্রকোষ্ঠ-রেখা

যদি প্রকোষ্ঠে উজ্জ্বল ও সমান চারিটি রেখা থাকে, তবে জাতক সংপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যবান্ ও অশীতি বা শত বৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট হয়। যদি উপরিভাগে দুইটি ক্ষুদ্র রেখাসম্পাতে একটি সুদৃশ্য সূক্ষ্ম কোণের ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়, তবে জাতক কোন মৃত ব্যক্তির বহুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া শেষ অবস্থায় সমাজে যথাসম্ভব সম্ভ্রমশালী হইবে।

যদি প্রকোষ্ঠে তিনটি সমান ও বিস্তীর্ণ রেখা থাকে, তবে ষাট বৎসর পরিমিত আয়ুবিশিষ্ট ও মধ্যবয়সে বিপুল ধনসম্পন্ন থাকিয়া বার্দ্ধক্যে দুরবস্থাপন্ন হয়। যদি প্রথম রেখা স্থূল, দ্বিতীয় রেখা সূক্ষ্ম ও তৃতীয় রেখা ক্ষুদ্র হয়, তবে জাতক প্রথমবয়সে ধনশালী ও মধ্যমাবস্থায় দরিদ্র এবং বার্দ্ধক্যে পুনরায় সম্পত্তিবিশিষ্ট হইবে।

যদি প্রকোষ্ঠে দুইটিমাত্র রেখা থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধসংখ্যায় পঞ্চাশ বৎসর পরমায়ুঃ প্রাপ্ত হইবে এবং পীড়া ও রোগে সর্ব্বদা আক্রান্ত থাকিবে।

যদি প্রকোষ্ঠে রেখাসকল বিভিন্নভাবে বহুমুখী হইয়া থাকে, তবে জাতক উর্দ্ধসংখ্যায় চল্লিশ বৎসর-পরিমিত পরমায়ুবিশিষ্ট, অল্পজ্ঞানী ও সাহসসম্পন্ন হয়।

যাহার প্রকোষ্ঠে রেখাপুঞ্জ পরস্পর কর্ত্তিত ও মিলিত দৃষ্ট হয়, তাহার নিধনকাল বহুদূর জানিবে।

যদি রেখাপুঞ্জ প্রকোষ্ঠের উপরে অব্যবস্থায় অবস্থা, চারিদিকে বিস্তীর্ণ হয়, তবে জানিবে, জাতক অস্থিরসঙ্কল্প, অদ্ভুতকৌতুহলী, বিকল্পপ্রকৃতি, অত্যুচ্চ ভাবুক ও অসম্ভব উচ্চাভিলাষী হইয়াছে।

যদি রেখাপুঞ্জ শৃঙ্খলাকৃতি হয়, বিশেষতঃ প্রথমরেখা যদি এইরূপ আকৃতি-বিশিষ্ট থাকে, তবে জানিবে, ঐ ব্যক্তি বাণিজ্যব্যবসায় অবলম্বন করিলে জীবনে মহোন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

যদি প্রকোষ্ঠ হইতে দুইটি রেখা সঙ্কারিত হইয়া চন্দ্রের ক্ষেত্রের সন্নিকটে ত্রিকোণাকার গঠিত করে, তবে পুরুষ হইলে অতি লম্পট আর স্ত্রী হইলে অতি কামকী বা বেশ্যা হয়।

আয়ুরেখা।

সপ্তগ্রহের মধ্যে চারিগ্রহের শিখরস্থান এক আয়ুরেখা অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। এই রেখা সকল রেখার মধ্যে প্রধান। করকোষ্ঠীর প্রায় অর্দ্ধেক বিচার এই রেখা হইতেই সংগৃহীত হয়। আয়ুরেখার মধ্যে মুদ্রাকৃতি বা নক্ষত্রবৎ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে ঐ বিন্দু যে গ্রহের শিখাভুক্ত হইবে, জাতক সেই গ্রহ কর্ত্তৃক

দুর্ভাগ্যপীড়িত হইয়া থাকে। যদি বৃহস্পতির হয়, তবে ধন ও মান; যদি শনির হয়, তবে স্বাস্থ্য ও সুখ, যদি সূর্য্যের হয়, তবে বিদ্যা ও বুদ্ধিবিষয়ক দুর্ভাগ্যভোগ জানিবে। যদি বিন্দুর পরিবর্ত্তে ক্রুশের চিহ্ন হয়, তবে যে যে গ্রহের শিখানুবর্ত্তী হইবে, সেই সেই গ্রহ কর্ত্তৃক উক্তরূপের পূর্ণ-বিপরীতক্রমে জাতক সৌভাগ্য-শোভিত হইবে।

যাহার আয়ুরেখা উজ্জ্বল ও বিস্তারবিশিষ্ট দৃষ্ট হয়, সেই ব্যক্তি তেজস্বী, প্রফুল্ল ও সদাশয় জানিবে।

যাহার আয়ুরেখা হইতে তর্জ্জনী অভিমুখে এক শাখা ও মধ্যমাভিমুখে অপর শাখারেখা যদি অঙ্গুলাগ্র হয়, তবে নিশ্চয় জানিবে যে, ঐ ব্যক্তি স্বীয় অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের বলে সংসার মহা সৌভাগ্যসম্পন্ন হইবে।

যদি বৃহস্পতির শিখাস্থানে আয়ুরেখা সূক্ষ্মভাব ধারণ করে অথবা যদি ঐ স্থানে বিন্দুবৎ কোন চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক আজীবন দরিদ্র থাকিবে সন্দেহ নাই।

আয়ুরেখার কোন এক প্রান্ত যদি দুই বা তিন ভাগে বিভক্ত থাকে, তবে জাতক ভাগ্যবান্, প্রফুল্লপ্রকৃতি, সাহসিক, উচ্চমতি, বিনয়ী এবং মিত্রজনের কার্য্যসাধক হয়।

যদি বৃহস্পতির শিখাস্থানে আয়ুরেখা বিদীর্ণ হয় এবং মূলভাগে চন্দ্রের ক্ষেত্রে বহুশাখাবিশিষ্ট থাকে, তবে ঐ ব্যক্তি শান্তিপূর্ণ ও সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। এরূপ ব্যক্তি সরল ও সৎপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইয়াও বঞ্চনা ও বলপ্রয়োগে অর্থবান্ হইয়া থাকে।

যদি আয়ুরেখা কুব্জাকার দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে মানব চতুষ্পদ জন্তু কর্ত্তৃক নিধনপ্রাপ্ত হইবে কিংবা যে কোনরূপে হউক, তাহার অপমৃত্যু ঘটিবে বা ক্ষিপ্ত জন্তুতে তাহাকে সাংঘাতিক দংশন করিবে।

যদি আয়ুরেখার মধ্যে দুইটি ক্রুশ'চিহ্ন (ঢেরার চিহ্ন) এক স্থানে থাকে, তবে জাতক যে কোন পদস্থ হউক, সমাজে সম্ভ্রমবিশিষ্ট হইবে।

আয়ুরেখা যদি সুস্পষ্ট বিন্দুসমষ্টি বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তবে পুরুষ হইলে অতি কপট ও নারী হইলে ব্যভিচারিণী হইবে।

———

পিতৃরেখা।

পিতৃরেখা যদি পরিষ্কার, রক্তবর্ণবিশিষ্ট, সরল ও মণিবন্ধ পর্য্যন্ত মিলিত থাকে, তবে জাতক শান্তিপূর্ণ দীর্ঘজীবন ভোগ করিবে সন্দেহ নাই। যদি নক্ষত্রাকৃতি কোন বিন্দু উহার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ বিন্দু যে গ্রহের অধিকারভুক্ত হইবে, তৎকর্ত্তৃক জাতক উৎপীড়িত ও দুর্ভাগ্যগ্রস্ত হয়।

যদি পিতৃরেখা যুগ্ম (যোড়া) দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নিঃসন্দেহ ও দীর্ঘজীবী ও ভাগ্যবান্ হইয়া থাকে। এরূপ ব্যক্তিগণ রাজা অথবা রাজতুল্য মহাসম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের মিত্র, প্রিয়পাত্র বা অনুগ্রহভাজন হয়। এরূপ যুগ্ম পিতৃরেখা স্ত্রীজাতির হইলে সেই নারী স্বামীসোহাগিনী ও সৌভাগ্যশালিনী হয়।

যাহার পিতৃরেখা বিবর্ণ অথবা সীসকের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, ক্রোধনপ্রকৃতি তাহার মৃত্যুর কারণ হয়। শুক্র ও বৃহস্পতির শিখার মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে পিতৃরেখা মিলিত হয়, সে স্থানে যদি অন্তরেখা (শাখা-প্রশাখা) থাকে, তবে জাতক মহামান্য ও ধনসম্পন্ন হয়। যদি এই স্থানে নক্ষত্র বা মুদ্রার ন্যায় বিন্দুচিহ্ন থাকে, তবে জাতকের জীবনকালে, বিশেষতঃ বার্দ্ধক্যে বহু রোগভোগ হয়। যদি অন্তরেখা কর্ত্তৃক পিতৃরেখা কোন স্থানে কর্ত্তিত থাকে, তবে তাহা দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক জানিবে।

পিতৃরেখার মধ্যে নক্ষত্রচিহ্ন থাকিলে মানব নারীজাতির অতি প্রিয় হয় এবং তজ্জনিত তাহার জীবনসঙ্কটের সম্ভাবনা থাকে।

পিতৃরেখার মধ্যে পর পর তিনটি নক্ষত্রচিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি নারীর নিমিত্ত অপমান, নিন্দা ও যন্ত্রণা ভোগ করে এবং লোকসমাজে অতি ঘৃণ্য ও উপহাসাস্পদ হয়।

যাহার পিতৃরেখার নিম্নপ্রান্ত মণিবন্ধের নিকটে বিদীর্ণ থাকে, সেই ব্যক্তি অর্ব্বাচীন ও উদাসপ্রকৃতি হয়।

যে নারীর পিতৃরেখার উপরপ্রান্তে পর পর দুইটি ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, সেই নারী দুর্দ্দমনীয়া, নির্লজ্জা ও ব্যভিচারিণী হয়।

যাহার পিতৃরেখা মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন থাকে, তাহার উৎকট রোগভোগ হয় এবং বার্দ্ধক্যে সেই রোগে জীর্ণ হইয়া সে প্রাণ পরিত্যাগ করে।

পিতৃরেখার নিম্নপ্রান্তে মণিবন্ধের নিকট যদি ত্রিকোণাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি বাচাল ও মিথ্যাভাষী হয়। এইরূপ ব্যক্তিগণ কথোপকথনে বা কার্য্যকালে বার-পর-নাই আত্মমতাপেক্ষী হইয়া থাকে।

পিতৃরেখা ও আয়ুরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপরপ্রান্তে যদি বজ্রচিহ্ন থাকে, তবে সেই ব্যক্তি উদারচরিত্র, মহদাশয়, বদান্য এবং জ্ঞানী হয়। ইহারা রাজসভায় বা সম্ভ্রান্তসমাজে অতি সহজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।

———

মাতৃরেখা

মাতৃরেখার মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে জাতক ধনভাগ্যসম্পন্ন হয় এবং চাটুতাপূর্ণ অনভিজ্ঞবাদে ও মিথ্যাকথনে চির-অভ্যস্ত থাকে। মাতৃরেখার ও আয়ুরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থানে যতগুলি অনুরেখা থাকে, জাতক প্রথমবয়সে ততগুলি রোগ ও পীড়া কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়; কিন্তু এই সকল পীড়া সাংঘাতিক হয় না। যতগুলি বৃহত্তর রেখা মধ্যমাঙ্গুলীর নিকট ব্যাপ্ত থাকে, জাতক মধ্যবয়সে ততগুলি রোগে আক্রান্ত হয় এবং যদি কোন রেখা তর্জ্জনী পর্য্যন্ত সঞ্চারিত বোধ হয়, তবে জাতক শেষাবস্থায় ততগুলি পীড়া ও রোগে শয্যাগত হইবে। এই অবস্থায় প্রথমে পীড়ায় জাতকের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র রেখার মধ্যে কোন রেখায় অর্দ্ধক্রুশ অঙ্কিত থাকে অথবা যদি উহা শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট হয় এবং কোন শাখারেখা আয়ুরেখা হইতে নির্গত ও তর্জ্জনীমুখে ধাবিত হইয়া ইহাকে ব্যাহত করে, তবে জাতক স্বোপার্জ্জিত ধনে মহা ধনবান্ ও স্বনামবিখ্যাত প্রসিদ্ধ পুরুষ হইবে।

যদি আয়ুরেখার সহিত পিতৃরেখা একত্রে সম্মিলিত থাকে, মাতৃরেখা পরিদৃষ্ট না হয়, তবে জাতক নৃশংস, অসমসাহসিক ও পাশব-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইবে। ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এরূপ ব্যক্তির জীবনসঙ্কট উৎকট ফাঁড়া থাকে, পিতা, মাতা অথবা স্ত্রীর সহিত ইহাদের দারুণ মনোবাদ ঘটে এবং অতি সত্বর ইহাদের সকল আশা-ভরসার অবসান হয়। যদি মাতৃরেখার পরিবর্ত্তে তথায় নক্ষত্রাকৃতি বিন্দুচিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আত্মহত্যা উদ্বন্ধন অথবা রাজদণ্ডে ফাঁসী ঐ জাতকের নিশ্চিত জানিবে।

যদি মাতৃরেখা বক্রভাবে আসিয়া আয়ুরেখার সহিত সম্মিলিত হয়, তবে বুঝিবে যে, ঐ ব্যক্তি কোন আকস্মিক আশ্চর্য্য ঘটনাবশে যার-পর-নাই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

যদি মাতৃরেখা বৃহদাকার ও বিস্তারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দীর্ঘ-জীবন ভোগ করিবে এবং সপ্ততি বা অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমে জ্বরবস্থাপন্ন হইবে।

মাতৃরেখা যদি যুগ্ম দৃষ্ট হয়, তবে জাতক মধ্যবয়সে বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে সন্দেহ নাই। মাতৃরেখা যদি ধূসরবর্ণ হয়, তবে ঐ ব্যক্তি হীনাবস্থায় পতিত ও প্রায় সর্ব্ববিধ রোগে আক্রান্ত হইবে।

মাতৃরেখার মধ্যে যদি গ্রন্থিচিহ্ন (গাঁইট) দৃষ্ট হয়, তবে জাতক নরহত্যাকারী হইবে। যতগুলি উক্তরূপ চিহ্ন থাকিবে, মনুষ্য ততগুলি নরহত্যা করিয়া থাকে।

উর্দ্ধরেখা

উর্দ্ধরেখা সরল, প্রস্ফুট ও উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যদি মধ্যমাঙ্গুলী পর্য্যন্ত সঞ্চারিত থাকে, তবে জাতক ধনবান্, পুত্রবান্ ও সর্ব্ববিধ সুখসৌভাগ্যবান্ হয়।

রক্তবর্ণবিশিষ্ট উর্দ্ধরেখা যদি অনামিকামূল পর্য্যন্ত সম্মিলিত থাকে, তবে জাতক সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও সম্ভ্রান্ত হয়।

যাহার উর্দ্ধরেখা তর্জ্জনীর মূলভাগে যাইয়া মিলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি বহুপুত্রবিশিষ্ট, বহুজনের প্রভু ও সুন্দর অট্টালিকা বা উৎকৃষ্ট আলয়ের অধীশ্বর হয়।

যদি উর্দ্ধরেখা সরল অন্যরেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত ও অপরিস্ফুট পরিলক্ষিত হয়, তবে জাতক উত্তম স্বাস্থ্যবান্, সুন্দর মেধাবী ও নিপুণবুদ্ধি হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ শিশুবৎ চঞ্চলমতি, অস্থিরপ্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়বিরহিত হইয়া থাকে।

উর্দ্ধরেখা যদি মণিবন্ধের উপর পিতৃরেখার মূলভাগে বিদীর্ণভাবে থাকে অথবা যদি পিতৃরেখার সহিত দ্বিকোণ বা ত্রিকোণ উৎপাদন করে, তাহা হইলে মনুষ্য সম্পত্তি ও প্রতিপত্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা লালায়িত হয় এবং ধর্ম্ম বা অধর্ম্মবিহিত যে কোন উপায়ে তাহার সাধনকল্পে সচেষ্ট থাকে।

যদি উর্দ্ধরেখা তরঙ্গায়িত এবং উর্দ্ধাধঃ বক্রতাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতক দুষ্টবুদ্ধি, তস্কর, প্রতারণায় পটু ও ছদ্মবেশধারী হয়। উর্দ্ধরেখা অন্য যে কোনরূপে অবস্থিত থাকিলে জাতকের শুভদায়ক হয়।

শুক্রের শিখাস্থান

প্রত্যেক অঙ্গুলীর পাদদেশে করতলের মধ্যে যে ঈষদুচ্চ স্থান পরিদৃষ্ট হয় তাহাকে সেই অঙ্গুলী অধিষ্ঠাতা গ্রহের শিখাস্থান কহে, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। যদি শুক্রের শিখাস্থান অর্থাৎ পিতৃরেখা ও অঙ্গুষ্ঠমূল এই উভয়ের

অন্তর্বর্ত্তী ভাগ পরিষ্কার, সুদৃশ্য ও উজ্জ্বল হয় এবং কতিপয় রক্তবর্ণ সুদৃশ্য ক্ষুদ্র ও সূক্ষ্ম কর্ত্তরী রেখা কর্ত্তৃক সুশোভিত থাকে, তবে সেই পুরুষ বা নারী সর্ব্বদা প্রফুল্ল, নৃত্যগীতাদিপ্রিয়, ভোগবিলাসী ও কামান্ধ হয়।

শুক্রের শিখার মধ্যস্থানে যদি পরিস্কৃত প্রস্ফুট নক্ষত্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে ঐ পুরুষ বা নারী বাঞ্ছিত প্রণয়ে সর্ব্বত্র সফলমনোরথ হয় এবং উহাতে পূর্ণ পরিতোষ ও পরম সুখ লাভ করে।

শুক্রের শিখাস্থানে যদি রোম বা বহুসংখ্যক ছেদচিহ্ন থাকে, তবে জাতক অল্পবুদ্ধি, অরসিক, অপ্রেমিক ও স্বেচ্ছাচারী হয়।

স্ত্রীজাতির অঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগে নখের নিকট যদি ছেদচিহ্ন অথবা ক্রুশের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তবে সেই নারী অতি দুষ্টা, মায়াবিনী ও অহিতকারিণী হয়। বিচক্ষণ জন এরূপ নারীর সংসর্গ ত্যাগ করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করেন না।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূলে শুক্রের শিখাস্থানে বৃত্তাকার কোন চিহ্ন থাকে, সে নারী পঞ্চসহস্র পুরুষের সহবাসসুখেও পরিতৃপ্ত হয় না।

যদি অঙ্গুষ্ঠের প্রথম পর্ব্বের নিকট দুই বা তিনটি ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয় তবে সেই নারী বা পুরুষ অবশীভূত, অবিনয়ী, বিবাদপ্রিয়, বাচাল, দুষ্টভাষী ও অতি দুর্ব্বল হয়। যদি প্রথম পর্ব্বের নিকট না হইয়া ঐ চিহ্ন দ্বিতীয় পর্ব্বের নিকট হয়, তবে সম্পূর্ণ উহার বিপরীত ফল অর্থাৎ সেই নারী বা পুরুষ বিজ্ঞ, বিনীত, ভক্তিমান্, সুশীল, সুজন ও অতি ধার্ম্মিক হয়।

যে নারীর বৃদ্ধাঙ্গুলীর দ্বিতীয় পর্ব্বে সন্ধিস্থানের নিকট নক্ষত্রচিহ্ন অথবা ছেদ বা রেখাপুঞ্জ থাকে, সেই নারীর অতি বালিকাবয়সে বিবাহ হয় এবং সে দুর্ভাগ্যভাগিনী হয়। পতির হস্তে ইহাদের মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

বৃহস্পতির শিখাস্থান।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি এক অথবা দুইটি ক্রুশের চিহ্ন লক্ষিত হয়, তবে মনুষ্য উচ্চপদ, আধিপত্য, সম্ভ্রম এবং বিবাহমূলক সৌভাগ্যসম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে যদি একটিমাত্র নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে মনুষ্য অপযশ, অসম্ভ্রম ও অধোগতি প্রাপ্ত হয়। যদি দুইটি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল হয় অর্থাৎ জাতক সুযশ, সম্ভ্রম ও উন্নতি লাভ করে।

যদি আয়ুরেখা হইতে শাখারেখা নির্গত হইয়া বৃহস্পতির শিখা দ্বিখণ্ড করে, তবে নিশ্চিত সেই মানবের অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যু হইবে।

যদি তর্জ্জনীর দ্বিতীয় পর্ব্বে দুই বা তিনটি রেখা থাকে, সেই নারী সতী ও সুলক্ষণা হয়। সূতিকাগৃহে ইহাদের মৃত্যু সম্ভব।

যদি তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বের উপর দ্বিতীয় পর্ব্বের সন্ধিস্থানে দুইটি সমান রেখা থাকে, তবে জাতক সৎপ্রকৃতি, পুণ্যবান, ধর্ম্মশীল ও উৎসাহী হয়।

যদি স্ত্রীজাতির ঐ সন্ধিস্থানে দুইটি সমান্তর সরলরেখা থাকে, তবে সেই নারী বহু সন্তান প্রসব করিবে। তাদের কন্যাপেক্ষা পুত্রভাগ অধিক হয়।

শনির শিখাস্থান।

শনির শিখাস্থানে যদি মধ্যমাঙ্গুলীর মূল হইতে কোন রেখা আসিয়া মিলিত হয় এবং ঐ রেখা অপর দুই ক্ষুদ্র রেখা কর্ত্তৃক দুইটি ক্রুশের আকারে কর্ত্তিত হয়, তবে মনুষ্য চিরদাস হইবে বা কারাবাস ভোগ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আয়ুরেখা হইতে কোন রেখা আসিয়া যদি শনির শিখাকে দ্বিগুণ করে, তবে সেই ব্যক্তি সংসারচিন্তায় চিন্তিত, উৎকণ্ঠিত ও সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে। ইহার সৌভাগ্য সংগ্রহে সতত সযত্ন থাকিয়াও দারিদ্র্যদুঃখ কদাপি বিমোচন করিতে পারে না।

স্ত্রীজাতির মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম সন্ধিস্থানে হইতে যদি পাঁচ, ছয়, সাত বা আটটি রেখা নির্গত হইয়া দ্বিতীয় সন্ধিস্থানাবধি উত্থিত থাকে, তবে ঐ নারী উপর্য্যুপরি ঐ রেখাসংখ্যক পুত্র প্রসব করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই সকল সন্তানের প্রত্যেকেই দরিদ্র ও দুর্ভাগ্যযুক্ত হয়।

মধ্যমাঙ্গুলীর প্রথম সন্ধিস্থানে যদি নক্ষত্রচিহ্ন থাকে, তবে প্রকাশ্য বা গুপ্ত হত্যায় সেই ব্যক্তির নিধন প্রাপ্তি হয়। *

* I have known the truth of this to my great grief, for it happened to a gentleman that was my good friend, who was murdered in his own room on the 24th of July 1623. He had such a mark of star, and I warned him that he was in danger of such awful death. I gave him that notice about the 20th February the same year 1623. —A French Author

শনির শিখাস্থানে যদি বহুরেখা থাকে, তবে জাতক দুঃখী, দরিদ্র, ভীরু, কাপুরুষ এবং দুষ্ট ব্যক্তির শত্রুতা-পরামর্শে ঋণদায়ে কারাবাসী হয়।

ত্রিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের পর যদি শিখাস্থানে দুইটি অসামান্য রেখা প্রকাশিত হয়, তবে নিশ্চিত জানিবে যে, কোন ভীষণ হত্যাপরাধ শত্রু কর্ত্তৃক মিথ্যা করিয়া জাতকের প্রতি অর্পিত হইবে। এই সময়ে সতর্ক হইয়া ঘটনার প্রাক্কালে দূরদেশে পলায়ন করিলে রক্ষা হয়, নতুবা উপায়ান্তর নাই।

রবির শিখাস্থান।

যদি রবির শিখাস্থানে কতিপয় অকর্ত্তিত ও অখণ্ডিত রেখা থাকে এবং যদি তাহা অনামিকার সন্ধিস্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া আয়ুরেখাবধি সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলে জাতক ধর্ম্মপ্রকৃতি, সূক্ষ্মবুদ্ধি, বিবিধ বিদ্যারত, গর্ব্বিত, আত্মমতপ্রেক্ষী ও বিচিত্র বাক্‌পটু হয়। বাক্যগুণে ইহারা রাজা বা রাজতুল্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের আনুকূল্যবশে অতিশয় ধনশালী হইয়া থাকে।

যদি উপরিউক্ত রেখাপুঞ্জ অখণ্ড ও অকর্ত্তিত না হইয়া ছিন্নভিন্ন, বহুধা বিস্তীর্ণ ও কুব্জাকারবিশিষ্ট হয়, তবে উপরিলিখিত ফলের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। অধিকন্তু অতি দারিদ্র্য, চরিত্র-দোষ, মিথ্যাকলঙ্ক ও অপযশ উপস্থিত হয় এবং হয়ত এরূপ দুর্ঘটনা আসিয়া ঘটে, যাহাতে তাহাকে সম্বলশূন্য পথের ভিখারী হইতে হয়।

রবির শিখাস্থানে যদি ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক কৃপণস্বভাব হইবে।

যদি আয়ুরেখা হইতে কয়েকটি ক্ষুদ্র রেখা নির্গত হইয়া সমান্তরভাবে অনামিকার সন্ধিস্থানে যাইয়া মিলিত হয় এবং যদি পরস্পর সম্মিলিত না হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি সর্ব্বদা আকাশকুসুম দর্শনে পরিতৃপ্তি লাভ করিবে অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিষয়ে অস্তিত্ব আরোপ করিয়া তজ্জনিত সুখানুভবে সর্ব্বদা বিভোর থাকিবে। *

---

* "I have observed it in many, whom I would name, but that civility forbids me, many of them being persons of good quality but having that disease of the mind, which is nourished by the wind of hope, and makes them believe themselves already possessed of those charges and dignities which are but promised them." R. Sanders

যদি অনামিকার প্রথম পর্ব্বে কতিপয় সরল ও সমান্তর রেখা থাকে, তবে মনুষ্য সৎস্বভাববিশিষ্ট হয় এবং শ্রম ও বুদ্ধিবলে ধনশালী হইয়া থাকে। যদি ঐ রেখাপুঞ্জ প্রথম পর্ব্বে না থাকিয়া অনামিকার দ্বিতীয় পর্ব্বে থাকে, তবে মনুষ্য স্বকীয় গুণবিশেষের জন্য লোকসমাজে আদরণীয় ও মাননীয় হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যপ্রপীড়িত ও দারিদ্র্যদগ্ধ হইয়া থাকে।

যদি অনামিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্ব্বের মধ্যস্থিত সন্ধিস্থানে নক্ষত্র অথবা ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তি উত্তরাধিকারীসূত্রে ধনসম্পন্ন হয় বটে, কিন্তু যারপর নাই হতভাগ্য হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ চিরদুঃখ ভোগের জন্য সংসারে জন্মগ্রহণ করে, ইহাদের ভাগ্যে শোক, মর্ম্মদাহ ও কারাবাস অখণ্ডনীয়।

অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে মস্তকের নিকট যদি কয়েকটি রেখা পরিদৃষ্ট হয়, তবে ঐ ব্যক্তি নিশ্চয় অবকাশ ও বিশ্রামশূন্য, সর্ব্বদা অভাববিশিষ্ট ও দরিদ্র হইবে। কথায় ইহারা মহত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য থাকে। এই শ্রেণীর অধিকাংশ ব্যক্তিকে কোন অল্প-প্রচলিত বিষয় বা বৃত্তির অবলম্বন দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইতে দেখা যায়।

যে পুরুষ বা স্ত্রীর আয়ুরেখা হইতে সরল ও প্রস্ফুট একটিমাত্র রেখা অনামিকা অঙ্গুলির সন্ধিস্থান স্পর্শ করে, উত্তাধিকারীসূত্রে তাহার পরধনলাভ হয়। অনামিকার যে পর্ব্বে রেখা শেষ হইবে, সেই পর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট মাসের মধ্যে ঐ অধিকারের সংঘটন হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে কর্কট বা শ্রাবণ মাস, দ্বিতীয় পর্ব্বে সিংহ বা ভাদ্র এবং প্রথম পর্ব্বে কন্যা বা আশ্বিন মাস নির্দ্দিষ্ট হয়।

বুধের শিখাস্থান।

বুধের শিখাস্থান যদি উত্তমবর্ণবিশিষ্ট, সমোন্নত এবং সমাকৃতি হয়, তাহা হইলে মানব অসার বাসনা বিরহিত, মহদ্বিষয়ে অধ্যবসায়ী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন, শিল্প-বিজ্ঞানাদি-বিশারদ এবং প্রভূত ন্যায়পরায়ণ ও লোকসমাজে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন হয়।

বুধের শিখাস্থান যদি অসমান হয় ও বিভিন্নাকৃতির সরল রেখাপুঞ্জে অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অনুগ্রপ্রকৃতি, ভাগ্যবান্, বিশ্বস্ত, বহুমিথ্যাভাষী ও স্ত্রীর একান্ত প্রিয় হয় সন্দেহ নাই।

যদি কনিষ্ঠার মূলভাগ হইতে কয়েকটি কুব্জ রেখা নির্গত হইয়া বুধের শিখাস্থানে পরিব্যপ্ত হয়, তাহা হইলে বুঝিবে যে, সে ব্যক্তি লোকসমাজে

বিদ্যাবত্তার ভাণ প্রদর্শন করে ; বস্তুতঃ তাহার অধীত বিদ্যা সামান্যই। ইহারা চৌর্য্যপ্রিয় ও প্রতারণা-পরায়ণ হয়।

যদি করতলের অপরভাগ হইতে কয়েকটি রেখা বুধের শিখা ভেদ করিয়া অনামিকার মূলভাগস্থ রেখার সহিত সম্মিলিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মিথ্যাপরায়ণ, ছদ্মজ্ঞানী ও অস্থির-প্রকৃতি হয়। ইহারা প্রায় সকলেই অসার বাক্যে ও মিথ্যা প্রতিজ্ঞায় অবমাননা করে। বিশেষতঃ যদি ঐ রেখা কুব্জাকার হয়, তবে ঐ ব্যক্তি যার পর নাই প্রতারণা-পরায়ণ ও কপটী হয় এবং জীবনের মধ্যাবস্থায় এমন এক অতি জঘন্য অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করে যে, আজীবন তাহাতে তাহার মর্ম্ম দগ্ধ হয়।

মঙ্গলের ক্ষেত্র

মাতৃরেখা, পিতৃরেখা, ও ঊর্দ্ধরেখা তিনটীর মধ্যবর্ত্তী ত্রিকোণাকার স্থানকে "মঙ্গলের ক্ষেত্র" কহে। মঙ্গলের ক্ষেত্রস্থান যদি নিম্নতল বা গর্ত্তবৎ হয় এবং তদগত রেখাপুঞ্জ কুব্জ অথবা বক্রভাববিশিষ্ট হয়, তবে মনুষ্য সাংঘাতিকরূপে শস্ত্রাহত হইবে, কিংবা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া অঙ্গহীন হইবে অথবা গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

যদি শনির শিখাস্থান হইতে রেখা আসিয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তবে মনুষ্য বন্দী, কারাবাসী বা দাসত্বভোগী হয়, অথবা উপর্য্যুপরি রোগ, শোক ও মনস্তাপ প্রাপ্ত হয়।

যদি মণিবন্ধ বা প্রকোষ্ঠস্থান হইতে রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের ক্ষেত্র দিয়া চন্দ্রমণ্ডলে (চন্দ্রের ক্ষেত্রে) প্রবেশ করে, মনুষ্য অস্থিরজীবন, উৎকণ্ঠাকুলিত ও নানা স্থানবাসী হয়, মঙ্গলের প্রতিকূল প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় বলিয়া ইহারা শান্তি প্রাপ্ত হয় না।

মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে পারিপার্শ্বিক পিতৃরেখার (পিতৃরেখার পার্শ্বস্থ রেখা) অবসান দৃষ্ট হইলে মনুষ্য দাম্ভিক, বৃথাগর্ব্বিত, ক্রোধী অধীর, সন্দিগ্ধহৃদয়, অসূয়াপরবশ, প্রতারক, চৌর, প্রলোভনকারী, কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত, বিশ্বাসঘাতক ও হত্যাকারী হয়।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে অন্য কোন ক্ষুদ্রাকৃতি ত্রিকোণ দৃষ্ট হয় এবং যদি উহা আয়ুরেখার সমীপবর্ত্তী ঊর্দ্ধভাগে হয়, তবে মনুষ্য সুখ সম্ভ্রম,

খ্যাতি ও জয় লাভ করে। যদি অধোভাগে প্রকোষ্ঠাভিমুখে হয়, তবে দুঃখ, অসম্ভ্রম, অখ্যাতি, পরাজয় প্রভৃতি বিবিধ দুর্ভাগ্যের সংঘটন হইয়া থাকে।

যদি মঙ্গলের ক্ষেত্রমধ্যে বজ্র বা ক্রুশের চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং উহা যদি মাতৃরেখার নিকটবর্ত্তী না হইয়া অন্য স্থানে থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজ-মান্য সুমিত্রসম্পন্ন হয়। যদি মাতৃরেখার নিকট স্থিত হয়, তবে ভাগ্যশূন্য, ন-গণ্য ও সর্ব্বদা শত্রুপীড়িত হয়। ইহারা অবিমৃষ্যকারিতাবশে আপনার দোষে লোকের সহিত শত্রুতা উৎপাদন করে।

চন্দ্রের ক্ষেত্র।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে বা চন্দ্রমণ্ডলে কৃষ্ণবর্ণের আভাবিশিষ্ট মলিন রেখাপুঞ্জের চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, তাহা দুর্ভাগ্যের চিহ্ন জানিবে।

চন্দ্রমণ্ডলস্থিত রেখাপুঞ্জ সমাকৃতি, পরিস্ফুট এবং উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট হইলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত হয়। ইহারা প্রবাসে সুখভোগ করে। যদি স্ত্রীজাতির এরূপ চিহ্ন থাকে, তাহারা বহুপ্রসবিনী হয়; কিন্তু প্রসবকালে কোন যন্ত্রণা ভোগ করে না।

চন্দ্রমণ্ডলে বৃত্তবৎ গোলাকার চিহ্ন পরিদৃষ্ট হইলে জাতক অন্ধ হয় অথবা ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও শয্যাশায়ী হয়। ইহারা যক্ষ্মা, পক্ষাঘাত, বাতব্যাধি প্রভৃতি দীর্ঘভোগযুক্ত গুরুরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

যদি চন্দ্রের ক্ষেত্রে নক্ষত্রাকৃতি চিহ্ন প্রকাশিত হয়, তবে বুঝিবে যে, সেই হৃদয়ে কোন ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্কল্প উদয় হইয়াছে এবং তাহার সাধনের নিমিত্ত জাতক উদ্‌যোগী ও যত্নবান্ হইয়াছে; ফলতঃ এরূপ চিহ্নবিশিষ্ট ব্যক্তি অসচ্চরিত্র।

যদি চন্দ্রমণ্ডলে বজ্র বা ক্রুশের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতক শিথিল-স্বাস্থ্য ও ধর্ম্মপ্রকৃতি হয়। যদি পর পর এইরূপ পাঁচটি চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক চিররুগ্ন হয় এবং সাধারণতঃ তাহার অষ্টাবিংশতি বৎসর বয়সের পরেই নিধন-প্রাপ্তি হয়। মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে উহার একটি চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বিবিধ রেখা।

কোন করাঙ্গুলীর শিরোভাগে যদি কোন রেখা দৃষ্ট হয়, তবে সেই মাসে মানবের জলমগ্ন ফাঁড়া আছে।

অঙ্গুষ্ঠের সন্ধিস্থানের নিম্নভাগে যদি রেখা থাকে, তবে মানব কখনও বহু ধনসম্পন্ন হইবে না। যদি দুইটি রেখা থাকে, তবে জাতক উত্তরাধিকারসূত্রে পরধন প্রাপ্ত হইবে। ঐ রেখা বৃহৎ ও পরিস্ফুট হইলে অধিকৃত বৃহৎ সম্পত্তি বিপন্ন অবস্থায় পড়িয়াছে।

শুক্রের শিখাস্থান অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলভাগস্থিত করতলভাগ যদি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অথবা স্তূপাকৃতি থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বিলাসী ও লম্পট হয়।

শুক্রের শিখাস্থানের উপর অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে যে কয়েকটি রেখা দৃষ্ট হইবে, নারীর সেই কয়েকটি সন্তান জন্মিবে। যদি ঐ রেখাসকল করতলে পূর্ব্ব-ভাগাবধি বিস্তৃত থাকে, তবে তত সংখ্যক পুরুষে নারী নিশ্চিত উপরতা হইবে।

পিতৃরেখা যদি মধ্যস্থানে বিচ্ছিন্ন বা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তবে মানব সাংঘাতিক অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইবে।

তর্জ্জনীর ও মধ্যমার মূলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থান হইতে অনামিকা ও কনিষ্ঠার মূলের মধ্যবর্ত্তী সন্ধিস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা শনি ও রবির শিখাস্থানের মধ্যে পরিব্যাপ্ত থাকে, তাহাকে "শুক্রপারিজাত রেখা" * কহে। যাহার করতলে এই রেখা অখণ্ড, উজ্জ্বল ও পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত থাকে, সে ব্যক্তি যার-পর-নাই ভোগ-বিলাসী হয়। অন্য রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইলে শুক্রপারিজাতের কারকতাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হইলেই জাতকের শুভ হয়।

ঊর্দ্ধরেখার মূলদেশের কিঞ্চিদন্তর হইতে কনিষ্ঠার মূলে বুধের শিখাস্থান পর্য্যন্ত যে রেখা চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যে সঞ্চারিত থাকে, তাহাকে "রতিপতাকা রেখা" † কহে। যাহার করতলে ঐ রেখা অখণ্ড, সরল ও প্রস্ফুটিতভাবে প্রকাশ থাকে, সে ব্যক্তি যার-পর-নাই ইন্দ্রিয়পরায়ণ, অব্যবস্থিতচিত্ত, অবিবেকী, অতি তরল ও চপলপ্রকৃতি হয়। অন্য রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন অথবা ব্যাহত হইলে শুক্রপারিজাতের ন্যায় রতিপতাকারও কারকতাশক্তির হ্রাস হইয়া থাকে। এ রেখাও একেবারে অপ্রকাশিত অথবা বিচ্ছিন্ন বা ব্যাহত হইয়া থাকিলে জাতকের শুভ হয়।

---

* Venus Girde. † Via Lactes.

আয়ুরেখা যদি একাগ্র হইয়া (শাখাশূন্যভাবে) মধ্যমার মূলে সম্মিলিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি আপনার দোষে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছে জানিবে। ইহাকে নির্দ্দিষ্ট দোষ হইতে সংশোধিত করিলে, অকালমৃত্যু হইতে মুক্তি হইতে পারে।

মৃত্যুরেখা যদি আয়ুরেখার মধ্যস্থানের দিকে আবক্র হইয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি আপনার দোষে আত্মঘাতী হইবে। সময়ে সতর্ক হইলে মুক্তি হইতে পারে।

তর্জ্জনীর মূলের দিকে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যবর্ত্তী স্থান যদি বহুদূর পর্য্যন্ত রেখাশূন্য পতিত থাকে, তবে সেই ব্যক্তি নির্দ্দয়, লোভী, মিথ্যাবাদী ও দুর্ভাগ্য হইবে।

যদি পিতৃরেখার ও উর্দ্ধরেখার মূলভাগ একত্র সংস্থিত না হয়, তবে সেই ব্যক্তি অবিবেচক, অমিতব্যয়ী ও অসত্যপ্রিয় হইবে।

সূর্য্যের শিখাস্থানে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে কঙ্কণাকৃতি কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন ও তস্কর হইবে।

মঙ্গলের ক্ষেত্রে যদি ত্রিকোণ থাকে, আর সেই ত্রিকোণের যে কোনটি উর্দ্ধরেখাভিমুখে থাকে, তাহা যদি অপর রেখা কর্ত্তৃক খণ্ডিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি পিতৃঘাতী হইবে।

মঙ্গলের ত্রিকোণের মধ্যে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি হয়।

মাতৃরেখার নিম্নপ্রান্তে (চন্দ্রের ক্ষেত্রে) বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে, ঐ চিহ্ন রেখার বামপার্শ্বে হইলে বামচক্ষু এবং দক্ষিণপার্শ্বে হইলে দক্ষিণ চক্ষু বিনষ্ট হইবে ; যদি রেখার দুই পার্শ্বে দুইটি উক্তরূপ চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের দুই চক্ষুই বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।

আয়ুরেখার উপর-প্রান্তে যদি দ্বিধাবিদীর্ণ হইয়া এক ভাগ বৃহস্পতির শিখায় তর্জ্জনীমূলে, আর অপরভাগ পিতৃরেখা উত্তীর্ণ হইয়া অঙ্গুষ্ঠাভিমুখে সঞ্চারিত থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি মহামতি, মনোহর ও মহা ভাগ্যবান্ হয়।

কনিষ্ঠার প্রথম পর্ব্বের মধ্যে ক্রুশের চিহ্ন থাকিলে, সেই ব্যক্তি মূর্খ ও তস্কর হয়।

যদি সূর্য্যের শিখাস্থানে অর্থাৎ অনামিকার মূলদেশে বামে আবক্র, নিম্নাভিমুখী দুইটি সরল সূত্ররেখা দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জ্ঞানবান, মাননীয় ও শ্রদ্ধাস্পদ বুঝিবে।

যদি কনিষ্ঠার প্রথম সন্ধিস্থান হইতে সরল রেখা দ্বিতীয় সন্ধি ভেদ করিয়া উঠে, তবে সেই ব্যক্তি অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন হয়। কনিষ্ঠার মূলদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তির আকস্মিক মৃত্যু হইবে।

মধ্যমার প্রথম পর্ব্বের মধ্যে ত্রিকোণ থাকিলে মানব সর্ব্বপ্রকার সৌভাগ্যহীন হয়।

বৃহস্পতির শিখাস্থানে ত্রিকোণ থাকিলে মনুষ্য ভাগ্যযুক্ত ও ধনসম্পন্ন হয়।

করতলে বহু রেখা থাকিলে মনুষ্য বহু কষ্টভোগী ও দুর্ভাগ্যপীড়িত হয়। অল্প রেখা থাকিলে দুঃখী ও দরিদ্র হয়। নারীর বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। রেখাসকল রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে সৌভাগ্যপ্রদ এবং কৃষ্ণবর্ণাক্রান্ত হইলে দুর্ভাগ্যদায়ক হয়।

আয়ুরেখা যদি তর্জ্জনীর মূলদেশ দিয়া বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তবে ১২০ বৎসর পরমায়ুঃ হয়। যদি তর্জ্জনী পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তবে শত বৎসর পরমায়ুঃ হয়। যদি তর্জ্জনীর ও মধ্যমার সন্ধিস্থল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়, তবে ৭০ বৎসর এবং যদি মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত থাকে, তবে ৬০ বৎসর আয়ুঃ হয়। ইহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র আয়ুরেখা অতি অস্ফুট, রক্তবর্ণ, সরল ও অবিচ্ছিন্ন ভাবে যদি অনামিকামূল স্পর্শ করে, তাহা হইলেও মনুষ্য দীর্ঘায়ুঃ হয়।

আয়ুরেখা যদি কোন ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে সেই ব্যক্তি অল্পায়ুঃ হয়। যদি বহু ক্ষুদ্ররেখা কর্ত্তৃক আয়ুরেখা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে জাতকের অপমৃত্যু হয়। যদি আয়ুরেখা মূলভাগে স্থূল থাকিয়া ক্রমশঃ সূক্ষ্মাকার হয়, তবে মনুষ্য ভাগ্যবান্ হয়। আয়ুরেখা কোন স্থানে বিনা রেখায় দ্বিখণ্ড থাকিলে সেই বয়সে উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হয়।

ঊর্দ্ধরেখা যদি তর্জ্জনীর মূল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ থাকে, তবে মনুষ্য সম্রান্তপদারূঢ় ও ধর্ম্ম-বিরহিত হয়; যদি মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত থাকে, তবে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট, বিভবশালী ও সুখসম্পন্ন হয়; আর যদি ঊর্দ্ধরেখা অনামিকার মূল পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে জাতক পুত্রপৌত্রগৃহাদিযুক্ত, বাণিজ্যে বিত্তবান্ ও সুখদুঃখ-সম্পন্ন হয়।

পিতৃরেখা যদি পূর্ণরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে মনুষ্য পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আর যদি অর্দ্ধরূপে অঙ্কিত থাকে, তবে অপরের ঔরসে জন্মিয়াছে জানিবে। অধিকন্তু পিতৃ ও মাতৃরেখার প্রথমাংস সংযুক্ত থাকিলে সুজাত ও বিযুক্ত থাকিলে জারজ বুঝিতে হইবে।

মাতৃরেখার নিম্নপ্রান্ত যদি রতিপতাকার:দিকে বহুশাখাবিশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি যারপর নাই অকর্ম্মণ্য ও অদ্ভুত বিলাসী হয়।

স্ত্রীজাতির অঙ্গুষ্ঠমূল পর্য্যন্ত কোন রেখা থাকিলে সে নারী নিশ্চয় পতিঘাতিনী হইয়া থাকে।

শুক্রের শিখাস্থানে উর্দ্ধতলে অঙ্গুষ্ঠের পাদদেশে যতগুলি সরল, উজ্জ্বল ও প্রস্ফুট ক্ষুদ্র রেখা দৃষ্ট হয়, জাতকের ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী হয়। এই সহরেখাগুলি কৃষ্ণাভ বা ক্রমসূক্ষ্ম হইলে উহাদের নিধন অথবা কলঙ্ক ঘটিয়া থাকে।

অঙ্গুষ্ঠমূলে একটি যুগ্মরেখা থাকিলে মানব অতিশয় মাতৃভক্ত হয়। যদি ঐ স্থানে বজ্রচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি বিপুল ভোগসম্পন্ন হয়।

অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগে কুণ্ডলীরেখা (আবর্ত্তবৎ সূক্ষ্ম রেখাসমষ্টি) থাকিলে মানব অতি ভোগবান ও অতি সুখশীল হয়।

কনিষ্ঠার মূলদেশে রেখা অঙ্কিত থাকিলে মানব সৌভাগ্যবান হয়।

স্ত্রীজাতির অনামিকা-রেখাপুঞ্জ ছিন্নভিন্ন থাকিলে কলহপ্রিয়া, মধ্যম-রেখা ছিন্ন থাকিলে কুটিলা, কনিষ্ঠারেখা ছিন্ন থাকিলে দুঃখিনী এবং তর্জ্জনীরেখা ছিন্ন থাকিলে বিধবা হয়।

কনিষ্ঠা, অনামিকা, মধ্যমা ও তর্জ্জনী, এই কয়টি অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখাপুঞ্জ পৃথক পৃথক গণনায় দ্বাদশ হইলে মনুষ্য সুখী ও ধনধান্যসম্পন্ন ; ত্রয়োদশ হইলে মহাদুঃখী ও মহাক্লেশযুক্ত ; চতুর্দ্দশ হইলে পাপী ; পঞ্চদশ হইলে চোর ; ষোড়শ হইলে দ্যূতাসক্ত ও প্রতারক ; সপ্তদশ হইলে অসৎ ; অষ্টাদশ হইলে অধার্ম্মিক ; উনবিংশ হইলে ঋণী, মানী ও লোকপূজিত ; বিংশতি হইলে তপস্বী এবং একবিংশতি হইলে মহাত্মা হইয়া থাকে।

শিক্ষার্থিগণ যাহাতে করকোষ্ঠীর অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সহজে পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তদনুরূপেই ইহার সমগ্র বিবরণ প্রকাশিত হইল। ফলতঃ মানবের করতলে যত প্রকার বিভিন্ন প্রকৃতির রেখাপুঞ্জ বর্ত্তমান থাকিতে পারে, তাহার শতাংশেরও প্রতিরূপ এক চিত্রে প্রদর্শিত হইতে পারে না। নিম্নে যে করচিত্রের প্রতিরূপ প্রদর্শিত হইল, পশ্চাৎপ্রকাশিত সংখ্যানুযায়ী ফল পরপৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিয়া তদ্গত রেখাপুঞ্জের প্রকৃতি জ্ঞাত হইতে পারিলেই পাঠকগণ অনায়াসে অতি সহজে ও সংক্ষেপে যে কাহারও করতল দৃষ্টিমাত্রেই তাহার ফলাফল ব্যক্ত করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই।

১। করতলের এই স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ হইলে অতি অসৎপ্রকৃতি ও স্ত্রী হইলে অসতী হয়।

২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অনবহিত ও ঔদাস্যপ্রিয় হয়।

৩। এই চিহ্ন থাকিলে মানব সম্ভ্রান্তপদ প্রাপ্ত হয়।

৪। এই চিহ্ন থাকিলে মানব লোকমান্য হয়।

৫। এই চিহ্ন থাকিলে মানবকে অপমানিত হইতে হয়।

৬। এই চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সেই ব্যক্তি দারুণ লজ্জাগ্রস্ত হয়।

৭। এই স্থানে চিহ্ন প্রকাশিত হইলে তাহার মৃত্যু আসন্ন হয়।

৮। এই চিহ্ন থাকিলে তাহার কারাবাসে বা প্রবাসে মৃত্যু হয়।

৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান্ হয়।

১০। এই চিহ্ন থাকিলে মানব দরিদ্র হয়।

১১। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের মনঃকষ্টে মৃত্যু হয়।

১২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব বিদ্বান ও ধনবান হয়।

১৩। এই চিহ্ন থাকিলে মানব পল্লবগ্রাহী হয়।

১৪। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ধর্ম্মদ্রোহী হয় অর্থাৎ তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মমত থাকে না।

১৫। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অসুখী হয়।

১৬। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ঘৃণাস্পদ হয়।

১৭। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের মনঃপীড়া ঘটে।

১৮। এই চিহ্ন করতলে থাকিলে মনুষ্য রোগগ্রস্ত হয়।

১৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব ভীরুস্বভাব ও কাপুরুষ হয়।

২০। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অস্বাভাবিক রতিবিলাসী হয়।

২১। এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ হইলে লম্পট ও স্ত্রী হইলে বেশ্যা হয়।

২২। এই চিহ্ন থাকিলে মানব জারজ হয়।

২৩। এই চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য অনুসন্ধিৎসু ও নিপুণবুদ্ধি হয়।

২৪। এই চিহ্ন করতলে দৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তি ভাবুক ও প্রেমিক হয়।

২৫। এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বহু কামিনীবিলাসী হয়।

২৬। এই চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্রপ্রকৃতি হয় ও অতি নিষ্ঠুর হয়।

২৭। এই চিহ্ন থাকিলে মানব সর্ব্বত্র জয়লাভ করে।

২৮। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের সম্মানলাভ হয়।

২৯। এই চিহ্ন থাকিলে মানব অপুত্রক হয়।

৩০। এই চিহ্ন থাকিলে মানবের শত্রুভয় প্রবল হয়।

নষ্টকোষ্ঠি-উদ্ধার

দুস্পার জলধিপথে দিগদর্শনবিরহী নাবিকের হৃদয় যেরূপ সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অনায়ত্ত থাকে, নির্ব্বান্ধব প্রদেশে পথভ্রান্ত হইলে পথিক যেরূপ উদভ্রান্তভাব ধারণ করে, তিমিরাচ্ছন্ন স্থানে মনুষ্য যেরূপ ইতস্ততঃ অযথা পদসঞ্চালন করিয়া পরিক্লান্ত হয়, কোষ্ঠীবিরহিত জাতকের জীবন তদপেক্ষা সহস্রগুণে দুর্গতিগ্রস্ত ও বিপন্ন হয়। সংসারে আজীবন সুখদুঃখ, সম্পত্তি-বিপত্তি, শান্তি-অশান্তি, রোগ-শোক প্রভৃতি যত কিছু জাতকের সম্ভোগ বা সহ্য করিতে হয়, কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকায় তাহার আমূল বিবরণ প্রকটিত থাকে। ইতিপূর্ব্বে এ সকল সম্বন্ধে বহু কথা বিবৃত

হইয়াছে, এক্ষণে এই মহোপকারক ও জীবনের আদর্শমুকুরস্বরূপ কোষ্ঠীপত্রিকা না থাকিলে অথবা বিনষ্ট বা অপহৃত হইলে যে কোনরূপে তাহার উদ্ধারসাধন করাইয়া লইতে পারা যায়, সহজে ও সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

লাগ্নিক-প্রশ্নমতে

লাগ্নিক প্রশ্নমতে কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে অতি সূক্ষ্মরূপে প্রশ্ন-কর্ত্তার প্রশ্নলগ্নের নিরূপণ কর। একটি রাশিচক্র অঙ্কিত কর। নিরূপিত লগ্নমানকে তিন সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখ, যদি প্রথম দ্রেক্কাণে প্রশ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রশ্নলগ্নে, যদি দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইয়া থাকে, তবে প্রশ্নলগ্ন হইতে নবম স্থানে 'বৃ' এই সাঙ্কেতিক অক্ষর দ্বারা বৃহস্পতির অবস্থিতি ছিল, ইহা কল্পনা করিয়া লও। কেহ কেহ প্রশ্নলগ্নকে দ্বাদশাংশ করিয়া উহার যে অংশে প্রশ্ন হয়, প্রশ্নকর্ত্তার জন্মলগ্ন হইতে ততসংখ্যক গৃহে জন্মকালীন বৃহস্পতি অবস্থান নির্দ্ধারিত করিয়া থাকেন। প্রথমে, দ্রেক্কাণমতে বৃহস্পতি স্থাপিত করিয়া পরে দ্বাদশাংশমতে জন্মলগ্ন হইতে কত অন্তরে উহার অবস্থিতি, তাহা দেখ; তাহা হইলেই অতি সহজে প্রকারান্তরে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মলগ্ন স্থিরীকৃত হইবে।

প্রশ্নকর্ত্তার বয়স গণনা করিতে হইলে, প্রথমে সূক্ষ্ম অনুমানে যত বৎসর বয়স বোধ হইবে, সেই সংখ্যা গ্রহণ কর। গ্রহস্ফুট-পঞ্জিকা বা চির-পঞ্জিকা দৃষ্টে, বর্ত্তমান অব্দে প্রশ্নকালে বৃহস্পতি কোন্ রাশিতে অবস্থিত, তাহা দেখ। পূর্ব্বকথিত দ্রেক্কাণানুযায়ী কল্পিত বৃহস্পতির স্থান হইতে বর্ত্তমান স্থান যত অন্তর হইবে, তাহাকে ধ্রুবাঙ্ক কহে। যদি অনুমিত বয়স দ্বাদশ বৎসরের অনধিক হয়, তাহা হইলে ঐ ধ্রুবাঙ্কসংখ্যাই প্রশ্নকর্ত্তার বয়সের সংখ্যা জানিবে। ১২ বৎসরের অধিক এবং ২৫ এর অনধিক হইলে ১২, ২৫ এর অধিক এবং ৩৬ এর অনধিক হইলে ২৪, ৩৭ হইতে ৪৮ এর মধ্যে ৩৬, ৪৯ হইতে ৬০ এর মধ্যে ৪৮ ধ্রুবাঙ্কে যোগ করিয়া বয়সের সংখ্যা অবগত হইবে। উক্ত প্রকারে বয়ঃক্রম স্থির হইলে, বর্ত্তমান শক হইতে বয়স বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই প্রশ্নকর্ত্তার জন্মশক বলিয়া জানিবে। যথা—

১ম উদাহরণ—

১৮১১ শকের ২৩শে বৈশাখ অপরাহ্নে ৩।২৮।২৭ সেকেণ্ডের সময় 'ক' (যাঁহার বয়স ২৫ এর অধিক অনুমান হয়) আসিয়া তাঁহার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধারের প্রশ্ন করিলেন—

উক্ত দিবস ইং ৫।২৮।২৭ গতে উদয়।

১৫।২৮।২৭

দিবা ঘণ্টা।

১০।০।০

১০ ঘণ্টায়=১০×২॥=২৫ দণ্ড, বাঙ্গলা ঠিক ২৫ দণ্ডের সময় প্রশ্ন হইয়াছে।

মেষরাশির লগ্নমান ৪।৭।১০

উক্ত দিবসের সূর্য্যোদয়সময়

মেষরাশির ভুক্তদণ্ড	৩।৫।০
মেষরাশির ভোগ্যদণ্ড	১।২।১০
বৃষরাশির লগ্নমান	৪।৫২।০
মিথুন" "	৫।৩১।৫৫
কর্কট" "	৫।৪১।২
সিংহ" "	৫।৩১।৫২
	২২।৩৮।৫৯
কন্যা" "	৫।২৮।৭
	২৮।৭।৬

সুতরাং কন্যারাশিতে উক্ত ব্যক্তি প্রশ্ন করিয়াছেন বুঝা গেল। কন্যারাশি

দ্রেক্কাণ অংশ	১।৪৯।২২।২০
সিংহ পর্য্যন্ত	২২।৩৮।৫৯
কন্যার ১ম দ্রেক্কাণ	১।৪৯।২২।২০
	২৪।২৮।২১।২০
" ২য় "	১।৪৯।২২।২০
	২৬।১৭।৪৩।৪০

অতএব কন্যারাশির দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে প্রশ্ন হইয়াছে, সুতরাং প্রক্রিয়ার নিয়মানুযায়ী বৃহস্পতিকে প্রশ্নলগ্নের ৫ম স্থান অর্থাৎ কন্যার ৫ম মকর রাশিতে স্থাপিত করা হইল। বর্ত্তমান ১৮১১ অব্দে 'বৃ' ধনুতে আছেন।
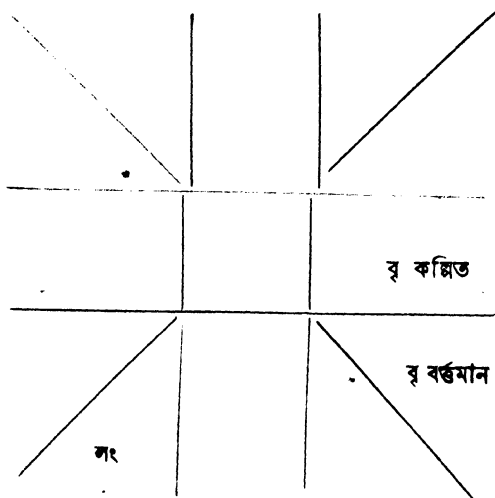
কল্পিত বৃ হইতে বর্ত্তমান বৃ ১২ রাশি অন্তরে আছে। প্রশ্নকর্ত্তার বয়ঃক্রম ২৫ এর অধিক বোধ হওয়ায় তাঁহার বয়ঃক্রম ১২ + ২৪ = ৩৬।

বর্ত্তমান অব্দ	১৮১১ হইতে
বিয়োগ কর	৩৬
	১৭৭৫ অব্দ

সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তার ১৭৭৫ অব্দে জন্ম হইয়াছে।

২য় উদাহরণ।—

১৮১১ অব্দের ১১ই শ্রাবণ বেলা ঘাং দং ১২।৩০।০ সময়ে 'খ' (যাহার বয়ঃক্রম আনুমানিক ১২ বৎসরের অধিক) আসিয়া তাহার নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল।—

কর্কটরাশির লগ্নমান	৫।৪১।২
উক্ত দিবসে সূর্য্যোদয়ে কর্কট রাশির ভুক্তদণ্ড—	২।০।৫১
কর্কটের অবশিষ্ট ভোগ্যদণ্ড	৩।৪০।১১
সিংহের লগ্নমান	৫।৩১।৫২
	৯।১২।৩
কন্যারাশির লগ্নমান	৫।২৮।৭
	১৪।৪০।১০

অতএব উক্ত ব্যক্তি কন্যারাশিতে প্রশ্ন করিয়াছেন। কন্যারাশির দ্বাদশাংশ ০।২৭।২০।৩৫

সিংহলগ্ন পর্য্যন্ত	৯।১২।৩
কন্যার ১ম দ্বাদশাংশ	০।২৭।২০।৩৫
২য়"	০।২৭।২০।৩৫
৩য়"	০।২৭।২০।৩৫
৪র্থ"	০।২৭।২০।৩৫
৫ম"	০।২৭।২০।৩৫
৬ষ্ঠ"	০।২৭।২০।৩৫
৭ম"	০।২৭।২০।৩৫
	১২।২৩।২৭।৫
	০।২৭।২০।৩৫
	১২।৫০।৪৭।৪০

সুতরাং কন্যা লগ্নের অষ্টম দ্বাদশাংশে 'খ' প্রশ্ন করিয়াছে। অষ্টম অংশে প্রশ্ন হওয়ায় বৃহস্পতিকে লগ্ন হইতে অষ্টম স্থানে স্থাপন কর। বর্ত্তমান 'বৃ' এক্ষণে ধনু রাশিতে আছেন। পূর্ব্বোক্ত বৃ হইতে বর্ত্তমান বৃ নয় ঘর তফাতে আছেন।
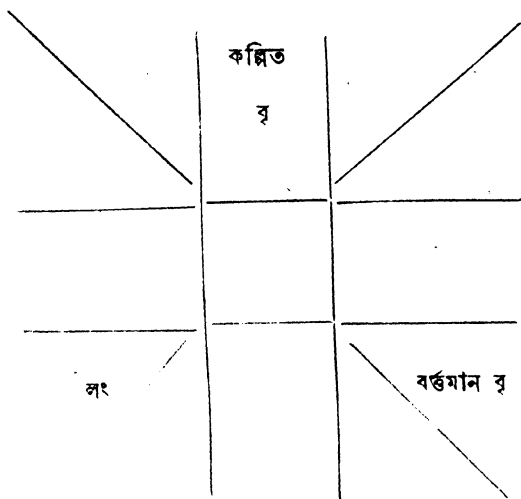
সুতরাং 'খ' বয়ঃক্রম ১২+৯=২১ বৎসর এবং জন্মশক=১৮১১−২১=১৭৯০। এই উদাহরণদ্বয় গ্রহণ করা হইয়াছে।

মাস।

বিষুব রেখার উত্তর বা দক্ষিণভাগে সূর্য্যের গতি অনুসারে বর্ষ দুই ভাগে বিভক্ত;—উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়ন। যে সময় বিষুবরেখার উত্তরভাগে সূর্য্যের গতি হয়, সেই সময়কে 'উত্তরায়ণ' এবং দক্ষিণভাগে গতি হইলে "দক্ষিণায়ন" কহে। উত্তরায়ণে মাঘাদি ছয় মাস; যথা—মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় এবং দক্ষিণায়নে শ্রাবণাদি ছয় মাস—শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ। কোন্ মাসে জন্ম জানিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রশ্নলগ্নকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবে, তাহা হইলে কোন্ হোরায় প্রশ্ন হইয়াছে, জানিতে পারিবে। প্রথম হোরায় প্রশ্ন হইয়া থাকিলে উপরি-উক্ত মাঘাদি ছয় মাসমধ্যে ও দ্বিতীয় হোরায় হইলে শ্রাবণাদি ছয়মাস মধ্যে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম হইয়াছে স্থির করিবে। পরে যে হোরায় প্রশ্ন হইবে, সেই হোরাকে ছয় ভাগে বিভক্ত করিবে। প্রথম হোরার প্রথম ভাগে মাঘ, ২য়

ভাগে ফাল্গুন, ৩য় ভাগে চৈত্র, ৪র্থ ভাগে বৈশাখ, ৫ম ভাগে জ্যৈষ্ঠ, ৬ষ্ঠ ভাগে আষাঢ় এবং দ্বিতীয় হোরার ১ম ভাগে শ্রাবণ, ২য় ভাগে ভাদ্র, ৩য় ভাগে আশ্বিন, ৪র্থ ভাগে কার্ত্তিক, ৫ম ভাগে অগ্রহায়ণ ও ৬ষ্ঠ ভাগে পৌষ জানিবে।

১ম উদাহরণ।—

কন্যার হোরাংশ	২।৪৪।৩।৩০
সিংহ পর্য্যন্ত	২২।৩৮।৫৯
কন্যার ১ম হোরা	২।৩৩।৩।৩০
	২৫।১২।২।৩০

সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তার ১ম হোরায় জন্ম হওয়ায় মাঘাদি ছয় মাসমধ্যে জন্ম হইয়াছে।

হোরার ষষ্ঠাংশ	০।২৭।২০।৩৫
সিংহ পর্য্যন্ত	২২।৩৮।৫৯
কন্যার ১ম ষষ্ঠাংশ	০।২৭।২০।৩৫
২য় "	০।২৭।২০।৩৫
৩য় "	০।২৭।২০।৩৫
৪র্থ "	০।২৭।২০।৩৫
৫ম "	০।২৭।২০।৩৫
	২৪।৫৫।৪১।৫৫
	০।২৭।২০।৩৫

সুতরাং প্রশ্নকর্ত্তার প্রথম হোরার ষষ্ঠ ভাগে জন্ম হওয়ায় আষাঢ় মাসে জন্ম হইয়াছে।

এই উদাহরণে পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে দেখা যাইতেছে যে, কন্যালগ্নের দ্বাদশাংশের ৮ম ভাগে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম হইয়াছে। সুতরাং ২য় হোরার ২য় ভাগে জন্ম হওয়ায় ভাদ্রমাসে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম জানা গেল।

টীকা। কোন লগ্নমানের দ্বাদশাংশ করা থাকিলে বা দ্বাদশাংশানুসারে বয়ঃক্রম গণনা করা হইলে, সেই লগ্নমানের হোরা এবং তাহার ষষ্ঠাংশ করা আবশ্যক নাই ; কারণ, দ্বাদশাংশের পূর্ব্ব ছয়ভাগ প্রথম হোরা এবং পরবর্ত্তী অর্থাৎ সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত ছয়ভাগে দ্বিতীয় হোরা। পূর্ব্ব ষষ্ঠাংশ প্রথম

হোরার ষষ্ঠাংশ, পর ষষ্ঠাংশ দ্বিতীয় হোরার ষষ্ঠাংশ হইয়া থাকে; বারংবার একপ্রকার অঙ্ক করিবার আবশ্যক নাই।

তিথি ও পক্ষ।

তিথি জানিতে হইলে, প্রশ্নলগ্নকে ত্রিংশাংশ করিয়া, উক্ত ত্রিংশাংশের মধ্যে কোন্ অংশে প্রশ্ন করিয়াছেন গত হইয়া, প্রথম অংশে শুক্ল প্রতিপদ, দ্বিতীয় অংশে দ্বিতীয়া, তৃতীয় অংশে তৃতীয়া, চতুর্থ অংশে চতুর্থী, এই প্রকার ১৫অংশ-মধ্যে শুক্লপক্ষ এবং পরে কৃষ্ণপক্ষ জানিবে। এই গণনা অতিশয় সূক্ষ্মরূপে না করিলে ভুল হইবার সম্ভাবনা।

নক্ষত্র।

চিরপঞ্জিকার প্রক্রিয়ানুসারে তাহার পর নক্ষত্র গণনা করিতে হইবে। অন্য মতে নক্ষত্র গণনা করিতে হইলে, যে নক্ষত্রের নামে জন্মমাসের নামকরণ হইয়াছে, সেই নক্ষত্রের অঙ্কের সহিত জন্মতিথির অঙ্ক এবং শুক্লপক্ষ হইলে ১১ এবং কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১০ যোগ করিতে হইবে। এই যোগফলই প্রশ্নকর্তার জন্মনক্ষত্র; কিন্তু এই যোগফল অর্থাৎ নক্ষত্রসংখ্যা ২৭ এর অধিক হইলে ২৭ বিয়োগ করিয়া যে অঙ্ক অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে নক্ষত্র হয়, তাহাই জন্মনক্ষত্র জানিবে।

রাশি।

সর্ব্বশুদ্ধ ২৭টি নক্ষত্র, ২।০ সওয়া দুইটি নক্ষত্রে এক এক রাশি। উক্ত প্রকারে জন্মনক্ষত্র গণনা করিয়া, উক্ত জন্মনক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে সেই রাশিতে চন্দ্রকে স্থাপন করিবে এবং তাহাই প্রশ্নকর্তার রাশি জানিতে পারিবে।

অন্যমতে রাশি জানিতে হইলে উক্ত জন্মনক্ষত্রকে বেদ দ্বারা গুণ করিয়া গ্রহ দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগ করিয়া কিছু অবশিষ্ট থাকিলে ভাগফলে চন্দ্র যোগ করিয়া যাহা হইবে, মেষরাশি হইতে গণনা করিয়া যে রাশিতে ফুরাইবে, সেই রাশিই প্রশ্নকর্তার জন্মরাশি।

[টীকা। বেদ—৪, গ্রহ—৯, চন্দ্র—১।]

লগ্ন।

"নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার" মধ্যে লগ্ন নিরূপণ করা অতিশয় দুরূহ; তজ্জন্য পাঠকগণকে সবিশেষ অনুরোধ, যেন তাঁহারা বিশেষ মনোযোগী হইয়া এ বিষয়টি পাঠ করেন। লগ্ননিরূপণ সম্বন্ধে যে তিনটি নিয়ম আছে, তাহা নিম্নে যথাক্রমে বর্ণিত হইল।

১। প্রশ্নকর্ত্তার দিবা কি রাত্রিতে জন্ম হইয়াছে, দিবা বা রাত্রিকালে তাহার পরার্দ্ধে কি পূর্ব্বার্দ্ধে জন্ম হইয়াছে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।

দিবার পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকালে রবি যে নক্ষত্রে ছিলেন, তাহা হইতে সপ্তম এবং পরার্দ্ধে জন্ম হইলে তাহা হইতে দ্বাদশ নক্ষত্রে যে রাশি হইতে পারে, সেই রাশি তাঁহার জন্মলগ্ন।

নিশির পূর্ব্বার্দ্ধে হইলে রবিস্থিত নক্ষত্র হইতে ১৭ সপ্তদশ এবং শেষার্দ্ধে হইলে তাহা হইতে ২৪ নক্ষত্রে যে রাশি হয়, সেই রাশিই প্রশ্নকর্ত্তার জন্মলগ্ন জানিবে।

২। পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মমাস এবং জন্মরাশি স্থির করিয়া তাঁহার জন্মমাস, রাশি হইতে জন্মরাশি যত অন্তরে আছে স্থির করিবে। পরে লব্ধাঙ্কে বাণ দ্বারা পূরণ করিয়া পক্ষ বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, প্রায় তত দণ্ডের সময় তাঁহার জন্ম হইয়াছে। [টীকা—বাণ=৫, পক্ষ=২।]

৩। এই গণনা অতিশয় সূক্ষ্মরূপে করিতে হইবে, সামান্য গোলযোগ হইলে ঐক্য হইবে না; সুতরাং এই গণনা অতিশয় কষ্টকর।

প্রশ্নলগ্নকে ৬০ দ্বারা হরণ করিবে, পরে এই ষাটি অংশের মধ্যে প্রশ্নকর্ত্তা যে অংশে প্রশ্ন করিয়াছে, ঠিক তত দণ্ডের সময় প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম হইয়াছে, স্থির করিতে হইবে। *

লগ্ন-পরীক্ষা।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে লগ্ন স্থির করিয়া স্থিরীকৃত লগ্ন প্রকৃত লগ্ন হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য নিম্নলিখিত দুইটি সঙ্কেত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদের

---

* ২য় এবং ৩য় নিয়মানুসারে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মদণ্ড অবগত হইয়া, কোষ্ঠী-প্রকরণে যেরূপ নিয়মে লগ্ন স্থির করিবার উপদেশ আছে, তদনুযায়ী তাঁহার জন্মলগ্ন স্থির করিতে হইবে।

দ্বারা অনেক স্থলেই লগ্ন জানা যায়; কিন্তু দুই এক স্থলে গোলযোগ উপস্থিত হয়। এইরূপ ক্ষেত্রে গ্রহদিগের স্ফুট গণনা করিয়া ইহা ব্যবহার করিলে বিফলকাম হইবার কোন কারণ থাকিবে না।

১। চন্দ্র যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিতে চন্দ্রস্থ রাশির ত্রিকোণ (নবম এবং পঞ্চম স্থানে) অথবা লগ্নাধিপতি যে রাশিতে আছেন, সেই রাশি হইতে বিযোড় রাশিতে লগ্ন হইবে।

২। যে রাশিতে চন্দ্র আছেন, সেই রাশির অধিপতিগ্রহ যে রাশিতে আছেন, তাহার ত্রিকোণে, সপ্তম কিংবা দ্বাদশ স্থানে লগ্ন হইবে।

দিবা-রাত্রি।

সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটি রাশি এবং দ্বাদশটি মাস। একাএক রাশির এক এক মাস। পূর্ব্বকথিত নিয়মানুসারে জন্মমাস অবগত হইয়া সেই মাসের রাশিতে রবি স্থাপন করিবে। সেই মাসে সেই রাশিতে রবির উদয় এবং তাহার সপ্তম রাশিতে অস্ত হইয়া থাকে। রবি যে রাশিতে উদিত হন, সেই রাশিতে লগ্ন হইলে অতি প্রত্যূষে বা সূর্য্যোদয়ের প্রায় দুই দণ্ডমধ্যে জন্মলগ্ন জানিবে। তাহার সপ্তম রাশিতে জন্মলগ্ন হইলে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে বা সূর্য্য অস্ত হইবার পর প্রায় দুই দণ্ডমধ্যে জন্ম হইয়াছে। রবির উদয় এবং অস্তরাশির মধ্যে যে কোন রাশিতে বামাবর্ত্তক্রমে জন্ম হইলে দিবাভাগে এবং রবির অস্ত ও উদয়রাশির মধ্যে যে কোন রাশিতে দক্ষিণাবর্ত্ত ক্রমে জন্ম হইলে, রাত্রিতে জন্ম হইয়াছে জানিবে।

মাসের নাম	উদয় রাশি	অস্ত রাশি	দিবা রাশি	রাত্রি রাশি
বৈশাখ	মেষ,	তুলা,	বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা।	বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।
জ্যৈষ্ঠ	বৃষ,	বৃশ্চিক,	মিথুন, কর্কট, সিংহ কন্যা, তুলা।	ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ।
আষাঢ়	মিথুন,	ধনু	কর্কট সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক।	মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ।
শ্রাবণ	কর্কট,	মকর,	সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু।	কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন।

মাসের নাম	উদয় রাশি	অস্ত রাশি	দিবা রাশি	রাত্রি রাশি
ভাদ্র	সিংহ,	কুম্ভ,	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর।	মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট।
আশ্বিন	কন্যা,	মীন,	তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ।	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ।
কার্ত্তিক	তুলা,	মেষ,	বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।	বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা।
অগ্রহায়ণ	বৃশ্চিক,	বৃষ,	ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ।	মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা।
পৌষ	ধনু,	মিথুন,	মকর, কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ।	কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক।
মাঘ	মকর,	কর্কট,	কুম্ভ, মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন।	সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু।
ফাল্গুন	কুম্ভ,	সিংহ,	মীন, মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট।	কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর।
চৈত্র	মীন,	কন্যা,	মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ।	তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ।

পক্ষ।

উক্তরূপে রবি এবং জন্মরাশি অবগত হইয়া তাহাতে চন্দ্র স্থাপন করিয়া বামাবর্ত্তক্রমে উদয় হইতে অস্তরাশির মধ্যে চন্দ্র থাকিলে শুক্ল এবং অস্ত হইতে উদয়রাশির মধ্যে চন্দ্র থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ জানিবে।

জন্মতারিখ।

পূর্ব্বনিয়মানুসারে জন্মশক. মাস এবং জন্মতিথি অবগত হইবে। তাহার পর ঐ শকে জন্মমাসের ১লা তারিখে কি তিথি ছিল, চিরপঞ্জিকা দ্বারা গণনা করিবে। পরে জন্মতিথিতে ১ যোগ করিয়া লব্ধাঙ্ক হইতে জন্মমাসের প্রথম দিনের তিথির সংখ্যা বাদ দিবে; কিন্তু বিয়োগ করিবার সময় জন্মতিথির সংখ্যাপেক্ষা

জন্মমাসের প্রথম দিনের তিথির সংখ্যা বেশী হইলে তাহাতে ০ যোগ করিবে। পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তত সংখ্যক দিবসে সে ব্যক্তির জন্ম জানিবে।

কখনও কখনও ১লা, ২রা, ৩রা স্থলে ৩১, ৩২, ৩৩ হইতে পারে; তজ্জন্য জন্মতিথির সহিত নিম্নলিখিত মাসাঙ্ক যোগ করিয়া যোগফল জন্মনক্ষত্রের সংখ্যা অপেক্ষা বেশী হইলে ১লা, ২রা, ৩রা, নতুবা ৩১, ৩২, ৩৩ হইবে।

বৈ	শ্রাবণ	কার্ত্তিক	মাঘ
১	৭	১৪	২১
জ্যৈষ্ঠ	ভাদ্র	অগ্রহায়ণ	ফাল্গুন
৩	১০	১৭	২৩
আষাঢ়	আশ্বিন	পৌষ	চৈত্র
৫	১২	১৯	১৫

জন্মবার

এবংবিধপ্রকারে জন্মতারিখ অবগত হইয়া চিরপঞ্জিকার নিয়মানুসারে উক্ত তারিখে কি বার জানিয়া লইবে।

জন্মকালীন গ্রহসন্নিবেশ বা সংস্থাপন।

শনি।

পূর্ব্বনিয়মানুসারে প্রশ্নকর্ত্তার স্থিরীকৃত বয়সের সংখ্যাকে ২ দ্বারা পূরণ করিয়া ৫ দ্বারা হরণ করিলে যত হইবে, বর্ত্তমানবর্ষীয় শনি হইতে দক্ষিণাবর্ত্ত-ক্রমে তত রাশি অন্তরে জন্মকালে শনি ছিল জানিবে। ভাগফল ১২র বেশী [লেহই,১২ বাদ দিতে হইবে।

রাহু ও কেতু।

উল্লিখিত শনি বর্ত্তমানবর্ষীয় শনি হইতে বামাবর্ত্তক্রমে যত রাশি অন্তরে থাকিবে, তাহাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তিন দ্বারা হরণ করিলে যত হইবে, বর্ত্তমানবর্ষীয় রাহু হইতে বামাবর্ত্তক্রমে তত রাশি অন্তরেই কেতুর স্থিতি এবং কেতুর রাশি হইতে গণনা করিয়া তাহার সপ্তম রাশিতে রাহুর স্থিতি জানিবে।

বৃহস্পতি।

বর্ত্তমানবর্ষীয় রাহু হইতে দক্ষিণবর্ত্তক্রমে জন্মকালীন কেতুর স্থিতি যত রাশি অন্তর হইবে, সেই সংখ্যাকে তিন দিয়া পূরণ করিয়া ২ দ্বারা হরণ করিলে যত ফল হইবে, বর্ত্তমানবর্ষীয় বৃহস্পতি হইতে দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে তত রাশি অন্তরে প্রশ্নকর্ত্তার জন্মকালে বৃহস্পতি ছিল।

রবি ও চন্দ্র।

রবি জন্মমাসের রাশিতে এবং চন্দ্র জন্মরাশিতে স্থাপন করিবে।

বুধ ও শুক্র।

রবিস্থিত কিংবা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী রাশিতে বুধ এবং শুক্রের স্থিতি জানিবে।

এই প্রক্রিয়া কিংবা পূর্ব্বলিখিত রবি চন্দ্র ভিন্ন গ্রহদিগের সঞ্চারগণনা দ্বারা সকল গ্রহের স্থিতি অবগত হইতে হইবে। তাহার পর যে নক্ষত্রে চন্দ্র, থাকিবে, সেই নক্ষত্রানুসারে জন্মকোষ্ঠীর প্রক্রিয়ানুযায়ী প্রশ্নকর্ত্তার দশা গণনা করিয়া ফল বলিতে হইবে।

রাক্ষসী বিদ্যামতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার

প্রশ্নকর্ত্তা আসিয়া নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিবেন, তৎপ্রশ্নবাক্যস্থ অক্ষরগুলিকে গণনা করিয়া যে সংখ্যা হইবে, তাহাকে ৪ দিয়া গুণ করত গুণফলে তিন যোগ করিবে। যোগফলকে ধ্রুবাঙ্ক (non variable sum) বলিয়া জানিবে।

জন্মশক।—প্রশ্নকর্তার জন্মশক বাহির করিতে হইলে, উক্ত ধ্রুবাঙ্ককে ৩২ দ্বারা পূরণ করিয়া যাহা মূলক হইবে, প্রশ্নকর্তা বালক হইলে, উক্ত লব্ধাঙ্ককে ১২ দিয়া, যুবক হইলে ৪৮ দিয়া এবং বৃদ্ধ হইলে ২৪ দিয়া ভাগ করিলে, ভাগফলই তাহার বয়ঃক্রম হইবে। বর্ত্তমান শক হইতে বর্ত্তমান বয়স বিয়োগ করিলে জন্মশক হইবে।

জন্মবার।—জন্মবার জানিবার আবশ্যক হইলে উক্ত ধ্রুবাঙ্ককে ১৮ দ্বারা গুণ করিয়া গুণফলকে বারাঙ্ক অর্থাৎ সাত দ্বারা ভাগ করিলে যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বার (এক হইলে রবি প্রভৃতি বার) জানিবে।

জন্মমাস।—উক্ত ধ্রুবাঙ্ককে ৮ দ্বারা গুণ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা ভাগশেষ থাকিবে, সেই অঙ্কে যে মাস হয়, সেই মাসে প্রশ্নকর্তার জন্ম হইয়াছে।

জন্মপক্ষ।—জন্মপক্ষ জানিতে হইলে, উক্ত ধ্রুবাঙ্ককে ১০ দিয়া গুণ করিয়া ২ দ্বারা হরণ করিবে। যদি ১ অবশিষ্ট থাকে, তবে শুক্লপক্ষ, ২ অথবা ০ বাকী থাকিলে কৃষ্ণপক্ষ।

জন্মতিথি।—জন্মতিথি জানিবার সময় ধ্রুবাঙ্ককে ১২ দিয়া পূরণ করিয়া গুণফলকে ৩০ দিয়া হরণ করিবে। ভাগাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তিথি হয়, সেই তিথিতে তাহার জন্ম জানিবে।

জন্মরাশি।—জন্মরাশি জানিবার আবশ্যক হইলে, ধ্রুবাঙ্ককে ২০ দিয়া গুণ করিয়া গুণফলকে ১২ দিয়া হরণ করিবে, যাহা ভাগশেষ থাকিবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশি তাহার জন্মরাশি জানিবে।

জন্মলগ্ন।—লগ্ন স্থির করিবার সময় উক্ত ধ্রুবাঙ্ককে ১৫ দ্বারা পূরণ করিয়া গুণফলকে ১২ দ্বারা হরণ করিলে যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশিতে তাহার জন্মলগ্ন জানিবে।

সামুদ্রিকমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার

সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়া ফল বলাকে সামুদ্রিক বলে। করকোষ্ঠী, কপাল দর্শন এবং তিলকাঙ্ক-দর্শন সামুদ্রিকের অন্তর্গত। সামুদ্রিকমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার সহজ নহে। পুস্তক পাঠ করিয়া রেখার নাম এবং তাহাদিগের ফলাফল সহজেই জানিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু রেখার বিষয় পাঠ করাই যথেষ্ট নহে, রেখা চেনা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি যে, অনেক বহুদর্শী সামুদ্রিক-ব্যবসায়ীও সময়ে সময়ে রেখা চিনিতে সমর্থ হন না। সামুদ্রিক

সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করা অনেকটা নিজের সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি ও বুদ্ধি এবং কতক পরিমাণে দৈবশক্তির উপর নির্ভর করে। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, অনেক ব্যবহারজীবী তাঁহাদিগের নিজ অবলম্বিত ব্যবসা ভাল বুঝিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের পয়সা হয় না। তাঁহারা তাঁহাদিগের সহাধ্যায়ীর ন্যায় অতিশয় পরিশ্রম এবং যত্নসহকারে নির্দ্দিষ্ট পুস্তক সকল পাঠ করিয়াছেন এবং পরীক্ষা দিয়া উপাধিও লাভ করিয়াছেন সত্য, তবে কেন যে এরূপ ফলের তারতম্য হইয়া থাকে, এ কথা বুঝান সুকঠিন। অনেকে বলেন যে, তাঁহারা স্বীয় কার্য্যের সহিত পঠিত বিষয়গুলির সমতা রাখিতে কিংবা তাহাদিগকে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হন না বলিয়াই এরূপ হইয়া থাকে; কিন্তু এ কথার কোন মূল্য নাই। পৃথিবীর মধ্যে সমস্ত শাস্ত্রাপেক্ষা জ্যোতিষ জটিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষ শাস্ত্র জ্যোতিষের মধ্যে সামুদ্রিক অতিশয় জটিল এবং রেখাদি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করা এক প্রকার অসম্ভব। সামুদ্রিক-শিক্ষার্থিগণ ইহার গুরুত্ব এবং জটিলতা অবগত হইয়া যাহাতে অনেক পরিমাণে সফলকাম হইতে পারেন, তদ্বিষয়ে আমরা যত্নের ত্রুটি করি নাই; তবে ইহা তাঁহাদিগের শিক্ষাভাগ্য এবং আমাদিগের প্রশংসাভাগ্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

———

কর, কপাল ও মুখতিলাঙ্ক এবং দেহস্থিত চিহ্নের পরস্পর সম্বন্ধ।

কর বা হস্তরেখা দেখিয়া মানবের অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল, জন্মশক, মাস প্রভৃতি সকল প্রকার ফল বলিতে পারা যায়।

মুখ মনের এবং কপাল চিন্তার আদর্শস্বরূপ। কপাল ও মুখ দেখিয়া মানবের বর্ত্তমান অবস্থা এবং চিন্তার বিষয় ভালরূপে জানিতে পারা যায়।

তিলাঙ্ক দর্শন করিয়া কেবল সমস্ত জীবনের শুভাশুভ ফল বলিতে পারা যায়।

হস্ত-কপাল-রেখা।

হস্ত এবং কপালরেখা সময়ে পরিবর্ত্তিত এবং সময়ে সময়ে নূতন হইয়া থাকে, এ কথা শুনিয়া আমাদের পাঠকগণের মধ্যে বোধ হয়, অনেকেই চমৎকৃত হইবেন এবং অবিশ্বাসও করিতে পারেন ; কিন্তু ইহাতে বিস্ময় বা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। মানবের দেহে বিশেষ রেখার পরিবর্ত্তন এবং নূতন রেখার সৃষ্টি হইয়া থাকে, ইহা দেখিয়া করুণাময় ও মঙ্গলময় পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারা যায় না। অবস্থাবিশেষে মানবের কপালের বর্ণও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে এমন কোন মানব নাই যাহার একরূপ আকৃতি, স্থূলতা বা বর্ণ একভাবে আছে ; ভিন্ন ভিন্ন গ্রহের দশা, অন্তর্দ্দশা এবং প্রত্যন্তর্দ্দশায় গ্রহদিগের জন্মকালে অবস্থিতি অনুসারে মানবদিগের আকৃতি, স্থূলতা, বর্ণ এবং মানসিক বৃত্তি ভিন্ন হইয়া যায়, ইহা বোধ হয়, অনেকেই প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকিবেন। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন, অবস্থানুসারে হস্ত-কপাল-রেখা এবং কপালের বর্ণের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্বন্ধে কখনই তাঁহাদের কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যাঁহারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট সানুনয় প্রার্থনা, যেন তাঁহারা কোন বিশেষ লোকের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থা নিজে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বর্ত্তমান বয়োরেখা

ক্রমান্বয়ে মানবের বয়ঃক্রমবৃদ্ধ্যনুসারে বয়োরেখার সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে তাহার করতলে বা ললাটাদিতে রেখাদি চিহ্ন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয় না, হয়ত দুই একটি রেখা বা চিহ্ন অস্পষ্টভাবে দৃষ্ট হইতে থাকে ; কিন্তু যতই বয়ঃক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, ততই রেখাদি চিহ্ন সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইতে থাকে এবং নূতন নূতন রেখাদি চিহ্নও প্রকাশ পায়। সুতরাং এইগুলি বিশেষরূপে বিদিত থাকা জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। রেখাদি সম্বন্ধে বিশেষরূপ অভিজ্ঞতালাভের বাসনা থাকিলে এই সমস্তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয় ; নতুবা কদাচ পারদর্শিতালাভে সমর্থ হওয়া যায় না।

হস্তাঙ্গুলীর নাম এবং অঙ্গুলীর পর্ব্ব।

(হস্তপাঞ্জা)
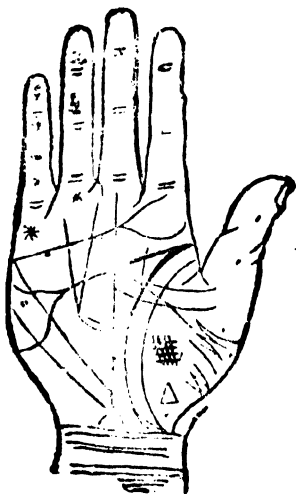
অঙ্গুষ্ঠ, তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা নামে প্রত্যেক মানবের হস্তে পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলী আছে কাহারও অঙ্গুলীগুলি সরল, আবার কাহারও কাহারও কিঞ্চিৎ বক্র-ভাবাপন্ন দেখা যায়। হস্তরেখা বিশেষ সতর্কতা সহকারে দেখা উচিত।

প্রত্যেক অঙ্গুলীতে তিনটি করিয়া পর্ব্ব থাকে।

অঙ্গুষ্ঠের কেবল দুইটিমাত্র পর্ব্ব থাকে। কোন কোন লোকের হস্তে অঙ্গুষ্ঠেও তিনটি পর্ব্ব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সচরাচর নহে।

বয়োগণনা

অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ অর্থাৎ হাতের যে স্থানে পিতৃরেখা থাকে, তাহার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে যে সকল রেখা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা স্থিরভাবে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। উক্ত স্থানে অন্য বিষয়সম্বন্ধীয় রেখাও থাকে; অতএব বয়োরেখা ভাল করিয়া দেখিয়া লইবে। তাহার পর উক্ত রেখার সংখ্যাকে দুইগুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই বয়ঃক্রম জানিবে।

টিকা—এইরূপ গণনায় দেখা যায় যে, কখনও কখনও প্রকৃত বয়ঃক্রম হইতে এক বেশী কিংবা এক কম হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক এক রেখার পরিমাণ দুই বৎসর বলিয়া স্থির করা আছে। রেখা সম্পূর্ণ-ভাবে লক্ষিত হইলে দুই ধরিতে হইবে; সুতরাং রেখার পূর্ণাঙ্ক অনুসারে উক্ত দুয়ের ভগ্নাংশ করিয়া লইতে হইবে। বহুদর্শিতা দ্বারা যত দিন রেখা উত্তমরূপে স্থির করিতে না পারিবে, তত দিন বয়োগণনা স্থির হইবে না।

জন্মশক।

উক্ত প্রকারে বয়ঃক্রম স্থির করিয়া, বর্ত্তমান শক হইতে হীন করিলে, জন্মশকাব্দ বাহির হইবে।

জন্মপক্ষ।

অঙ্গুষ্ঠের দ্বিতীয় পর্ব্বের মূলদেশে যদি একটিমাত্র সরলরেখা থাকে, তবে কৃষ্ণপক্ষে জন্ম জানিতে হইবে এবং ইহার বিপরীত হইলে শুক্লপক্ষ।

টীকা।—এরূপ পরীক্ষা দ্বারা কখনও কখনও ভ্রম লক্ষিত হইয়া থাকে; অতএব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উক্ত পর্ব্বরেখা দেখিয়া যে পক্ষ বিবেচনা হয়, জানিবে। তাহার পর তাহার অঙ্গুষ্ঠের নখ পরীক্ষা করিবে, নখ তাম্রবর্ণ হইলে কৃষ্ণপক্ষ এবং তাহার বিপরীতে শুক্লপক্ষ জানিবে। এই দুই প্রকারে পক্ষ পরীক্ষা করিয়া তাহার পর প্রশ্নকর্ত্তার কোন্ পক্ষ জন্ম বলিয়া দিবে। গ্রীষ্মকালে দুই প্রহরের সময় কিংবা অন্য কালে রৌদ্রে কোন স্থান হইতে আসিয়া নখ পরীক্ষা করা উচিত নহে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া এবং উত্তমরূপে জল দ্বারা ধৌত করিয়া মুছিবে, তাহার পর পরীক্ষা করিবে।

জন্মতিথি।

মধ্যমাঙ্গুলীর পর্ব্বমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর রেখার সংখ্যাতেও ৩২ যোগ করিয়া ৩ দ্বারা পূরণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে, তাহাতে ১৫ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা ভাগফল হইবে, সেই সংখ্যায় যে তিথি হইবে, তাহাই প্রশ্নকর্ত্তার জন্মতিথি জানিবে।

১ম টীকা। যদি কিছু ভাগাবশিষ্ট থাকে, তবে ভাগফলে ১ যোগ করিবে।

২য় টীকা। সর্ব্বশুদ্ধ তিথির সংখ্যা ৩০। তিথি জানিতে হইলে প্রায়ই ৩০ দিয়া ভাগ দিতে হয়; কিন্তু সামুদ্রিকমতে তিথি জানিতে হইলে ৩০ দিয়া ভাগ না দিয়া ১৫ দিয়া ভাগ দিতে হয়। ইহার পূর্ব্বপ্রক্রিয়ানুসারে পক্ষ অবগত হইবে এবং পক্ষ ও তিথি জানিয়া সেই পক্ষের সেই তিথি বলিবে। কৃষ্ণপক্ষ হইলে ১৫ সংখ্যায় অমাবস্যা এবং শুক্লপক্ষ হইলে ১৫ সংখ্যায় পূর্ণিমা তিথি জানিবে।

জন্মমাস।

তর্জ্জনীর পর্ব্বমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া পূর্ণরেখা গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর ঐ সংখ্যাকে ২২ দ্বারা পূরণ করিয়া ১২ দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগফল যাহা হইবে, সেই অঙ্কে যে রাশি হয়, সেই রাশিই তাহার জন্মকালীন মাস-রাশি জানিবে।

১ম টীকা। যদি পূর্ণরেখা ব্যতীত অর্দ্ধরেখা থাকে, তবে প্রত্যেক দুই রেখায় একটি পূর্ণ রেখা ধরিয়া লইবে এবং ইহার সংখ্যা উক্ত পূর্ণরেখার সহিত যোগ দিয়া যেরূপ প্রক্রিয়া উপরে বর্ণনা করা গিয়াছে, তদনুসারে কার্য্য করিলে মাস বাহির হইবে।

২য় টীকা। পর্ব্বে পূর্ণরেখা ব্যতীত অর্দ্ধরেখা না থাকিলে ১২ দ্বারা ভাগ দিয়া যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে ১ ধরিয়া ভাগফলে যোগ দিয়া জন্মমাস স্থির করিবে; কিন্তু যদি প্রথম টীকায় উক্ত অর্দ্ধ রেখা থাকে, তবে উক্ত নিয়মানুসারে অর্দ্ধ-রেখা হইতে যাহা পাইবে, তাহা পূর্ণরেখার সংখ্যায় যোগ করিবে। এরূপ স্থলে ১২ দিয়া ভাগ দিবার পর যদি কিছু ভাগশেষ থাকে, তবে তাহার পরিবর্ত্তে এক ধরিতে হইবে না।

জন্মবার।

অনামিকার পর্ব্বমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিবে, তাহাদিগকে গণনা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর ঐ রেখার সংখ্যাতে ৬১১ যোগ করিবে এবং ঐ যোগফলকে ৫ দ্বারা গুণ করিয়া সাত দ্বারা ভাগ করিবে। ভাগাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, সেই অঙ্কে যে বার হয়, সেই বারে প্রশ্নকর্ত্তার জন্ম হইয়াছিল জানিবে।

টীকা। যদি ভাগশেষ কিছু না থাকে, তাহা হইলে শনিবার তাহার জন্মবার।

জন্মতারিখ।

কনিষ্ঠাঙ্গুলীর পর্ব্বমধ্যে যতগুলি রেখা দেখিতে পাইবে, তাহাদিগকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহাদের সংখ্যা স্থির করিবে। তাহার পর

তাহাদিগের সংখ্যাতে ক্ষিতি, নেত্র, দিক্ যোগ দিবে। যোগ দিয়া যাহা লব্ধাঙ্ক হইবে, তাহাতে পুনরায় ১৫ যোগ দিয়া ৩০ দ্বারা ভাগ করিবে। যাহা ভাগাবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্কে যে তারিখ হয়, সেই তারিখই জন্মতারিখ।

টীকা। এইরূপ গণনাতে প্রায়ই ভ্রম হইতে দেখা গিয়া থাকে; তজ্জন্য সামুদ্রিকমতে জন্মশক, জন্মমাস এবং জন্মতিথি অবগত হইবে। তাহার পর লাগ্নিক প্রশ্নমতে "নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার" নিয়মাবলীতে তারিখ জানিবার যেরূপ উপায় বর্ণিত হইয়াছে, তদনুসারে তারিখ গণনা করিবে।

এই প্রকারে সামুদ্রিক প্রণালীতে তিথি অবগত হইবে। চিরপঞ্জিকামতে নক্ষত্রগণনা করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার জন্মনক্ষত্র অবগত হইবে। তাহার পর ঐ নক্ষত্রে যে দশা হইতে পারে, কোষ্ঠীপ্রণালীমতে স্থির করিয়া প্রশ্নকর্ত্তার জন্মাবধি বর্ত্তমান ঘটনা-সকল ফলের সহিত ঐক্য করিবে।

কেরলিমতে।

কেরলিমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করা অত্যন্ত কঠিন। যাহারা জ্যোতিষশাস্ত্র উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত অপরে যে কেরলিমতে নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিতে দক্ষ হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। তজ্জন্য বহুদর্শী জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণের জন্য নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করিবার নিয়ম মূলগ্রন্থে যেরূপ আছে, নিম্নে তাহাই দেওয়া হইল

জ্ঞেয়া বাল্যাদিকাবস্থা চতুর্ব্বিংশতিবার্ষিকী।
তস্যা পূর্ব্বাপরো ভাগো বেদঘ্নাৎ করশেষিতঃ॥
দ্বিগুণাৎ সূর্য্যভাগেন বয়ো জ্ঞেয়ং ততঃ শকম্।
চতুস্ত্রিংশদ্গুণৈঃ সূর্য্য-শেষাণ্মাসান্ততো মতাঃ॥
বেদঘ্নাৎ করশেষেণ শুক্লঃ কৃষ্ণশ্চ পক্ষকঃ।
মৈত্র-ঘ্নাৎ ভূক্তশেষেণ বারা রব্যাদয়ো মতাঃ॥

* সূক্ষ্মফলনির্ণয়ের জন্য যেরূপ কোষ্ঠীর প্রয়োজন, এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে "অতিরিক্ত কোষ্ঠীপ্রকরণে" তাহার সবিস্তার লিখিত হইল।

সৌর জগতে গ্রহসন্নিবেশ।

নাম	ব্যাস	সূর্য্য হইতে মাইল গড় দূরত্ব লক্ষ মাইল।	ব্যাসাবর্ত্তন কাল ঘি, ঘ, মি, সে,	সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করণ কাল। দিন	রবিমার্গের সহিত কক্ষের অবচ্ছেদ কোণ	কক্ষভ্রমণের প্রতি ঘণ্টার গড় বেগ সহস্র মাইল
সূর্য্য	৮৮৮,০৪৬	০	২৫১৪৮০	০	০	০
চন্দ্র	২,১৫৩	১৫০	২১ ৭ ৪ ৩০	০	৫ ৮′ ৪৮″	০
	৩,০৮১	৩৭০	২৪ ৫ ৩০	৮,৭১৭	৭ ০ ১৩	১৫
শুক্র	৭,৮১৬	৬৭১	২৩২০১১	২২৪,৭০	৩ ২৩ ৩১	৭৫
পৃথিবী	৭,৯২৬	৯৫০	২৩ ৫৬ ৪	৩৬,৫,২৬	০	৬৮
মঙ্গল	৪,০৭০	১,৪৪০	১ ০ ৩১ ০	৬৮৬,১৮	১ ৫১ ৫	৫৩
বৃহস্পতি	৯২,১৬৪	৪,৯০০	৯ ৫৩ ৫ ৭	৪,৩৩২,৫৮	১ ১৮ ৪২	৪৫
শনি	৭৫,০৭০	৯,০০০	১০১৬ ২	১০,৭৫৯২২	২ ২৯ ২১	২১
ইউরেনস *	৩৬,২১৬	১৮০০০	০	৩০,৬৮৭,৮২	০ ৪৫ ৩৬	১৬
নেপচুন	৩৩,৬১০	২৮,৫০০	০	৬০,১২৬,৭২	১ ৪৬ ৫১	১০

* মানবপ্রকৃতির সহিত ইহাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

তিলকাঙ্ক-দর্শন।

—— ০:*:০ ——

মানবের অঙ্গস্থিত তিল, চক্র, মশক, আবর্ত্ত, বিন্দু, জড়ু ও মুদ্রা প্রভৃতি বিশেষ চিহ্ন হইতে তাহার জীবনের লক্ষণালক্ষণ ও শুভাশুভফল নির্দ্ধারিত হয়। এই সকল চিহ্ন বিশেষ বিশেষ অঙ্গে অবস্থিত হইয়া বিশেষ বিশেষ ফলের উৎপাদন করে, আবার আকৃতি, গঠন, পরিমাণ ও বর্ণভেদ উক্তরূপ নির্দ্ধারিত ফলের ন্যূনাধিক্য ঘটিয়া থাকে। তিলাদি চিহ্নের আকৃতি বা পরিমাণ যত বৃহত্তর হয় অথবা বর্ণ যত গাঢ়তর হয়, নির্দ্দিষ্ট শুভাশুভ ফলও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হয় এবং চিহ্ন যত ক্ষুদ্রাকৃতি ও অপ্রগাঢ় হয়, নির্দ্দিষ্ট ফলের তত পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। চিহ্ন গোলাকৃতি হইলে শুভলক্ষণ হয়, বিষম বা আবক্র গঠন হইলে অনেকাংশে শুভ হয় এবং ত্রিকোণাকৃতি হইলে শুভাশুভ মিশ্রফল প্রদান করে। যদি তিলাদি চিহ্ন বহুললোমাচ্ছন্ন হয়, তবে মানবের দুরদৃষ্ট, আর যদি দীর্ঘ ও অল্প রোমে ভূষিত হয়, তবে শুভাদৃষ্ট জানিবে।

মানবের ললাটের দক্ষিণ প্রান্তে যদি তিলাদি চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তবে সেই ব্যক্তি জীবনকালে কোন সময়ে ঝটিতি ধনশালী ও সম্ভ্রান্ত হইবে।

যদি দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে উক্তরূপ চিহ্ন লক্ষিত হয়, তবে জাতকের প্রথমবয়সে বিবাহ হইবে এবং পুরুষ হইলে গুণবতী স্ত্রী ও নারী হইলে সদ্‌গুণসম্পন্ন স্বামী প্রাপ্ত হইবে। উক্তরূপ চিহ্ন ললাটের বামপ্রান্তে বা ভ্রূতে দৃষ্ট হইলে আশাভঙ্গ ও কার্য্যনাশ হয়।

অপাঙ্গের বহিঃপ্রান্তে (চক্ষুর কোণের বাহিরদিকে) চিহ্ন থাকিলে মানব শান্তপ্রকৃতি, বিনীত ও অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, ইহাদের অপঘাতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

গণ্ডস্থলে বা কপালে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মধ্যবিধ অবস্থাপন্ন হয়। ইহয়া যতই যত্ন ও চেষ্টা করুক না কেন, কখনই বহুধনভাগী হয় না এবং যতই অমিতব্যয়ী ও অত্যাচারী হউক, কখনই অতি দরিদ্র হয় না।

নাসিকায় তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মানবের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অভীষ্ট সিদ্ধি হয়।

অধরোষ্ঠে চিহ্ন থাকিলে মানব প্রেমিক ও বলশালী হয়। চিবুকে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন ও লোকমান্য হয়।

গলদেশে চিহ্ন থাকিলে মানব অতি দীন ও দুরবস্থাপন্ন হয়। ইহারা শেষাবস্থায় কোন আকস্মিক-প্রাপ্ত-সম্পত্তি-ভোগ সমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া থাকে।

কণ্ঠভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়।

বক্ষঃস্থলের দক্ষিণাংশে চিহ্ন থাকিলে মানব দৈবদুর্ব্বিপাকে বা অপরিহার্য্য কোন ঘটনাবশে সহসা সর্ব্বস্বান্ত হয়। ইহাদের অধিকাংশ কন্যাসন্তান হয়।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহাই প্রায় সুসিদ্ধ হয়। ইহাদের অধিকাংশ পুত্র-সন্তান হইয়া থাকে।

বক্ষঃস্থলের মধ্যভাগে চিহ্ন থাকিলে মানব মধ্যবিধ ভাগ্য ও স্বাস্থ্য সম্ভোগ করে।

যদি বক্ষঃস্থলের বামাংশের অধোভাগে স্তনের নিম্নে চিহ্ন হয়, তবে মানব অস্থিরচেতা, আলস্যপ্রিয়, উগ্রপ্রকৃতি ও তরলমতি হয়। স্ত্রীজাতি হইলে বুদ্ধিমতী, প্রগাঢ়-প্রেমবতী এবং সুখপ্রসবিনী হয়।

দক্ষিণ পঞ্জরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য নির্ব্বোধ ও কাপুরুষ হয়। ইহারা অতি কষ্টে যে কোন কর্ম্মের সাধন করিয়া থাকে।

উদরে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য দীর্ঘসূত্রী, স্বার্থপর ও বহুভোজী হয়। ইহাদের পরিচ্ছদের কোনরূপ পারিপাট্য বা শৃঙ্খলা থাকে না।

নিতম্বে চিহ্ন থাকিলে মনুষ্যের বহু সন্তান জন্মগ্রহণ করে এবং কয়েকটিমাত্র জীবিত থাকে। এই সকল সন্তান সহিষ্ণু, স্বাস্থ্যবান ও কামুক হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে মানব ধনবান্ হয়। ইহারা প্রায়ই বিবাহসূত্রে সৌভাগ্যসঞ্চয় করে।

বাম-জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে মানব অর্থহীন ও মিত্রহীন হয়। ইহারা প্রতিবেশীর শত্রুতা ও অন্যায় ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-জানুদেশে চিহ্ন থাকিলে জাতক, পুরুষ হইলে অতি মনোরমা স্ত্রী এবং নারী হইলে অতি মনোহর পতি লাভ করে। ইহাদের জীবনে ক্বচিৎ দুঃখভোগ হইয়া থাকে।

বাম-জানুতে চিহ্ন থাকিলে মানব উগ্রপ্রকৃতি, অবিবেচক ও ক্ষিপ্রকারী হয়। ইহারা যখন শান্ত ও সুখে থাকে, তখন অতি সৎ ও বিনীতবৎ ব্যবহার প্রদর্শন করে।

পাদদেশে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে মনুষ্য ভাবশূন্য মূর্খপ্রকৃতি হয়। ইহারা প্রায় সকল কার্য্যেই শৈথিল্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

মানবের করতলে একটি মুদ্রাচিহ্ন থাকিলে রাজা, দুইটি থাকিলে ধনী, তিনটি থাকিলে রোগী, ও বহু থাকিলে বহুসন্তান হয়। *

গুল্‌ফদেশে চিহ্ন থাকিলে পুরুষ নারীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট ও পরিচ্ছদপ্রিয় হয়। স্ত্রীজাতির হইলে সে নারী অতি কর্মিষ্ঠা ও সদ্‌গৃহিণী হইয়া থাকে।

শরীরের যে কোন স্থানে চক্র-চিহ্ন যদি বিষম, নিম্ন অথবা অস্থিসংলগ্ন হয়, তবে মানব দরিদ্র হইয়া থাকে। উন্নত হইলে মানব ভোগবিশিষ্ট এবং স্থূল হইলে অর্থবিশিষ্ট হয়।

পুরুষের নখে পুষ্পবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হইলে, সেই ব্যক্তি দুঃখভোগী হয়, স্ত্রীজাতির যদি ঐরূপ শ্বেতবর্ণ বিন্দু লক্ষিত হয়, তবে সে নিশ্চিত স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইয়া থাকে।

ললাটে বা প্রান্তভ্রূমধ্যে মশক (আঁচিল) থাকিলে, সেই নারী রাজ্যাধিকারিণী বা মহাসৌভাগ্যশালিনী হয়।

হৃদয়ে তিলাঙ্ক থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। বামকপালে যদি কোন বর্ণের মশক দৃষ্ট হয়, তবে সেই নারী আজীবন সুখভোগিনী হইয়া থাকে।

দক্ষিণ-স্তনে যদি তিলাঙ্ক থাকে এবং উহা যদি লোহিতবর্ণ হয়, তবে সেই নারীর চারটি কন্যা এবং দুই অথবা তিনটি পুত্র হইবে। যদি বাম-স্তনে ঐরূপ তিল বা অন্য কোন লোহিতবর্ণের চিহ্ন থাকে, তবে নারী একটিমাত্র পুত্র প্রসবান্তে বিধবা হইবে।

গুহ্যদেশের দক্ষিণপার্শ্বে তিল-চিহ্ন থাকিলে নারী রাজপত্নী ও রাজমাতা হয়।

নাসিকার অগ্রভাগে মশক দৃষ্ট হইলে, উহা যদি শোণবর্ণ হয়, তবে সেই নারী ভাগ্যবতী, আর যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে সেই নারী বিধবা ও পুংশ্চলী হইবে।

নাভির নিম্নতলে তিলাদি চিহ্ন থাকিলে সেই নারী সৌভাগ্যশালিনী হয় আর ঐ চিহ্ন গুল্‌ফে থাকিলে অতি হতভাগিনী হয়।

* "একমুদ্রো ভবেদ্রাজা দ্বিমুদ্রে ধনবান্নরঃ।
ত্রিমুদ্রো রোগসম্পন্নো বহুমুদ্রো বহুপ্রজঃ॥"

অক্র, মশক এবং তিল, এই তিনের কোন এক চিহ্ন যদি বামকর্ণে, বামকপালে অথবা বামকণ্ঠে লক্ষিত হয়, তবে সেই নারী প্রথমগর্ভে পুত্র প্রসব করিবে।

বামকুক্ষিতে মাষচিহ্ন (মাষকলায়বৎ চিহ্ন) থাকিলে নারী অতি সুলক্ষণা হয়।

পার্শ্বভাগে সুদীর্ঘ ও সুন্দর তিলক থাকিলে নারী পতিপ্রিয়া ও পৌত্রবতী হয়।

কন্যার * বামকপালে, বামহস্তে, বামকর্ণে অথবা গলদেশের বা অধরওষ্ঠের বামভাগে যদি মাষতুল্য তিলচিহ্ন থাকে, তবে সে কন্যা অতি সুলক্ষণা হয়।

কণ্ঠদেশে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে নারী বিধবা ও দুঃখভাগিনী হয়।

আবর্ত্তচিহ্ন কটীদেশে থাকিলে নারী ব্যভিচারিণী, নাভিতে থাকিলে পতিব্রতা এবং পৃষ্ঠদেশে থাকিলে পতিঘাতিনী বা বারবিলাসিনী হয়।

হস্তে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে নারী কুলক্ষণা ও বামাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে সুলক্ষণা হয়। নারীর নাভিদেশে, কর্ণে অথবা বক্ষঃস্থলে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে সে কন্যা অতিশয় শুভফলদায়িনী হয়।

নারীর পৃষ্ঠদেশের দক্ষিণভাগে অথবা মধ্যভাগে যদি দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকে, তবে সেই নারী মহা সৌভাগ্যবতী হয়। যোনির উপরিভাগে দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকিলে সেই কন্যা লক্ষ্মীরূপিণী হয়।

যাহার উদর হইতে পৃষ্ঠ পর্য্যন্ত দক্ষিণাবর্ত্ত রেখা থাকে, সেই কন্যা অশুভভাগিনী ও ব্যভিচারিণী হয়। যদি ঐ রেখা গুহ্য হইতে কটি পর্য্যন্ত থাকে, তবে নারী পতিপুত্রঘাতিনী ও চিরদুঃখভাগিনী হয়।

ললাটে বা সীমন্তে দক্ষিণাবর্ত্ত থাকিলে অথবা কৃকাটিকা অর্থাৎ ঘাড়ের মধ্যভাগে উহা দৃষ্ট হইলে সে কন্যা সংবৎসরের মধ্যে বিধবা হইবে। যদি মূর্দ্ধাদেশের বামভাগে একটি বামাবর্ত্ত অথবা মূর্দ্ধার যে কোন স্থানে একটি বা দুইটি বাম বা দক্ষিণাবর্ত্ত চিহ্ন থাকে, তবে দশাহমধ্যে সে কন্যা পতি বিনাশ করিয়া বৈধব্য সংগ্রহ করিবে সন্দেহ নাই।

---

* পূর্ব্বকালে বিবাহের সময় কন্যার সর্ব্বাঙ্গের লক্ষণ পরীক্ষিত হইত। মহাত্মা মনুও প্রকারান্তরে অসবর্ণবিবাহের অনুমোদন করিয়াছেন। তথাপি কুল-কন্যার পাণিগ্রহণে অনুমতি দেন নাই।

মানবের মুখমণ্ডলের যে কোন স্থানে যেরূপ তিলাঙ্ক পরিদৃষ্ট হয়, অপরাঙ্গে কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহারই অনুরূপ তিলাঙ্ক প্রকাশিত থাকে। বদনাঙ্কিত কোন তিলাঙ্কের অনুরূপ তিলকাঙ্ক মানবের অপর কোন্ অংশ পরিদৃষ্ট হইবে এবং তজ্জনিত জীবনফল মানবের কিরূপ সংঘটিত হইবে, তাহার সহজ-বোধের জন্য নিম্নে একটি সংক্ষিপ্ত ও সংখ্যানুক্রমিক বিবরণ প্রদত্ত হইল। শিক্ষার্থিগণ নিবিষ্টচিত্তে কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিয়া দেখিলেই উক্ত প্রত্যেক তিলাঙ্কের অবস্থানস্থান ও ফলভেদ বিশেষরূপে হৃদয় করিতে পারিবেন।

(১)

অনুরূপ তিলাঙ্কের অবস্থিতিস্থান—বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগ। তিলাঙ্কজনিত ফল - কৃষি বা স্থপতিবিদ্যায় পারদর্শিতা ও ভাগ্য। যদি তিলাঙ্ক মধুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বা রক্তবর্ণ হয়, তবে চিরজীবন সুখে অতিবাহিত হইবে। যদি কৃষ্ণবর্ণ হয়, তবে অবস্থা মধ্যবিধ থাকিবে; যদি মসুরবৎ হয়, তবে বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইবে। স্ত্রীজাতির হইলে উত্তরাধিকারসূত্রে ভাগ্যবতী হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ - শুক্র, বুধ ও মঙ্গল।

(২)

অনুরূপ তিলাঙ্ক—দক্ষিণাঙ্গ। বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ দীর্ঘজীবন, সম্ভ্রম ও সম্পত্তি। মধুবর্ণ হইলে শ্রমফলে ভাগ্যবান্, রক্তবর্ণ হইলে কোন ধর্ম্মাত্মা পুরুষ হইতে ভাগ্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অতি মুক্তহস্ত বা অমিতব্যয়ী। স্ত্রীজাতির হইলে সুলক্ষণ, মসুরবৎ হইলে স্ত্রী বা পুরুষ আকস্মিক ভাগ্যবিশিষ্ট হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্র ও মঙ্গল।

(৩)

দক্ষিণবাহু *—মধ্যবিধ অবস্থাবিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে চতুষ্পদ পশু কর্ত্তৃক ভাগ্যবান্; রক্তবর্ণ হইলে ব্যসন, সঙ্গীত বা তদনুরূপ কোন বৃত্তি অবলম্বী; কৃষ্ণবর্ণ হইলে উচ্চস্থান হইতে পতনের আশঙ্কা এবং মসুরবৎ হইলে ব্যবসায়জীবী হয়। স্ত্রীজাতির হইলে পতির সৌভাগ্যদায়িনী হয়।

(৪)

পৃষ্ঠদেশ,—ভাগ্যবান্, ধনশালী ও মহত্তের আনুকূল্যবিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে ভূস্বামী, রক্তবর্ণ হইলে সম্ভ্রান্ত ও মান্য এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে আশাভঙ্গ, অপূর্ণমনোরথ

---

* অপরাঙ্গের এই স্থানে নির্দ্দিষ্ট তিলাঙ্ক পরিদৃষ্ট হইবে।

ও দরিদ্র হয়। যদি ইহারা ভাগ্যবান্ হয়, তবে নিজের ক্ষমতায় নহে। স্ত্রীজাতির হইলে সুলক্ষণা হয়, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সেই স্ত্রী অতি পতিপরায়ণা হইয়া থাকে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৫)

দক্ষিণ উদর,—আত্মীয়-বন্ধু-অর্থ-বিশিষ্ট। মধুবর্ণ হইলে কামিনীবল্লভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে জিতেন্দ্রিয় ও মসূরবৎ হইলে উচ্চপদবিশিষ্ট হয়। স্ত্রীজাতির হইলে অল্পায়ুঃ ভাগ্যবতী এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে শত্রুবেষ্টিতা ও শান্তপ্রকৃতি। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি ও শুক্র।

(৬)

দক্ষিণ বক্ষঃস্থল,—সুবুদ্ধি, শ্রমশীল এবং বুদ্ধিবলে ধনবান, ধূমবর্ণ হইলে বাণিজ্যে মহাসৌভাগ্যসম্পন্ন, রক্তবর্ণ হইলে বিদ্যাবলে ভাগ্যবান্, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সচ্চরিত্রবিশিষ্ট এবং মধুবৎ হইলে সকল কার্য্যে সিদ্ধমনোরথ হয়। স্ত্রীজাতির হইলে সুলক্ষণ ও দীর্ঘজীবন হয়। যদি কৃষ্ণবর্ণের হয়, তবে সেই নারী মিথ্যা কলঙ্কভাগিনী হইবে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বুধ ও বৃহস্পতি।

(৭)

দক্ষিণ উদর,—অধ্যবসায়, বাণিজ্য ও ক্রয়বিক্রয়-কার্য্যে ভাগ্য ও ভ্রমণকার্য্যে ধনাগম হয়। মধুবর্ণ হইলে রথযাত্রায় সিদ্ধিলাভ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে সর্ব্বত্র প্রতারিত এবং মসূরবৎ হইলে বিবাহবিষয়ে বা তৎসূত্রে ভাগ্য সঞ্চারিত হয়। স্ত্রীজাতির এই চিহ্ন সুলক্ষণ, মধুবর্ণ হইলে বহুদূরে বিবাহ হয়, রক্তবর্ণ হইলে ধনধান্যবর্দ্ধিনী; কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রোষিতভার্য্যা বা পতিবিরহিণী এবং মসূরবৎ হইলে পতির সহিত বিদেশবাসিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৮)

বাম পৃষ্ঠ,—দীর্ঘাকার হইলে দণ্ডভোগ। মধুবর্ণ হইলে শত্রু কর্ত্তৃক সামান্যাপরাধে দণ্ডিত, রক্তবর্ণ হইলে অচিরে কারামুক্তি, কৃষ্ণবর্ণ হইলে কারামধ্যে মৃত্যু এবং মসূরবৎ হইলে দুর্ভাগ্যের ভাগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত থাকে। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও বুধ।

(৯)

বাম জঠর,—ভোগবিলাসী ও ধনসম্পত্তিনাশক। মধুবর্ণ হইলে বিনীত, রক্তবর্ণ হইলে দুরবস্থাবিশিষ্ট ও অশ্লীলবাদী এবং চণকতুল্য বা মসূরবৎ হইলে

মধ্যবিধ অবস্থা ও প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। স্ত্রীজাতির হইলে সৌভাগ্যদায়িনী, লজ্জাহীনা ও অসতী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্র ও মঙ্গল।

(১০)

বাম বক্ষ,—কঠোরপ্রকৃতি, অকারণ ক্রোধী ও হত্যাকারী; মধুবর্ণ হইলে হত্যাপরাধে মুক্তিলাভ; রক্তবর্ণ হইলে নারীর জন্য বিপদ্‌গ্রস্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে ধর্ম্মাধিকরণে ধৃত ও দণ্ডিত হয়। স্ত্রীজাতির হইলে মুখরা ও কটুভাষিণী হয়॥ অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি।

(১১)

বাম কক্ষ,—কষ্টান্বিত ও গুরু ব্যক্তির নিকটে উপেক্ষিত। মধুবর্ণ হইলে বৃথা কার্য্যকরী, রক্তবর্ণ হইলে দারিদ্র্যদগ্ধ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে উগ্রপ্রকৃতি, অসাবধান ও দুর্দ্দম্য এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য কথঞ্চিৎ প্রশমিত হয়। স্ত্রীজাতির হইলে ধনহীনা ও হতভাগিনী, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অতি কুলক্ষণ হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—চন্দ্র ও মঙ্গল।

(১২)

বাম স্কন্ধ,—মনঃপীড়া, দুঃখ ও দুশ্চিন্তা। মধুবর্ণ হইলে মিত্র কর্ত্তৃক পীড়িত; রক্তবর্ণ হইলে জ্ঞাতি কর্ত্তৃক ঐ সকল সংঘটিত; কৃষ্ণবর্ণ হইলে নারীসূত্রে দুর্ভাগ্যগ্রস্ত এবং উচ্চ হইলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। স্ত্রীজাতির হইলে অতি চঞ্চলা এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে যৌবনে বেশ্যা ও বার্দ্ধক্যে দূতী ও দুর্ভাগিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—চন্দ্র ও মঙ্গল।

(১৩)

বামপার্শ্ব,—রাজদণ্ড, বিবাদ, অপমান ও শত্রুতা। মধুবর্ণ হইলে হিতে বিপরীত হইয়া ঐ সকল ঘটে, রক্তবর্ণ হইলে নিজের ক্ষিপ্রকারিতা-দোষে এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে প্রতারণা দ্বারা ঘটে, মসূরবৎ হইলে যত্ন ও অধ্যবসায়বলে দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। স্ত্রীজাতির হইলে বহুভাষিণী ও বহুবিলাসিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(১৪)

কামনাভি,—বিবিধ ভোগ। মধুবর্ণ হইলে গুল্ম ও শূলরোগ, রক্তবর্ণ হইলে দূষিত রক্তজাত রোগ এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে দুঃখ ও কষ্টজনিত রোগ আর অল্পজীবন বহুভ্রমণ ও কুভার্য্যা হয়। স্ত্রীজাতির হইলে উদরবেদনা রোগ, কৃষ্ণবর্ণ হইলে

প্রসবসঙ্কট এবং উচ্চ হইলে এই সকল দুর্ভাগ্য প্রশমিত হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(১৫)

মধ্যজঠর,—বিলাসিতা ও নারীসূত্রে দুর্ভাগ্য। কৃষ্ণবর্ণ হইলে উহার আধিক্য এবং মসূববর্ণ বা রক্তবর্ণ হইলে অতীব ভয়ঙ্কর হয়; মসূরবৎ ও উচ্চ হইলে নারীবল্লভ হয়। স্ত্রীজাতির হইলে কুলক্ষয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(১৬)

মধ্যবক্ষঃস্থল,—বর্ব্বর ও নিষ্ঠুরপ্রকৃতি, অস্থিরমস্তিষ্ক, অকার্য্যকরী এবং রুক্ষভাষী। মধুবর্ণ হইলে লোকপ্রিয়, রক্তবর্ণ হইলে অতি কোপনস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ হইলে অকৃতকর্ম্মা এবং উচ্চ ও বৃহৎ জরুবৎ হইলে সৌভাগ্যপ্রদ হয়। স্ত্রীজাতির হইলে আলস্যপ্রিয়া এবং বুদ্ধিহীনা ও কৃষ্ণবর্ণ হইলে স্বেচ্ছাচারিণী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(১৭)

বাম উদর,—বিভিন্ন ফল। মধুবর্ণ হইলে সৌভাগ্য ও সদগুণ, রক্তবর্ণ হইলে নরঘাতক এবং জরুবৎ হইলে জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হয়। স্ত্রীজাতির হইলে কুলক্ষণ এবং কৃষ্ণবর্ণে নরঘাতিনী হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(১৮)

মধ্য উদর,—বাক্‌পটুতা, সম্ভ্রম, বিলাসিতা ও বহুভোজন। স্ত্রীজাতির হইলে মদনোন্মাদ ও ব্যভিচার। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শুক্র ও শনি।

(১৯)

মধ্য-বক্ষঃস্থল,—বহুবিপদ ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, পীতবর্ণে কারাবাস এবং ক্ষত, অর্শ ও বসন্ত প্রভৃতি রোগ, রক্তবর্ণে রক্তদোষজনিত রোগ, কৃষ্ণবর্ণে দন্ত ও গুহ্যরোগ এবং মসূরবৎ আকারে ঐ সকল রোগে সহজে মুক্তি হয়। স্ত্রীজাতির অর্শ ও গুহ্যরোগ কৃষ্ণবর্ণে আধিক্য। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—শনি ও শুক্র।

(২০)

বক্ষঃস্থল,—বহুবিপদ্ ও দুঃখ। মধুবর্ণে কিঞ্চিৎ শমতা, রক্তবর্ণে সাহায্য ও সহানুভূতিপ্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে সর্ব্বদা অভাব এবং জরুবৎ হইলে নিপুণবদ্ধি ও

প্রমক্ষয় হয়। স্ত্রীজাতির হইলে অলক্ষণ এবং কৃষ্ণবর্ণে অপঘাতে পিতার মৃত্যু হয়। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল ও বুধ।

(২১)

গুহ্যদেশ,—পাপাসক্তি ও বহুবিপত্তি। কৃষ্ণবর্ণে বিলাসবাসনা-জনিত বহু অপকার ও রাজদণ্ড, কুষ্ঠ বা ঐরূপ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এবং নরহত্যা, মধু বা রক্তবর্ণে শুভ এবং মসূরাকারে কথঞ্চিৎ চিত্তপরিবর্ত্তন হয়। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ। অধিষ্ঠাতা গ্রহ—মঙ্গল।

(২২)

দক্ষিণ জঙ্ঘা,—কৃষিকার্য্যে সৌভাগ্য এবং স্থবির ও প্রাকৃত ব্যক্তি হইতে সম্পত্তিলাভ। মধুবর্ণে যৌবনে ধনশালী; রক্তবর্ণে আজীবন সৌভাগ্যবান্; কৃষ্ণবর্ণে আয়াপেক্ষা ব্যয়াধিক্য এবং মসূরবৎ উচ্চাকারে বার্দ্ধক্যে বিপুল বিষয়ে সম্ভ্রম। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—বিপুল সঞ্চয়।—শুক্র ও বুধ।

(২৩)

মতান্তরে,—আকস্মিক অসম্ভাবিত বিত্তপ্রাপ্তি ও বিপুল সম্পত্তি। মধুবর্ণে বা মসূরাকারে সমধিক সৌভাগ্যবর্দ্ধন এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি দুর্ভাগ্য। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—জ্ঞাতি বা আত্মীয় কর্ত্তৃক বহুধনপ্রাপ্তি।—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

(২৪)

দক্ষিণ বাহুমধ্যে,—ব্যসন বা পশুপালনজনিত সৌভাগ্য; মধুবর্ণে অথবা মসূরাকারে অধিকতর শুভ এবং অসম্ভাবিত সম্পত্তিলাভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, পিতৃমাতৃদত্ত বিত্তলাভ।—শনি ও শুক্র।

(২৫)

দক্ষিণ গুল্ফ,—মহদাশুকূল্যে সৌভাগ্য, সম্পত্তি ও সম্ভ্রান্ত পদ। যে কোন বর্ণে বা আকারে শুভ এবং কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে মুখরা।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(২৬)

বক্ষঃস্থল,—নারী বা মিত্রসূত্রে সৌভাগ্য। মধু বা রক্তবর্ণে বিবাহমূলক ভাগ্য, মসূরাকারে মিত্রসূত্রে উপার্জ্জন এবং কৃষ্ণবর্ণে কষ্টে সিদ্ধি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ।—শনি ও শুক্র।

(২৭)

দক্ষিণবক্ষঃ দক্ষিণভাগ,—প্রবাসজনিত সৌভাগ্য, সুনাম, ধন, সম্ভ্রম ও বংশশ্রেষ্ঠ খ্যাতি ; মধুবর্ণে বহুশ্রম ও অধ্যবসায়, রক্তবর্ণে সামান্য ধন, কৃষ্ণবর্ণে অসার-বাসনা এবং মসূরাকারে পূর্ণসৌভাগ্য হয়। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কিঞ্চিৎ মুখরা।—বুধ ও বৃহস্পতি।

(২৮)

দক্ষিণনাভি,—দূরভ্রমণ, প্রবাস ও ভাগ্য। মধুবর্ণে বনিতাজনিত ভাগ্য, রক্তবর্ণে আত্মীয় হইতে অর্থ-প্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে অতি দারিদ্র্য এবং অক্রবৎ আকারে অর্থ ও সম্পত্তি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—পতির শুভ ও ধন, কৃষ্ণবর্ণে অস্থিরভাগ্য এবং মসূরাকারে অতি শুভ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(২৯)

বাম পৃষ্ঠ,—আত্মদোষজনিত দুঃখ, দারিদ্র্য ও তাপ ; মধুবর্ণে অথবা রক্তবর্ণে কথঞ্চিৎ দুর্ভাগ্যহ্রাস, কৃষ্ণবর্ণে অতি দুঃখ ও কারাবাস এবং অক্র বা চণক তুল্য আকারে অধিকাংশ শমতা ও শান্তি লাভ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শনি, বৃহস্পতি ও বুধ।

(৩০)

নিম্ন বামবক্ষঃ,—দুর্ভাগ্যজীবন, অমিতব্যয় ও সঞ্চিতধনবিনাশ। মধু অথবা রক্তবর্ণে পান-দোষ ও বহুভোজন। কৃষ্ণবর্ণে মস্তিষ্কবিকার ; মসূর-আকারে বিলাসবৃত্তি ও লাম্পট্য। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ।—মঙ্গল ও বৃহস্পতি।

(৩১)

বাম পৃষ্ঠ,—অভিযোগলিপ্সা, বিবাদবিসংবাদ এবং নারীসূত্রে বিপত্তি ; মধুবর্ণে বিলাসিতাজনিত দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে আত্মদোষে বিষয়ক্ষয় এবং মসূরাকারে সামর্থ্য ও সাহস। স্ত্রীজাতির মহা অলক্ষণ, এই তিলাঙ্ক যে কোন বর্ণে বা আকারে থাকিলে নারী অতি অসচ্চরিত্রা ও যার-পর-নাই কুগৃহিণী হয়।—শুক্র ও মঙ্গল।

(৩২)

বাম স্কন্ধ,—কারাদণ্ডভয় ও মিত্র কর্তৃক নিগ্রহ। মধুবর্ণে অপব্যয়, অমিতব্যয় ও সম্পত্তিনাশ, রক্তবর্ণে অধঃপতন ও দারিদ্র্য, কৃষ্ণবর্ণে মহতের কোপদৃষ্টি এবং অক্রবৎ বা মসূরাকারে যৌবনে বিপুল বিত্ত ও বার্দ্ধক্যে

ধনহীনতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ, মনস্তাপ ও যন্ত্রণা; কৃষ্ণবর্ণে যার-পর-নাই হতভাগিনী।—শনি ও মঙ্গল।

(৩৩)

বাম উদর—বাধাবিপত্তি, কষ্ট ও দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, মধুবর্ণে উদরব্যথা, রক্তবর্ণে পানদোষজনিত যকৃৎ রোগ, কৃষ্ণবর্ণে শুক্রের অযথা ক্ষয় বা সঙ্কয়জনিত ব্যাধি এবং মসূরাকারে বিপুল সামর্থ্য, প্রবল রতিশক্তি ও পুত্রলাভ। স্ত্রীজাতির অতি অলক্ষণ।—মঙ্গল।

(৩৪)

বাম পার্শ্ব,—হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য ও দুষ্টাবস্থা। মধুবর্ণে মিত্র কর্ত্তৃ অপমান, রক্তবর্ণে অসৎপ্রত্যুৎপন্নমতি, কৃষ্ণবর্ণে আত্মাপরাধজনিত সঙ্কট এবং অক্র বা মসূরাকারে দুর্ভাগ্যের শমতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ।—শনি ও বুধ।

(৩৫)

বাম নাভি,—নরহত্যা ও দেশান্তরপলায়ন। মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে জাতি বা আত্মীয় কর্ত্তৃক বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে জলপথে বিপদ এবং অক্রবৎ আকারে কথঞ্চিৎ শমতা। স্ত্রীজাতির অলক্ষণ; অল্পায়ু ও কু-স্বামী; কৃষ্ণবর্ণে শত্রুভয়। —মঙ্গল।

(৩৬)

দক্ষিণ উদর,—স্বাস্থ্যসুখ, দীর্ঘজীবন, সৌভাগ্য। মধুবর্ণে বা রক্তবর্ণে অধ্যয়নশীলতা ও ভাবনাশক্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিত্ত ধন এবং অক্র বা মসূরাকারে সৌভাগ্যের বৃদ্ধি। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, পতির সৌভাগ্য ও সুগৃহিণীপনা, কৃষ্ণবর্ণে পতির স্বাস্থ্যহানি।—বৃহস্পতি ও শুক্র।

(৩৭)

দক্ষিণাঙ্গ—বিপুল বিত্ত ও সম্ভ্রান্তপদ। মধুবর্ণে সহজসিদ্ধি, রক্তবর্ণে নিধিলাভ ও পরস্বপ্রাপ্তি, কৃষ্ণবর্ণে মধ্যবিধ ধন, মসূরাকারে প্রভূত সদ্গুণ ও জ্ঞান। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ, সৎপ্রকৃতি, পাতিব্রত্য, ধর্ম্ম, সতীত্ব ও সর্ব্বসুখ। —বৃহস্পতি ও শনি।

(৩৮)

দক্ষিণাঙ্গ,—সৌভাগ্য, মান্য ও খ্যাতি। মধুবর্ণে রত্ন ও ভূমি; রক্তবর্ণে খ্যাতি ও ধন; কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি এবং মসূরাকারে সর্ব্বসুখ, সৌভাগ্য ও জয়। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৩৯)

দক্ষিণ পার্শ্ব,—নিপুণতা, অবিহিত শ্রম, বহুধন ও দীর্ঘায়ুঃ। মধু বা রক্তবর্ণে সৌভাগ্যযুক্ত; কৃষ্ণবর্ণে কথঞ্চিৎ ক্ষতি এবং জক্র বা মসুরাকারে মহাসৌভাগ্য ও জয়। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি।—বৃহস্পতি ও বুধ।

(৪০)

দক্ষিণ জানু,—দৈবশক্তি বা প্রতিভা এবং বহুধন। মধুবর্ণে মহাসৌভাগ্য; রক্তবর্ণে মহোচ্চবংশের পত্নীলাভ, কৃষ্ণবর্ণে দাম্পত্য-কলহ এবং মসুরাকারে সর্ব্বত্র মহোন্নতি ও মহাধন। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, অস্থির সৌভাগ্য।—বুধ ও বৃহস্পতি।

(৪১)

বামজঙ্ঘা—জীবনসঙ্কট ব্যাধি; মধু বা রক্তবর্ণে কিঞ্চিৎ শমতা, কৃষ্ণবর্ণে উচ্চ হইতে পতনে, জলে বা অন্যরূপে অকালমৃত্যু এবং জক্র অথবা মসুরাকারে অল্পায়ুঃ ও সুখমৃত্যু।—স্ত্রীজাতির অতি অলক্ষণ, চিররোগভোগ, কৃষ্ণবর্ণে মহাদুর্ভাগ্য ও অপঘাতমৃত্যু।— শনি ও শুক্র।

(৪২)

বামাঙ্গ,—অতি নীচ ব্যবহার ও জঘন্যাবস্থা। মধু বা রক্তবর্ণে অপেক্ষাকৃত শুভ, কৃষ্ণবর্ণে বিলাসিতা ও কুষ্ঠ, অপঘাত, যক্ষ্মা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি এবং জক্র বা মসুরাকারে অস্থির ও সন্দিগ্ধচিত্ত। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি।—মঙ্গল ও চন্দ্র।

(৪৩)

বামাঙ্গ,—মহৎরোগ ও অতি দুর্ভাগ্য। মধু ও রক্তবর্ণে চিররোগ, কৃষ্ণবর্ণে সংক্রামক ব্যাধি, জলমগ্ন ফাঁড়া এবং মসুরাকারে দীর্ঘজীবনভোগ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—জলমগ্ন ও পতন ফাঁড়া ও পূর্ব্ববৎ প্রকৃতি।—শনি।

(৪৪)

নিম্ন বামপৃষ্ঠ,—দুষ্ট প্রকৃতি; মধুবর্ণে অতি ক্রোধ, রক্তবর্ণে অতি নিষ্ঠুরতা, কৃষ্ণবর্ণে চৌর্য্য, হত্যা ও সমুচিত দণ্ডভোগ এবং জক্র বা মসুরাকারে দুর্ভাগ্যের কথঞ্চিৎ শমতা। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—অসৎপ্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণে অল্পায়ুঃ। —শনি।

(৪৫)

বাম জঙ্ঘা,—বাধা, বিপত্তি ও দুঃখ। মধুবর্ণ বা রক্তবর্ণে অবিমৃষ্যকারিতা, কৃষ্ণবর্ণে অপমৃত্যু এবং মসূরাকারে আপেক্ষিক শুভ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে অপঘাতমৃত্যু হয়।—মঙ্গল ও চন্দ্র।

(৪৬)

দক্ষিণ উদর,—জীবনসঙ্কট বিপত্তি ও মস্তকে আঘাতভয়; মধু বা রক্তবর্ণে বিপদ ও মুক্তি, কৃষ্ণবর্ণে কার্যক্ষতি, বিত্তনাশ, সাঙ্ঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তি এবং মসূরাকারে ঐরূপ ক্ষতি। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—পতনফাঁড়া ও আদরের বস্তুনাশ এবং কৃষ্ণবর্ণে মস্তকে আত্মকৃত প্রস্তরাঘাত।—মঙ্গল।

(৪৭)

দক্ষিণাঙ্গ,—শত্রুভয় ও মানহানি, রক্তবর্ণে আপেক্ষিক বৃদ্ধি, কৃষ্ণবর্ণে দক্ষিণাঙ্গে অস্ত্রাগ্নিভয় এবং মসূরাকারে মধ্যবিধ ভাগ্য। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শনি ও মঙ্গল।

(৪৮)

নিম্ন দক্ষিণাঙ্গ,—দুর্ভাগ্য ও দৈন্য। যে কোন বর্ণে বা আকারে অশুভ এবং জলমগ্ন ও পতনফাঁড়া। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—মঙ্গল।

(৪৯)

বাম উদর,—শত্রুভয়, রাজদণ্ড ও দুর্ভাগ্য; মধু বা রক্তবর্ণে প্রবল শত্রু এবং কৃষ্ণবর্ণে অপঘাতমৃত্যু-শঙ্কা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ।—শনি ও মঙ্গল।

(৫০)

নিম্ন বামাঙ্গ,—জঘন্য আকার, কুৎসিত ব্যবহার ও অতি নীচপ্রকৃতি, মধুবর্ণে তস্করবৃত্তি, রক্তবর্ণে নরহত্যা এবং ক্রুশ বা মসূরাকারে ঘোর বিলাসিতা। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—মৃত্যুফাঁড়া, কৃষ্ণবর্ণে অপঘাত-মৃত্যু।—মঙ্গল ও বুধ।

মতান্তরে—বৈষম্যপ্রিয়তা ও বিবাদাসক্তি; মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে অতিক্রোধ, কৃষ্ণবর্ণে হত্যাপরাধ এবং ক্রুশ বা মসূরাকারে কচিৎ অপমৃত্যু স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—বিষভয় ও অপঘাতমৃত্যু।—শনি ও মঙ্গল।

(৫১)

দক্ষিণ গুহ্য,—বিবাহজনিত সৌভাগ্য, মধুবর্ণে সৌভাগ্য ও ধন, রক্তবর্ণে নারীসূত্রে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্ণে উৎকণ্ঠা ও আংশিক ক্ষতি এবং মসূরাকারে অসম্ভাবিত সম্পত্তিলাভ। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ।—শুক্র ও বুধ।

(৫২)

মধ্য অঙ্গ,—গর্ব্ব, ক্ষিপ্রকারিতা এবং রুক্ষ ও কোপনপ্রকৃতি। যে কোন বর্ণ বা আকারে স্বভাবদোষ। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি।—মঙ্গল ও বুধ।

(৫৩)

গুহ্যদেশ,—ব্যাপক ও সঙ্কট বহুরোগ; মধুবর্ণে গুহ্যপীড়া, রক্তবর্ণে শিরঃপীড়া, কৃষ্ণবর্ণে দন্ত ও গুহ্যরোগ এবং মসূরাকারে চিত্তোদ্বেগ, তীব্রভাষা ও অদ্ভুত কৌতূহল। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—স্বাস্থ্যক্ষয়, স্ত্রীরোগ ও আত্মদোষজনিত মৃত্যু।—শনি।

(৫৪)

বাম গুহ্য,—নরহত্যা, মধু বা রক্তবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্ণে স্বজনহত্যা এবং মসূরাকারে মস্তিষ্কবিকার ও উন্মত্ততা। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—শুক্র ও মঙ্গল।

(৫৫)

দক্ষিণ গুহ্য,—অপযশঃ ও ব্যভিচার। মধুবর্ণে আত্মীয়সূত্রে ও কৃষ্ণবর্ণে পত্নীসূত্রে দুর্ভাগ্য এবং মসূরাকারে আপেক্ষিক শমতা ও শুভ। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—পুংশ্চলী বা বেশ্যাবৃত্তি।—শনি ও শুক্র।

(৫৬)

বস্তির নিম্নতল,—বিলাসবাসনা ও অশ্লীল-প্রকৃতি; রক্তবর্ণে বহুরতি, কৃষ্ণবর্ণে তজ্জনিত রোগ ও ক্ষতি এবং মসূর বা চণকাকারে দুর্ব্বলতা ও অসামর্থ্য; স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি।—শুক্র।

(৫৭)

দক্ষিণ-উদর—সৌভাগ্য ও সম্পদ্; মধুবর্ণে যৌবনে সৌখ্য, রক্তবর্ণে আজীবন সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি এবং মসূরাকারে বার্দ্ধক্যে মহাসৌখ্য। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৫৮)

দক্ষিণ নাভি,—নারীসূত্রে সৌভাগ্য ; মধুবর্ণে দান, সম্পত্তি, রক্তবর্ণে উত্তরাধিকার, কৃষ্ণবর্ণে বিষয়লাভ এবং মসূরাকারে সৌভাগ্যবর্দ্ধন। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ।—বৃহস্পতি ও শুক্র।

(৫৯)

বাম উদর,—লাম্পট্যজনিত কষ্ট, দুর্ভাগ্য ও রাজদণ্ড ; মধুবর্ণে সামান্য নারীসূত্রে, রক্তবর্ণে মহদ্বংশীয়া নারীসূত্রে এবং কৃষ্ণবর্ণে অতি জঘন্যা নারী বা কোন অস্বাভাবিক অশ্লীলসূত্রে আর মসূরাকারে আত্মকৃত সূত্রে দুর্ভাগ্য। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ, ঐরূপ প্রকৃতি।—শনি ও শুক্র।

(৬০)

বামাঙ্গ,—বিবাহজনিত দুর্ভাগ্য ; মধুবর্ণে দৈন্য, রক্তবর্ণে অপযশঃ, কৃষ্ণবর্ণে অশান্তি এবং মসূরাকারে সম্পত্তিবিনাশ। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ। —কৃষ্ণবর্ণে পুংশ্চলী বা বেশ্যাবৃত্তি।—শনি ও মঙ্গল।

মতান্তরে,—ভাগ্য-উন্নতি,—যে কোন বর্ণে ও আকারে শুভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—পতির শুভ।—বৃহস্পতির শনি।

মতান্তরে,—বিলাসবৃত্তি ;—মধু বা রক্তবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, কৃষ্ণবর্ণে অ· জঘন্য নীচাবস্থা এবং উচ্চাকারে অম্লান ও স্বাভাবিক বিলাস। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ —কৃষ্ণবর্ণে কুলকলঙ্কিনী।—শনি ও বুধ।

(৬১)

দক্ষিণাঙ্গ,—সৌভাগ্য ; মধু বা রক্তবর্ণে বিপুল বিত্তলাভ, কৃষ্ণবর্ণে বাধাবিপত্তি, অতি দুর্ভাগ্য ও মুক্তি এবং মসূরাকারে অসম্ভাবিত ও অচিন্তিতপূর্ব্ব সম্পত্তিলাভ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ, কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ।—বুধ ও বৃহস্পতি।

মতান্তরে,—বিপুলবিত্ত ও সম্ভ্রম ; কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক শমতা এবং মসূরাকারে পরস্বপ্রাপ্তি ও স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ। কৃষ্ণবর্ণে কুলক্ষণ।—শুক্র ও বুধ।

(৬২)

বাম গুহ্য,—বিরক্তি ও যন্ত্রণা। মধু বা রক্তবর্ণে উগ্রপ্রকৃতিজাত যন্ত্রণা, কৃষ্ণবর্ণে অপমৃত্যু এবং মসূরাকারে চিরযন্ত্রণাভোগ। স্ত্রীজাতির অতি সুলক্ষণ। শনি ও বুধ।

(৬৩)

বাম জঙ্ঘা,—অশ্লীল ইন্দ্রিয়দোষ ; মধুবর্ণে অতিরিক্ত রতি ও সামর্থ রক্তবর্ণে অতিরেক, কৃষ্ণবর্ণে শিল্পপরায়ণতা-জনিত দন্তভোগ এবং মসূরাকারে নারীর কুচক্রে মহাক্ষতি। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ।—কৃষ্ণবর্ণে আত্মহত্যা। —শনি ও শুক্র।

(৬৪)

দক্ষিণ পার্শ্ব,—ক্রোধ ও নিষ্ঠুরতা, মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে, প্রতিহিংসা-লিপ্সা, কৃষ্ণবর্ণে নরহত্যা বা তাহার হেতু এবং মসূরাকারে অসমসাহসিকতা। স্ত্রীজাতির অতি অলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে জীবনসঙ্কট।—মঙ্গল।

(৬৫)

গুহ্যদেশ,—অল্পায়ু ; মধুবর্ণে বহুভোজন, কুপথ্য ও চরিত্রদোষজনিত আয়ুঃক্ষয়, রক্তবর্ণে ভ্রমণ, পরিবর্ত্তন ও অস্থির কর্ম্মজনিত আয়ুঃক্ষয় ; কৃষ্ণবর্ণে বিষযোগে বিনাশ এবং মসূরাকারে অমিতাচারে অপমৃত্যু।—স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ—প্রসবসঙ্কট। কৃষ্ণবর্ণে অল্পায়ুঃ ও বিষসেবনে অপমৃত্যু।—শনি।

(৬৬)

বামাঙ্গ,—বিবাদ, বিপদ, ও জীবনসঙ্কট ; মধু ও রক্তবর্ণে সম্পত্তিজনিত বিপত্তি, কৃষ্ণবর্ণে ঐরূপ দুঃখে প্রাণাত্যয় এবং উচ্চাকারে আপেক্ষিক শমতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণে দ্বিচারিণীভাব ও অকালমৃত্যুভয়।—শনি ও মঙ্গল।

(৬৭)

গুহ্যদেশ,—বহুবিপদে উচ্ছিন্নাবস্থা ; মধুবর্ণে প্রতি বিপদে আশু মুক্তি, রক্তবর্ণে আরোপিত বিপদ, কৃষ্ণবর্ণে বিপদের সহিত গুহ্যপীড়া এবং জক্র বা মসূরাকারে সঙ্কটে শমতা ও মুক্তিলাভ। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি। —মঙ্গল।

(৬৮)

জানুদেশ,—বহুদেশ ভ্রমণ ; মধুবর্ণে ভ্রমণ দ্বারা ভাগ্য ও ধন, রক্তবর্ণে নিজস্ব-উচ্ছেদ, কৃষ্ণবর্ণে বিশ্বাসদ্রোহ ও অসৎপ্রকৃতি এবং জক্র বা মসূরাকারে সুখসম্পত্তিভোগ। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—কু-গৃহিণী, কৃষ্ণবর্ণে অসতী।—মঙ্গল ও বুধ।

(৬৯)

পাদদেশ,—জারজ সন্তানলাভ। মধু বা রক্তবর্ণে ভাগ্য ও ভোগ, কৃষ্ণবর্ণে নীচবৃত্তি বা অল্পবিত্ত এবং মসূরাকারে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রতিভা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ —ঐরূপ প্রকৃতি। অধিকাংশ জারজ সন্তানলাভ ও জারজ পুত্রগণ কর্ত্তৃক সংসারে উৎপীড়ন।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

মতান্তরে,—অশান্তি, বর্ব্বরতা ও কলহলিপ্সা। মধুবর্ণে সাহস, সামর্থ্য; রক্তবর্ণে অত্যুগ্রস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণে নরহত্যা এবং কক্র বা মসূরাকারে অকারণ আততায়িতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—ঐরূপ প্রকৃতি, কৃষ্ণবর্ণে বসনাবৈগুণ্যে অকালমৃত্যু।—মঙ্গল।

(৭০)

দক্ষিণ নিতম্ব,—শিল্পপ্রতিভা, অধ্যবসায় ও খ্যাতি;—মধুবর্ণে পরধনলাভ, রক্তবর্ণে সুখ ও সৌভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে নির্বিজ্ঞান এবং মসূরাকারে সর্ব্বসুখ। স্ত্রীজাতির সুলক্ষণ—কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্যবর্ণে সৌভাগ্য ও দীর্ঘায়ুঃ, কৃষ্ণবর্ণে আপেক্ষিক ক্ষতি।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

(৭১)

নাভি ও গুহ্যের মধ্যভাগ,—উদ্বন্ধন অথবা রাজদণ্ডে ফাঁসী বা অপমৃত্যু। মধুবর্ণে আপেক্ষিক শমতা, রক্তবর্ণে শত্রু কর্ত্তৃক দুর্ভাগ্য, কৃষ্ণবর্ণে রাজদণ্ডে নিধন এবং মসূরাকারে জলমধ্যে মৃত্যু। স্ত্রীজাতির অতি কুলক্ষণ, গর্ভাবস্থায় কষ্ট ও বিপদ্। কৃষ্ণবর্ণে ঐ অবস্থায় মৃত্যু।—শনি ও শুক্র।

(৭২)

জঙ্ঘা,—সৌভাগ্য, সহজসিদ্ধি, অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও সুখ; মধুবর্ণে স্থানীয় রোগভোগ, রক্তবর্ণে অর্শপীড়া ও আয়ুর্হানি, কৃষ্ণবর্ণে অল্পায়ুঃ এবং মসূরাকারে দুর্ভাগ্যে শমতা। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—বস্তিপীড়া ও মাতৃরোগ, কৃষ্ণবর্ণে পতনে গর্ভস্রাব।—শনি।

(৭৩)

নিতম্ব,—পতনফাঁড়া; মধুবর্ণে সামান্য আঘাত, রক্তবর্ণে বহুবার পতন ও গুরু আঘাত, কৃষ্ণবর্ণে আঘাতে জীবনসঙ্কট এবং মসূরাকারে অতি সামান্য ক্ষতি; কণ্ঠ

ও নিতম্বের উভয় তিল সমবর্ণে ও সমাকারে অতি কুষ্ঠাদি দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। স্ত্রীজাতির কুলক্ষণ—পতন বা জলমগ্ন ফাঁড়া—শনি ও মঙ্গল।

ক

সাংঘাতিক ক্ষত বা আঘাত এবং কঠোর ভাগ্য।—শনি

খ

দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি, অস্থিরবাস ও অল্পায়ুঃ।—শনি ও মঙ্গল।

গ

সাংঘাতিক রোগ, পৌনঃপুনিক পীড়া ও অল্পায়ুঃ।—চন্দ্র ও মঙ্গল।

ঘ

সৌভাগ্য, স্বকৃত ন্যায়োপার্জ্জিত সম্পত্তি সৌখ্য ও দীর্ঘজীবন।—বৃহস্পতি ও মঙ্গল।

চ

ব্যবসায় বা বিবাহজনিত সৌভাগ্য ও সম্মান।—বুধ ও বৃহস্পতি।

র

মদনোন্মাদ ও তৎসূত্রে দাসত্বভোগ।—শনি ও শুক্র।

স

পাপপ্রকৃতি ও আত্মহিতবৃত্তি।—শনি ও শুক্র।

চরিত্রানুমান-বিদ্যা

—০:*:০—

কর্ম্মক্ষেত্রে (সংসারে) সর্ব্বদাসাধ্য অপ্রতিহার্য্য ক্রিয়াকলাপের সাধনঃ-সংবেশেই হউক, আর লোকসাধারণ নৈমিত্তিক বৃত্তি আসঙ্গলিপ্সার মোহিনী শক্তিবশেই হউক, প্রতিপদেই সর্ব্বত্র ও সর্ব্বক্ষণ যে জাতককে বহু বিভিন্ন প্রকৃতিস্থ বিভিন্নচরিত্র ব্যক্তিবিশেষের সহিত সঙ্ঘর্ষণ করিতে হয়, কুত্রাপি তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই এবং অহরহঃ এইরূপে অপরিচিত অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কতজন কত দিকে কতরূপেই যে অনুক্ষণ অসৎকৃত ও বিপদ-গ্রস্ত হইয়া থাকেন,

তাহারও ইয়ত্তা হয় না। সম্পূর্ণ না হউক, আংশিক পরিমাণেও ব্যবহার্য্য ব্যক্তির প্রকৃতি অবগত হইতে পারিলে এ দুর্দ্দৈবের হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ নিষ্কৃতিলাভ হইতে পারে। প্রত্যক্ষ-বিবেক-জ্ঞান সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইলেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগ্রহ জন্মিবে সন্দেহ নাই, তথাপি অপেক্ষাকৃত বিশদ ও প্রস্ফুট করিয়া এই মহার্ঘ জ্ঞান শিক্ষার্থিগণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য মানবতত্ত্ববিৎ মহামতি জ্যোতির্বিদ্‌গণের সহানুভূতি অবশ্য জ্ঞাতব্য। প্রধান প্রধান চরিত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ সংজ্ঞায় সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে নিম্নে প্রকাশিত হইল ;—

পিত্ত-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—উষ্ণস্পর্শ, শুষ্ক, কৃশ, কর্কশ ও রোমশ। মুখমণ্ডল—বর্ণ ঈষৎ পাণ্ডু ও আভা পাংশুবৎ। জিহ্বা ও মুখাভ্যন্তর—স্বভাবতঃ শুষ্কবৎ। তৃষ্ণা—অপেক্ষাকৃত ঈষৎ প্রবল ও পৌনঃপুনিকা। প্রকৃতি—অব্যবস্থিত, অশান্ত ও চঞ্চল। নাড়ী প্রকৃতি—কষায় এবং গতি দ্রুত ও বেগবান্। মুখের আস্বাদ—তিক্ত, কষায় বা কটু। প্রস্রাব—অপেক্ষাকৃত তরল সূক্ষ্মধার ও ঈষৎ হরিদ্রাবর্ণ। স্বপ্ন—কলহ, বিবাদ ও অধিকাংশ পীতবর্ণ পদার্থ। ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ—অধিকাংশ পিত্ত।

বায়ু-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ একাদশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—যুগপৎ উষ্ণ ও আর্দ্রস্পর্শ, মাংসল, কোমল ও রোমশ। লাবণ্য —কিশলয় তুল্য, সতেজ ও সরল। মুখভাব—অপরিস্ফুট ও ঈষৎ সংলগ্ন। শিরা ও মাংসপেশী—পূর্ণতাবিশিষ্ট এবং ঈষৎ স্ফীত। নাড়ীর প্রকৃতি—পুষ্ট, আর্দ্র ও দ্রুত। প্রস্রাব—ঈষৎ রক্তবর্ণ ও স্থূলধার। মুখের আস্বাদ—মিষ্ট বা মধুর। অভ্যাস—বাক্‌পটুতা। প্রকৃতি—হাস্য, বিদ্রূপ ও প্রফুল্লতা। স্বপ্নদৃশ্য—শোভা, সৌন্দর্য্য, নৃত্যগীতাদি আনন্দময় পদার্থ। ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ—অধিকাংশ ভাগ শোণিত।

কফ-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—শীতল ও আর্দ্রস্পর্শ, কোমল, স্থূল ও রোমশ মুখমণ্ডল—সর্ব্বদা স্বভাবতঃ নিষ্প্রভ। আর্দ্রতার আধিক্য—পৌনঃপুনিক শ্লেষ্মা বা নিষ্ঠীবনক্ষেপ।

প্রস্রাব—ঈষৎ শুভ্র, জলবৎ ও অধিক। নাড়ীপ্রকৃতি—কোমল, শিথিল ও মৃদু। তৃষ্ণা—অপেক্ষাকৃত প্রবল। নিদ্রা—অধিক ও গভীর। প্রকৃতি—শিথিল, মৃদু ও আলস্যপরায়ণ। স্বপ্নদৃশ্য—জলপথ, জলপ্লাবন ও জলীয় ঘটনা। ভুক্ত-দ্রব্যের পরিমাণ—অধিকাংশ ভাগ কফ শ্লেষ্মা।

অতিপিত্ত বা বিষণ্ণ-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

ত্বক্‌ভাগ—শীতলস্পর্শ, শুষ্ক, সূক্ষ্ম, ও মসৃণ। শরীরের বর্ণ—যে কোন বর্ণ হউক না, ঈষৎ সীসকপ্রতিভ। নিষ্ঠীবন—অত্যল্প ও কটু। প্রস্রাব—অতিশয় মলিন ও ঈষৎ সীসক-প্রতিভ। নাড়ী-প্রকৃতি—মৃদু, মন্দ ও কর্কশ। প্রকৃতি—সর্ব্বদা বিষণ্ণ, অন্যমনস্ক ও অব্যবস্থিত। অভ্যাস—সকল বিষয়েই শঙ্কা ও দুর্ব্বলতা। চিন্তাশক্তি—প্রখর, দৃঢ় ও একাগ্রতাসম্পন্ন। স্বপ্নদৃশ্য—অধিকাংশ কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ, হত্যাকার্য্য, বধ এবং ভূত-প্রেতপিশাচাদি ভয়াবহ যোনি। ভুক্তদ্রব্যের পরিমাণ—অতি পৈত্তিক পদার্থ ও বিস্বাদ।

উষ্ণমস্তিষ্ক

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

মুখমণ্ডল—স্বভাবতঃ রুক্ষ ও আরক্তিম বর্ণ। মস্তক—মুণ্ডিত করিলে অতি শীঘ্র কেশ পুনরুত্থিত হয়। কেশ—কঠিন, কুঞ্চিত, অতি কৃষ্ণবর্ণ ও অল্পবয়সে টাক হয়।

শীতলমস্তিষ্ক

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

১। মুখমণ্ডল—স্বভাবতঃ শীতল ও নিষ্প্রভ। ২। মস্তক—কেশ মুণ্ডিত করিলে অতি বিলম্বে পুনরুত্থিত হয়। ৩। কেশ—বিরল, ঋজু ও বিবর্ণ।

শুষ্কমস্তিষ্ক

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

জিহ্বা—অম্লশুষ্কবৎ। গাত্রমল—চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকায় মল অত্যল্প। কেশ—কর্কশ ও অল্পবয়সে লুপ্তি (টাক)। বাহ্যেন্দ্রিয় শক্তি অতিপ্রখর। নিদ্রা—কচিৎ ও অত্যল্প।

আর্দ্রমস্তিষ্ক

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

জিহ্বা—অত্যধিক রসযুক্ত। গাত্রমল—চক্ষু, কর্ণ ও নাসায় প্রচুর। মস্তক—কোমল ও শীঘ্র বর্দ্ধনশীল কেশযুক্ত। বাহ্যেন্দ্রিয়—স্বভাবতঃ অপ্রখর শক্তিবিশিষ্ট। নিদ্রা—অপ্রচুর ও গম্ভীর।

উষ্ণ (কঠিন)-হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—সরল ও পৌনঃপুনিক। নাড়ীপ্রকৃতি—সরল, দ্রুত ও পৌনঃপুনিক। বক্ষঃস্থল—বৃহৎ, বিষম ও লোমাচ্ছন্ন। প্রকৃতি—উৎসাহ ও উত্তমপূর্ণ। ক্রোধ—ক্ষিপ্র ও বিষম (বিবেচনাশূন্য)।

শীতল (কোমল)-হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

নিশ্বাসের গতি—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। নাড়ীপ্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, বিরল ও মন্দ। বক্ষঃস্থল—সমাকৃতি, সুদৃশ্য ও অল্প ক্ষুদ্ররোমযুক্ত। প্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত অল্পোৎসাহ ও হীনোত্তম। ক্রোধ—বিরল ও সম (বিবেচনা-বিশিষ্ট)।

শুষ্ক হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ীপ্রকৃতি—তীক্ষ্ণ ও কর্কশ। ক্রোধ—বহুব্যাপী ও অদম্য।

আর্দ্র হৃদয়

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

নাড়ীপ্রকৃতি—লঘু, কোমল ও মৃদু। ক্রোধ—অত্যল্পস্থায়ী ও শাম্য।

তীক্ষ্ণ-প্রতিভা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চবিংশতি প্রকার)

দেহ—নাতিহ্রস্ব, সরল ও সম। গঠন—নাতিকৃশ, নাতিস্থূল ও পরিমিত। মাংস ও পেশী—স্বভাবতঃ কোমল। ত্বক্‌ভাগ—সূক্ষ্ম, সমান, নাতিকর্কশ ও

নাতিকোমল। বর্ণ—জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট। কেশ—নাতিকর্কশ, নাতিকোমল, ঋজু ও ঈষৎ আকুঞ্চিত। মস্তক—মধ্যমাকৃতি, নাতিবৃহৎ ও নাতিক্ষুদ্র। মুখমণ্ডল—নাতিমাংসল ও নাতিকৃশ। ললাট—অনতি-উচ্চ ও অনতিমসৃণ। নেত্র—অতি বৃহৎ ও জ্যোতির্ব্বিশিষ্ট। দৃষ্টি—স্নিগ্ধ ও বিনম্র। কর্ণ—ক্ষোদিত-বৎ, সুন্দর ও অপেক্ষাকৃত গভীর। দন্ত—ক্বচিৎ ঘন, ক্বচিৎ বিরল, অপেক্ষাকৃত স্থূল, সমসংখ্যক ও সুন্দর। জিহ্বা—সূক্ষ্ম ও রক্তাভ। স্বর—অনতিশিথিল ও মধ্যম। গলদেশ—অনতিস্থূল, সুন্দর ও সম। কণ্ঠঘন্টি (গলার টুঁটী) অপ্রকাশিত ও চঞ্চল। পার্শ্ব ও পৃষ্ঠ—অনতিমাংসল ও সুগঠন। স্কন্ধ—অনুচ্চ, অস্থূল ও সম। শিরাগ্রন্থি—সুস্পষ্ট, সংবদ্ধ ও সুন্দর। হস্ত—অনতিদীর্ঘ, সম ও সুদৃশ্য। অঙ্গুলী—কৃশ, দীর্ঘ, সমদূরবর্ত্তী ও সম। পদতল—অনতিমাংসল, কোমল, সম, মসৃণ, শুভ্র, সূক্ষ্ম, রক্তাভ ও জ্যোতির্যুক্ত। গতি—সরল ও সমান।

মলিন-প্রতিভা

(প্রধান লক্ষণ বিংশতি প্রকার)

দেহ—অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও বৃহৎ। গঠন—অতিমাংসল ও স্থূল। মাংস ও পেশী—কঠিন ও কর্কশ। বর্ণ—জ্যোতির্ব্বিরহিত। মস্তক—অতি বৃহৎ বা অতি ক্ষুদ্র এবং সম্মুখভাগ, নিম্ন ও পশ্চাদ্ভাগে বর্ত্তুল। কেশ—তীক্ষ্ণ, কর্কশ এবং অত্যধিক। মুখমণ্ডল—অতিবৃহৎ ও মাংসল। ললাট—বৃহৎ, মাংসল ও গোলাকার। কর্ণ—গোলাকৃতি ও চিপিটাকার অথবা ক্ষুদ্র ও ঋজু। নেত্র—অস্ফুট ও শিথিল অথবা অচঞ্চল ও স্থির। কণ্ঠঘন্টি—স্থানভ্রষ্ট অথবা কুৎসিতগঠন। স্কন্ধ—উভয় সীমান্তে ঋজু ও ঊর্দ্ধমুখ। উদরভাগ—অতিমাংসল ও স্থূল। বক্ষঃস্থল—বৃহৎ ও মাংসল। উদর—অতি অপ্রকাশিত। বাহু—অত্যধিক মাংসযুক্ত। জঙ্ঘা—খর্ব্ব ও সন্ধিস্থানে স্থূল, মাংসল ও গোল। গুল্‌ফ—খর্ব্ব, ক্ষুদ্র ও বক্র।

প্রবল-স্মৃতি

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

দেহ—উত্তমাঙ্গ-সমুদয় ও সন্ধিস্থান-সকল অনতিবৃহৎ, মধ্যমাকার, সুগঠন ও মাংসল অথচ অস্থূল। মস্তক—পশ্চাদ্ভাগস্থিত মেধাস্থান বর্দ্ধিতায়তন। কর্ণ—ঈষৎ বৃহৎ।

দুর্ব্বল-স্মৃতি

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

১। দেহ—উত্তমাঙ্গ সমুদয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, কুগঠন এবং স্থুল। ২। মস্তিষ্ক—আর্দ্র। ৩। মস্তক—পশ্চাদ্‌ভাগে চাপা। ৪। কর্ণ—ক্ষুদ্র।

উৎকৃষ্ট বিচারশক্তি

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

চক্ষু—ঈষৎ চঞ্চল। ধাতু—অপেক্ষাকৃত রুক্ষ। স্বর—অত্যুচ্চ, মন্থর, অবহিত ও ব্যবস্থিত অথচ সহজ।

প্রজ্ঞা ও বিবেক

(প্রধান লক্ষণ চতুর্দ্দশ প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। মস্তক—সম্মুখভাগে নিম্ন ও পশ্চাদ্‌ভাগে ঈষৎ বর্দ্ধিত। মুখমণ্ডল—অপেক্ষাকৃত ঈষৎ বিশাল ও ঈষৎ মাংসল। ললাট—ঈষৎ চতুরস্র ও দীর্ঘল এবং রগের দিকে টানা। চক্ষু—পূর্ণ, উচ্চ, পরিষ্কার ও চঞ্চল। জিহ্বা—সূক্ষ্ম ও মসৃণ। নাসা পরিমিত ও সুগঠন। স্বর—অতীব্র ও সম। কণ্ঠাস্থি (ঘাড়) দক্ষিণভাগে ঈষৎ বঙ্কিম। অঙ্গভঙ্গি—প্রকৃত ও সুন্দর। কেশপাশ—সুদৃশ্য ও সরল। বক্ষস্থল—বিশাল। স্কন্ধদেশ—বৃহৎ ও সম। বাহুদ্বয়—বিশাল অঙ্গুলি ঈষৎ বৃহৎ এবং কথোপকথনকালে স্বভাবতঃ চঞ্চল।

অবিবেক (বিবেচনাশক্তিহীনতা)

(প্রধান লক্ষণ বিংশতি প্রকার)

আকৃতি ও গঠন—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং দেহভাগ বামভাগে ঈষৎ বঙ্কিম। মস্তক—বর্ত্তুলাকার এবং সম্মুখভাগে ও পশ্চাদ্‌ভাগে নিম্ন। কেশ—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ এবং স্কন্ধাভিমুখে ধাবিত। মুখমণ্ডল—অতিবিশাল ও মাংসল। চক্ষু—ক্ষুদ্র, আরক্তিম বা স্তিমিত (মিটমিটে), মলিন, অল্পচাঞ্চল্যযুক্ত, ঊর্দ্ধভাগে ভগ্ন এবং ঈষৎ স্ফীত। কর্ণ বৃহৎ, দীর্ঘ এবং ঋজু (খাড়া)। নাসা—অযথা পরিমিত ও কুগঠন। ললাট—স্ফীত (ফুলা) অথবা বিদীর্ণ (চেরা)-বৎ। ওষ্ঠ ও অধর—বৃহৎ ও স্ফীত। স্বর—অত্যুচ্চ, তীব্র ও মধুর। বাক্য—মৃদু, বহুল ও অসংবদ্ধ।

হাস্য—শুষ্ক ও পৌনঃপুনিক। কৃকাটিকা—ঋজু (খাড়া) অথবা সংযত (চাপা)। স্কন্ধ—লোমাবৃত। পার্শ্বদেশ—মাংসল। হস্ত—অতিখর্ব্ব এবং সন্ধিস্থান দীর্ঘল, স্থূল অথচ তীক্ষ্ণবৎ। অঙ্গুলী—খর্ব্ব ও মাংসল। গতি (চলন)—অনবহিত, ঈষৎ কুব্জবৎ এবং আকৃতি অস্থির।

ধার্ম্মিকতা

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

মুখমণ্ডল—পরিষ্কার ও মনোরম। ললাট নাতিনির্ম্মল ও নাতিমলিন। চক্ষু—(আকৃতি) স্ফুরিত, বৃহৎ ও সুন্দর। চক্ষু—(প্রকৃতি) আর্দ্র, উজ্জ্বল ও বিকসিত। দৃষ্টি—বিনীত ও নম্র। স্বর—সম, নাতি-উচ্চ ও নাতি-নিম্ন। হাস্য—অনধিক ও মৃদু।

অধার্ম্মিকতা

(প্রধান লক্ষণ দ্বাদশ প্রকার)

মুখমণ্ডল—কুগঠিত। কর্ণ—দীর্ঘ ও অপ্রসর। চক্ষু—বিবর্ণ, শুষ্ক, স্ফুরিত ও উজ্জ্বল। ভ্রূ—রোমশ ও সংযুক্ত। মুখ—ক্ষুদ্র অথচ বহির্ভাগে স্ফুরিত। দন্ত—দীর্ঘ, ঋজু ও দৃঢ়। অধর—সূক্ষ্ম ও নিম্ন এবং দশনবিকাশক। স্বর—ক্ষুদ্র, দ্রুত ও অনুনাসিক। গলদেশ—আবদ্ধ। পৃষ্ঠ—ঈষৎ কুব্জবৎ। ত্বক্ ও পাদদেশ—অপেক্ষাকৃত সমধিক খর্ব্ব ও সূক্ষ্ম। পাদতল ঋজু বা কুব্জ।

ন্যায়পরায়ণতা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

দেহভাগ—পরিমাণবিশিষ্ট। ললাট—দীর্ঘল ও উভয়পার্শ্বে বর্দ্ধিত। কেশ—স্বল্প, সুন্দর ও সম। চক্ষু—ঈষৎ বৃহৎ, স্ফুরিত, জ্যোতির্যুক্ত ও উভয় পার্শ্বে বর্দ্ধিত। স্বর—গম্ভীর। আকৃতি—গম্ভীর ও প্রশংসিত।

অন্যায়পরায়ণতা

(প্রধান লক্ষণ দ্বিবিধ)

চক্ষু—নীলবর্ণের আভাবিশিষ্ট, শুষ্ক, ঈষৎ চঞ্চল, ঘূর্ণিত এবং দৃষ্টি স্থির ও তীব্র। আকৃতি—কর্কশ ও ভীতিপ্রদ।

শক্তি ও সাহস

(প্রধান লক্ষণ অষ্টাদশ প্রকার)

শরীর—সরল ও ঋজু। মস্তক—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। কেশ—নাতিকুঞ্চিত, নাতিসরল। ললাট—পরিমিত ও চতুরস্র। চক্ষু—পরিমিত, বিকসিত ও নীল, পীত, লোহিত তিন বর্ণের আভাবিশিষ্ট। ভ্রূ—ন্যুব্জ ও বঙ্কিম। নাসা—ললাটের নিম্নে ন্যুব্জ অথবা অগ্রভাগে বর্ত্তুলবৎ ও স্থূল (ভোঁতা)। মুখ—বৃহৎ। চিবুক—চতুরস্র ও লোমশ। অধরোষ্ঠ—সূক্ষ্ম (পাতলা)। স্বর—উচ্চ ও ঝঙ্কারযুক্ত। নিশ্বাস—সরল ও অবিরাম। গলদেশ—বর্দ্ধিত ও সরল। বক্ষঃস্থল—পূর্ণ ও বিশাল। পৃষ্ঠভাগ—প্রশস্ত ও কঠিন। স্কন্ধ—দীর্ঘ ও বিশাল। সন্ধিস্থান—প্রস্ফুট, সুসংবদ্ধ ও বিশাল। গতি (চলন)—স্কন্ধের চাঞ্চল্য ও বিশাল বিক্ষেপ।

অসামর্থ্য ও ভীরুতা

(প্রধান লক্ষণ উনবিংশতি প্রকার)

শরীর—ঈষৎ বঙ্কিম বা ন্যুব্জ। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও রোমরহিত। রোমরাজি—অতি বিরল ও কোমল। অঙ্গভঙ্গী শান্তিব্যঞ্জক। বর্ণ—মলিন ও সীসকবৎ জ্যোতির্বিশিষ্ট। মস্তক সম্মুখ ও পশ্চাদ্‌ভাগে সংযত ও নিম্ন। কেশ—অনতিকৃষ্ণবর্ণ ও অপেক্ষাকৃত বিরল। মুখমণ্ডল—অপেক্ষাকৃত জ্যোতির্হীন ও বিষণ্ণ। ললাট—বৃহৎ ও মাংসল অথবা অস্থিসার। মুখ—ক্ষুদ্র ও রেখাবৎ ওষ্ঠবিশিষ্ট। নিশ্বাস—ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল ও মন্থর। স্বর—তীব্র ও মসৃণ (চাঁচা) অথবা শিথিল এবং ঈষৎ ভগ্ন ও অনুনাসিক। বাক্য—তীব্র, দুর্ব্বল ও অল্প। গলদেশ—সন্ধিস্থান কোমল, অস্ফুট ও দুর্ব্বল। বাহু—খর্ব্ব। জঙ্ঘা—ক্ষুদ্র ও কৃশ। হস্ত—দীর্ঘ ও ক্ষুদ্র।

নির্ভীকতা

(প্রধান লক্ষণ দ্বাদশ প্রকার)

ললাট—অনির্ম্মল ও অবনত। ভ্রূ—দীর্ঘ। চক্ষু—শুষ্ক, আরক্ত, বিকসিত, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ। মুখশ্রী—কঠিন ও কর্কশ। নাসিকা—দীর্ঘ ও মুখভাগ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত। মুখ—বৃহৎ ও প্রকাশিত; দন্ত—তীক্ষ্ণ, বিরল, দীর্ঘ ও সরল। গলদেশ—খর্ব্ব ও অপূর্ণ। বক্ষঃস্থল—বিশাল। স্কন্ধ—অতি বৃহৎ বাহু—দীর্ঘ ও বিশাল। অঙ্গুলী—খর্ব্ব ও ঘন।

মিতাচার

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

কেশ—নাতিপ্রবল, নাতিবিরল। ললাট—অনতিনির্ম্মল। চক্ষু—বৃহৎ ও উজ্জ্বল এবং মধ্যাকার-তারকাবিশিষ্ট। অঙ্গপরিমাণ—নাভি হইতে গুহ্য যত পরিমাণ, কণ্ঠ হইতে নিম্নবক্ষঃ তত পরিমাণ।

মিতাচার

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মুখমণ্ডল—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের জ্যোতির্বিশিষ্ট। চক্ষু—বৃহৎ, ঈষৎ আর্দ্র, স্ফুরিত, আরক্তিম, তীক্ষ্ণ ও অনুজ্জ্বল। মুখ—নিম্ন ও কুগঠন। বাক্য—উচ্চ ও ক্ষীণ। নিশ্বাস—দ্রুত ও স্থূল। গলদেশ—স্থূল ও কণ্ঠঘণ্টা অপ্রকাশিত। উদর—নিম্নবক্ষঃ হইতে কণ্ঠের পরিমাণ যত, নাভি হইতে নিম্নবক্ষের পরিমাণ ততোধিক।

মদনোন্মাদ (কামুকতা)

(প্রধান লক্ষণ সপ্তদশ প্রকার)

মস্তক—বিষম, কর্কশ ও কেশবহুল। কেশ—ঋজু, ঘন, কঠিন ও কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষু—নিম্ন, পরিষ্কার ও কটাক্ষবিশিষ্ট। পক্ষ্ম—সর্ব্বদা চঞ্চল। ললাট—উত্তমার্দ্ধ কেশাবৃত অথবা ভ্রূর উপান্ত পর্য্যন্ত কেশসমাবৃত। কর্ণ অতি ক্ষুদ্র। গণ্ড হাস্যকালে আকুঞ্চিত। নাসা—নিম্নতাবিশিষ্ট। চিবুক—কেশবহুল। গলদেশ—বামভাগে ঈষৎ বঙ্কিম। বক্ষঃস্থল লোমশ, বৃহৎ ও কৃশ। স্তনাগ্র—নিম্নমুখে অবনত। জঙ্ঘা—কৃশ, বিষম কঠিন। উদর—স্থূল ও কোমল। বাহু—দৃঢ় ও দুর্ব্বল এবং প্রস্ফুটশির। পদাঙ্গুলী—অপেক্ষাকৃত সংলগ্নবৎ। গতি (চলন)—ধীর ও মন্থর এবং মধ্যে মধ্যে স্থিরতা ও অঙ্গদর্শন।

বিশ্বস্ততা

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

ললাট—কঠিন ও হ্রীয়মান। ভ্রূ—সঙ্কুচিত ও সংযুক্ত। চক্ষু—নাতিনিম্ন, নাতিবৃহৎ, ঘোর কৃষ্ণাভ ও উজ্জ্বল।

অবিশ্বস্ততা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মস্তক—অতি ক্ষুদ্র, অযথাপরিমিত, সুগঠন ও পশ্চাদ্‌ভাগে ক্ষীণ। ললাট—বিষম, তীক্ষ্ণ ও কূপবহুল। চক্ষু—ক্ষুদ্র, নিম্ন, শুষ্ক, অস্ফুট ও তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট। স্কন্ধ—অত্যুচ্চ ও পূর্ণ। কর্ণদ্বয়—ক্ষুদ্র, কৃশ।

বিনয় ও শিষ্টাচার

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত। অঙ্গভঙ্গী—মৃদু ও মন্থর। চক্ষু—অপেক্ষাকৃত অপরিস্ফুট, অনতিবিকসিত ও অর্দ্ধ উন্মীলিতবৎ। ভ্রূ—অনতিচঞ্চল। গণ্ড—লজ্জাদিকালে আরক্তিম আভাবিশিষ্ট। স্বর ও বাক্য—গভীর, চিন্তিত, বিলম্বিত ও মন্থর। বর্ণ—ঈষৎ রক্তবর্ণের আভাবিশিষ্ট।

অশিষ্টাচার ও অবিনয়

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

শরীর—ঋজু ও তীক্ষ্ণ। বর্ণ—জ্যোতির্হীন। মস্তক—মধ্যাংশে ক্রমসূক্ষ্ম ও উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে বর্দ্ধিত। কেশ—স্ফুটিতাগ্র। মুখমণ্ডল—অতিবর্ত্তুল বা অতি দীর্ঘ। চক্ষু—পূর্ণবিকসিত ও উজ্জ্বল। পক্ষ্ম—রোমবহুল ও ঋজু। ভ্রূ—অতি দীর্ঘ। বাক্য—নির্লজ্জ, উত্তেজিত ও লাঞ্ছনাপ্রকাশক। নাসা—অতি মাংসল ও স্থূলাগ্র (ভোঁতা) এবং ললাটের নিকট ন্যুব্জ বা কুঞ্চিত। বক্ষঃ—উচ্চ ও সম। পদাঙ্গুলী ও নখ—আবক্র। গতি (চলন)—ক্ষিপ্র ও হঠতাযুক্ত।

নম্রতা ও সুশীলতা

(প্রধান লক্ষণ নয় প্রকার)

মস্তক—আর্দ্রবৎ, কোমল, সম ও অল্পলোমযুক্ত। কেশ—কোমল, চাকচিক্যবিশিষ্ট ও সম। চক্ষু—কৃষ্ণবর্ণ। ভ্রূ—অনতিবঙ্কিম। স্বর—কোমল, ধীর ও গুরুত্ববিশিষ্ট। বাক্য—বিনীত, অনবহিত ও শিথিল। গতি (চলন)—ধীর, মন্থর ও অনবহিত।

নিষ্ঠুরতা, হঠকারিতা (গোঁয়ারতামী), অসূয়া, অহিতাকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি দুষ্টাচরণ

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

দেহভাগ—সরল, ঋজু ও হীনতাবিশিষ্ট। বর্ণ—জ্যোতির্হীন। মুখমণ্ডল—গোলাকার। ললাট—গোলাকার অথবা আকুঞ্চিত। ভ্রূ—বিপরীতভাগে কুব্জ ও বর্দ্ধিত। চক্ষু—বৃহৎ, পুষ্ট, আরক্ত ও তীক্ষ্ণোজ্জ্বল। প্রান্তললাট—উচ্চ ও স্ফুরিতবৎ এবং শিরাপ্রকাশিত। নাসা—নিম্নভাগে তীক্ষ্ণ। নাসাপুট—বৃহৎ, বিস্তৃত ও কূপগভীর। মুখ—ঈষৎ প্রকম্পিতবৎ। দন্ত—ঋজু ও তীক্ষ্ণ। জিহ্বা—জড়তাযুক্ত ও ক্ষিপ্র। স্বর—উচ্চ ও ব্যাহত অথবা তীক্ষ্ণ ও উগ্র অথবা প্রথম উচ্চ বা নিম্ন এবং শেষ তীক্ষ্ণ বা সূক্ষ্ম। বাক্য—ক্ষিপ্র, অপরিণত, কঠোর ও পুনরুক্তিপূর্ণ। মুখশ্রী—কর্কশ ও নির্দ্দয়। গলদেশ—দীর্ঘ স্থূল ও প্রস্ফুটশির। কণ্ঠ—বিষম ও স্ফুরিত। বক্ষঃ—বৃহৎ, ক্ষীণ ও সুগঠন। স্কন্ধ—বৃহৎ স্কন্ধপার্শ্ব—বিস্তৃত। সন্ধিস্থান—বৃহৎ ও দৃঢ়। স্বভাব—সময়ে সময়ে অঙ্গুলীর চাঞ্চল্য। শব্দ—দন্তে দন্তে পীড়ন।

অযত্ন ও অনবধানতা

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

কেশ—কোমল ও চিক্কণ। মুখমণ্ডল—অতীব বিশাল ও পুষ্ট। ললাট—অপ্রসর ও ক্ষুদ্র। ভ্রূ—নাসিকাভিমুখে আনত। কর্ণ—অতি ক্ষুদ্র। চক্ষু—ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ—কুগঠন ও বিদীর্ণ (চেরা) বৎ। অধরোষ্ঠ—স্থূল। দন্ত ঘন ও সম। স্বর—অপরিস্ফুট বা তীক্ষ্ণ। বাক্য—দ্রুত ও সম, কিংবা ধীর ও ক্ষীণ। গলদেশ—স্থূল ও মাংসল। উদর—রোমশ, কোমল ও নিম্নমুখাবনত।

সাধুতা ও সত্যকথন

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

আকৃতি—মুখমণ্ডল মধ্যবিধ, নাতিদীর্ঘ, নাতিবর্ত্তুল এবং গণ্ড ও প্রান্ত ললাট যথাপরিমিত ও স্থির এবং ঈষৎ মাংসল। স্বর—নিম্ন, নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব।

মিথ্যাকথন

(প্রধান লক্ষণ অষ্ট প্রকার)

দেহভাগ—কুগঠিত ও ঈষৎ কুব্জ। মুখমণ্ডল—মাংসল। নাসা—মধ্যস্থানে উচ্চ। চক্ষু—অনিন্দিত, প্রফুল্ল ও ঈষৎ কটাক্ষযুক্ত। ভ্রূ—নিম্নমুখে অবনত। পক্ষ্ম—নিম্নপক্ষ্ম ধনুবৎ ও রামধনুর ন্যায় বর্ণ ও জ্যোতির্বিশিষ্ট। বাক্য—অপেক্ষাকৃত দ্রুত, চাটুভাবাত্মক ও ঈষৎ সানুনাসিক। হাস্য—ব্যঙ্গবিকাশক।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

মুখমণ্ডল—মাংসল ও আবল্যবিশিষ্ট। ললাট—কুঞ্চিত ও বিষম। ভ্রূ—প্রান্তললাটের নিকট নত, বক্র ও সংলিপ্ত। চক্ষু—ক্ষুদ্র, ঈষৎ গোল ও উজ্জ্বল। স্বর—অনতিস্ফুট ও শিথিলবৎ। গতি—চাঞ্চল্য-বিশিষ্ট ও সর্ব্বদা অস্থির।

চাটুতা (খোসামোদ)

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

মুখমণ্ডল—জ্যোতিহীন ও ঈষৎ আকুঞ্চিত। ললাট—অতি পরিষ্কার ও নির্ম্মল। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও চঞ্চল। আকৃতি ও স্বর—মনোজ্ঞ এবং কৃত্রিম। গতি ও ক্রিয়া—বিবিধ নৈপুণ্যপ্রকাশক, বৈচিত্র্যবিশিষ্ট এবং ইতস্ততঃ ধাবনাত্মক।

উদারতা ও সদাশয়তা

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

কেশ—স্বভাবতঃ নাসাভিমুখে অবনত। গলদেশ—পশ্চাদ্ভাগে উচ্চতাবিশিষ্ট। স্কন্ধ—দৃঢ়। অঙ্গুলী ও বাহু—অঙ্গুলিসকল পশ্চাদ্দিকে ঈষৎ বঙ্কিম ও বাহু দীর্ঘ।

প্রলোভনপরায়ণতা

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

মুখমণ্ডল—অতি ক্ষুদ্র। চক্ষু—অতি হ্রস্ব। ভ্রূ—নাসাভিমুখে আবক্র। পৃষ্ঠ—কুব্জ বা কুগঠন। স্কন্ধ—সুন্দর, সংবদ্ধ নহে, বক্ষঃ-

স্থূলের দিকে অবনত। অঙ্গুলী—অপেক্ষাকৃত কঠিন, সঙ্কোচযুক্ত ও সম্মুখভাগে আবক্র। গতি—ঘন বিক্ষেপ, ক্ষিপ্র ও দ্রুত।

সভ্যতা ও সামাজিকতা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

ললাট—বিশাল, মাংসল, চতুরস্র ও সম। চক্ষু—আর্দ্র ও উজ্জ্বল। আকৃতি—হর্ষ, সন্তোষ ও প্রফুল্লতাবিশিষ্ট। স্বর—মনোরম ও সুন্দর। অঙ্গভঙ্গী—ধীর ও মন্থর।

অমার্জ্জিত বা ইতরপ্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

শরীরের গঠন—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও হীনতাবিশিষ্ট। ললাট—মলিন, কুঞ্চিত ও অতি বিষম। চক্ষু—নিম্নাভিমুখে তীক্ষ্ণদৃষ্টিবিশিষ্ট। জিহ্বা—ক্ষিপ্র। গতি (চলন)—ক্ষুদ্র ও দ্রুত বিক্ষেপ। স্বভাব—ভ্রমণসময়ে একান্তে আত্মগত আলাপ।

শ্রমশীলতা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

মস্তক—ক্ষুদ্র বা অনতিবৃহৎ। শরীরের প্রকৃতি—রুক্ষ ও কঠিন। মুখমণ্ডল—কৃশ ও অস্থিবিশিষ্ট। চক্ষু—চঞ্চল ও ক্ষিপ্র। জিহ্বা—ক্ষিপ্র। গতি—দ্রুত ও দীর্ঘ বিক্ষেপ।

আলস্য ও বিশ্রামলিপ্সা

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

মস্তক—প্রকাণ্ড। শরীরের প্রকৃতি—আর্দ্র ও কোমল। মুখমণ্ডল—মাংসল ও ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আভাযুক্ত। ললাট—বিশাল। চক্ষু—অনতিচঞ্চল ও শিথিল। নাসা—নিম্নভাগে স্থূল। গণ্ড—প্রস্ফুরিত। জিহ্বা—ধীর। আলাপ ও বাক্য—অনধিক। গতি—ধীর, মন্থর ও ঔদাস্যযুক্ত।

ঔদাস্য, দীর্ঘসূত্রতা, উদ্যমহীনতা ও অসন্তোষ

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ হইতে উত্তমাঙ্গ অযথাপরিমাণে বৃহত্তর। শরীরের প্রকৃতি—শ্লেষ্মাধিক্য। ত্বক—অত্যধিক প্রস্ফুরিত। চক্ষু—প্রস্ফুরিত বা অতি পুষ্ট। আকার—আবল্যযুক্ত ও নিরুদ্যম। নাড়ীপ্রকৃতি—অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ।

অতিবিনয়, নিরহঙ্কার ও নীচতা

(প্রধান লক্ষণ পঞ্চ প্রকার)

দেহভাগ—ঈষৎ অবনত বা বঙ্কিম। চক্ষু—অপ্রসন্ন ও শান্ত। জিহ্বা—মধ্যবিধ। হাস্য—ক্বচিৎ। গতি—মন্থর ও নম্র।

অহঙ্কার ও গর্ব্ব

(প্রধান লক্ষণ দশ প্রকার)

দেহভাগ—ঋজু ও সরল। ভ্রূ—স্ফুরিত ও অতি বক্র। চক্ষু—বৃহৎ, উজ্জ্বল, খঞ্জনবৎ ও ঊর্দ্ধ্ব-সঞ্চালিত-তারকাবিশিষ্ট। স্বর—তীব্র ও গম্ভীর। হাস্য—বর্দ্ধিত ও বিকৃত। গলদেশ—স্থূল ও দীর্ঘ। কণ্ঠ—তীক্ষ্ণ ও বর্দ্ধিত। অঙ্গুলী—ক্ষুদ্র ও দীর্ঘ। গতি—বৈচিত্র্যজ্ঞাপক ও গর্ব্বপূর্ণ। কৃকাটিকা (ঘাড়)—বঙ্কিম ও ইতস্ততঃ অপাঙ্গে দৃষ্টি। স্বভাব—ভ্রমণকালে মধ্যে মধ্যে স্থিরভাব।

অতিবিশ্বস্ততা

(প্রধান লক্ষণ চারি প্রকার)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ ঈষৎ ক্ষুদ্র ও পরিমিত। কর্ণ—মধ্যবিধ পরিমাণবিশিষ্ট, মস্তকের সহিত সুসংলিপ্ত, ক্ষোদিতবৎ। অধরোষ্ঠ—সঙ্কোচযুক্ত।

বাচালতা

(প্রধান লক্ষণ ত্রয়োদশ প্রকার)

দেহভাগ—অধমাঙ্গ হইতে উত্তমাঙ্গ বৃহত্তর। মুখশ্রী—ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণের আভাবিশিষ্ট। কর্ণ—বৃহৎ ও ঋজু। নাসা—সরল। গণ্ড—অতি দীর্ঘল। মুখ—বর্দ্ধিত ও বিদীর্ণবৎ। চিবুক—অতি দীর্ঘ। ওষ্ঠাধর—অধরের উপর ওষ্ঠ পতিত। জিহ্বা—তীব্র ও নীরস। গলদেশ—দীর্ঘ ও কৃশ। কণ্ঠ—তীক্ষ্ণ ও বিষম। পার্শ্ব—প্রকাশিত অস্থি। অঙ্গুলী—দীর্ঘ ও কৃশ।

হিতৈষিতা

(প্রধান লক্ষণ তিন প্রকার)

মুখশ্রী—সুন্দর ও প্রীতিপদ। ললাট—দীর্ঘ, নিম্নমুখ, বিষম ও ঈষৎ তীক্ষ্ণ। চক্ষু—মাংসল ও হাস্যযুক্ত অথচ অধিকাংশ সময় অশ্রুসম্পন্ন।

অহিতৈষিতা

(প্রধান লক্ষণ ষড়্‌বিধ)

প্রান্ত ললাট (রগ্)—বক্র ও নিম্ন। ভ্রূ—রোমশ ও সংযুক্ত। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও বিমলিন। মুখ—কুগঠিত। দন্ত—দীর্ঘ। বাহু—খর্ব্ব।

পরশ্রীকাতরতা

(প্রধান লক্ষণ সপ্ত প্রকার)

দেহ—অপেক্ষাকৃত কৃশ ও ক্ষীণ। মুখমণ্ডল—সমান এবং কৃশ ও ঈষৎ নীলবর্ণের আভাবিশিস্ট। কর্ণ—দীর্ঘ ও অপ্রসর। চক্ষু—ক্ষুদ্র ও মলিন। স্বর—মধুর, মনোরম ও সুন্দর। বাক্য—তীব্র ও তীক্ষ্ণ। হাস্য—অপ্রকাশিত অথচ সময়ে সময়ে হর্ষ ও প্রফুল্লতা-প্রকাশক।

ক্ষিপ্রকারিতা

(প্রধান লক্ষণ দুই প্রকার)

স্বর—প্রথমে নিম্ন ও গম্ভীর এবং শেষে উচ্চ, তীব্র ও তীক্ষ্ণ। দন্ত—বিমিশ্র অর্থাৎ কতক প্রশস্ত ও ঘন এবং কতক ক্ষুদ্র ও বিরল।

বীরত্ব ও মহত্ত্ব

(প্রধান লক্ষণ ষোড়শ প্রকার)

গঠন—সরল, ঋজু ও যথাপরিমিত। বর্ণ—অপরিস্ফুট ও আরক্তিম। মস্তক—পরিমিতরূপে প্রশস্ত, সুবৃত্ত ও উভয় পার্শ্বে বর্দ্ধিত। কেশ—সুন্দর ও সম। মুখমণ্ডল—পরিষ্কার, সুন্দর ও জ্যোতির্বিশিষ্ট। ললাট—চতুরস্র, পরিমিত ও অতি নির্ম্মল। চক্ষু—বিশাল। আকৃতি—শ্রদ্ধা ও ভীতিব্যঞ্জক। কর্ণ—পরিপাটি, পরিমিত, ঈষৎ চতুরস্র ও তীক্ষ্ণ শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট। মুখ—বৃহৎ অথচ সুন্দর। বাক্য—বিনীত ও গম্ভীর। হর্ষভাব—অনতিরিক্ত। বক্ষঃস্থল—বিশাল ও সুদৃঢ় সংবদ্ধ। করদ্বয়—মুক্ত ও বিশাল। অঙ্গুলী—পরিমিতরূপে দীর্ঘ, ক্ষুদ্র, সুন্দর ও ঈষৎ পশ্চাদ্দিকে বক্র। গতি—ধীর, মন্থর, গম্ভীরও মহত্ত্বব্যঞ্জক।

বর্ব্বর-প্রকৃতি

(প্রধান লক্ষণ উনবিংশতি প্রকার)

গঠন—শিরোভাগে বক্রতাসম্পন্ন। মস্তক—কঠিন ও কর্কশ অথবা সূক্ষ্ম। কেশ—কর্কশ, ঘন ও বিষম। মুখমণ্ডল—কুগঠিত ও মলিন। ললাট—কঠিন ও বিষম। কর্ণ—অতি বৃহৎ ও প্রলম্বিত। চক্ষু—ক্ষুদ্র, রুক্ষ, কোটরগত, অস্ফুট ও ধূসর এবং পীতবর্ণের আভাযুক্ত। ভ্রূ—লোমশ ও যুক্ত। দন্ত—তীক্ষ্ণ ও তীব্র। আকৃতি—ভীষণ। গণ্ড—দীর্ঘ ও কেশবহুল। মুখ—দীর্ঘ, প্রসর ও ছদ্মবাক্যবিশিষ্ট। স্বর ও বাক্য—তীক্ষ্ণ, ভেদক ও ছদ্ম। পৃষ্ঠদেশ—কেশযুক্ত। স্কন্ধ—স্থূল ও উন্নত। উদর—বিশাল। পদতল—খর্ব্ব ও মাংসল। নখ—কুব্জ, অপ্রসর ও দীর্ঘ। অঙ্গুলী—খর্ব্ব ও ঘন। মনুষ্যপ্রকৃতির সমষ্টিগুলি এই স্থলেই আমরা শেষ করিলাম, ইহাতে চরিত্রানুমানবিদ্যা সহজে সিদ্ধ হইবে।

দৈব-জ্ঞান

গার্হস্থ্য জীবনের অবশ্যম্ভাবী দৈনন্দিন সুখদুঃখ এবং তদগত নিত্য প্রতিপাদ্য অপ্রতিবিধেয় ও অভিলষিত কর্ম্মাদির ভাবী শুভাশুভ ফলের সহজ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞ ত্রিকালদর্শী আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ বহুবিধ পবিত্র ও বিচিত্র দৈববিধানাবলীর নির্দ্ধারসাধন করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতিপয়মাত্র সর্ব্ববাদিসম্মত, সহজ ও সাক্ষাৎফলপ্রদ বলিয়া প্রাচীন ও আধুনিক, পাশ্চাত্য বা প্রাচ্য সমগ্র জ্যোতিজ্ঞ'মণ্ডলীর মধ্যেই সর্ব্বত্র সমভাবে সমাদৃত ও অব্যর্থ বলিয়া পরিগণিত ও পরিগৃহীত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে শাকুনশাস্ত্র বা কাকচরিত্র, প্রত্যঙ্গ-নৃত্য বা স্পন্দনচরিত্র, ক্ষুৎপল্লীবিজ্ঞান জ্যেঠীপতন-সংবাদ ও নরাঙ্কিত বা পতাকা, এই পঞ্চবিধান সর্ব্বাপেক্ষা বহুল প্রচলিত ও প্রকৃষ্ট। সহজে ও সংক্ষেপে যথাক্রমে ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হইল :—

কাকচরিত্র

কাক জাতিভেদে পঞ্চ প্রকার :—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ।

আকার বৃহৎ, বর্ণ ঘোর কৃষ্ণ, স্বর দৃঢ় এবং মুখভাগ দীর্ঘ ও স্থূল হইলে কাক ব্রাহ্মণজাতীয় হয়। দেহ ও বর্ণ বিমিশ্র, চক্ষু নীল বা পীতাভ ও অঙ্গ বলিষ্ঠ হইলে কাক ক্ষত্রজাতি হয়। যে-সকল কাকের শরীর নীলমিশ্রিত পাণ্ডুবর্ণ এবং চক্ষুদ্বয় নীলমিশ্রিত শুভ্র, তাহাদিগকে

বৈশ্যজাতীয় কহে। আর কৃশ, রুক্ষ, চঞ্চল, পাংশুবর্ণবিশিষ্ট যে-সকল কাক এবং যাহাদের শব্দোচ্চারণে বহু ককারধ্বনি হয়, তাহারা শূদ্র-জাতীয় হইয়া থাকে। অন্ত্যজজাতীয় কাক বিভিন্নরূপ; ইহাদের নখ প্রদীপ্ত, স্বর ও গতি স্থির, কণ্ঠদেশ চিক্কণ এবং অঙ্গ ও মুখভাগ রুক্ষ ও সূক্ষ্ম।

ব্রাহ্মণজাতীয় কাকের সূচিত ফল সদ্য, ক্ষত্রজাতির ফল তিন দিবসে, বৈশ্যের সপ্তাহে, শূদ্রের দশাহে এবং অন্ত্যজ কাকের ফল পক্ষমধ্যে প্রকাশিত হয়।

সূর্য্যোদয়সময়ে পূর্ব্বদিকে প্রশস্ত স্থানে বসিয়া কাক যদি কাহারও সম্মুখভাগে রব করিতে থাকে, তবে তাহার শত্রুক্ষয়, কার্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীরত্নলাভ হইবে।

প্রভাতে অগ্নিকোণে মনোরম স্থানে বসিয়া কাক যাহার অভিমুখে রব করে, তাহার শত্রুক্ষয় ও নারীলাভ হইবে।

প্রভাতে দক্ষিণদিকে বসিয়া কঠোর রব করিলে তাহার রোগ, মনস্তাপ ও মৃত্যু উপস্থিত হয়। যদি স্বর মনোহর ও শান্ত হয়, তবে ইষ্টবস্তু ও স্ত্রীলাভ হয়।

প্রাতঃকালে নৈঋ‌র্তকোণে কাক রব করিলে গৃহস্থের সেইদিন কোন ক্রুরকার্যসাধন করিতে হয় অথবা কোন স্থান হইতে কোন ব্যক্তি আগমন করে।

প্রাতঃকালে যদি পশ্চিমদিকে কাকের শব্দ হয়, তবে সেই দিবস গৃহস্থের পত্নীসহ কলহ হয়, বৃষ্টি হয়, দূতের আগমন হয় এবং অন্ন অথবা নারীলাভ হয়।

প্রাতঃকালে বায়ুকোণে কাকশব্দ হইলে ইষ্টদ্রব্যলাভ, মিষ্টান্ন ও মানলাভ, অতিথি বা অভ্যাগতের আগমন, পূর্ব্বধনবিনাশ অথবা প্রবাসযাত্রা উপস্থিত হয়।

প্রভাতে উত্তরদিকে কাকধ্বনি হইলে দৈন্য, দুঃখ ও সর্পভয় ঘটে এবং নষ্টবস্তু ও ইষ্টলাভ হইয়া থাকে।

প্রাতে ঈশানকোণে কাকধ্বনি হইলে, বাটীতে যদি রোগী ব্যক্তি থাকে, তবে তাহার অমঙ্গল হয়, কোন প্রিয়বস্তু লাভ হয় এবং অন্ত্যজজাতিরা কোন স্ত্রীর বাটীতে আসিয়া সেইদিন কোন অকল্যাণসাধন করিয়া যায়।

প্রাতঃকালে মস্তকের উপরিভাগে মধুর কাকধ্বনি হইলে সেই ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ হয় সন্দেহ নাই।

(প্রথম প্রহর)

পূর্ব্বদিকে কাকশব্দ হইলে অভীষ্টসিদ্ধি, বন্ধুসমাগম ও নষ্টবস্তুলাভ হয়। অগ্নিকোণে হইলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনাশ হয়।

দক্ষিণদিকে হইলে নারীলাভ, সুখভোগ ও প্রিয়সম্মিলন হয়।

নৈঋ‘তকোণে হইলে মিষ্টান্নভোজন, সৌখ্য, মনোরথসিদ্ধি, বন্ধু ও নারীলাভ হয়। পশ্চিমদিকে হইলে সেইদিন বৃষ্টি হয় ও কোন পূজ্য ব্যক্তির আগমন বুঝা যায়।

বায়ুকোণে কাকশব্দ হইলে কোন প্রিয়জনের সহিত সম্মিলন, রাজদর্শন, পথিকদর্শন বা রাজপ্রসাদ লাভ হয়। ঈশানকোণে অভীষ্ট বা প্রিয়সাক্ষাৎকারলাভ, বহুলোক-সম্মিলন ও অগ্নিভয় হয়।

মস্তকের উপরিভাগে হইলে সৌখ্য, সম্পত্তি, সম্মানভোগ, ইষ্টসিদ্ধি ও ধনলাভ হয়।

(দ্বিতীয় প্রহর)

পূর্ব্বদিকে হইলে পথিকের আগমন, ব্যাকুলতা, চৌরভয় ও বহু শঙ্কা উপস্থিত হয়।

অগ্নিকোণে হইলে কলহ, স্ত্রীলাভ ও প্রিয়ব্যক্তির আগমন-সংবাদ ঘটে। দক্ষিণদিকে হইলে বহুভয়, বৃষ্টি ও প্রিয়সমাগম হয়, নৈঋ‘তে হইলে প্রাণভয়, স্ত্রীভোগ ও রোগশান্তি হয়।

পশ্চিমদিকে হইলে স্ত্রীসমাগম, বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হয়।

বায়ুকোণে হইলে দূতাগমন, নারীলাভ, মানলাভ, পুত্রলাভ, অন্নলাভ এবং চৌরপথিক-সম্মিলন হয়। উত্তরদিকে হইলে ধনাগম ও ইষ্টজনের আগমন হয়; কিন্তু ঐ শব্দ যদি কর্কশ হয়, তবে চৌরভয় সম্ভব।

বায়ুকোণে মধুর রব হইলে গুরুপত্নীসমাগম এবং জয়সংঘটন হয়, কঠোর রব হইলে রুক্ষবাক্যলাভ ও চৌরাগ্নিসন্ত্রাস উপস্থিত হয়।

মস্তকের উপরিভাগে হইলে রাজার অথবা রাজতুল্য মহদ্‌ব্যক্তির আনুকূল্য বা অনুগ্রহলাভ এবং মিষ্টান্নভোজন ও শুভ হয়; কিন্তু ঐ শব্দ কঠোর হইলে চৌরভয় উপস্থিত হইয়া থাকে।

(তৃতীয় প্রহর)

পূর্ব্বদিকে মধুর রব হইলে রাজাগমন, কার্য্যসিদ্ধি ও জয়সংঘটন হয়। কর্কশ রব হইলে বৃষ্টি ও চৌরভয় উপস্থিত হয়।

অগ্নিকোণে মধুর রব হইলে জয় অথবা শুভবার্ত্তালাভ হয়; কঠোর রব হইলে অগ্নিভয়, কলহ ও বিরুদ্ধ বার্ত্তালাভ হইবে।

দক্ষিণদিকে হইলে সত্বর ব্যাধি উপস্থিত হয়, আত্মীয়ব্যক্তির আগমন হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যসিদ্ধি হইয়া সমুদায় অতি উৎকৃষ্টরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

নৈঋ্‌তকোণে হইলে জলদাগম, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুজয়, কোন শূদ্র-ব্যক্তির আগমন এবং বিরুদ্ধসংবাদশ্রবণ ও যাত্রায় কার্য্যবিনাশ হয়।

পশ্চিমদিকে হইলে নষ্টলাভ, মিত্রাগমন, দূরযাত্রা, অভিলষিত ও জয়বার্ত্তা শ্রবণ এবং কোন নারীর আগমন হয়। শব্দ যদি সুমধুর হয়, তবে সেই দিবস অতিশয় সুযাত্রা হইবে অর্থাৎ যে কোন কার্য্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিবে, তাহা নিশ্চয় সুসিদ্ধ হইবে।

বায়ুকোণে হইলে সেইদিন দুর্দ্দিন অর্থাৎ মেঘাচ্ছন্ন হইবে এবং ঝড়বৃষ্টি, নষ্টলাভ, প্রিয়সমাগম, প্রশান্ত মধুর বাক্যশ্রবণ, চৌরাগমন, সুন্দরী স্ত্রীলাভ ও যাত্রায় সুসিদ্ধি হয়। শব্দ যদি কঠোর হয়, তবে শুভফলগুলি হইবে না।

উত্তরদিকে হইলে স্বার্থলাভ, খাদ্যলাভ, সুযাত্রা, খাদ্যবৃদ্ধি ও শুভবার্ত্তাশ্রবণ ও বাটীতে কোন বৈশ্যজাতীয় ব্যক্তির আগমন হয়।

ঈশানকোণে মধুর রব হইলে ভোজ্য ও জয়লাভ হইবে এবং কর্কশ শব্দ হইলে হানি ও কলহ উপস্থিত হইবে।

মস্তকের উপরিভাগে হইলে তিল, তাম্বূলাদি এবং ভোজ্যলাভ হইবে

(চতুর্থ প্রহর)

পূর্ব্বদিকে হইলে রাজপূজা ভয়বৃদ্ধি, রোগ এবং অর্থলাভ হয়।

অগ্নিকোণে হইলে ভয় মৃত্যু অথবা কোন শিষ্ট ব্যক্তির আগমন হয়।

দক্ষিণদিকে হইলে তস্করভয় অথবা শত্রুভয় এবং অগ্নিকোণজনিত ফল অর্থাৎ রোগ ও মৃত্যু ভয় এবং শিষ্টব্যক্তির আগমন হয়।

নৈঋ্‌তকোণে হইলে অভীষ্টসিদ্ধি ও সমৃদ্ধিলাভ হয় এবং পথিমধ্যে চৌরের সহিত বিবাদ বা কলহ উপস্থিত হয়।

পশ্চিমদিকে হইলে অর্থ ও জয়লাভ, ব্রাহ্মণ বা নারীর আগমন, জলবর্ষণ ও মধ্যবিধ যাত্রাসিদ্ধি হয়।

বায়ুকোণে হইলে কোন প্রিয় মানিনী নারীর আগমন হয় এবং সপ্তাহমধ্যে কিছুকালের জন্য প্রবাসযাত্রা উপস্থিত হয়।

উত্তরদিকে হইলে পথিকের আগমন, তাম্বূল বা উপঢৌকনলাভ, কুশলবার্ত্তা, অর্থলাভ ও যাত্রায় ঐশ্বর্য্যলাভ হয় এবং যদি গৃহে রোগী থাকে, তবে তাহার মৃত্যু বা জীবনসঙ্কট উপস্থিত হয়।

ঈশানকোণে হইলে সুবর্ণবার্ত্তালাভ হয় এবং গৃহে রোগী থাকিলে তাহার বিনাশ হয়। মস্তকের উপরিভাগে হইলে ইষ্টসিদ্ধি হয় ও অধ্যাবিধ যাত্রা সিদ্ধ হইয়া থাকে।

দণ্ডভেদ

দিবার প্রথম দণ্ডে পূর্ব্বপার্শ্বে "অগ্নি অগ্নি" ধ্বনি হইলে পৌরুষ্য অর্থাৎ সুখ্যাতিলাভ হয়; দ্বিতীয় দণ্ডে অগ্নিকোণে "অয় অয়" ধ্বনি হইলে, শোকবার্ত্তা উপস্থিত হয়; তৃতীয় দণ্ডে দক্ষিণে 'মৃয় মৃয়' ধ্বনি হইলে বিত্তলাভ হয়। চতুর্থ দণ্ডে নৈঋ'তকোণে 'মৃয়া মৃয়া' ধ্বনি হইলে অগ্নিভয় অথবা চৌরভয় ঘটে। পঞ্চম দণ্ডে পশ্চিমদিকে "আহা আহা" ধ্বনি হইলে বিত্তলাভ হয়। ষষ্ঠ দণ্ডে পশ্চিমদিকে "কাহা কাহা" ধ্বনি হইলে ইষ্টসিদ্ধি বা কার্য্যে লাভ হয়। ষষ্ঠ দণ্ডে বায়ুকোণে "আহে আহে" ধ্বনি হইলে নিকটস্থ কোন ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইবে এবং সেই রোগে তাহার মৃত্যু হইবে। সপ্তম দণ্ডে উত্তরদিকে "যা যা" ধ্বনি হইলে অন্যবার্ত্তা অর্থাৎ কোনরূপ সংবাদ উপস্থিত হয়। অষ্টম দণ্ডে ঈশানকোণে "হা হা" ধ্বনি হইলে মরণবার্ত্তা উপস্থিত হয়। নবম দণ্ডে ব্রহ্মস্থানে অর্থাৎ মস্তকোপরি "হা হা" ধ্বনি হইলে পূর্ব্বপ্রার্থনাসিদ্ধি হয়। দশম দণ্ডে সম্মুখভাগে "আবা আবা" ধ্বনি হইলে, কোন শুভবার্ত্তা উপস্থিত হয় অথবা প্রবাসযাত্রা ঘটে। একাদশ দণ্ডে অগ্নিকোণে "ভজ ভজ" ধ্বনি হইলে ছত্রলাভ হয়, দ্বাদশ দণ্ডে বায়ুকোণে "কা কা" ধ্বনি হইলে মহাদুঃখবার্ত্তা উপস্থিত হয় অথবা সে দিবস অতিকষ্টে অতিবাহিত হয়। ত্রয়োদশ দণ্ডে "কুয়া কুয়া" ধ্বনি হইলে যাত্রায় অমঙ্গল ঘটে। চতুর্দ্দশ দণ্ডে উত্তরদিকে "কোব কোব" ধ্বনি হইলে শত্রুভয় উপস্থিত হয়। পঞ্চদশ দণ্ডে ঈশানকোণে "যা যা" ধ্বনি হইলে মহাদুঃখবার্ত্তা প্রকাশ করে। ষোড়শ দণ্ডে পূর্ব্বদিকে "কোবা কোবা" ধ্বনি হইলে মিত্রলাভ হয়। সপ্তদশ দণ্ডে দক্ষিণদিকে "আয় আয়" ধ্বনি হইলে বহুদুঃখ উপস্থিত হয়। অষ্টাদশ দণ্ডে বায়ুকোণে "খাবা খাবা" ধ্বনি হইলে মহৎকার্য্যসিদ্ধি হয়। উনবিংশতি দণ্ডে পশ্চিমদিকে "মহ মহ" ধ্বনি হইলে প্রবাসগমন হয়। বিংশতি দণ্ডে উত্তরাভিমুখে "আয় আয়" ধ্বনি হইলে ভূমিলাভ হয়। একবিংশতি দণ্ডে দক্ষিণদিকে "উয় উয়" ধ্বনি হইলে শুভ। দ্বাবিংশতি দণ্ডে পূর্ব্বদিকে "আকা আকা" ধ্বনি হইলে বস্তুলাভ হয়। ত্রয়োর্বিংশতি দণ্ডে অগ্নিকোণে "অম্বয় অম্বয়" ধ্বনি হইলে সর্ব্বলাভ হয়। চতুর্ব্বিংশতি দণ্ডে

দক্ষিণদিকে "ওয়া ওয়া" ধ্বনি হইলে মিথ্যাকলহ উপস্থিত হয়। পঞ্চবিংশতি দণ্ডে নৈঋ‍র্তকোণে "খায়ে গায়ে" ধ্বনি হইলে বিবিধ ভয় উপস্থিত হয়। ষড়্‌বিংশতি দণ্ডে পশ্চিমদিকে "আহা আহা" ধ্বনি হইলে অর্থলাভ হয়। সপ্তবিংশতি দণ্ডে উত্তরদিকে "আকা আকা" ধ্বনি হইলে মহৎ সুখলাভ হয়। অষ্টাবিংশতি দণ্ডে ঈশানকোণে "সা সা" ধ্বনি হইলে সুখলাভ হয়। উনত্রিংশদ্দণ্ডে মস্তকোপরি "আকা আকা" ধ্বনি হইলে সুখলাভ হয়। ত্রিংশদ্দণ্ডে ভূমিতে বসিয়া "আবা আবা" ধ্বনি করিলে কোনরূপ দুঃখ উপস্থিত হয়।

স্বরভেদ

কাকমুখে "কা" শব্দ হইলে তাহা নিষ্ফল হয়, "ক ক" শব্দ হইলে মিত্রলাভ হয়, "কা কা" শব্দ ব্যাঘাতকারক হয় এবং 'কব' শব্দ কেবল কাকের সন্তুষ্টি প্রকাশ করে।

কাকমুখে "কাকটা" শব্দ হইলে সেই দিবস আহারদোষ ঘটে; "টাকু টুকু" শব্দ হইলে যুদ্ধ বা বিবাদ উপস্থিত হয় এবং "কে কে", "টাকু টুকু", "টিটিকী"—এই তিন শব্দ হইলে সমস্ত বাটীর বা গ্রামের অমঙ্গল ঘটে। কাকমুখে 'ক্কা ক্কা কে কে' ধ্বনি হইলে মহা শুভফল হয়; "কোগা" ধ্বনি হইলে বাহনবিনাশ ও "কুরু কুরু" ধ্বনি হইলে হর্ষের কারণ হয়।

'কব কব' শব্দ হইলে আমিষভোজন, 'কতি কতি' শব্দে উপবাস-সংঘটন, 'খুরু খুরু' শব্দে প্রবাস হইতে কাহারও আগমন এবং 'শব শব' শব্দে কোন ব্যক্তির মরণের কারণ হয়।

'কর কর' রবে কলহ, 'কণ কণ' রবে পীড়া, 'কুলু কুলু' রবে প্রিয়সমাগম ও 'কট কট' রবে দধিভোজন হয়।

যদি কোন সময়ে কাক শ্রমদৈন্যযুক্ত ও উৎসাহিত হইয়া অনবধানতাবশতঃ প্লুতস্বরে * সুদীর্ঘ 'কা-া-া' শব্দ উচ্চারণ করে, তবে তৎকালীন সকল কার্য্য ধ্বংস হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ কাকমুখে শব্দভেদে সকল প্রকার ভাবী শুভাশুভ ফলের নির্ণয় করিতে পারেন। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শব্দ ও তাহার ফল সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল;—

শব্দ	ফল
ক ক	কল্যাণলাভ।
ক কঃ	রাজোপদ্রব।

* একমাত্রো ভবেদ্ধ্রস্বো দ্বিমাত্রো গুরুরুচ্যতে।
ত্রিমাত্রস্তু প্লুতো জ্ঞেয়ো ব্যঞ্জনঞ্চার্দ্ধমাত্রকম্॥

শব্দ	ফল
করকং-করকং	বহুজনের সহিত সাক্ষাৎ।
কেতং কেতং	রত্নহানি।
করকো করকো	কলহ।
কোলো-কোলো	নিষ্ফল বা ক্ষতি।
কোয়ং-কোয়ং	রাজা বা প্রভুর বিনাশ।
কেরুং-কেরুং	মৃত্যু।
কুবল্ল কুবক্র	মঙ্গললাভ।
কঃকুকুং-কঃকুকং	পরদর্শন।
ক্লেনং ক্লেনং	মিত্রনাশ।
কুরুতং-কুরুতং	বিষাদ ও কলহ।
কুরং-কুরং	পরার্থে মৃত্যু।
কেচ্ছং-কেচ্ছুং	স্বাস্থ্যহানি।
কৈ-কৈ	সতীসমাগম।
কুলুর-কুলুর	মৃত্যু।
ক্রেং ক্রেং ক্রেং	দ্রব্যলাভ।
কোং-কোং-কোং	চৌরভয়।
ক্রী-ক্রী	সুন্দরী নারীলাভ.
কারং-কারং	স্ত্রী ও পশুবিনাশ
কুলং-কুলং	বধ ও বন্ধন।
কোনই-কোই	জ্ঞানলাভ।
ক্লেতং-ক্লেতং	বৃষ্টি।
ক্রোং ক্রো ক্রো	মঙ্গল।
কৈকং কৈকং	মিলন।
কারং-কোর	সমৃদ্ধি।
কুরুটং সুরুটং	নিরুপদ্রব।
কুরুণ্ণ কুরুণ্ণ	লক্ষ্মীলাভ।
কুল কুল	বস্ত্রলাভ।
ককং কে-কৈকংকে	বন্ধুসমাগম।
কাওয়া-কাওয়া	প্রবাসীর আগমন।

দিবাভাগে যে সময়ে কাক আপন মনে রব করিতে থাকে ও কোনরূপ নির্দ্দিষ্ট শব্দ উচ্চারণ করে না, সেই সময়ে যদি রবি প্রকাশিত

থাকে, তবে ফলপ্রত্যাশী বিচক্ষণ ব্যক্তি নিম্নলিখিতমতে তাহা হইতে ফল সংগ্রহ করিতে পারেন।

(গণনা)

কাক যদি ডাকে আপন মনে, ছায়া মাপি করিবে দ্বিগুণে।
সাতে হরিলে থাকে যে, কাকের প্রমাণ কহে সে।
'একে' ভোজন করি, 'দুয়ে' জীবন সংহারি,
'তিনে' মৃত্যুযাত্রা কয়, চারে কলহ-অনল জ্বালায়।
'পাঁচ' যদি থাকে তায়, তবে খোস-খবর পায়,
যদি থাকে শূন্য' 'ছয়', তবে কাক আপন বুলী কয়,
সপ্তাঙ্গুলিপরিমিত, ছায়া দ্বিগুণীকৃত।

কাক-যাত্রা

যাত্রাকালে কাকদর্শন হইলে তাহার অবস্থিতি ও শব্দাদিভেদে যাত্রার মঙ্গলামঙ্গল ফল নির্দ্ধারিত হয়, সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

কোন বিশেষ কার্য্যোদ্দেশে নিকট বা দূরযাত্রাকালে যদি সম্মুখে কাক দৃষ্ট হয়, তবে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তাহাকে নমস্কারপূর্ব্বক বলি* (দধিমিশ্রিত অন্ন) প্রদান করিয়া অভীষ্ট কার্য্যের চিন্তা করিতে করিতে প্রস্থান করিয়া থাকেন। এরূপ করিলে উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সুসিদ্ধ হয় কি না, আধুনিক ধর্ম্মাভিমানী নব্যসম্প্রদায় তাহা পরীক্ষা করিলেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কাক যদি মনোহর ধ্বনি করিতে করিতে বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করে, তবে বুঝিবে যে, শুভযাত্রা হইতেছে এবং সর্ব্বার্থসিদ্ধি করিয়া নিরাপদে প্রত্যাগমন হইবে।

কাক যদি যথাকালে প্রদক্ষিণ করিয়া বামদিকে প্রবর্ত্তিত হয়, তবে কার্য্যসিদ্ধি ও নিরাপদে প্রত্যাগত হইবে।

কাক যদি দক্ষিণদিক্ হইতে বামদিকে গিয়া শব্দ করে, তবে কার্য্যসিদ্ধি আর যদি বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গিয়া শব্দ করিতে থাকে, তবে সকল কার্য্যই পণ্ড হইবে।

---

* বলি ও নমস্কারের মন্ত্র যথা—
"ভুঙ্ক্ষ্ব বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপূতং ত্বং প্রাণিষু প্রাণাধিকবর্দ্ধনকম্।
গুণেন চ স্ত্রীং ভজসে নমোঽস্তু তুভ্যং খগেন্দ্রায় সকৃৎপ্রজায়॥"

যদি সহজ শব্দ করিতে করিতে কাক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে অথবা শব্দ করিয়া সম্মুখে যায় কিংবা চঞ্চু দ্বারা মস্তক, মুখ বা পদ কণ্ডুয়ন করে, তবে যাত্রায় অভীষ্ট সিদ্ধ হয় সন্দেহ নাই।

জলপূর্ণ ঘট, নদীতট, কূপ, প্রাসাদ, ধান্যস্তূপ, হর্ম্ম্য, শস্যপূর্ণ ভূমি, তৃণাচ্ছাদিত ক্ষেত্র, হস্তী, অশ্ব বা ধ্বজের উপরে কাক দৃষ্ট হইলে যাত্রায় শুভ ফল হয়।

যদি কাকের মুখে অন্ন, জল ফুল, মূল বা দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রায় শুভফল ও বাঞ্ছিতসিদ্ধি হয়।

যদি মনোহর অঙ্কুর পত্র, ফল, পুষ্প ও ছায়াশোভিত বৃক্ষের উপর বসিয়া যাত্রাকালে কাক মধুরধ্বনি করে, তবে যাত্রায় মনোরথ পূর্ণ হয়।

যদি কাকের মুখে সরস তৃণ দৃষ্ট হয় অথবা যদি ধান্য, যব, দধি বা ঘৃতের প্রতি নেত্রপাত করিয়া তাহাকে রব করিতে দেখা যায়, তবে যাত্রায় শুভ।

গোপৃষ্ঠ, গোময় বা দূর্ব্বাক্ষেত্রে যদি কাক চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে দৃষ্ট হয়, তবে যাত্রিকের সেই দিবস অন্যের আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ হয়।

কাক শয্যার উপরে বসিয়া শান্তরব করিতেছে দৃষ্ট হইলে সেই যাত্রায় সাধুদর্শন হয়; পক্ষান্তরে বরাহপৃষ্ঠে ঐরূপ দৃষ্ট হইলে অবশ্য লাভ হয়। এইরূপ মহিষপৃষ্ঠে সদ্যোজ্বর, শবোপরি মৃত্যু, শূন্যগৃহোপরি কার্য্যনাশ, শুষ্ককাষ্ঠে কলহ, রাসভপৃষ্ঠে শত্রুভয় বা নিধন, শূকরপৃষ্ঠে বিনাশ, গজপৃষ্ঠে কল্যাণলাভ, গোপৃষ্ঠে রত্নলাভ এবং পৃষ্ঠভাগে বা বট কিংবা অপর সুন্দর বৃক্ষে ঐরূপ শান্ত রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হয়।

যাত্রাকালে কাক দক্ষিণভাগে শব্দ করিলে বা রব করিতে করিতে সম্মুখে আসিলে অথবা পৃষ্ঠভাগে বিপরীতগমন করিলে যে কোন কারণে সেই যাত্রায় রক্তপাত হয়। বামভাগে বিপরীতগমন করিলে যাত্রায় বিঘ্ন উপস্থিত হয় এবং গৃহে বসিয়া কিঞ্চিৎ লাভের সংঘটন হইয়া থাকে।

যাত্রাকালে পূর্ব্ব ও ঈশানকোণ এই উভয়দিকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে কাকধ্বনি হইলে ভার্য্যায় অমঙ্গল ঘটে। যদি একপদে স্থিত হইয়া কাক চঞ্চু দ্বারা গাত্র কণ্ডুয়ন করিতে করিতে উচ্চরব করে এবং পরক্ষণেই যাত্রিকের প্রতি নেত্রপাত করে, তবে সেই যাত্রায় যাত্রিকের কারাদণ্ড হয় সন্দেহ নাই।

সাধারণ ফল।

অকস্মাৎ কতকগুলি কাক একত্র হইয়া শব্দ উৎপাদন করিলে স্থানীয়

দুর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়। যদি চক্রাকারে একত্র হয় ও শব্দ করে, তবে বিবিধ ভয় উপস্থিত হয়। যদি রাত্রিকালে কাকচক্র লক্ষিত হয় অর্থাৎ ঐরূপে বহুসংখ্যক কাক একত্র ভীষণ শব্দ করে, তবে নিশ্চিত সেই স্থানে মড়ক উপস্থিত হয়। বর্ষাকালে কাকচক্র হইলে বৃষ্টি হয়, অন্যকালে ভয়ের কারণ হয় এবং যে কোন কালে ধূলিবিলুণ্ঠিত কাক দৃষ্ট হইলে অনতিবিলম্বে জলবর্ষণ হয়।

মধ্যাহ্নে গৃহচূড়ে ভীষণ কাকধ্বনি হইলে গৃহস্থের তস্করভয় ও বিবিধ বিপদ্ উপস্থিত হয়। মুখে তৃণ লইয়া কাক রব করিতেছে দৃষ্ট হইলে, নিশ্চিত অগ্নিভয় এবং গমন বা উপবেশন সময়ে সম্মুখে আসিয়া রব করিলে লাভ হয়, জলে বসিয়া রব করিলে বিপৎপাত হয়, প্রস্তরে বসিয়া রব করিলে কার্য্যনাশ হয়। গমন ও উপবেশন যে কোন সময়ে দৃষ্ট হইলে উক্ত ফল ঘটিয়া থাকে।

যদি রুধিরানুলিপ্ত কাক দ্বারদেশে উপস্থিত হয়, তবে বাটীর মধ্যে কোন শিশুসন্তানের মৃত্যু ঘটিবে। যদি গৃহে বসিয়া কাক পক্ষ প্রকম্পিত করিতে করিতে রব করে, তবে নিশ্চিত অমঙ্গল হয়।

মন্ত্রসিদ্ধি, বাণিজ্য ও বিবাহাদি কার্য্যকালে কাক যদি অন্ন, বিষ্ঠা বা মাংস মুখে করিয়া রব করে, তবে নিশ্চিত মঙ্গলপ্রদ হয়।

মৈথুনরত কাক ও ধবল কাক এই উভয়ের দর্শনকে শাকুনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত 'কাকোৎপাত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন;—ইহাতে উদ্বেগ, বিদ্বেষ, ভীতি, প্রবাসকষ্ট, আঘাত, ধনক্ষয়, ব্যাধি ও বিবিধ অভ্যাহিত উপস্থিত হইয়া থাকে। কাকোৎপাতদর্শন হইলে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ তৎক্ষণাৎ তাহার শান্তিবিধান করেন।

বর্ষ ফল।

শাকুন-শাস্ত্রবিদ্ জ্যোতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ কাকের অবস্থান-স্থান দর্শন করিয়া সংবৎসরের ভাবী শুভাশুভ বিনির্ণয় করিয়া থাকেন।

যদি বৈশাখমাসে নিরুপদ্রব তরুতে কাকের কুলায় (বাসা) নির্ম্মিত হয়, তবে সে বৎসর শুভপ্রদ হইবে। সকণ্টক, শুষ্ক বা নিন্দিত বৃক্ষে কুলায় দৃষ্ট হইলে সে বৎসর দুর্ভিক্ষ হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্ব্বদিগ্-ভাগস্থিত সুন্দর শাখায় কুলায় নির্ম্মিত হইলে, সেই বর্ষে প্রভূত পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়, জীবগণ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করে এবং সেই বর্ষে রাজা যত যুদ্ধেই ব্যাপৃত হন, সর্ব্বত্র বিজয়লাভ হয়। যদি বৃক্ষের অগ্নিকোণবর্ত্তী কোন শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ হয়, তবে সেই বৎসর প্রচুর বারিবর্ষণ হয় অথচ দুর্ভিক্ষ,

কলহ, শত্রুভয়, বিবিধ শঙ্কা ও চতুষ্পাদ জন্তুর রোগ সংঘটিত হয়। যদি দক্ষিণদিগবর্ত্তী শাখায় কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে বর্ষণ, পীড়া, মৃত্যু, শত্রুবিরোধ ও ইতস্ততঃ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। নৈর্ঋতকোণের শাখায় কুলায় হইলে বর্ষায় বর্ষণ, পীড়া, তস্করভয়, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধসংঘটন হয়। পশ্চিমভাগস্থিত সম্পত্তি ও সর্ব্বত্র আনন্দ পরিদৃষ্ট হয়। বায়ুকোণে হইলে মন্দ বর্ষণ, প্রবল পবন, মূষিকোপদ্রব, শস্যনাশ, উদ্বেগ ও শত্রুবিরোধ ঘটে। উত্তরদিকে হইলে বর্ষায় আবশ্যকমত বর্ষণ, সুভিক্ষ-সঞ্চার, আরোগ্য ও আনন্দে বর্ষের অতিবাহন হয়। ঈশানকোণে হইলে অল্পবর্ষণ, শত্রুবৃদ্ধি, প্রজাক্ষয়, বহুবিবাদ ও অবমানাদি সংঘটন হয়। বৃক্ষের অগ্রভাগে হইলে বর্ষার প্রথমে প্রচুর বর্ষণ, মধ্যে মধ্যবিধ বর্ষণ ও শেষভাগে মন্দ বর্ষণ হইয়া থাকে এবং সুখে দুঃখে বৎসরের অবসান হয়। যদি মৃত্তিকায় কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে অনাবৃষ্টি ও রোগ; যদি শুষ্কবৃক্ষে কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে সমস্ত দেশে দারুণ দুর্ভিক্ষ; যদি প্রাচীরগর্ত্তে কুলায় নির্ম্মিত হয়, তবে বিবিধ ভয়ে এবং যদি মৃত্তিকার নিম্নে, বৃক্ষাগহ্বরে, বাল্মীকমধ্যে বা লতা-গুল্মের অভ্যন্তরে কাকের কুলায় নির্ম্মাণ হইতে দেখা যায়, তবে সেই বৎসরে বর্ষণদোষে বহুবিধ রোগ পীড়াভয় ও অনিয়মাদিতে প্রজাগণের বহুকষ্টভোগ হইয়া থাকে।

স্পন্দন-চরিত্র।

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নৃত্য অর্থাৎ স্পন্দন দৃষ্টে ভাবী শুভাশুভ জ্ঞান অবধারিত হয়। পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ-স্পন্দন ও নারীর বাম অঙ্গ-স্পন্দন শুভজনক এবং পুরুষের বাম ও নারীর দক্ষিণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্পন্দন অশুভজনক হইয়া থাকে। নিম্নে সমুদায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ ফল প্রকাশিত হইল।

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল।
মস্তকভাগ	রাজ্য বা রাজসম্মান।
কেশ	ক্লেশক্ষয়।
ললাটদেশ	ঐশ্বর্য্য ও ভোগ।
ভ্রূ	প্রিয়সঙ্গম।
দক্ষিণ-নেত্র	অর্থলাভ বা মিত্রদর্শন।
দক্ষিণনেত্রের নিম্নভাগ	ক্লেশ ও পীড়া।
বামচক্ষু	অর্থহানি, কলহ, রাজভয়।

স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল।
বামচক্ষুর ঊর্দ্ধভাগ	অর্থলাভ।
মুদিত নেত্র	সুখলাভ।
অপাঙ্গ	নারীলাভ।
অপাঙ্গপ্রান্ত	পীড়া ও রোগ।
নেত্রের মধ্যভাগ	উদ্বেগ ও মৃত্যু।
নাসিকা	মৃত্যু ও সাংঘাতিক পীড়া।
দক্ষিণনাসাপুট	গাত্রপীড়া
বামনাসাপুট	মৃত্যুসংবাদলাভ।
ওষ্ঠ	উৎকৃষ্টভোজন।
অধর	আকস্মিক বেদনা।
জিহ্বা	বহুলাভ।
তালু	কলহ ও লাভ।
দক্ষিণকর্ণ	কুটুম্বলাভ, বিত্তলাভ ও স্ত্রীলাভ
বামকর্ণ	শিরোবেদনা।
উভয়কর্ণ	অর্থ ও তুষ্টিলাভ
কর্ণপ্রান্ত	প্রিয়সংবাদলাভ।
দক্ষিণস্কন্ধ	সুবর্ণলাভ।
বামস্কন্ধ	যথাকাঙ্ক্ষ লাভ।
উভয়স্কন্ধ	শিরশ্ছেদ।
শিরা	বস্ত্রলাভ
কণ্ঠ	জ্বরাতিসার।
বক্ষঃস্থল	সর্বাঙ্গে বেদনা ও জয়লাভ;
পৃষ্ঠদেশ	শূলরোগ ও পরাজয়।
কপোল	রাজদ্বারদর্শন।
স্তন	অর্থলাভ।
বাহু	বন্ধুস্নেহ
কুক্ষি	প্রীতিলাভ।
উদর	সৌভাগ্য ও পুত্রলাভ।

দক্ষিণ-হস্ত	বলবৃদ্ধি।
বাম-হস্ত	কলহ।
অন্ত্র	ধনলাভ।
স্পন্দিত প্রত্যঙ্গ	ভাবী ফল।
জানু	শত্রুর সহিত মিত্রতা।
জঙ্ঘা	কুসংবাদপ্রাপ্তি।
কটি	আমাশয়পীড়া।
নাভি	দুঃস্বপ্নদর্শন ও স্থানচ্যুতি।
নিতম্ব	শিরশ্ছেদ।
গুহ্য	সৌখ্য ও দূরযাত্রা।
অঙ্গুলী	তিক্তদ্রব্যভোজন।

ক্ষুৎ-পল্লী-জ্ঞান।

ক্ষুৎ (হাঁচি) ও পল্লী (টিকৃটিকি) এই উভয় হইতে যেরূপে ভাবী শুভাশুভ ফলের পূর্ব্বাভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, নিবিষ্টচিত্তে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই তাহার সম্পূর্ণ সাফল্য হইবে, সন্দেহ নাই।

কফজনিত হাঁচি, শিশু বা বৃদ্ধের হাঁচি ও কৃত্রিম হাঁচি সর্ব্বত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহা হইতে শুভ বা অশুভ কিছুই নির্দ্ধারিত হয় না। শয়নকালে, ভোজনসময়ে, উপবেশনসময়ে, দানকার্য্যে, বিবাহে, বিবাদে ও বস্ত্রপরিধানকালে যদি হাঁচি বা টিকটিকিধ্বনি হয়, তবে তাহা শুভজনক হইবে। এতদ্ভিন্ন যে কোন কার্য্যকালে উক্তরূপ ধ্বনি হইলে নিশ্চয় তাহাতে অশুভ উপস্থিত হইবে, ইহাতে বিন্দুমাত্রও সংশয়ের বিষয় নাই। যাত্রাকালে ঊর্দ্ধভাগে ক্ষুৎ-পল্লী ধ্বনি হইলে ধনলাভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়। পূর্ব্বদিকে বা অগ্নিকোণে হইলে কোন ভয়ের কারণ উপস্থিত হয়। দক্ষিণদিকে হইলে অগ্নিভয় ও কলহ ঘটে, পশ্চিমে হইলে মিত্রতা, উত্তরে হইলে সদ্ভাব, বায়ুকোণে হইলে নববস্ত্র ও সুগন্ধদ্রব্যলাভ এবং ঈশানে বা নৈর্ঋতে হইলে রোগ ও মৃত্যুর কারণ হয়। হাঁচি ও টিকটিকি একত্রে ধ্বনিত হইলে সেই যাত্রায় নারীলাভ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বদিকে সূর্য্যোদয়কালে টিকটিকির শব্দ হইলে রাজভয়, এক প্রহরের সময় হইলে অগ্নিভয়, দ্বিপ্রহরের সময় হইলে দূতমুখে সংবাদলাভ এবং অপরাহ্ণে বা সন্ধ্যার সময় হইলে কোনরূপে ধনাগম হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে হইলে

দ্রব্যলাভ, দ্বিতীয়প্রহরে অভিলষিতসিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে যুবতীলাভ ও চতুর্থ প্রহরে হইলে অর্থহানি হয়।

অগ্নিকোণে দিবার প্রথম প্রহরে হইলে মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি, দ্বিতীয় প্রহরে হইলে মিষ্টান্নলাভ, তৃতীয় প্রহরে হইলে অর্থলাভ, চতুর্থ প্রহরে ও শেষভাগে হইলে সুখলাভ হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে সৌখ্য, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে কোন আশ্চর্য্যদর্শন হইয়া থাকে।

দক্ষিণদিকে সূর্য্যোদয়কালে শুভকার্য্যঘটনা, প্রথম প্রহরে বন্ধুসম্মিলন, দ্বিতীয় প্রহরে পণ্যদ্রব্য-প্রাপ্তি, তৃতীয় প্রহরে কোন স্ত্রীলোকের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে পরস্ত্রীসঙ্গম হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে প্রবাসী বন্ধুর কুশলসংবাদ, দ্বিতীয় প্রহরে আত্মীয়জনের সহিত বিবাদ, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে মহাকলহ উপাস্থত হয়।

নৈর্ঋতকোণে, সূর্য্যোদয়কালে কার্য্যসিদ্ধি, প্রথম প্রহরে কোন ব্রাহ্মণের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে প্রেরিত দূতের প্রত্যাবর্ত্তন, তৃতীয় প্রহরে রত্নলাভ, এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রহস্যশ্রবণ হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে পথিকের আগমন, দ্বিতীয়ে রক্তপাত, তৃতীয়ে মৃত্যু বা সংশয় এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে পীড়া ও রোগ হয়।

পশ্চিমদিকে, প্রাতঃকালে আচার্য্যর আগমন, প্রথম প্রহরে শান্তিলাভ, দ্বিতীয় প্রহরে অর্থহানি, তৃতীয় প্রহরে কুমারীর আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে রাজপ্রসাদলাভ হয়। রাত্রিকালে, প্রথম প্রহরে অগ্নিভয়, দ্বিতীয় প্রহরে রাজবার্ত্তাশ্রবণ, তৃতীয় প্রহরে মহালাভ এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে শারীরিক অবসাদলাভ হইয়া থাকে।

বায়ুকোণে, প্রভাতে চৌরবার্ত্তা-শ্রবণ, প্রথম প্রহরে ভৃত্যের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে রাজা বা রাজতুল্য মহদ্ব্যক্তির আগমন ও দর্শন, তৃতীয় প্রহরে পণ্ডিতের আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে বিঘ্নসংঘটন ও দূতের আগমন হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে সমৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে ইষ্টসিদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে শুভবার্ত্তালাভ ও চতুর্থ প্রহরে অভিলষিতসিদ্ধি ও অর্থলাভ হইয়া থাকে।

উত্তরদিকে, সূর্য্যোদয়কালে ধনাগম, প্রথম প্রহরে মিত্রাগমন, দ্বিতীয় প্রহরে অগ্নিভয়, তৃতীয় প্রহরে প্রিয়ব্যক্তির আগমন এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে প্রিয়সম্মিলন

হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে শিষ্টাগমন বা কলহ হয়, দ্বিতীয় প্রহরে দ্রব্যলাভ, তৃতীয় প্রহরে তস্করভয় এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে ঐশ্বর্য্যলাভ হয়।

ঈশানকোণে, প্রাতঃকালে অভীষ্টার্থলাভ, প্রথম প্রহরে আত্মীয়ের আগমন, দ্বিতীয় প্রহরে সমৃদ্ধি, তৃতীয় প্রহরে ধনলাভ এবং চতুর্থ প্রহরে হইলে কন্যাসমাগম হয়। রাত্রিকালে প্রথম প্রহরে অর্থবৃদ্ধি, দ্বিতীয় প্রহরে কন্যাসমাগম, তৃতীয় প্রহরে বিবিধ ভয় এবং চতুর্থ প্রহরে বা শেষভাগে হইলে ভয়ঙ্কর ঘটনা উপস্থিত হয়।

ঊর্দ্ধভাগে সূর্য্যোদয়সময়ে ক্ষুৎ-পল্লী-ধ্বনি হইলে কোন বিশেষ শুভঘটনা উপস্থিত হয়।

জ্যেষ্ঠীপতন-সংবাদ

মানবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর জ্যেষ্ঠী (টিক্‌টিকি) নিপতিত হয়, ইহা বোধ হয়, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন; কিন্তু ইহা হইতে যে কোন অবশ্যম্ভাবী ঘটনাবিশেষের পূর্ব্বাভাষ সূচিত হইতে পারে, অধিকাংশ আধুনিক কৃতবিদ্যগণ বোধ হয় কুত্রাপি কেহই তাহা স্বীকার করেন না, অন্তরের অন্তস্তলে স্বীকার করিয়াও প্রকাশ্যে তাহার সারবত্তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করিয়া থাকেন। জ্যেষ্ঠী পতন-সংবাদ যে অভ্রান্ত, তাঁহারা পরীক্ষা করিলেই সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন এবং পূর্ব্বভ্রমেরও অপনোদন হইবে। জ্যেষ্ঠীপতন বামাঙ্গে হইলে শুভজনক ও দক্ষিণাঙ্গে হইলে অশুভপ্রদ হয়। বিশেষ বিবরণ সংক্ষেপে প্রকাশিত হইল :—

জ্যেষ্ঠীস্পৃষ্ট অঙ্গ	পূর্ব্বাভাষ-ফল।
মস্তক	সম্পদ্‌বৃদ্ধি।
হনু ও কপোল	ঐশ্বর্য্যলাভ।
কর্ণ	ভূষণলাভ।
নেত্র	মিত্রসম্মিলন।
নাসা	সুগন্ধলাভ।
মুখ	মিষ্টান্নভোজন।
গলদেশ	সিদ্ধি ও সম্পদ্‌।
স্তন	সৌভাগ্য।
বক্ষঃ	সৌখ্য।
পৃষ্ঠ	ভূমিলাভ।
পার্শ্ব	বন্ধুদর্শন।

কটি	বসনলাভ।
গুহ্য	মৃত্যু।
উরু	বাহনলাভ
জানু ও জঙ্ঘা	অর্থক্ষয়।
পদ	ভ্রমণ।

নরাঙ্কিত বা পতাকা।

অভিলষিত বিষয়ের কল্পনা-সাধনকালে তৃতীয় ব্যক্তির আকস্মিক উক্তিবিশেষের দ্বারা অন্তরে যে প্রতিঘাত উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'নরাঙ্কিত' বা 'পতাকা' কহে। কেহ কেহ ইহাকেই দৈববাণী বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন; যথা—

রমানাথ নামক কোন ব্যক্তি কালীনাথ নামক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গ্রামান্তরে যাত্রা করিতেছে; কিন্তু মনে মনে ভাবনা হইতেছে যে, এক্ষণে সাক্ষাৎ হইবে কি না?—এমন সময়ে হরিদাস নামক কোন ব্যক্তি পথিমধ্যে ভোলা রজকের দেখা পাইয়া বস্ত্র পাওয়া যাইবে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছে। ভোলা দূর হইতে উত্তর করিতেছে,—'আজ পাবে না'। এখানে রমানাথের অভিলষিত বিষয়—কালীনাথের সাক্ষাৎকারলাভ, আর তাহার সাধনা—গ্রামান্তরে যাত্রা অর্থাৎ দূরগমন, এই সময়েই তৃতীয় ব্যক্তি ভোলা রজকের "আজ পাবে না"—এই আকস্মিক উক্তিবিশেষে রমানাথের অন্তরে দৈব প্রতিঘাত হইল; যদি রমানাথ সাক্ষাতার্থ যাত্রা করে, কদাপি সাক্ষাৎলাভ হইবে না। এ স্থলে রমানাথের বৃথা যাত্রা স্থগিত রাখিয়া অপর কর্ম্মে মনোনিবেশ করাই জ্যোতিষিক যুক্তি এবং ইহাকেই "নরাঙ্কিত" বা 'পতাকা' কহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কেহ কেহ ইহাকে "দৈববাণী" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

শিবনাথ, পুত্রের সঙ্কটপীড়ায় যার-পর-নাই উৎকণ্ঠিত হইয়া বিষণ্ণমনে চিন্তা করিতেছে, 'পুত্র রক্ষা পাইবে কি না?'—এমন সময়ে দূরে কে কাহাকে উচ্চৈঃস্বরে কহিতেছে—"ভয় নাই, পাবে পাবে"। শিবনাথের পুত্র কখনই এ রোগে প্রাণত্যাগ করিবে না, ইহা এই অভ্রান্ত জ্যোতিষমতে নিশ্চিত নির্দ্ধারিত হইল।

পাঠকবৃন্দ ও শিক্ষার্থিগণ অল্পায়াসেই বক্ষ্যমাণ সহজসিদ্ধ জ্ঞান সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বাহুল্যভয়ে অধিক উদাহরণ প্রদত্ত হইল না।

স্বপ্ন-সিদ্ধি

—০:*:০—

যদি দৈববিধানে কোন মনঃকল্পিত অভীষ্ট বিষয়ের সিদ্ধি অসিদ্ধি, বা শুভাশুভ ফলের আভাষ দর্শন করিতে হয়, তাহা হইলে প্রশস্ত তিথিযোগে বিশুদ্ধ ও পবিত্রান্তঃকরণে অপ্রমত্তভাবে দিবা অতিবাহন করিবে, নিশামানে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিতে করিতে যথাকালে পবিত্র শয্যা গ্রহণ পূর্ব্বক বিহিতপার্শ্বে সুখশয়নে শয়ান হইয়া ইষ্টমন্ত্রধ্যানে নিদ্রিত হইবে। প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা আর্য্য-জ্যোতির্ব্বিদ্ মুনিঋষিগণের দিব্যবাক্য যদি ভ্রমবিজড়িত না হয়; তাহা হইলে প্রাগুক্ত সুষুপ্তি-যোগে অভিলষিত চিত্র প্রস্ফুটিত করিয়া অন্যতম অসামান্য কোন স্বপ্নের চিত্র আসিয়া জাতকের মনোনেত্রপটে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে, তাহাতে সংশয়ের বিষয় নাই।

ব্যক্তি-বিবেক।

ব্যক্তিবিশেষে স্বপ্নসিদ্ধির তারতম্য হইয়া থাকে। যাহার যেরূপ ধাতু বা প্রকৃতি, তদনুরূপ স্বপ্নদর্শন হইলে অধিকাংশ স্থলেই তাহা অকার্য্যকর হয়। রাশিভেদে সর্ব্বত্র স্বপ্নফলের প্রকারভেদ হইয়া থাকে। ব্যাধিপীড়িত ও চিন্তা-ক্লিষ্ট ব্যক্তির স্বপ্ন সর্ব্বত্র বৃথা হয়। ব্যভিচার-পরায়ণ, অসৎসঙ্গ ও মদনোন্মত্ত ব্যক্তির স্বপ্ন কুত্রাপি ফলপ্রদ নহে এবং অস্পৃশ্যামাংসখাদিনিরত, অতি কপটী, খল, লুব্ধ, মুগ্ধ, ক্রোধোন্মত্ত ও অহঙ্কৃত প্রভৃতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তিগণের স্বপ্নদর্শন অশান্তিগর্ভ অমূলক চিন্তামাত্র; উহা সামান্য সুষুপ্তির বিকৃতি ভিন্ন অন্য কিছুমাত্রই প্রকাশ করে না; কচিৎ অতি প্রবল প্রতিকূল বিধানবিশেষের সুসংযোগ ঘটিলে প্রাগুক্ত ক্ষেত্রেও ফল প্রকাশিত হয়।

পক্ষান্তরে, যে সকল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অবহিত, সর্ব্বদা সাধু, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপ্রকৃতি, পবিত্র ও নিষ্ঠাবান্ তাঁহাদের পবিত্র স্বপ্ন সর্ব্বদাই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

অবস্থা-বিবেক।

অবস্থাভেদে স্বপ্নের প্রকারভেদ হয়। অপবিত্র অবস্থায় থাকিলে বা অপবিত্র শয্যায় শয়ন করিলে নিশ্চয় দুঃস্বপ্নদর্শন হয়। অত্যন্ত শীতলতা ও উষ্ণতা

উপভোগ অথবা অযথা পানভোজন কিংবা মাদকসেবন করিয়া নিদ্রিত হইলে মস্তিষ্কের বিকৃতিবশে যেরূপ স্বপ্নই পরিদৃষ্ট হউক না কেন, তাহা অকিঞ্চিৎকর হয়। পুরুষ বামপার্শ্বে ও নারী দক্ষিণপার্শ্বে শয়ন করিয়া থাকিয়া সুষুপ্তিগ্রস্ত হইলে তদবস্থায় স্বপ্ন সর্ব্বত্রই নিষ্ফল হয়।

পক্ষান্তরে, যাঁহারা আত্মপ্রকৃতির অনুগামিনী অবস্থায় পবিত্র শয্যায়, বিহিত পার্শ্বে, সুখশয়নে শুচি ও পবিত্র হইয়া নিদ্রিত হন, তাঁহাদিগের পরিদৃষ্ট স্বপ্ন সর্ব্বত্রই সুসিদ্ধ হইয়া থাকে।

ক্ষণ-বিবেক।

ক্ষণভেদে স্বপ্নফলের ফলভেদ হয়। প্রথম প্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সংবৎসরের মধ্যে, দ্বিতীয় প্রহরে স্বপ্নদর্শন হইলে সাত মাস মধ্যে, তৃতীয় প্রহরে হইলে তিন মাসমধ্যে এবং চতুর্থ প্রহরে বা প্রত্যূষে স্বপ্নদর্শন হইলে দশ দিনের মধ্যে ফলপ্রাপ্তি হয়। প্রভাতকালের স্বপ্ন সদ্য ফলপ্রদান করে এবং দিবাস্বপ্ন সমধিক ফলপ্রদ হয়।

তিথি-বিবেক।

তিথিভেদে স্বপ্নের ফলভেদ হয়। তিথির সংখ্যানুযায়ী ফল ও কাল সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল; যথা—

(১) বিলম্বে, (২) পরাশ্রিত অর্থাৎ নিজের হইলে অপরের ও অপরের হইলে নিজের, (৩) বিপরীত, (৪) দুইমাস হইতে বৎসরের মধ্যে, (৫) দুই মাস হইতে দুই বৎসরের মধ্যে, (৬) সত্যফল, (৭) সত্যফল, (৮) সত্যফল, (৯) সত্যফল, (১০) সত্যফল, (১১) বিলম্বে, (১২) বিলম্বে, (১৩) মিথ্যা-ফল, (১৪) মিথ্যাফল, (১৫) সত্য ও নিশ্চিত ফল, (১৬) মিথ্যাফল, (১৭) বিলম্বে, (১৮) মিথ্যাফল, (১৯) সত্যফল, (২০) মিথ্যাফল, (২১) মিথ্যাফল, (২২) ক্বচিৎ মিথ্যা, ক্বচিৎ সত্য, (২৩) সত্যফল, (২৪) মিথ্যাফল, (২৫) সত্যফল (২৬) মিথ্যা ও ক্ষতি।

বস্তু-বিবেক।

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সমুদয় শুক্লবর্ণের পদার্থ শুভজনক ও প্রশস্ত; বর্জ্জিত—কার্পাস, ভস্ম ও অস্থি। স্বপ্নদৃষ্ট সমুদয় কৃষ্ণবর্ণের পদার্থ—অশুভদায়ক ও অলক্ষণযুক্ত, বর্জ্জিত—গো, হস্তী, ব্রাহ্মণ ও দেবতা।

রাশি-বিবেক।

রাশিভেদে মানবের পরিদৃষ্ট স্বপ্নদর্শন বিভিন্ন ফল উৎপাদন করে। স্বপ্নচিত্রে সংসারের যে যে বিষয়ের প্রতিচ্ছায়া সাধারণতঃ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা শ্রেণীবিহিত করিয়া রাশি অনুযায়ী ফলের সহিত যথাক্রমে সহজে ও সংক্ষেপে নিম্নে প্রকাশিত হইল :—

আনন্দে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—বন্ধুসমাগম, মিথুনের—অর্থলাভ, কর্কটের—বন্ধুদর্শন, সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—আনন্দ, তুলার—প্রাপ্ত, বৃশ্চিকের—ভ্রাতৃদুঃখ, ধনুর—আনন্দ, মকরের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কুম্ভের—ভ্রমণ এবং মীনের—মিথ্যা স্বপ্ন।

বস্ত্রাদিদর্শনে—

মেষের—শূন্যতা, বৃষের—আনন্দ, মিথুনের—শূন্যতা, কর্কটের—স্বাস্থ্যলাভ, সিংহের—শত্রুতা, কন্যার—অপমান, তুলার—বিবাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পীড়া, মকরের—আত্মীয়লাভ, কুম্ভের—মানসিক পীড়া এবং মীনের—শূন্যতা।

জল-দর্শনে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—ভয়, মিথুনের—শূন্যতা, কর্কটের—স্বাস্থ্যলাভ, সিংহের—শত্রুতা, কন্যার—অপমান, তুলার—বিবাদ, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—পীড়া, মকরের—অনুযোগ, কুম্ভের—শূন্যতা, এবং মীনের—পীড়া।

জলমধ্যে জীবিত জন্তুদর্শনে—

মেষের—ভয়, বৃষের—বন্ধন, মিথুনের—ধনলাভ, কর্কটের—মানসিক যন্ত্রণা, সিংহের—ভয়, কন্যার—ধনহানি, তুলার—আত্মীয়নাশ, বৃশ্চিকের—জীবনাশঙ্কা, ধনুর—সুসংবাদলাভ, মকরের—কষ্ট, কুম্ভের—পীড়া এবং মীনের—শূন্যতা।

সৌভাগ্য-দর্শনে—

মেষের—দুঃখ, বৃষের—শয়ন, মিথুনের—মান, কর্কটের—পীড়া, সিংহ ও কন্যার—দুর্ভিক্ষ, তুলার—শত্রুভয়, বৃশ্চিকের—আরোগ্য, ধনুর—নববন্ধুলাভ, মকরের—মনের চাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফলতা এবং মীনের—শূন্যতা।

অট্টালিকাদিদর্শনে—

মেষের—ভয়, বৃষের—প্রবল কর্ত্তৃক অত্যাচার, মিথুনের—ক্ষতি, কর্কটের—ধন, সিংহের—ভ্রমণ, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—সফলতা, বৃশ্চিকের—জয়লাভ, মকরের—চিত্তচাঞ্চল্য, কুম্ভের—সফলতা এবং মীনের—শূন্যতা।

সঙ্গীতে—

মেষের—লাভ, বৃষের—সৌভাগ্য, মিথুনের—ভ্রমণ, কর্কটের—অগ্নিযোগ, সিংহের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কন্যার—জয়, তুলার—অপমান, বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনুর—ক্রুরতা, মকরের—ধন, কুম্ভের—শূন্যতা এবং মীনের—সামান্য লাভ।

বন্ধুসমাগমে—

মেষের—পুরস্কার, বৃষ ও মিথুনের—শূন্যতা, কর্কটের—ধনবৃদ্ধি, সিংহের—মহা হানি, কন্যার—অর্থলাভ, তুলার—ধীরতা, বৃশ্চিকের—ধনলাভ, ধনুর—মান, মকরের—সুসংবাদ, কুম্ভের—ভ্রমণ ও কষ্ট, মীনের—বিলাসিতা।

স্থান-পরিবর্ত্তনে—

মেষের—শঙ্কা, বৃষের—স্বাস্থ্য, মিথুনের—সংবাদ, কর্কটের—বন্ধুহানি, সিংহের—অতিথিলাভ ও আনন্দ, কন্যার—শত্রু, তুলার—ক্ষতি, বৃশ্চিকের—মান, ধনুর—শূন্যতা, মকরের—ক্রোধ, কুম্ভের—বন্ধনভয়, মীনের—আশ্চর্য্য সংবাদপ্রাপ্তি।

অগ্নিদর্শনে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—অতিথিলাভ, মিথুনের—ধনবৃদ্ধি, কর্কটের—পীড়া, সিংহের—ক্ষতি, কন্যার—কষ্ট, তুলার—সংবাদলাভ, বৃশ্চিকের—পীড়া, ধনুর—সংবাদপ্রাপ্তি, মকরের—সংবাদ, কুম্ভের—চিত্তবিভ্রম, মীনের—মর্ম্মাঘাত।

অশ্বাদি আরোহণে—

মেষের—মৃত্যু, বৃষের—মান, মিথুনের—বন্ধুলাভ, কর্কটের—শূন্যতা, সিংহের—দীর্ঘায়ুঃ, কন্যার—বিবাদ, তুলার—সন্তানলাভ, বৃশ্চিকের—কষ্ট, ধনুর—অপমৃত্যু, মকরের—চৌর্য্য, কুম্ভের—অতিথিলাভ, মীনের—মৃত্যুবৎ অবস্থা।

হত্যা-দর্শনে—

মেষের—বিবাহ, বৃষের—বন্ধুলাভ, মিথুনের—দুরভিসন্ধি, কর্কটের—ধন, সিংহের—পীড়া, কন্যার—লাভ, তুলার—ধন, বৃশ্চিকের—পাপ, ধনুর—মৃত্যু, মকরের—পুরস্কার ও আনন্দ, কুম্ভের—শূন্যতা ও মীনের—প্রাপ্তি।

শবদর্শনে—

মেষের—ধন, বৃষের—ক্ষতি, মিথুনের—সংবাদলাভ, কর্কটের—ক্রোধ, সিংহের—ধনলাভ, কন্যার—অতিথিলাভ, তুলার—আনন্দ, বৃশ্চিকের—মিথ্যাফল, ধনুর—সুসংবাদ, মীনের—শূন্যতা।

ধনদর্শনে—

মেষের—পীড়া, বৃষের—কঠিন—স্বপ্ন, মিথুনের—বন্ধুবিচ্ছেদ, কর্কটের—অতিথিলাভ, সিংহের—ধন, কন্যার—প্রতারণা, তুলার—শত্রুনাশ, বৃশ্চিকের—চৌর্য্য, ধনুর—মিথ্যাস্বপ্ন, মকরের—আতিথ্য, কুম্ভের—জয়লাভ, মীনের—আতিথ্য।

যুদ্ধাদি-দর্শনে—

মেষের—অপমান, বৃষের—জয়, মিথুনের—প্রেমলাভ, কর্কটের—উন্নতি, সিংহের—হিংসা, কন্যার—সুসংবাদ, তুলার—শত্রু, বৃশ্চিকের—কর্ম্ম, ধনুর—স্ত্রীলাভ, মকরের—সংবাদ, কুম্ভের—শত্রুতা ও মীনের—জয়লাভ।

পীড়াদি-দর্শনে—

মেষের—অপমান, বৃষের—জয়, মিথুনের—মীমাংসা, কর্কটের—অর্থহানি সিংহের—পুরস্কার, কন্যার—ধন, তুলার—শত্রুতা, বৃশ্চিকের—বিবাদ ও কলহ, ধনুর—পীড়া, মকরের—জয়, কুম্ভের—বহু আনন্দ ও মীনের—লাভ।

ক্রন্দনে—

মেষের—বিচ্ছেদ, বৃষের—বন্ধুভয়, মিথুনের—আনন্দ, কর্কটের—বিবাদ, সিংহের—মান, কন্যার—সৌখ্য, তুলার—হর্ষ, বৃশ্চিকের—ক্ষমতা ও শপথ, ধনুর—ভয়, মকরের—বন্ধুনাশ, কুম্ভের—ভ্রমণ ও মীনের—সংবাদলাভ।

ভয়ে—

মেষের—কর্ম্ম, বৃষের—বিবাদ, মিথুনের—মন্দবুদ্ধি, কর্কটের—সৌভাগ্য, সিংহের—পীড়া, কন্যার—ধনলাভ, তুলার—মিথ্যাফল, বৃশ্চিকের—মিথ্যাফল, ধনুর—সংবাদ, মকরের—কলহ, কুম্ভের—মনঃকষ্ট ও মীনের—অশ্রুপাত।

মিত্র-মিলনে—

মেষের—সংবাদ, বৃষের—কলহ ও বিবাদ, মিথুনের—শঙ্কা, কর্কটের—আনন্দ, সিংহের—কুসংবাদ, কন্যার—কুসংবাদ, তুলার—পীড়া, বৃশ্চিকের—কুসংবাদ, ধনুর—সামান্য হর্ষ, মকরের—শূন্যতা, কুম্ভের—মিথ্যা, মীনের—মিথ্যাভয়।

চুম্বনালিংগনে—

মেষের—কষ্ট, বৃষের—মর্ম্মাঘাত, মিথুনের—বন্ধুসমাগম, কর্কটের—শত্রুসমাগম, সিংহের—উন্নতিলাভ, কন্যার—বিবাদ, তুলার আতিথ্য, বৃশ্চিকের—হর্ষ, ধনুর—ভ্রম, মকরের—সংবাদ, কুম্ভের—দুঃখ ও কষ্ট, মীনের—আনন্দ।

———

দৈব-শান্তি।

—:*:—

মনুষ্য সংসারে থাকিয়া বিদ্যা, ধন, মান ও প্রতিপত্তি প্রভৃতি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে, সাধারণ লোকে তাহাকেই মনুষ্যের চেষ্টা ও যত্নের ফল নির্দ্দেশ করে বটে; কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী বুদ্ধিমান্ মানবের অন্তরে সে কথা স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং পাইতেও পারে না। সত্য বটে, মনুষ্য নিশ্চেষ্ট থাকিলে কিরূপে ক্রিয়ার মুখ দর্শন করিতে বা ফললাভের অধিকারী হইতে পারিবে? কিন্তু দৈবের অনুকূলতা ব্যতিরেকে ভাগ্যবান্ হইবার বা কর্ম্ম-ক্ষেত্রের পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এক ব্যক্তি চিরকাল শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন যাপন করিলেন, হয় ত তাঁহার নাম পর্যন্ত জগতে অজ্ঞাত রহিল, অর্থোপার্জ্জন তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইলেও, তিনি তাহার পথ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। এক জন হয় ত উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিলেন; কিন্তু পরিচয়ের গৌরব প্রকাশ করিতে পারিলেন না, আর এক জন হয় ত ঘোর মূর্খ, লেখাপড়ার কোন ধার ধারে না, অধিকন্তু নীচবংশসমুদ্ভূত, সে ব্যক্তি অর্থপ্রভাবে সাধারণের নিকট অনায়াসে সুপরিচিত হইল; তাঁহার নাম, যশ ও প্রতিপত্তি দিগ্‌দিগন্তে প্রথিত হইতে থাকিল। ইহার তাৎপর্য্য কি? সকলের এক লক্ষ্য হইলেও, কেহ সিদ্ধ, কেহ স্খলিতপদ হইতেছে কেন? ফল কথা, যে বিষয় কেবলমাত্র মনুষ্যের নিজশক্তিপ্রভাবে আয়ত্ত হইতে পারে, শাস্ত্রে ও প্রাচীন গ্রন্থাদিতে তাহাই লৌকিক শক্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। দেহ ও বুদ্ধিবলে যে কোন কার্য্য সমাহিত হয়, তৎসমস্তই মানবশক্তির কার্য্য। যাহার ফল ভোগ করা যায়, কিন্তু শক্তি লক্ষ্য হয় না, তাহাই "দৈব।" স্বীকার করি, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যই মনুষ্যের শ্রমের সাক্ষাৎ নিদর্শন; কিন্তু দৈব বা অদৃষ্টফল ইহার অভ্যন্তরে গূঢ়ভাবে নিহিত রহিয়াছে। মানব যত কেন নিজের সামর্থ্য ও চেষ্টা প্রকাশ করুক না, দৈবের অপরিবর্ত্তনীয় শক্তি রোধ করা সহজ ব্যাপার নহে। সময়ে কৃষি-কার্য্য, শিল্পাবতরণ বা বাণিজ্যপ্রচলনের অনুষ্ঠান হইল, কিন্তু ভোগকালে মানবকে ফল লাভে বঞ্চিত হইতে হয় কেন? কাহার শক্তিতে এই অচিন্তনীয় ব্যাপার সমাহিত হইয়া থাকে? জিজ্ঞাসা করিলে যদিও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন কথায় ইহার উত্তর পাওয়া যায়, যদিও উত্তরে কেহ অদৃষ্ট, কেহ ভাগ্য, কেহ বা দৈবের নাম নির্দ্দেশ করেন শুনিতে পাওয়া যায়,

কিন্তু আমরা নামভেদে এই একই শক্তিকে "দৈব" বলিয়া অবধারণা করি। যেমন ঈশ্বরের শক্তি কেহ "মায়া", কেহ 'অবিদ্যা', কেহ 'ইচ্ছা' প্রভৃতি নাম নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু ফলিতার্থ তাহা এক, সেইরূপ 'অদৃষ্ট' ও 'ভাগ্য' প্রভৃতি কথার অবতারণা থাকিলেও তাহা দৈব হইতে পৃথক পদার্থ নহে।

দৈবের দয়া জগতে আবহমান জাজ্জ্বল্যমান। ইহার প্রভাবে নিরন্নের অতুলৈশ্বর্য্যভোগ এবং ঐশ্বর্য্যশালী পথের ভিখারী। যে ব্যক্তি ধনে কুবের-তুল্য, পদে ইন্দ্রসদৃশ, বিক্রমে যমোপম, তাঁহাকেও ইহার আক্রমণে অকস্মাৎ অকিঞ্চন ও নিস্তেজ হইয়া অন্যের প্রসাদভোগী হইতে হয়। যাঁহাকে আমরা বিপুল সুখের অধিকারী মনে করি, দৈব্যের অনুকূলতা না থাকিলে তাঁহার অন্তঃকরণ বিষাদের বিহারভূমি ও অশান্তির নিকেতন; বরং পীড়িতের সুচিকিৎসায় পীড়ার উপশম ঘটিতে পারে, কিন্তু দৈবের ভয়ানক ব্যাপার। যৌবনে জরা এবং জীবিতাবস্থায় নির্জ্জীবদশা, ইহারই আধিপত্যের পরিচায়ক। বলিতে কি, ইহার শক্তি অসীম ও আশ্চর্য্য। প্রজা যেরূপ রাজার অনুগত ও বাধ্য থাকিলে তাহার আপদ্-বিপদের সম্ভাবনা থাকে না, রাজার রোষ ও সন্তোষে যেরূপ প্রজার সুখ-দুঃখ ঘটিয়া থাকে, দৈবের সহিত মনুষ্যের সেই প্রকার সম্বন্ধ। যেরূপ উচ্চতর রাজকর্ম্মচারিগণ রাজার প্রতিনিধিস্বরূপে কার্য্য করিয়া থাকেন, সেইরূপ বিশ্বরাজ্যের রাজা পরমেশ্বরের প্রতিনিধিস্বরূপে গ্রহদেবতাগণ প্রাদুর্ভূত আছেন। জীবের শাসনকার্য্যেই তাঁহারা নিযুক্ত। যিনি না বুঝিয়া গ্রহদেবতাকে বিরুদ্ধ বা ক্রুর করিয়া তুলেন, তাঁহার আর নিস্তার নাই। আধি, ব্যাধি, বিপদ, মনস্তাপ, দুশ্চিন্তা, দুঃস্বপ্ন, অর্থনাশ প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই গ্রহদেবতাদিগের অপ্রসন্নতায় ঘটিয়া থাকে। উপহার, স্তবস্তুতি, প্রার্থনা, পূজা ও সর্ব্বতোভাবে আনুগত্য-প্রদর্শনে যেরূপ নিরীহ প্রজাপুঞ্জ রাজদৃষ্টির প্রসাদ পাইয়া থাকে, জীবও সেইরূপ দৈবের অনমুকম্পায় আবদ্ধ ও গ্রহদেবতাগণের প্রসন্নতায় নিরুপদ্রব, সুস্থ, শান্ত ও প্রফুল্লচিত্ত হয়। গ্রহশব্দের অর্থ অভিধান যাহা বলিয়া দিউন না, আমরা বলি, আমাদিগকে গ্রহণ অর্থাৎ আক্রমণ করেন বলিয়া উঁহাদের ঐ নামের সৃষ্টি। চক্রের গতি যে প্রকার অর্থাৎ উহা যেরূপ এক চিহ্নের পর পর্য্যায়ক্রমে অন্য চিহ্নে পদার্পণ করে, নরের ভাগ্যে অদৃষ্ট-চক্র সেইরূপ নিয়ত ঘূর্ণায়মান রহিয়াছে এবং তাহাতেই সুখ-দুঃখ-সঙ্ঘটন হইতেছে।

অম্বতে কাহার অরুচি হয় ? কে না সুখভোগের বাসনা করে ? কিন্তু ইচ্ছা থাকিলেও, চেষ্টা করিলেও লোকে নানাপ্রকার দুর্গতি ও কষ্ট ভোগ করে, ইহার কারণ কি ? যিনি যাহা বলুন, দৈবের বিরুদ্ধতা বা গ্রহের অপ্রসন্নতাই ইহার মূল। যদি তাহা না হইবে সাধারণের কথা বলিতেছি না), তবে রাজা শ্রীবৎস, পরমজ্ঞানী নল, ধর্ম্মবীর যুধিষ্ঠির, পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রের এরূপ অবস্থান্তর ঘটিবার কারণ কি? কাহার আদেশে, কাহার বশে এবং কাহার নিয়মে এরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব ঘোর ব্যাপার সংসাধিত হইল ? "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র ন দৈবমনুরুধ্যতে" এই মহাবাক্য কি তাহার কারণ বা প্রমাণ নহে ? যাহা হউক, গ্রহের নিগ্রহে নিত্য যে সকল ফলভোগ করিতে হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই ; সংক্ষেপে কিরূপে তাহাদিগকে শান্ত রাখিয়া সুফল পাইতে পারা যায় এবং কোন্ গ্রহ বিরোধী হইলে কি অশুভ ঘটে, তদ্বিবরণসহ গ্রহকে খণ্ডনের উপায়গুলি এ স্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক।

গ্রহদোষশান্তির জন্য যে সকল উপায় বিহিত আছে, তাহার মধ্যে প্রতিদিন প্রাতঃকালে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নবগ্রহের উদ্দেশে স্তবস্তুতি ও প্রণামকরণই সংক্ষিপ্ত উপায়। নিম্নে তাহা পরিদর্শিত হইল :—

রবির উদ্দেশে

জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥ ১ ॥

সোমের উদ্দেশে

দিব্যশঙ্খতুষারাভং ক্ষীরোদার্ণবসম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্ম্মুকুটভূষণম্ ॥ ২ ॥

মঙ্গলের উদ্দেশে

ধরণীগর্ভসম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥ ৩ ॥

বুধের উদ্দেশে

প্রিয়ঙ্গুকলিকাশ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্ ॥ ৪ ॥

বৃহস্পতির উদ্দেশে

দেবতানামৃষীণাঞ্চ গুরুং কনকসন্নিভম্ ।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥ ৫ ॥

শুক্রের উদ্দেশে

হিমকুন্দমৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্ ।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৬ ॥

শনির উদ্দেশে

নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসুতং মহাগ্রহম্ ।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥ ৭ ॥

রাহুর উদ্দেশে

অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্যবিমর্দ্দকম্ ।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৮ ॥

কেতুর উদ্দেশে

পলালধূমসঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্ ।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মকং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥ ৯ ॥

গ্রহবিরুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ফলাফল

রবি—স্থানত্যাগ, ভয়, মানক্ষয়, দৈন্য ও পীড়া ইত্যাদি ।
সোম—অর্থনাশ, ক্লেশজনক পীড়া, কুক্ষিরোগ, কার্য্যধ্বংস ।
মঙ্গল—শত্রুবৃদ্ধি, ধননাশ, শরীরপীড়া, রক্তবিকৃতি ও ভূমিনাশ ।
বুধ—বন্ধুনাশ, রোগ, অর্থক্ষয়, বুদ্ধিবিলয় ও পরমায়ুর্হ্রাস ।
বৃহস্পতি—বন্ধুবিচ্ছেদ, পীড়া, মানহানি ও অধর্ম্মে মতি ।
শুক্র—শত্রুবৃদ্ধি, শোক, ধনহানি, গ্লানি ও অবমাননা ।
শনি—ধনমানহানি, স্থানত্যাগ, মনঃকষ্ট, শত্রুবৃদ্ধি ও সঞ্চিতার্থক্ষয় ।
রাহু—অর্থহানি, রিপুভয়, কার্য্যহানি, রোগ ও মৃত্যুভয় ।
কেতু—অর্থহানি, রিপুভয়, কার্য্যহানি, রোগ ও মৃত্যু ।

গ্রহবিরুদ্ধে এই সকল ফল ফলে । যদি জীবের জন্মকালে গ্রহদেবতার শুভদৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে অশুভ ফলের আধিক্য ঘটে না । এতদ্ভিন্ন

স্থানবিশেষে গ্রহগণ শুভ থাকিলে শুভফলপ্রাপ্তি ঘটে, অশুভ থাকিলে অনিষ্টের কারণ হয়।

গ্রহদেবতার উদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট দান, গ্রহযাগ, জপ, ধার্য্য দ্রব্য মাণিক্যাদি ও নির্দ্দিষ্ট কবচ অঙ্গে ধারণ ও স্নানীয় দ্রব্যে স্নান করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। গ্রহদোষশান্তির জন্য সংক্ষেপে দান-সামগ্রীর বিষয় নিম্নে বর্ণিত হইল।

রবি—ধেনু, রক্তবর্ণ প্রবাল ও তাম্র।
সোম—শ্বেতবর্ণ রজতখণ্ড ও ক্ষীরপূরিত শঙ্খ।
মঙ্গল—রক্তবস্ত্র, প্রবাল, বৃষ, মসুর ও তাম্র।
বুধ—কুঙ্কুমবাসিত বস্ত্র, যজ্ঞসূত্র, কাঞ্চন, অশ্ব ও যজ্ঞোপবীত।
বৃহস্পতি—চিনি, দারুহরিদ্রা, ঘোটক, হলুদবর্ণ ধান্য, হলুদবর্ণ বস্ত্র, পুষ্পরাগমণি, সৈন্ধব লবণ, স্বর্ণ।
শুক্র—শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতাশ্ব, স্বর্ণ ও মুক্তা।
শনি—কৃষ্ণবস্ত্র, কৃষ্ণগাভী, কৃষ্ণকম্বল, মহিষ, শুদ্ধলৌহ (শতপল) চামর ও চন্দন।
রাহু—গোমেদ রত্ন, ঘোটক, নীলবস্ত্র, কম্বল, তিল, লৌহ-পাত্রস্থ তিল-তৈল।
কেতু—ধূম্রবস্ত্র, ছাগ, চন্দন ও লৌহ।

যামলবচনে দানবিধি এইরূপ। মতান্তরে, দানব্যবস্থার ভিন্নতাও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত দৈবশক্তির পক্ষে "স্বস্ত্যয়ন" একটি উপায়বিশেষ। যে কার্য্যের অনুষ্ঠানে স্বস্তি অর্থাৎ মঙ্গললাভ ঘটে, তাহার নাম "স্বস্ত্যয়ন"। স্বস্ত্যয়ন অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে শিবস্বস্ত্যয়ন, পঞ্চাঙ্গ স্বস্ত্যয়ন, বিষ্ণুর উদ্দেশে জপ ও তুলসী দান, দুর্গানাম জপ ও সংকল্পিত চণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। দুর্ভিক্ষ, ঘোর উপদ্রব, দাবাগ্নিভীতি, অরণ্যবাস, বন্ধনাবস্থা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মারীভয়, দুঃস্বপ্নদর্শন, জলনিমজ্জন, অগ্নিদাহ, সর্পভয়, ব্যাঘ্রবিভীষিকা প্রভৃতি সমস্ত আপদ্-বিপদ্-নিবারণ চণ্ডীপাঠের ফলশ্রুতিতে প্রকাশ আছে।* পবিত্রভাবে, পবিত্রাচারে, ভক্তি ও বিশ্বাসের সহিত উপযুক্ত লোক দ্বারা এই সকল কার্য্য সমাধা করিলে অশেষ দুর্গতির হস্ত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। মার্কণ্ডপুরাণে দুর্গানাম-

* "পরং স্বস্ত্যয়নং হিতং।"..মার্কণ্ডেয়চণ্ডী।

জপ ও চণ্ডীপাঠই প্রধান স্বস্ত্যয়ন বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তবে বর্ত্তমানে এরূপ অনুষ্ঠানেও লোক সেরূপ ফল প্রাপ্ত হয়েন না, লোকের অবিশ্বাসী হৃদয়, প্রণালীবিরুদ্ধ অনুষ্ঠান ও যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা কার্য্য না হওয়াই তাহার প্রধান কারণ।

অভয়

সংসার বিভীষিকা-ক্ষেত্র ও আপদ্‌বিপদের স্থান। মনুষ্যের আহার, বিহার, শয়ন, স্বপ্ন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য ও চেষ্টা ভয়ের অনুগত। বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইতে পারে যে, যেখানে ভয়ের বিদ্যমানতা নাই, এরূপ স্থান দৃষ্ট হয় না। অন্য কথা কি, দেহীর দেহ ও মন পর্য্যন্ত ভয়ের অধীন। যদি সংসার এরূপ ভয়সঙ্কুল হইল, তবে জীবের ভাগ্যে কিরূপে 'অভয়' ঘটিতে পারে এবং সে অভয় কাহাকে বলে, অনেকে এ প্রশ্ন করিতে পারেন। বাস্তবিক অনেকের এরূপ প্রশ্ন করিবারও কথা। উত্তরে বলা যাইতেছে যে, আমাদের গৃহে বাহিরে শত্রুর অভাব নাই। একদিকে শরীরে ইন্দ্রিয়, অন্তরে বাসনা, অন্য দিকে ছায়াভাবে গ্রহদেবতার আক্রমণ; সুতরাং এই বিভীষিকা হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বদা সতর্ক ও স্থিরদৃষ্টি হওয়ার প্রয়োজন। যে যে উপায়ে আমাদের সকল প্রকার ভয় বিদূরিত হয় এবং আমরা অভয়ের মুখ দেখিতে পাই, সংক্ষেপে তদ্বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

আহার দ্বারা শরীর পুষ্ট হয়, ইহা সকলেই জানেন, কিন্তু শাস্ত্রে প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা অমাবস্যা পর্য্যন্ত নিত্য নিত্য যে সকল দ্রব্যভোজনের ব্যবহার ও নিষিদ্ধ দ্রব্য বর্জ্জনের বিধি দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য অদ্ভুত প্রকার যুক্তিপূর্ণ। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা পূজ্যপাদ ঋষিগণ আমাদের জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আয়ুর্ব্বেদের সঙ্গে ধর্ম্মের সামঞ্জস্যবিধান করিয়া গিয়াছেন। প্রত্যহ এক দ্রব্য ভোজন করিলে তাহাতে রুচি থাকে না, অরুচিনিবন্ধন মনে বিকারের প্রাদুর্ভাব ঘটে। বিশেষতঃ নদীর জোয়ার-ভাটার ন্যায় দেহীর দেহ কখনও শুষ্ক, কখনও বা সরস হইয়া থাকে; সুতরাং সে সময়ে নিষিদ্ধ ভোজ্য গ্রহণ করিলে পীড়া প্রকাশ পায়। ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতা ঋষিগণ আহার সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহাকে অযৌক্তিক মনে করা বাতুলের কার্য্য।

নিষিদ্ধ ভোজন

প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় ছোট বার্ত্তাকু, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে বিল্ব, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে মাষকলায়, অমাবস্যা বা পূর্ণিমাতে মৎস্যমাংস ভোজন নিষেধ। ধনহানি, ধর্ম্মহানি, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতির শাসনভয় শাস্ত্রে কল্পিত আছে, কিন্তু উদ্দেশ্য স্বাস্থ্যরক্ষা, ধর্ম্মসঞ্চয় ও অভয়প্রাপ্তি।

আচার

ধর্ম্ম আচারের অনুগত। মানব সদাচারপরায়ণ হইলে পবিত্রতা, বলবৃদ্ধি ও ধর্ম্মলাভ ঘটিয়া থাকে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ, প্রাতঃকৃত্য সমাপন, স্নান, দেবার্চ্চনা, পবিত্র ভোজন, এইগুলিই আচারের অধীন। বর্ত্তমান অবস্থায় অনেকের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও যে দীর্ঘজীবী দেখা যায়, সদাচার ও পবিত্র ভোজনই তাহার কারণ। ম্লেচ্ছান্নভোজী স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে নানাবিধ রোগে আক্রান্ত ও অল্পায়ুঃ হইতে দেখা যায়। আচারবিহীনতা ও ধর্ম্মপরিত্যাগই রোগের মূল কারণ। বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ রুগ্ন ব্যক্তিগণ সর্ব্বদাই ভয়াধীন।

কবচ

যেমন ঈশ্বরের ইচ্ছাক্রমে সময়ে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবের শরীর কখনও ক্ষয়, কখনও বৃদ্ধি ও কখনও বা সমভাবে স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। রুগ্নাবস্থায় শরীর শীর্ণ হইলে যেরূপ বলকারক ঔষধ সেবনের প্রয়োজন, সেইরূপ রোগবশতঃ বা গ্রহপীড়ার আক্রমণ হেতু বলক্ষয়, মানসিক গ্লানি, পক্ষাঘাতাদি রোগপ্রকাশ, উন্মাদ, অপস্মার ইত্যাদি ঘটিলে কবচধারণে বিশেষ উপকার ঘটে। পূর্ব্বকালে ইহার মহিমা অবগত হইয়া সাধারণ লোক কবচ ধারণ করিতেন, বর্ত্তমানে নব্যসম্প্রদায় ততদিন পর্য্যন্ত ইহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই, যতদিন পর্য্যন্ত কলিকাতায় "মেডিকেল কলেজের" খ্যাতনামা ডাক্তার ম্যাকনামারা ধাতুদ্রব্যধারণের উপকারিতা না বুঝাইয়া দিয়াছেন।

কবচ অনেক প্রকার; তন্মধ্যে রাম, ব্রহ্ম, নৃসিংহ, দুর্গা, কালিকা, জগদ্ধাত্রী, বিষ্ণু, বংশ—এই কয়েকটি কবচই সমধিক প্রসিদ্ধ ও ব্যবহৃত; অধিকাংশ কবচই তন্ত্রোক্ত, তবে পৌরাণিকও দেখা যায়। প্রত্যেক কবচের উদ্দেশ্য বহুপ্রকার; তবে মানসিক গ্লানিনিবারণ, দূষিত-বায়ু

প্রশমন, শত্রুভয়বিনাশন, গ্রহপীড়া-শান্তি, পাপপ্রশমন প্রভৃতিই অনেক কবচের উদ্দেশ্য। যদি বীজমন্ত্র উদ্ধার করিয়া পুরশ্চরণপূর্ব্বক কবচ ধারণ করা হয়, অত্যাচার—সুরাপান, অন্যের উচ্ছিষ্টগ্রহণ, বেশ্যাভিগমন প্রভৃতি পাতিত্যজনক কার্য্য না ঘটে, তাহা হইলে ইহার ফল পাইতেই হইবে। বাস্তবিক, যথানিয়মে কবচ ধারণ করিলে কোন ভয় থাকে না। কবচ ধারণের ন্যায় নিত্য কবচপাঠেও উপকারিতা দেখা যায়।

রত্নধারণ

কবচধারণ দ্বারা শরীর সুরক্ষিত হইলে যেরূপ কোন ভয় থাকে না, তাহার ন্যায় রত্নাদিধারণেও দেহের বিশেষ উপকার ঘটিয়া থাকে। নক্ষত্র-বিশেষে রত্নধারণ করা অতিশয় প্রশস্ত ও উপকারী।

বিহিত নক্ষত্রে রত্নধারণের ব্যবস্থা।

অশ্বিনী, রেবতী, ধনিষ্ঠা এবং হস্তাদি করিয়া পাঁচটি নক্ষত্রে শঙ্খ, বিদ্রুম ও মুক্তাদি ধারণ করিলে কোন ভয় থাকে না।

গ্রহবিরুদ্ধে রত্নধারণের-কথা

যদি রবি বিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে নীল বৈদূর্য্যধারণে রবিদোষ প্রশমিত হয়। চন্দ্র বিরুদ্ধ হইলে নীল, মঙ্গলে মাণিক্য, বুধে পদ্মরাগ, বৃহস্পতিতে মুক্তা, শুক্রে হীরক, শনিতে ইন্দ্রনীল, রাহুতে গোমেদ, কেতুতে মরকত ধারণ করিতে হয়। *

যেরূপ রত্নধারণে গ্রহপীড়া প্রশমিত হয়, সেইরূপ স্বর্ণাদি ধাতুধারণেও গ্রহভয় থাকে না। যে যে গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে যে যে পদার্থ ধারণে ভয় থাকে না, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল ঃ

রবি বিরুদ্ধ হইলে বাহুতে তাম্র ধারণ করিতে হয়। সোম বিরুদ্ধ হইলে শঙ্খ, মঙ্গল বিরুদ্ধ হইলে বিদ্রুম, বুধগ্রহ বিরুদ্ধে কাঞ্চন, বৃহস্পতি বিরুদ্ধে রজত, শনি বিরুদ্ধে ত্রপু অর্থাৎ সীসক, কেতু বিরুদ্ধ হইলে লৌহ এবং রাহুবিরুদ্ধে রাজপট্ট ধারণ করিতে হয়।

গ্রহ-শান্তি

গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে তাহার শান্তির পক্ষে যে সকল উপায় আছে, গ্রহ-

---

* বৈদূর্য্যং ধারয়েৎ সূর্য্যে নীলঞ্চ মৃগলাঞ্ছনে। আবনেয়েঽপি মাণিক্যং পদ্মরাগং শশাঙ্কজে। গুরৌ মুক্তাং ভৃগৌ বজ্রমিন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে। রাহৌ গোমেদকং ধার্য্যং কেতৌ মরকতং তথা ॥ ইতি দীপিকা।

হোম তাহাদের অন্যতম। প্রত্যেক গ্রহের শান্তি করিতে হইলে পৃথক্ পৃথক্ সমিধ দ্বারা হোম করিতে হয়। নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল: *

রবিবিরুদ্ধে অর্ক(আকন্দ)সমিধ দ্বারা হোম করিতে হয়। চন্দ্র-বিরুদ্ধে পলাশসমিধ। মঙ্গলবিরুদ্ধে খদিরসমিধ। বুধবিরুদ্ধে অপামার্গ (আপাং)। বৃহস্পতিবিরুদ্ধে পিপ্পল। শনিবিরুদ্ধে শমী (শাঁই)। রাহুবিরুদ্ধে দূর্ব্বা। কেতুবিরুদ্ধে কুশ।

গ্রহদেবতার উদ্দেশ্যে যে হোমবিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার সংখ্যা হাজার আট, শত অষ্ট বা অষ্টাবিংশতি। যদি অবস্থাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় ক্রম না ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বশেষ অষ্টাবিংশতি আহুতি দিতে হয়। প্রত্যেক সমিধ মধু এবং ঘৃতাক্ত করিয়া দিবার নিয়ম।

রবি	বিরুদ্ধে	ধেনু	দক্ষিণা
চন্দ্র	"	শঙ্খ	"
মঙ্গল	"	বৃষ	"
বুধ	"	স্বর্ণ	"
বৃহস্পতি	"	পীতবস্ত্র	"
শুক্র	"	শ্বেতাশ্ব	"
শনি	"	কৃষ্ণা গাভী	"
রাহু	"	লৌহ	"
কেতু	"	ছাগ	"

আবাস

যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মার্জ্জিত, সে কখন আপনার বাসভূমি মলিন রাখে না, মালিন্যত্যাগই চিত্তশান্তির প্রধান উপায় ও অভয়ের হেতু। দেহগৃহ যে এতদূর পবিত্র, এতদূর শান্তি-নিকেতন, তাহার কারণ কি? বাইরে ধূপ-ধূনা প্রভৃতির আয়োজন, অন্তর ভক্তিরসে পরিপ্লুত। এই জন্য লক্ষ্মীমান্, দীর্ঘায়ুঃ, বলিষ্ঠ, বিশুদ্ধচেতা হইবার পক্ষে বাসগৃহে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা দেখা যায়। দেহ পরিষ্কার, গৃহ পরিষ্কার, শয্যা পরিষ্কার, বাক্ পরিষ্কার ও মন পরিষ্কার রাখিতে পারিলে কোন ভয় থাকে না।

---

* অর্কঃ পলাশঃ খদিরস্ত্বপামার্গোঽথ পিপ্পলঃ।
উডুম্বরঃ শমী দূর্ব্বা কুশাশ্চ সমিধঃ ক্রমাৎ ॥" ইতি শুদ্ধিদীপিকা।

ফল কথা, যে গৃহে সাধ্যমত দানধর্ম্ম, যেখানে অতিথিপূজা, যেখানে পতিব্রতা, যেখানে লক্ষ্মীর কৃপা, সেখানকার কথা আর বলিতে হইবে না। যদি আশ্রমে থাকিয়া আশ্রমীর ধর্ম্মপালন করা হয়, যদি পাপের কুহকিনী শক্তিকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিতে পারা যায়, যদি মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা ঘটে, যদি রিপুদল স্বপ্রভাব-প্রকাশে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে জীবকে আর ভয়ের মুখ দেখিতে হয় না। যদি ক্রিয়াসিদ্ধি, জপ-সিদ্ধি, যোগসিদ্ধির সামর্থ্য ঘটে, তাহা হইলে এই সংসার আনন্দধাম হইয়া উঠে। জীব যদি সাধুসঙ্গ লাভ করিতে পারে, ইন্দ্রিয়ের উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিতে পারে, তাহা হইলে কি দেহ, কি গৃহ, কোন স্থানেই কোন ভয় থাকে না। যেখানে ধর্ম্মের সমাদর, অতিথির সমাদর, সত্যের সমাদর, সেখানে কোন বস্তুরই অভাব থাকে না, ইহা এক প্রকার প্রমাণিক বাক্য।

শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা
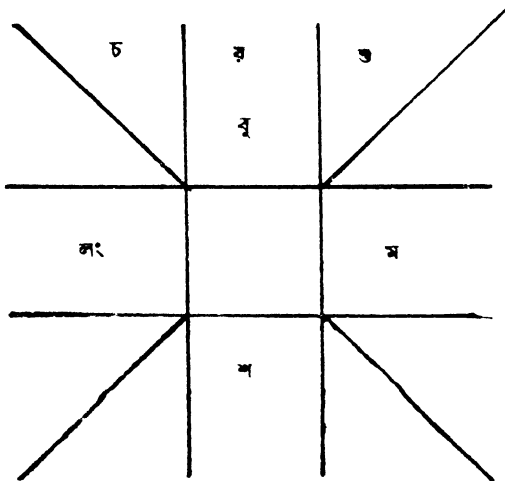
পঞ্চগ্রহ তুঙ্গী থাকায় রামচন্দ্র অদ্বিতীয় রাজা হইয়াছিলেন। সপ্তম স্থানে মঙ্গল থাকায় স্ত্রী-সুখ ঘটে নাই এবং রাহু কর্ত্তৃক বনগমন ঘটিয়া-ছিল। এরূপ অসাধারণ গ্রহসন্নিবেশ ভগবানেরই সম্ভব, মানবের নহে।

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-পত্রিকা
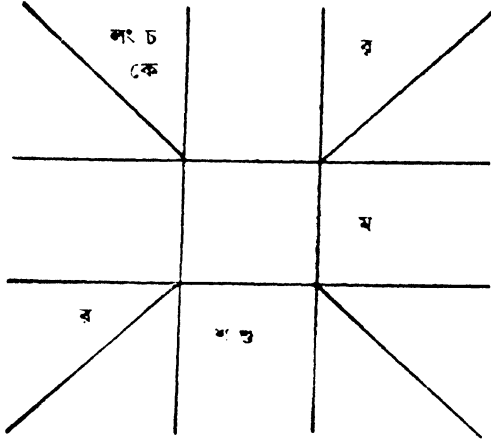
উচ্চস্থাঃ শশি-ভৌমচান্দ্রিশনয়ো লগ্নং বৃষো লাভগো
জীবঃ সিংহতুলাদিষু ক্রমবশাৎ পূষোশনোরাহবঃ।
নৈশীথঃ সময়োঽষ্টমী বুধদিনং ব্রহ্মর্ক্ষমত্র ক্ষণে
শ্রীকৃষ্ণাভিধমম্বুজেক্ষণমভূদাবিঃ পরং ব্রহ্ম তৎ ॥

জন্মকালে তিন গ্রহ তুঙ্গী এবং চারিটি গ্রহ স্বনক্ষত্রগত থাকায় কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণাবতাররূপে অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম-পত্রিকা
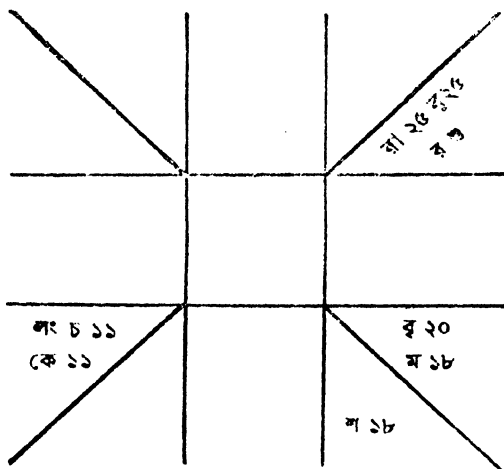
বৃ এবং ম একত্রে বৃহস্পতির ক্ষেত্রে থাকায় তিনি তাঁহার সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীমধ্যে অদ্বিতীয় বলিয়া খ্যাত ও পূজ্য প্রেমাবতাররূপে জীবশিক্ষা-দাতা ।

৺পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন, বেলা ১৫ দণ্ড, ৪০ পল সময় তুঙ্গগত বুধের ফলে তিনি এরূপ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন।
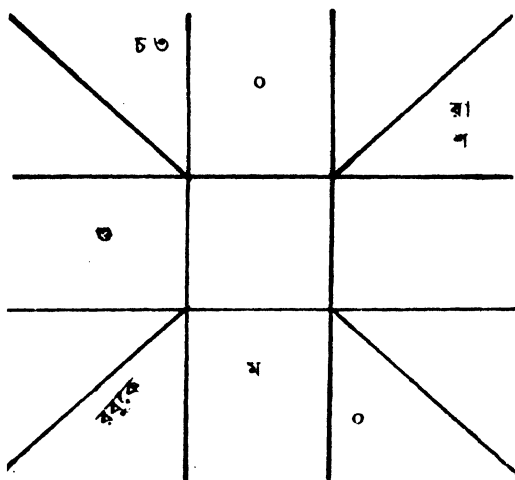
বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ মহাতবচাঁদ বাহাতুরের জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৭৪৩ শকাব্দার ২রা অগ্রহায়ণ এবং মৃত্যুতারিখ ১৮০২ শকাব্দার ৮ই কার্ত্তিক।

যদি কেন্দ্র বা ত্রিকোণাধিপতি কোন গ্রহ নীচরাশিস্থ হয়, আর সেই নীচরাশির অধিপতি এবং ঐ গ্রহের উচ্চরাশির অধিপতি কেন্দ্রে বা উচ্চস্থানে থাকে, তবে রাজযোগ হয়। এই যোগে ইনি জন্মপরিগ্রহ করিয়া রাজা হইয়াছিলেন।
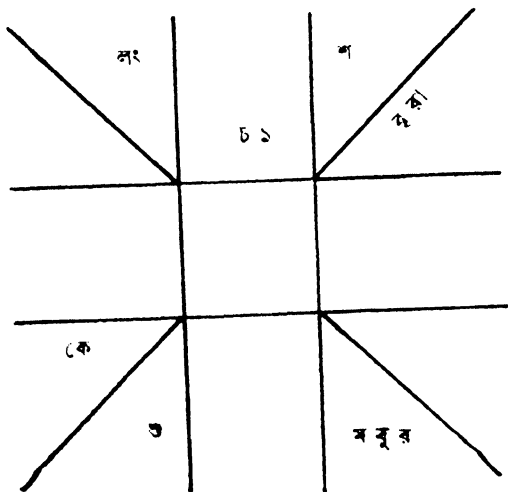
ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ কবি লর্ড বায়রণের জন্ম-পত্রিকা

জন্ম তারিখ ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী এবং মৃত্যুতারিখ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল।

যদি পঞ্চমাধিপতি গ্রহ ও বৃহস্পতি কিংবা শুক্র পঞ্চমে এবং চন্দ্র ও মঙ্গল মিথুন রাশিতে হইয়া নবমে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতক পরম রসজ্ঞ, কল্পনা-শক্তিবিশিষ্ট ও সুকবি হয়। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃ ৫

চ ৭ ম ৭

বু ১০

ফ্রান্স দেশের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ানের পুত্রের জন্ম-পত্রিকা

যদি তিনটি কেন্দ্রে পাপগ্রহ অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়া অস্ত্রাঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।
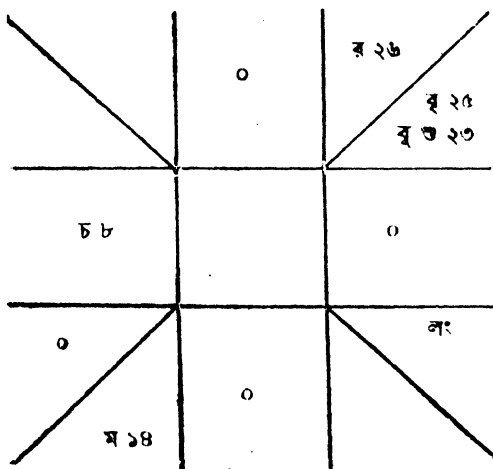
রুস দেশের সম্রাট্ তৃতীয় আলেক্জাণ্ডারের জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল এবং মৃত্যুর তারিখ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ।

লগ্নাধিপতি কিংবা চন্দ্র যদি পাপগ্রহযুক্ত হইয়া অষ্টমে এবং দশম ও দ্বাদশে অবস্থিতি করে, তাহা হইলে জাতকের অপমৃত্যু ঘটে। ইনি এই যোগে জন্মগ্রহণ করা প্রযুক্ত প্রজাকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।
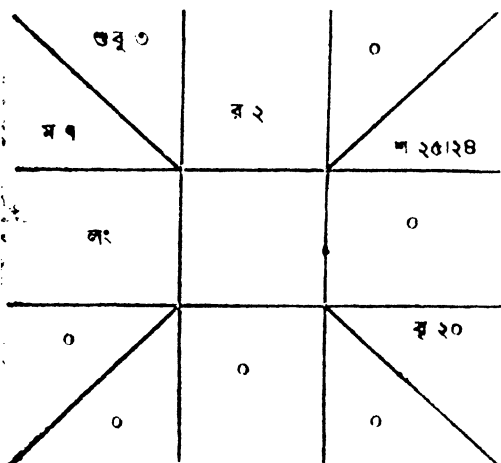
ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্ম-পত্রিকা

জন্মতারিখ ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে। অমাবস্যা অথবা পূর্ণিমায় জন্ম হইলে যদি কোন তুঙ্গীগ্রহ লগ্নে থাকে, আর বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমে এবং শনি বা মঙ্গল একাদশে থাকে, তবে রাজযোগ হয়। আমাদের মহারাণী এই যোগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

লং ৮
১৫।৪৫

[illegible] ৬।৩৬
বু ৯।২৪
বৃ ৬।২১

শ ২৬।২৫
ম৮।৫৮

জন্মাব্দের	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
১৪	ম	২২	২।২০	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।২০	২৫	২৬।৪	২।১৮	৪
	বু	২৭।৬	২।৯।২৫	৬।১০	৮	৮।৫	১০।৩	১৫।১৮	১৮	১৮।১৮	২০।২	২৪।২৬	২৭।২৭
	বৃ	৪	৪	৫	৬	৬	৬	৬।১।৬	৮।২২ব	৭	৬	৬	৬
	শ	১০	১০	১০	১০	১০	১০।১৭	১১	১১	১১	১১	১১	১১
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।২১	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
১৫	ম	৪।১৫	৬	৮	৮।১৫	১০	১৩	১৩।১৫	১৫।২৮	১৮	২০।২৭	২০।২৭	২২
	বু	২।১১	২।৬।১৭	৬।৭	৮।১১ব	৮।১।১২	১৩।১	১৫।৫ব	১৫।২২	১৮।১	২২।২৩	২৪	২৪।২৩
	বৃ	৭	৬।১১	৮	৮	৮	৮	৮।৫	১০	১০	১০ব	৮	৮
	শ	১১।১০	১০	১০।২৫	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২১	২১
১৬	ম	২২।৯	২৪।২২	২৭	২৭।১১	২৫	২	২	২	২	২।১৮	৪	৪।১২
	বু	২৭।২	৪।১০	৬	৬।১৬	২১।২২	১১।৪	১৫	১৫।১৪	১৮।২	২২।১৮	২৪।১৬	১৪।২৫
	বৃ	৮	৮	৮।৮	১১	১০	১০	১০।২৬	১১	১১	১১	১১।৪ব	১০
	শ	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১।১১	১৫	১৪।২৫ব	১১
	রা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
১৭	ম	৬	৬।১২	৮।২৯	১০	১০।১২	১১।২৬	১৫	১৫।২৬	২০	২০	২০।৪	২২।২১
	বু	২৭	৪	৪।১১	৬।৭	১০।৯	১১	১১।১৮	১৮	২০।১৪	২২	২২	২২
	বৃ	১০	১০	১০	১০।১৭	১১	১১	১১।১৫	১১।৬	১৫	১৫	১৫	১৫।২০ব
	শ	১১	১১	১১	১১	১১	১১।১৭	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	২০	২০	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

১৮	ম	২৪।২২	২৭	২৭।২৬	২।৭৪	৫	৪।৪	৬	৬	৬	৬	৫	৬
	বু	২।১১	৪	৪।১১	৮।১৬	১০।১৮	১০	১৩।১৭	১৮।২৫	২১	২২।১৬	২৪।২৪	২০।২
	বৃ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।১	১৫	১৫	১৫	১৫।২	১৮	১৮	১৮
	শু	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	শ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
১৯	ম	৩।৪	৮	৮।১০	১০।১৫	১০	১৩।৮	১৫।১৯	১৮	১৮।১	২০।২২	২২।২২	২৪
	বু	২	২।২০	৪।২	৮।৮	১০	১০।১৫	১৩।৩	১৮।৮	২০।১৯	২২।৪	২৫।৫	২৭।১১
	বৃ	১৮	১৮।২৭]	১৫	১৫	১৫।৯	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।২৪	২০	২০
	শু	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।১৭	১৮	১৮	১৮	১৮
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
২০	ম	২৭	২৭।৯	২।১৭	৪।১৯	৬	৬।২৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	বু	২	২।২৩	৬।১৫	১০।৭	১১।২৪	১৩।৯	১৫।১৯	১৬।১৯	১৮।১১	২০।১১	২৪।১৫	২৭
	বৃ	২০	২০	২০।১৯	১৮	১৮।২২ব	২০	২০	২০	২০	২০	২০।১১	২২
	শু	১৮ব	১৭।৫	১৫	১৫	১৭।২৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।২	১১	১১	১১	১১	১১	১১
২১	ম	৮	৮।১৫	১০	১০।১১	১১।২৭	১৯।১৯	১৮	১৭।৯	২০।২০	২২।১৯	২৪	২৪।৯
	বু	২৭।২	১।৬	৬।৮	৮।১১	১১	১১।১৫	১৫।৫	১৮।১১	১৯।১৫	২০।২	২৪	২৪।১৬
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২।২৪ব	২০।২৫	২২	২২	২২	২২	২২	২২।১
	শু	৬	৬	৬	৬।২	৮	৮	৮	৮	৮	৮।৯ব	৮	৯
	শ	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১

বঙ্গাব্দপ্রো	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
২২	ম	২৭।২৬	২।২৮	৪	৪।৭	৬।২১	৮	৮।৩	১০	১০।১৮	১৩।২৭	১৩।১২	১০
	বু	২।৩	৪।১৩	৬	৬।১৭	৮।৫	১৩।৮	৫।২	১৫।১৯	১৮।৬	২২।২৪	২৪	২৪।২০
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।২৫
	শু	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।১৬	১০	১৯	১৯
	শ	১৩।২	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৩	ম	১০	১০	১০।৫	১৩।২৪	১৫	১৬।৬	১৮।১৭	২০।১৭	২২	২২।৮	২৪।১৭	২৭।২৭
	বু	২৭।৩	৪।৮	৬	৭।১১	১০।২৪	১৩।২৯	১৫।২০	১১।১৬	২০।২৬	২২।২৫	২৪।১২	২৭।২৮
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	শু	১৯	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
	শ	২০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
২৪	ম	২	২৭	৪।১৭	৬	৮	৮।১৫	১০	১০।১৭	১৩	১৩।২৪	১৫	১৫।২২
	বু	২।২৫	৪	৬।১১	৬।৪	১০।৬	১৩	১৩।১৫	৫।৩	১০।৮	২১।১৮	২২।১৮	২৪।৫
	বৃ	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	শু	১০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২	২০	২০	২০।২৫
	শ	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
২৫	ম	১৩	১৩	১৩।১৫	১৫	১১।৯	১৭।২১	২০	২০।৩	২২।৫	২৪।২৬	২৭	২৭।৭
	বু	২।১০	৪।২২৭	৪।১৬	৮।১২	১০।২	১১।১৭	১৩।৬	১৮।১৫	২০	২০।২৩	২২।১০	৭।১৪
	বৃ	২।৩	৪	৪	৪	৪	৪।১১	৪।১৩৭	৪	৪	৪	৪	৪।১৩
	শু	২২	২২।৫৭	২২।১৩৭	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।১৫	২২
	শ	৮	৮	৮।২	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯	৯

২৬	র	২।১৮	৪	৬	৬।১২	৮।২৬	১০	১০।২৫	১১	১১।৬	১৫	১৫।১৮	১৮
	বু	২	২।১৮	৪।৫	৮।৫	১০	১০।২০	১৫।২০	১৮।৭	১৮।১৫	২০।২৫	২২।১	২৭
	বৃ	৬	৬	৬	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮।৬৭	৭	৬
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২	২২	২২
	রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
২৭	র	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।১০	২০	২০।১	২২।৬	২৪	২৪।২	২৭।১৫	২।১৫
	বু	২৭।২৪	২।১	৬।১৪	৮।১৪	৮।১৫	১০।৪	১৫।১৭	১৮	১৮।২৭	২০।৭	২৫।১৮	২৭।১৭
	বৃ	৬।২৪	৮	৮	৮	৮	৮।১১	১০	১০	১০	১০	১০।২৪৭	৮
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।২৩	২৪
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
২৮	র	৪	৪।১	৬।১৫	৮	৮।৯	১০।২৪	১১	১১।১২	১৫।২০	১৮	১৮।২০	২০
	বু	২৭।১৮	৪।৩	৬।১৫	৮	৮।১০	১১।১১	১৫।৩	১৫।২২	১৮।২	২২।৬	২৪	২৪
	বৃ	৮	৮।১৬	১০	১০	১০	১০	১০।১	১১	১১	১১	১১	১১
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	৪	৪	৪।৩	২	২	২	২	২	২	২	২	২
২৯	র	২০।১৬	২২	২২	২২	২২	২২।২৫	২৪	২৪।২৫	২৭	২৭।১৯	২।৭	৪
	বু	১৭।১০	৪।২২	৬	৬।১৫	৮।২	১১।৫	১৫	১৮।২	২০।২২	২২।২৬	২৪।২৭	২৪।২৪
	বৃ	১১।২৩	১১	১১	১১	১১	১১	১১	১১।৮	১৫	১৫	১৫	১৫
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২।১৮	২৭	– ২৭

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৩০	ম	৪।১৩	৬	৬।৮	৮।২২	১০	১৩।৭	১৩।১২	১৫	১৩।৮	১৮।২২	২৩।৮	২২
	বৃ	২৭।৪	৪।৯	৪।২০	৬।৯	১৩।১১	১৩।২	১৩।১৮	১৩।৭	২০।২৪	২২	২২।২২	২৪।৩
	শু	১৫	১৩।৩৭	১৩	১৩।১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৩।৮	১৭	১৭	১৭
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।১৬	২৭
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
৩১	ম	২২।২০	২৪	২৪।২	২৭	[illegible]	২	২	২	২	২	২।৯	৪
	বৃ	২।১১	৪	৪।১৬	[illegible]	১৯।৪	১৩	১৩।২৩	১৮।২৭	২০।১৭	২৪।১৬	২৭।২৬	২৪।৪
	শু	১৭	১৭	১৮৭	১৩।১৯	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।১৭	২০	২০
	শ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৬	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৩২	ম	৪।১	৬।১৯	৮	৮।৫	১০।২৩	১১	১৩।৩	১৫।১৭	১৭।২৪	১০।১৪	২২।২৪	২৩।২২
	বৃ	২	২।১৯	৪।৭	৮।১০	১০	১০।১৬	১৩।৪	১৭।৯	২০	২০।২০	২২।৭	২৭।২৩
	শু	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
	শ	২৭	২৭	২৯	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	১
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	৪।২২
৩৩	ম	২৪।১৫	২৪	২৪।২	২।২৯	৪	৪	৪।৫	৬।২৭	৪	৪	৪।৫	৬
	বৃ	২।২	৪।১৩	৬।১৬	৮।১৬	১১।৩৭	১৩।৯	১৩।১৩	২৭	১৮।২৪	২০।১২	২৪।১৫	২৭
	শু	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।২৫	২৪
	শ	২৭।৮	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২

৩৪	ম	৬।২৯	৮	৮।২৭	১০	১১।১	১৩।১৭	১৩।২৭	১৭	১।১১	২০।২০	২২	২৪
	বৃ	২৭।২২	২।৯	৬।৯	৮	৮।১১	১১।১৭	১৩।২৬	১৮।২৭	১৭।১৬	১৭।৬	২২।৯	৪৪।২২
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৩	২৪	২৪	২৩	২৪	২৪।৭	২৭
	প	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২
	মা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।২০	২০	২০	২০	২০	২০
৩৫	ম	২৪।৯	২৭।২৮	২।২৭	৪	৪।১০	৬	৬।১৪	৮	৮	৮।১১ব	৬	৬।১৫
	বৃ	২৭।৫	৪।১৫	৬।৮।২৬ব	৬।১৭	৯।১৭	১৩।১৩	১৫	১৫।২০	১৭।৯	২২।২৫	২৪	২৪।২৫
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
	প	২	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	মা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
৩৬	ম	৮।ব	৮।১৬	১০	১০।১৬	১৩।২৩	১৫	১৫।১৭	১৭।১৯	২০।১৯	২২	২২।২৭	১৪।১৭
	বৃ	২৭।৬	৪।১	৬	৬।২	১০।২৫	১৪।৩	১৫।২১ব	১৫।২২	২০।১৭	২২।ব	২২।২৭	২৪।২৫
	বৃ	২৭।২৭	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২৪	২।৬
	প	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	মা	২০।১২	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
৩৭	ম	২৭।২৭	২	২।৫	৪।১৫	৬	৮	৮।২০	১০	১৩	২০	১০।৮ব	৯
	বৃ	২।২৫	৪	৪।৮	৬।৪	১০।২	১৩	১৩।১১	১৫।৪	১৯।১১	২২।১৯ব	২২।২৯	২৪।৫
	বৃ	৪	৪	৪	৪।১৮	৬	৬	৬	৬	৬।২ব	৪	৪	৪
	প	৪	৪	৪	৪।৪	৬	৬	৬	৬	৬।১	৪	৪	৪।৮
	মা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৫	৫	১৫	১৫	১৫

অব্দাবলের গ্রহ		বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৩৮	ম	৯।১৮	১০	১০।১৮	১৩	১৩।৩	১৩।১৫	১৭।২৬	১৯	২০।৬	২২।২৬	২৪।২৪	২৭
	বু	২।১২	২৪।২	৪।১৩	১০।১৫	১০।৩	১৩।১৭	১৭।৯	১৮।১৩	১৯	২০।১৮	২২।২২	২৭।১৫
	বৃ	৬	৬	৬	৬	৬।৪	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	শ	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৩৯	ম	২৭।৫	২।১৩	৪।১৫	৬	৬।৭গ	৮।১৩	১০	১০।১৬	১৩	১৩	১৩	১৩
	বু	২	২।১৮	৪।৩।১১	৮	৬।১০	১০।১৩	১৩।১৭	১৮।৭	২০।২৮ব	২০।১৯	২৪।১	২৭
	বৃ	৮	৮	৪	৮	৮।৬	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	শ	৬	৬	৬	৬	১।১৬	৮	৮	৮	৮।৭ব	৬	৬	৬
	রা	১৫	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৬	১৩
৪০	ম	১৩	১৩	১৩	১৩।২৫	১৩।২০	১৭	১৭।২	২০।২৩	২২।২৪	২৪	২৪।৫	২৭।১৬
	বু	২৭।১১	২।২	৬।১৩	৮।২৭ব	৮।১৫	১০।১৫	১৩।৯	১৮	১৮।২১	২০।৮।২	২৪।১৫	২৭
	বৃ	১০	১০	১০	১০	১০।২২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	শ	৬।৩	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।২০	১০	১০	১০
৪১	ম	২।১৫	৪	৪।৬	৬।১৯	৮	৮।৪	১১।১২	১৩	১৩	১৩।১৫	১৩	১৫
	বু	১৭।৮	২।৮	৪।৬	৬।১১	১০।১১	১৩	১৩।৪ক	১৩।২২	১৮।৩	২।২৭	২	২৪।২৯
	বৃ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।২১	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	শ	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	১০।ব	১০।১২	৯।১২	৮
	রা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

[illegible]	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৪৬	ম	২২	২২।৮	২৩	[illegible]	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৩	২	২।২১	৪
	শু	২	২।১৫	৪।১১।১৭	৮।১৩	১০	১০।১০	১৫।১৬	১৮।২৮	২০।৩।২০	২৪।১৮	২৭।৪	৪
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৭
	শ	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩।২২	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।২২	২
৪৭	ম	৪	৬।২৭	৮	৮।১৮	১০।২৫	১৩	১৩।১	১৫।১৫	১৮	১৮।৯	২০।২৯	২২
	বৃ	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭।২৯	২	২
	শ	১৫	১৩	১৩	১৩।১২	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	২	২	২	২	২০	২	২	২	২	২	২	২
৪৮	ম	২২।১	২৪।১৩	২৭।২০	২।২০	২।২০	৪	৪	৪ব	২	৪	৪	৪।৭
	বৃ	২	২	২	২	২।২৪	৪	৫	১।৩ব	২	২	২২	৪।৪
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	২।১৫	১৫	১৫	১৫	১৮	১৮	১৮।২২ব
	রা	২	২	২	২	২	১।৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭
৪৯	ম	৬	৬।৯	৮।২৬	১০	১০।৯	৩।২২	১৫	১৮।২৭	১৯।১৯	২২	৬	২২।৯
	বৃ	৪	৪	৪	৪।৮	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	শ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।৮	১৮	১৮	১৮	৬
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৬
৫০	ম	২৪।২৮	২৭।২৭	২	২২	৪।২৩	৬	৬	৬	৬	৬	৬।১৫	৮।১৫
	বৃ	৬	৬	৬	৬।২	৮	৮	৮	৮	৮	৮।৯ব	৮	৯
	শ	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪

৪১	ব	৮	৯।৫	১০।২৩	১৩	১১	১৩।৩	১৫।১৫	১৯।১৬	২৩	২৩।৬	২২।১৬	
	বৃ	৮	৮	৮	৮	৯।২২	১০	১০	১০	১০।৫	১১ব	১০	১০
	প	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।১৩	২০	২০
	মা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৪২	ব	২৭	২৭।৪	৩।১৪	৪।২৪	৬	৭।১০	৮	৮।১৮	১০	১০।১৮ব	৮	৮
	বৃ	১০	১০	১০	১০	১০	১০।১২	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
	প	২০	২০।২৭	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।২১	২০	২০	২০	২০	২০
	মা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
৪৩	ব	৮	৮।১১	১।১৯	১৩	১৩।১১	১৫।২৪	১৮	১৮।৪	২।২৫	২২	২২	২৪।৫
	বৃ	১৩	১৩	১৬	১৩	১৩	১৩।২১	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	প	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
	মা	২২	২২।৮	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০
৪৪	ব	২৭।১৩	২।২২	৪	৪।২	৬।১৫	৮	৯।৩	১০	১০।৫	১৩	১৩।২	১০
	বৃ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।১৩	১৭	১৭	১৭
	প	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২২	২২	২২
	মা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।১৮	১৮	১৮	১৮
৪৫	ব	১০	১০।২৪	১৩	১৩।২২	১৫	১৮	১৮।১৭	২০।১২	২২	২২।১৩	২৪	২৭।২২
	বৃ	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৭	১৮	১৭।৬	১৯	১৯	২০
	প	২২	২২	২২	২২	২০	২০	২০।৫	২২	২০	২২	২২	২২
	মা	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১১	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮

জন্মাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্ত্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৫৬	র	২	২।২০	৪।২৩	৬।২৭	৮	৯।১১	১০	১০।১	১৩	১৩।৩	১৫	১৫
	বৃ	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।২৮	২২	২২
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
	রা	১৮	১৮	১৮।৩	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
৫৭	র	১৫।২৭ব	১১।১৮	১৫	১।১১	১৮	১৮।২৬	২০।৭	২২	২২।৯	২৪।২৬	১৭	২৭।৩
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২
	শ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।১৫	২৪	২৪	২৪
	রা	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫।২৯	১৩	১৩	১৩
৫৮	র	২।১৫	৪।১৫	৬	৬।৭	৮।২১	১১	১১।৯	১৩।২৯	১৫	১৫।২৪	১৮	১৮
	বৃ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।২৩	২৬	২৬
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩	১৩
৫৯	র	১৯।১৬	২০।৭	১৮	১৮।২০	২০	২০।৫	২২।৫	২৩।১১	২৪।২৫	২৭	২৭।১৭	২৫
	বৃ	২৭	২৭	২৭।৯	২	২	২।৭ব	২৭	২৭	২৭	২৭।২৮	২	২
	শ	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
	রা	১৩	১৩	১৩	১৩।১৮	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
৬০	র	৪	২।৮	৬।২২	৮	৮।৫	১৫।১০	১৩	১৩।৭	১৫।৫	১৮	১৮।১৮	২০
	বৃ	২	২	২।১০	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০

৬১	র	২০।৭	২২	২২।৭	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।৩	২৬	২৭।১২	২	২।২
	বৃ	৪	৪	২২।৪	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
	রা	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
৬২	র	৪।১৯	৬	৪।৬	৮।১৭	১০	১০।৪	১১	১৫	১৫।২	১৮।২	১৯	২০।২০
	বৃ	৬	৬	৬	৬।৭	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮	৮
	রা	৮	৮	৮	৮।১২	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬৩	র	২২।২৫	২৪।১৯	২৫	২৭।২৯	২	২৭	২৭	২০।১৫	১	২।১৮	৪	৪।১৭
	বৃ	৮	৮	৮	৮।২৭	৮।২৭	১০	১০	১০	১০	১০	১০	১০
	রা	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬	৬
৬৪	র	৬	৬।১৪	৮।৪	১০।১৬	১০।৬	১১।১৭	১৪।৫	১৫।১৪	১৮।২২	১৯।১১	২০।৫	২২।১৮
	বৃ	১১	১০	১০	১০	১০	১১।৪	১১	১১	১১	১১	১১	১১
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
৬৫	র	২৪।১৭	১৭	২৭।১৯	২।১৯	৪	৪।১৪	৬	৬	৬।[illegible]	৪	৪।১৮	৬
	বৃ	১১	১১	১১	১১	১১	১১।১১	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫
	রা	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪।২	২	২	২	২	২
৬৬	র	৬।২৪	৮	৮।৬	৮।১৬	১০।১৭	১১	১১।১১	১৫।২৬	১৮	১৮।৪	২০।২৫	২২।২৪
	বৃ	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৫	১৭	১৭	১৭	১৮	১৮	১৮
	রা	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২	২

অব্দাবশেষ	গ্রহ	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৬৭	ম	২৫	২৭।৮	২।১৩	৪	৪।২৫	৬।২৫	৮	৮	৮	৮।২৭	৬	৬
	বৃ	২৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮	১৮।২০	১৯	১৯	১৯	২০
	রা	২।১১	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	১৭	২৭	২৭
৬৮	ম	৮	৯।২২	১০	১৮।৮	১৩।২১	১৩	১৩।২৮	১৮।২৪	২০।২৪	২২	২২।৪	২৪।১০
	বৃ	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০।২১	২২	২২	২২
	রা	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৭	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৬৯	ম	২৭।২১	২	৪	৪।১১	৬।২৫	৮	৮।১৫	১০	১০।৪ব	৯।২৩	১০	১০
	বৃ	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।২	২৪	২৫	২৪
	রা	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪
৭০	ম	৮।১৪	১০	১০।২৪	১৩।১৫	১৫	১৫।১০	১৭।২২	২০	২২।১২	২৪।১৬	২৭	২৭।১৯
	বৃ	২৪	২৪।১৬	২৭	২৭	২৭।২৫ব	২৪	২৪	২৪	২৪	২৪।৩	২৬	২৭
	রা	২৪	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২০	২২	২২	২২
৭১	ম	২	২।৪	৪।২৬	৬	৬।৩	৮।১৯	১০	১০।১২	১৩	১৩	১৩ব	১৩
	বৃ	২৭	২৭।২২	২	২	২	২।১।২৫ব	২৭।১০	২	২	২	২	২
	রা	২২	২২	২২	২২	২২	২২	২২।১৫	২২	২০	২০	২০	২০
৭২	ম	১৩	১৩	১৩।২৬	১৫	১৫।১০	১৮।১৭	২০	২০।৮	২২।১৮	২৪	২৭	২৭।১
	বৃ	৪	২।১৫	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪
	রা	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০	২০

দৈব-বাণী-চক্র

কোন একটি ভাবী বিষয়ের শুভাশুভ বা কোন প্রশ্নের উত্তর জানিতে হইলে, ভগবানের নাম লইয়া, এই চক্রমধ্যে কোন একটি অক্ষরে অঙ্গুলী দিবে। সেই অক্ষর এবং তাহা হইতে প্রত্যেক দশম অক্ষরকে অন্য স্থানে লিখিয়া রাখিবে। কিন্তু স্মরণ রাখিবে যে, যেটি দশম হইবে, পুনর্ব্বার গণনায় সেইটিকে এক ধরিতে হইবে। ঐরূপে প্রত্যেক দশম অক্ষর গ্রহণ করিয়া চক্রের শেষভাগ উপস্থিত হইলে, চক্রের প্রথম হইতে পূর্ব্ব অক্ষর পর্য্যন্ত আসিবে। এইরূপে যে অক্ষরগুলি প্রাপ্ত হইবে, যোজনা করিলে তাহাই ভাবী শুভাশুভের ফল ও প্রশ্নের উত্তর। সময়বিশেষে শেষের অক্ষর প্রথমে হইতে পারে।

ক	হ	বা	হে	না	হ	হ	র	মা	ম	ম	ঈ	ম	যে	এ
ম	স	এ	নে	নে	ধ্ব	ন	ভা	ক	স্ব	ন্দে	ভা	যে	র	র
স্থি	ব	ম্ম	ন	হ	ব	ভ	ভা	মা	দ	গ্য	এ	হ	ক	না
ব	ব	ম্মু	ন	ক	ই	বে	রি	য়	না	না	কু	হে	রি	ক্ষ
ক	বা	সো	ক্ত	ত্ব	ল	এ	যা	নে	দি	ন	য	বি	রা	আ
ক	ছ	হ	ব	এ	দে	য়	য	ছে	দ	ভা	ও	স	বা	থি
ছ	ম	ন	ণ	হা	ন	রু	ব	তে	ত্য	হ্ন	ভা	ভ	নি	র
যে	ভা	ছি	হা	ল	ব	লো	ও	যো	ক	লো	ভা	হ	হ	না
[illegible]	স্তু	তে	প	হ	লো	কে	হ	ক	ধি	হ	দে	বে	হ	ছ
ক	বে	থি	না	বে	রি	দি	ই	বে	কি	ক	বা	দ	ন্ধ	না
তা	তে	ক	চ	ই	[illegible]	কি	না	ম্নি	স্তু	চ	না	ক	ধ	ভ্
স্বা	য	ড়	ম	দ্	স	ল	দ	রা	কা	ধা	শ্র	ক্ষ	রা	কে
যা	ভা	ন্ধ	য	শ্র	হ	ল	ম্ব	সা	ক	দ	স	ক	ন্	কো
লো	জা	ব	হ	না	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ন	ব	নি	ধ	হ	ক	পা
লে	বি	ক	না	তে	ম	বে	ব	ই	ত্বো	রা	ব	ন	পা	ই